বছর পঁচিশ

বিষ্ণু দে

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : পৌষ, ১৩৬৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ, ১৩৮১

তৃতীয় মুদ্রণ : পৌষ ১৩৮৩

প্রচ্ছদশিল্পী : গৌতম রায়

প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

মুদ্রাকর : অশোককুমার ঘোষ, নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৬

লেখকের নিবেদন

শ্রীমান ব্রজকিশোরের উৎসাহে এই সংকলন করতে হয়। এই স্থূলকায় বইতে বছর ছাব্বিশ ব্যেপে ছাপা বইগুলি একত্রে সংগৃহীত। লেখার তারিখ ধরলে আরো বেশি বছর নিশ্চয়ই।

প্রকাশকের তাগিদে এবং পারিবারিক সাহায্যে বইটি বেরোল। কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন বাহুল্যমাত্র।

বিষ্ণু দে

সূচীপত্র

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

আলেখ্য

তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ

অম্বিষ্ট

সন্দ্বীপের চর

সাত ভাই চম্পা

পূর্বলেখ

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়-কে
'ভাই পরালাম রাখী'

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

তোমরা নবীন, এ উদাস
বিষাদ কি তোমাদেরও চেনা ?
স্মৃতি হানে আদি মহীদাস,
ভূমিদাস স্মৃতির যন্ত্রণা
আমাদের চৈতন্যে আকাশ।

তোমরা নবীন, আনাগোনা
কালান্তরে বাঁধে কি চেতনা ?
বিশ-বাইশের ইতিহাস
করেছে কি কালের গণনা
তোমাদের সত্ত স্থখে মানা ?

তোমরা নবীন, জানাশোনা
তাই বুঝি হয় নি প্রবাস ?
নিজবাস একান্ত অজানা,
আজন্মপ্রবাসী, তাই নানা
স্বদেশীয় স্মৃতিই বিলাস ?

দুনিয়ার হাটে হাটে কেনা
আধোচেনা প্রবল উচ্ছ্বাস,
অনাত্মীয় নব্য প্রতিভাস—
তবু জেনো, আমরাই চেনা।

হঠাৎ উঠেছে দেখ ষোলোতলা,
হয়তো পনেরো হ'তে পারে কে জানে সতেরো,
আকাশকে মাটিকে তামাসা,
জিরাফ তুলেছে যেন গলা কিংবা এক টিরানোসরাস,
আশেপাশে জলহস্তী, কুমীর, গোখুরা, হায়েনা, শেয়াল

পেতেছে দপ্তর গদী গমস্তা ফরাস খাসা,
বেখাপ্পা বেয়াড়া বিশ্রী,
কলকাতার কপালের গেরো।

এইদিকে নকল গথিক ঐদিকে করিন্থী আয়ন ডোরীয়
কে'লসনের ইংরেজী খেয়াল।
তবুও যাহোক্ কালের পলিতে আহাম্মক সাহেবী সখের গায়ে
পড়েছিল অভ্যাসের কিছুটা প্রসাদ,
বাঙালের হাইকোর্ট, গাঁওয়ারের জাদুঘর,
এমনকি লাটনী-প্রাসাদ এসেছিল চোখে সয়ে,
এবং চোরাই সাম্রাজ্যের দেশজ রাস্তায়
অলিতে গলিতে আজগবি ঘিনঘিনে বাহারে
জমেছিল নয়ন না হোক কিছু মনোহর
আলালের দুলালের হুতোমের বুড়ো বুড়ো শালিকের কাটারায়
পক্ষীবাবুদের কায়দায় কেতায় সচ্ছলতা অসচ্ছলতায়।

সরু ফালি কলকাতার জোলো মাটি দিয়েছিল তবু কিছু রস, কিছু রৌদ্র
শচীশকে বিনয়কে, তবু গোরা আরো বহু স্বদেশী ছেলেরা
কলকাতাকে চিনেছিল, সুস্থ হতে চেয়েছিল সম্পূর্ণ স্ববশ।

আজ শুধু একদিকে মুমূর্ষু বিকার
আর অন্যদিকে নাটুকে প্রলাপ নির্বোধ নিষ্ঠুর অমানুষিক অভদ্র।
কে দেবে ধিক্কার কাকে আঠারো তলায়
সারাদেশে চতুর্দিকে যত অবান্তর
উন্মাদ বিলাসী খেলা!
রৌদ্র হানো, বান দাও, হে সূর্য, হে চৈতন্যআকাশ
এই নিত্য অপঘাত দূর করো,
এর চেয়ে দগ্ধদিনে এনে দাও সালানপুরের যুগান্তের ভূশণ্ডী প্রান্তর।

প্রাণ খুলে যে ঘৃণা করব এমন দেখি উপায় নেই,

প্রাণের পাড়ায় নেই তো তার ঠাঁই,
চোরাগলিতে ঘোরে যখন তখন বুঝি দেখি তাকেই,
ঘরে কিংবা সভায় সে নয় চাঁই।
শহরবনে হঠাৎ যবে দেখি সে অমানুষিক চোখ
মানতে হবে চমকে উঠি ভয়ে,
তাই বলে যে ঘৃণা করব এমন আমার সাধ্যে নেই,
হার কোথায় বন্য পরাজয়ে ?
জন্তুই তো জন্তুটা সেই, যতই তার হোক্ না রোখ্,
মনের বিশ্বে কোথায় তার ঠাঁই ?
মৃত্যু তার নখরে বটে অর্থহীনতায় অসহ,
আকস্মিক, জয়ও তাই চাই।
জয়ের ছবি তাই তো মনে, জয়ের গান তাই তো রটে,
ঘোচাতে চাই আকস্মিকের পাপ।
তাই বলে কি করব ঘৃণা সমানে সমান বিনা ?
পায়ের পাশে ঘুরতে পারে সাপ,
আশেপাশে চৌকাঠে বা ঘরের কোণেও বিছা বা জোঁক,
প্রাণের লোকে নাই থাকুক বাসা,
এটাও ঠিক যে সাপ মাড়ালে ঘৃণায় শরীর রীরী করে,
পড়তে পারে জুতার চরম চাপ,
তাই বলে কি বিছাটাকেই বসতে দেব ঘৃণার আসন,
জোঁককে শেষে ডাকব সভাঘরে ?
ঘৃণার পাতা হাওয়ায় ঝরে, ঘৃণার মাটি প্রখর ভালোবাসা
সেই শিকড়ে জীবন বাঁধি, তাই—
মানুষ তো ছার, সিংহও নয়, মান্‌ব কাকে, শিরদাঁড়া নেই,
দেব না ওকে ঘৃণারও অভিশাপ।

এ নরকে

মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই,

যেখানে রয়েছি আজ সে কোনো গ্রামও নয়, শহরও তো নয়,
প্রান্তর পাহাড় নয়, নদী নয়, দুঃস্বপ্ন কেবল,
সেখানে মজুর নেই, চাষা নেই,
যেখানে রয়েছি আজ মনে হয় আশা নেই,
বাঁচাবার আশা নেই, বাঁচবার ভাষা নেই,
সেখানে মড়ক অবিরত
সেখানে কান্নার স্বর একঘেয়ে নির্জলা আকালে
মরমে পশে না আর, সেখানে কান্নাই মৃত
কারণ কারোই কোনো আশা নেই
অথবা তা এত কম, যে কোনো নিরাশা নেই।
চৈতন্যে মড়ক।

এখানে অভাব মৃত্যু অনাহার অপঘাত সকালবিকাল
মাসে মাসে মারীর চড়ক,
এখানে অরণ্য নেই, হিংস্র পশু নেই, নেই আদিম মানুষ,
বানপ্রস্থবাসী উদাসী সন্ন্যাসী নেই,
এখানে সভ্যতা নেই, হৃদয় শুকানো দীঘি,
বুদ্ধি মজা খাল, চোখ-কান সব বোধ চোরাইমালের চেয়ে বাসি,
এখানে হয়তো নেই আপামর কোনোই নরক।
কেউ বা হিন্দির হন্যে, কেউ ইংরেজির হাঙর,
নানা অবান্তর নানা শিকারীশিকার
অথচ সবটা গৌণ অচেতন বা অর্ধচেতন,
নরকেরও ব্যঙ্গচিত্র, মৃত্যুরও বিকার।

নরকের দাহ দাও নরকের আত্মগ্লানি হে যম জীবন
অশ্রু দাও প্রাসাদে প্রাসাদে বসতিতে মজ্জায় মজ্জায় অবসাদে
যন্ত্রণার বাণী দাও মর্মে দাও সজল শিকড় ফুলে ফলে শাখায় পল্লবে
রূপান্তরে প্রাণ দাও অভ্যস্তের তিক্তের ক্ষুব্ধের
চৈতন্যের ক্ষুরধার ক্ষিপ্র প্রতিবাদে স্পষ্টবাক্

জীবনমৃত্যুর এ গোধূলিই স্বচ্ছতা পাক
বৈশাখী রৌদ্রের আর কালবৈশাখীর আন্দোলিত রবে

রাজার মেয়ে আজ আপিসে খাটে
রাজার ছেলে খোঁজে কাজ,
ভালোই জানে তারা রাজ্যপাটে
কিছুই নয় তারা আজ।
তবুও বয়সের ঊষার সঙ্কটে
ছেলেটি ভাবে ধাপে ব'সে,
মেয়েটি সত্যিই রাজার মেয়ে বটে
রাজার ছেলে নয় তো সে।
পার্কে বেঞ্চিতে অথবা পথে শানে
দুজনে বলে প্রায়ই কথা,
বহুরই ভাগ্যে যা বর্তমানে
তাদেরই বেলা অন্যথা।
তাই তো মাঝে মাঝে রাজার ছেলে
মিছিল করে কলরবে।
রাজার মেয়ে তাই হৃদয় দেয় মেলে
ধর্মঘটে গৌরবে।
এরা যে ভালোবাসে, তাই তো ঘৃণাতে
আগুনে জ্বালে দেহমন।
এদের অভাবের অগ্নিবীণাতে
জীবন পেল যৌবন।

ক্লান্তিতে কিসের ভয়?
ক্লান্ত হব দিনের কিনারে,
কলঘরের কাজ সেরে তুরপুন র‍্যাদার কিংবা তাঁতের

মিহি, মোটা হাতের সন্তোষ
সম্পূর্ণ দিনের ক্লান্তি।
ধ্যান আর বাস্তবের খেয়াপারাপারে
সম্মিলিত এক দলে
আদিগন্ত মাঠে ট্রাকটরের দীর্ঘ অভিসারে
মাটির যেমন ক্লান্তি আসন্ন ফসলে
সেই ক্লান্তি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত, মহাশয়।
তারপরে সূর্যের আত্মীয় যেন সূর্যের মতন ফেরা ঘরে।
বাঁধের পথের বাঁয়ে, হাসপাতাল ডানপাশে ছাড়িয়ে,
মাসে মাসে ভিন্ন ভিন্ন ঝরা ফুল ঝরা পাতা আলতো মাড়িয়ে,
পাহাড়ের মুখোমুখি দিনের কিনারে,
পাখির সংগীতে পরিতৃপ্ত ক্লান্তিভরে যে যার সংসারে,
কেউ গান কেউ অন্য আমোদপ্রমোদে,
বিজলি আলোয় পাঠে কিংবা শুধু স্নিগ্ধ অবসরে।
হয়তো বা বারান্দায় বসে কিংবা শুয়ে, খাটে, তক্তাপোশে
চাঁদের বিকাশ দেখা দিকচক্রবাল থেকে আকাশের বুকে—
কেমন কাস্তের চাঁদ অমাবস্যা পূর্ণিমায় পঞ্চদশী প্রাকৃত কৌতুকে।
ক্লান্তিতে কিসের ভয়?   মহাশয় এই ক্লান্তি নয়,
ভবঘুরে সমাজের বেকসুর গ্রামশহরের শ্রান্তি বড়ো ক্লান্তিকর;
জ্ঞানে ও বাস্তবে এক বিন্যস্ত জীবনে কর্মে ক্লান্তি নেই, আমরা সবাই ওরে ভাই
চাই সেই ক্লান্ত অবসর।

রবীন্দ্রনাথের গল্প সবাই জানেন:
সকলই প্রস্তুত, মেরাপবাঁধানো উঠান প্রাঙ্গণ,
ভিয়েনে আগুন জ্বলে, দেউড়িতে সানাই
বাতাস ভরপুর করে বিশ্বব্যাপ্ত শুদ্ধ সুরে সুরে,
ভাঁড়ারে বোঝাই ভোজ্য, নানা সাজ আয়োজনে
অন্দরের ঘর ভরা, যৌতুক বিস্তর,
আত্মীয়া পড়শী সব মুখর অস্থির,

বহু শিশু খেলে ঘোরে, নিশ্চয় পাত্রীরও বুক দুরু দুরু
আবেগে আগ্রহে, বিবাহের সকলই প্রস্তুত।
এমনকি বরযাত্রী এসে গেছে, সভায় জমাট,
শাঁখ প্রায় বাজে বাজে, হুলুধ্বনি
এয়োদের পানরাঙা মুখে মুখে সমুদ্যত,
শুধু বর নেই—

রবীন্দ্রনাথের গল্প, আশ্চর্য রূপক দিয়ে এঁকেছেন কবি
আমাদের সকলের জীবনের ছবি,
মর্মভেদী ভীষণ অদ্ভুত—
বিবাহের সকলই প্রস্তুত,
এমনকি বরযাত্রী এসে গেছে, শুধু বর নেই—
কিংবা হয়তো বা ওরা বরযাত্রী নয়, সব বরযাত্রী নয়,
ওই ভিড়ে আছে চোর, জুয়াচোর, গণ্যমান্য অথবা নগণ্য,
ভিখারীও নানান্ রকম, কেউ বাবু, কেউবা সাহেব,
আত্মার দুয়ারে, মনের রাস্তায়
সমাজের আস্তাকুঁড়-সাফাই লরিতে সত্তার ভিখারী,
দুস্থ, তবে বস্তিবাসী নয়, গদীয়ান আড়তে দপ্তরে,
দেহে মনে প্রাণে দুস্থ, হয়তো বা অর্থে নয়, ক্ষমতায় নয়—
বরযাত্রী নানান্ রকম, শুধু বর নেই।

বর খুঁজে ফেরে সত্তা আত্মপরিচয়
মাঠে গঞ্জে শহরে বন্দরে খোঁজে সে আপন সত্তা, সনাক্তিকরণ
দশের দর্শনে, সমাজের আতশী ফলনে
পায় না আপন সত্তা, যা শুধু ফুলের মতো
ফুটে ওঠে রৌদ্রজলে ছায়ায় মাটিতে
শিকড়ের শাখার পাতার প্রাকৃতিক অর্কেস্ট্রায়,
সত্তা যার নিহিত মাটিতে রৌদ্রেজলে শিকড়ে শাখায়,
এমনকি ফুলদানিতে সাজানো হ'লেও।

তাই আজ আমাদের সত্তা নেই, ঘরে সজ্জে বৈঠকে বা চাখানায়,
ফুলদানির মননেও হাজার চেষ্টায়।

এ উপমা বহুমুখ, স্তরে স্তরে প্রয়োগে সরল
ব্যক্তিতে, সমাজে, দেশে।
দেশ, ভাবো, সুজলা সুফলা এই মলয়শীতলা মাতা দেশ,
ছিন্নভিন্ন, অথচ প্রাচীন পরিচয়ে সত্তার চৈতন্যে ধনী
প্রজ্ঞায় সংহত স্মৃতির শিকড়ে ধন্য কালের বাগানে।
অথচ বিচ্ছিন্ন ছারখার, হাজার দাগায় আহত বিকল
যেন বা দেহের সব আছে, শুধু স্নায়ু স্নায়ুকোষ
অভুক্ত, অসুস্থ, কাটা, পঙ্গু শতশত স্নায়ু স্নায়ুকোষ,
তাই আমাদের মনে, বাস্তবজীবনে কবন্ধের ছড়াছড়ি,
বাংলায় হাজার রূপের হাজার রাক্ষস, বহু ছল ক্ষমতার হরেক কৌশল।
তাই আত্মপরিচয় নেই, ব্যক্তি নেই সত্তা নেই,
লালনীলকমলের দেশে আজ বর নেই,
বিধবার দেশে অরক্ষণীয়ার সুন্দরীর বর নেই, সত্তা নেই,

যে সত্তার স্বপ্ন দেখে মানবসভ্যতা চিরকাল
আদিম গোষ্ঠীর যুগ থেকে সাম্রাজ্য অবধি।
এরই ব্যথা এনে দেয় মিথ্যা লোভ, ভুল আত্মঅভিমান,
অসামান্য ক্ষমতার পায়ে, যেমন সাম্রাজ্যমরিয়া জার্মানি
রিল্‌কের নিঃসঙ্গ যুগে করেছিল নাৎসিদের দুঃস্বপ্নের পায়ে,
সেই সব লোক যারা যন্ত্রণায় লিখেছিল দুর্জয় সুন্দর সিমফনি কোআর্টেট
যন্ত্রণাবধির কত বেঠোফেন,
উন্মাদ বরণ করে নিয়েছিল কত না নীটশে কত হোয়লডেরলিন
কত শত হ্বাখনারের আর্ত নাট্যনাদে

এরই লোভে সেকালের ইতিহাসে দেখা যায় বিলাতে গড়েছে
বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের কল্পতরু ছায়ার একতা।

কল্পতরু আজ শুকনো, তাই ইংলণ্ডের উত্তরে পশ্চিমে স্বায়ত্তশাসন চায়,
তাই অনেকেরই মনে হয় জনন মৈথুন মৃত্যু এই তিনে ইংলণ্ডেও শান্তি নেই,
ভাবে তারা হরিজন, উদ্বাস্তু বা নির্বাসিত, দায় নেই দায়িত্বও নেই।
অন্যপক্ষে, আজ তাই দেখা যায় সত্তার সমস্যা,
সংহতির সীমিত সত্যের, সাম্যের সখ্যের মহাদেশে
এদেশে ওদেশে, দেশের দশের মধ্যে ব্যক্তির মুকুলে।

আমরা সম্রাট নই, বিলাতের বনেদী দুর্গতি
স্বপ্নেও কপালে নেই, এমন কি ফরাসীস্ মান্দারিন-মন্য সুখ
নির্দিষ্ট যা মোটামুটি এক শয্যা থেকে অন্য শয্যার বিলাসে
আলজীরীয় অবসাদে অস্তিত্বের কাকবিষ্ঠা খোঁজা,
তাও নিতান্ত অসার এই পাপপুণ্যহীন দেশে
দগ্ধ দিনে বিষণ্ন রাত্রিতে।

আমরা নরকে আছি, অথচ সে জ্ঞান নেই মনে,
তাই বিবাহসভায় প্রচ্ছন্ন নরকে আজ বর নেই,
অথচ রাজার মেয়ে এবং রাজার ছেলে নরকের দেউড়িতে
রাস্তায় প্রস্তুত আছে স্বাগতের প্রতীক্ষায়,
শুধু স্বভাবে প্রতিষ্ঠা চায় প্রতিবাদে
প্রাণ মান চায় বরাভয়, তারাই যে বরকনে॥

ভুবনডাঙায়

তোমার শরীরে পাই প্রকৃতির প্রতিটি উপমা
তোমার মনের মধ্যে মানুষের দীর্ঘ ইতিহাস ;
তবুও, অথবা বুঝি সে জন্যই তুমি নিরুপমা ;
অনন্যা, শোনাই নিত্য একঘেয়ে পূরবী বিভাস ।

হয়তো বা শোনো তুমি, কোনদিন হয়তো শোনো না,
প্রতিদিন সূর্য রাঙে, প্রতিসন্ধ্যা সিঁদুরে রাঙায়,
হয়তো মাটিতে বাষ্পে শূন্যে ধুয়ে যায় তার সোনা,
তোমাতেই তবু রাত্রি ভোর করি ভুবনডাঙায় ॥

১৯৫৫

বৃথা স্মৃতির পাহারা

বৃথা স্মৃতির পাহারা,
বৃথা দ্বার বাঁধি, যদি একবার জানলাটা খুলি
দিনরাত্রি পলাতক অন্ধকার কালের পাহাড়ে ।

যৌবনের নিঃসঙ্গতা আজ বাজে বৃদ্ধ হাড়ে হাড়ে,
হৃদয়ের চেরাপুঞ্জি নব্যন্যায়ে বর্ধিষ্ণু সাহারা ।

আমি একান্ত শূন্যে, কবে ছিলে স্বদেশে তা ভুলি ।

তবু যদি আসো, দেখি বাড়ে সেই বকুলের চারা ;
' 'গান করি, যদি আসো, নিত্য ফুল তুলি ।

অস্তে যায় সূর্য, আসে প্রতিদিন আকাশে গোধূলি,
বিবাহের রঙে রাঙা কপালে একটি লাল তারা ॥

১৩।৮।৫৬

সে কবে

সে কবে গেয়েছি আমি তোমার কীর্তনে
কৃতার্থ দোহার।
পদাবলী ধুয়ে গেছে অনেক শ্রাবণে ;
স্মৃতি আছে তার।

রৌদ্রে-জলে সেই স্মৃতি মরে না, আয়ু যে
দুরন্ত লোহার।
শুধু লেগে আছে মনে ব্যথার স্নায়ুতে
মর্‌চের বাহার ॥

১৯৫৬

আকাশে তাকাও

বৃথা আর ঘুরে ফিরে
বিপাশার শূন্য তীরে আকণ্ঠ কান্নায়
কিবা লাভ ?
মুক্তি নেই শোকের অতীতে,
মাটিধোয়া পাড়ভাঙা স্মৃতির গতিতে।
ক্ষোভ শুধু অপলাপ ; আর নয়,
পাশে নয়, আকাশে তাকাও ; স্নান করো ;
ডুব দাও বজ্রে ও বিদ্যুতে,
আষাঢ়ের আমন-বৃষ্টিতে,
বীজকম্প্র শ্রাবণধারায়, কার্তিকের কুয়াশায় নবান্ন ভূষায়
মাঠে মাঠে, এখানে ওখানে, জেলায় জেলায়, দেহমনে,
সারা দেশে, যেখানে হারায় বিপাশার অশ্রুজল
কপিল গঙ্গার আলোনা নয়নে,
মুমূর্ষুর রূপনারায়ণে,
প্রাথমিক সত্তার উষায় ॥

কোণার্ক দেউলে

এখানে শূন্যের ভার যেন মহাক্ষয়ে
আসমুদ্র অন্ধকার আবিশ্ব হৃদয়ে
সত্তাকেই চেপে ধরে বর্ণহীন গ্লানি
বুঝি মানবিক বাণী বুক চেপে মরে।

এখানে সকলই শূন্য অন্ধকারে নেতি ;
আনন্দের আত্মদান প্রেম সখ্য প্রীতি
শিল্পের নির্মাণ কিংবা কর্মের আরতি
জীবনে যা কিছু পুণ্য বিশ্বস্ত বাস্তব
সব কিছু ক্ষতি ক্ষয়ে শূন্যগর্ভ নেতি।

কোথায় আরতি স্তব ? একাকী বিভেতি !
সমস্ত নির্মাণ অন্তে স্তব্ধ নৃত্যগান।
জীবনের শেষ প্রান্তে বিপুল বৈভব
ভঙ্গুর গলিত শব, প্রত্নের নির্বাণ।

অথচ বাহিরে সূর্য মেঘ বজ্র জল,
পূর্ণিমা ও অমাবস্যা, বাতাসও চঞ্চল,
বাহিরে সহস্র মূর্তি প্রাণরঙ্গে সাজে
বাঁশী করতালে তূর্যে খোলে পাখোয়াজে।
বাহিরে জীবন বাঁচে প্রস্তর সত্তায়
কর্মের স্ফূর্তিতে যাচে প্রাণের প্রত্যয়।

ভিতরে কিছুই নেই, মৃত্যুও বিলীন।
জীর্ণ দীর্ণ দেউলের এ অসূর্যম্পশ্যা
বেদীর নিষ্প্রাণ গর্ভে স্তব্ধ মনপ্রাণ।
জীবন বাহিরে বুঝি জন্ম মৃত্যু কর্মে
আনন্দে আঘাতে খুজি জীবন স্বধর্মে।

মরিয়া জীবন তার
মিলাবে শূন্যের ভার
জানি কাল কেটে যাবে
আবার চৈতন্য পাবে

প্রতিষ্ঠায় ধীরে
কালকে বাহিরে।
এ শূন্যের খাদ
প্রত্যক্ষ প্রসাদ।

আজ এই অন্ধকার
শূন্যের এমন ভার
প্রেম নয় মৃত্যু নয়
দেশব্যাপী অন্ধকার

মর্মে পরাক্রান্ত
শিল্পের ধিক্কার,
শূন্যের উদ্‌ভ্রান্ত
কার প্রতিবাদ ?

স্বহস্তে বাজাবে

জেনো, হয়ে গেছে বহু দেরি।
ফেরার সময় বহুকাল
কেটে গেছে, সদাগরী ফেরি
ঘরে গেছে, এখন শৃগাল
ভাবে তারা নেকড়ের পাল।
জেনো হল ফেরার সময়,
মাটিতে ফেরার এল কাল—
শিকড়ে শিকড় বেঁধে যাওয়া,
মজ্জায় মাটিতে তাল তাল
নিজের সত্তাকে প্রাণদান।
কাদায় হৃদয় সঁপে ভাবো,
চৈতন্যের মাঠে চাও ধান,
লোভ ছাড়ো দূর করো ভয়।
ভাবো তুমি গ্রাম, তুমি দেশ,
গ্রাম্য মহাদেশ, লক্ষ গ্রাম।

মেনে নাও উদ্বাস্তু স্বদেশ,
বুভুক্ষু, বিবিক্ত, অক্ষয়
অমর সে কোটি মুখে কান
দাও, শোনো, বলো : ভালোবাসি
তুমি নও ইংরেজ ফরাসী,
পাশ্চাত্যে পাবে না নামধাম।
জেনো হয়ে গেছে বহু দেরি,
মেলাও অশ্রুকে আজ
রৌদ্রে রৌদ্রে পু... রাত জেগে
একাকার মাটিতে হাওয়ায়
দগ্ধ হয়ে বৃষ্টিজলে ভিজে
বীজের আবেগে কেঁপে নিজে
পৃথিবীর ছয় রাগ শোনো
মাটিতে জীবনে প্রতিদিনে।
তবে কোনো দিন শুভক্ষণে—
অবশ্য করেছ বহু দেরি,
বিশ্বকে মেলাতে পারো ঘরে
নবান্নের মতো আড়ম্বরে।
বৃথা ছোটো ছিন্নভিন্ন মনে
কালের পিছনে, ফেরো ঘরে,
বোল্ দেবে স্বয়ং ত্রিকাল,
স্বহস্তে বাজাবে তুমি ভেরী॥

ঘুম নয়, ঘুমের কিনারে

ঘুম নয়, ঘুমের কিনারে,
যেখানে বালির নীলাচল ভাঙে মহানীলিমায়
শরীরের প্রায় পাড়ে—
প্রায় বুঝি মানসের মুক্ত সীমানায়,
অথবা আকাশভেদী অথচ আকাশ নয়, চূড়ায় চূড়ায়,
শরীরের সাড় ঘেঁষে নিরুদ্দেশ পাড়ে পাড়ে ঘোরা,

ঘোরা কিংবা ওড়া, যেন চিল, বাজ,
গগনভেড় বা যেন সোনালি ঈগল,
শিকারের খোঁজে নয়, স্বভাবে তৃপ্তিতে ভাসা
দুই ডানা মেলে দেওয়া, যেন শুদ্ধ পিলু বা খাম্বাজ,
যেন জীবনের সমস্ত শিকল, যা কিছু বিকার
সব কিছু ফেলে দেওয়া, পূর্ণ সব আশা ও হতাশা,

মনের আকাশে মুক্ত, বলা যায় নিরুদ্দেশ,
রুজির চিন্তায় নয়, মুনাফার দায়ে নয়,
থীসিসের চাহিদায়, খ্যাতির আশায় নয়,
নিছক মনের মাঠে, শরীরের প্রায় পাড়ে,
যেখানে শান্তির বিষাদের খাদে স্থর তোলে অক্লান্ত নিখাদে
ফুগের বিস্তারে অর্গানের অনন্ত আওয়াজ,

ঘুম নয়, ঘুমের কিনারে মুক্তির আবেশ,
স্মৃতির স্তম্ভিত নীলাচলে যেখানে সচল স্বপ্নে
মননের প্রবল হিল্লোলে,
যেন পরজের আলাপে গমকে তানে অনির্বচনীয়
কথা ওঠে, ছোটে, ডোবে অতলের তালে তালে
তরল হিন্দোলে কৈয়জের মৈনাকমস্থিত স্বরে
অগাধ উর্মিল,

তারপরে ঘুম, শান্তি, নীলে নীল,
তারপর শুধুই হরি ওঁ, সমুদ্রের তম্বুরায়
আকাশের রেশ ॥

আমিও তো

আমিও তো, শুধু চোখে নয়, সারা মনেপ্রাণে
মেঘের কাঙাল।
দগ্ধ মাটি হাহাকারে আমারও স্নায়ুতে আনে
মুমূর্ষু আকাল,
আমারও সম্বিতে ধরে কেউটের হাজার ফাটল,
সূর্যের অসূয়াঘাতে ভেঙেছে আমারও আলবাল।
দেখেছি মানুষ থাকে চেয়ে,
দেখি মাটি চেয়ে থাকে একদৃষ্টি পাংশুল আকাশে।
কারণ জীবনে আজও মাটি আর সহস্রাক্ষ আকাশ প্রবল।
আমিও চেয়েছি অহর্নিশ ধারাজল।

তাই আজ দূর্বাদলশ্যাম অভিরাম বৃষ্টি শুনি,
বৃষ্টি দেখি, ছাটে ছাটে গন্ধে গন্ধে ভরে নিই ঘ্রাণ,
মনে মনে আমিও সত্তার পোড়া ক্ষেত রুই, বুনি;
হয়ে যাই থরোথরো ফসলের শিষ।
আমারও স্নায়ুতে আজ মাটির আষাঢ়
পাকে পাকে হয়ে ওঠে বর্ষার উৎসব;
হৃদয় ভাসায়, নামে ঢল,
মুক্তাবিন্দু গেঁথে গেঁথে লাবণ্যে চৈতন্য ভরি,
গলায় পরাই তাকে যার বাহু আমার গলায়।
শরীরের অন্ধকার হয়ে ওঠে মেঘময় গান,
তীব্র ছটা সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের স্তব।

অঙ্কুরে অঙ্কুরে তাই আজ
আমারও কবিতা দোলে প্রসন্ন হাওয়ায়
আসন্ন আশ্বিনে আহা ধানের মঞ্জরী ॥

৭।২।৫৮

সূর্যাস্ত-বেলায়

গরমের পোড়া দিন, গিয়েও যায় না।
জারুলের ফুলে ফুলে শিশুদের খেলা
থামেই না, বলি : আহা হোক না বায়না,
এখনও তো আমি আছি ; ফুল আর ঢেলা—
এই তো খেলনা, আর সূর্যাস্তের আলো—
আর কিছু পাকা চুল আমার মাথায়।
খেলুক না, মা বাবারা নিজেদের ভালো
বাসুক না নির্ভাবনা, বাসার হাতায়
আমি আছি, চেয়ে আছি চোখ-মন মেলা ;
ওই দুটি শিশু দেখি, গাছের পাতায়
ফুলে ঘাসে একাকার ; সূর্যাস্ত-বেলায়
এই বুঝি মানুষের জীবন্ত আয়না ?

১৪।২।৫৮

অভিন্ন স্বস্তিতে

স্বর্ণচাঁপার কান্তি অঙ্গে অঙ্গ আভায়,
শিরীষের বহুমর্মরে সেই কথাটি জানাই,
কৃষ্ণচূড়ায় প্রাকৃতিক মনে প্রিয়াকে রাঙাই।

পলাশ কি তার পাপড়ি ছড়াল নখের মূলে ?
প্রবালফুলের ছোঁয়াচ লেগেছে ওষ্ঠাধরে।
আরো রঙ চাই ? গাজনে কি হবে শিমুলতলায় আবির তুলে ?

আকাশনিমের তারাখচা পথে বৃষ্টি পড়ে,
চাল্‌তার ফুলে ফলের বাগান মদির করে,
কদম শিহরে রথের মেলার পথের ঝড়ে।

শরতের ছুটি কাটাই ধানের গন্ধ মেখে,
সবুজে সুনীলে দৃষ্টি সারাই রাসের সুখে
গোলাপ কাঁটায় মাটির দুঃখ আঙুলে চেখে।

সে আনন্দে স্বাদ নেই বিষাদে যা তীব্র তীক্ষ্ণ নয়,
আনন্দের খাদে তাই ঘনীভূত অভিন্ন স্বদেশ।
শহুরে স্বস্তিতে সুখে মেশে গ্রাম্য শত বিঘ্নভয় ;
রাজধানী কবন্ধ কেন ? পঙ্গু দুস্থ সমস্ত প্রদেশ।

অদ্ভুত জীবন দেখ, আমাদের কয়েক পুরুষ
খুঁজে মরি নিজবাসভূমি, আছি আপন দেশেই।
নির্মম নির্বোধ মন, দাবি শুধু চাকুরে জৌলুষ,
ভাবি দেশ আমাদেরই, কিছুমাত্র ভালো না বেসেই।

গ্রাম আসে শহরের ভিড়ে, ভাবে অসহায় হাতে
হাত বেঁধে প্রাণ দেবে বুদ্ধিমন্ত ইংরেজী-নবিশ।
গ্রাম কি বোঝে না আজও, মনে প্রাণে মেরে দিয়ে ভাতে
উধাও ইংরেজী ঘোড়া রেখে গেছে হাজার সহিস!

কবে শেষ হবে বলো গ্রামদেশে এই চড়িভাতি?
প্রকৃতিকে ঘর দেবে সাম্রাজ্যের অসুস্থ বস্তিতে,
গাঁটছড়ায় বেঁধে দেবে নিজেদের স্বদেশ স্বজাতি,
আনন্দ মিলবে গ্রামশহরের অভিন্ন স্বস্তিতে।

পায়ে মাটি নেই, বৃথাই মাথায় আকাশ ধরা!
খনি ধসে বাঁধ ভাঙে ঘর রেললাইন খসে—
অসীম ধৈর্যে সর্বংসহা এদেশে জনতা বসুন্ধরা।

লাঙলফলায় চেতনাকে করো উর্বর,
তবে তো ফলবে জ্ঞানবিজ্ঞানে মনের ফসল,
তবে তো গড়বে যন্ত্র হাতের দরদে সচল।

দেরি হল? হোক। দেহ গম্‌হার, মন দৃঢ়,
পাতা ঝরে গেছে, চারটে মেটেল পাপড়ির
মধ্যে একটি প্রেমের হরিৎ সম্ভার।

পরবাসী মন বিলাতে গঞ্জে গণ্ডগ্রামে
তবে প্রকৃতির প্রতিশোধ শেষ হবে জেনো ঠিক এই শতকেই
অভিন্নমন মরা শহরেই ছেয়ে যাবে আমকাঁঠালজামে॥

২৫।২।৫৮

এরা ও ওরা

এরা মুগ্ধ ফাল্গুনের মহুয়ার জ্যামিতিবাহারে ;
দুর্জয় বিন্যাসে ওঠে ডালে ডালে পত্রহীন ফুলে,
যেন কোনো শ্রমিক বা কৃষকের দেশজ প্রতীক,
একতিল মেদ নেই, শুধু পেশী, পোড়া ভেজা হাড়ে
কঠিন মাটির শক্তি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ওঠে ফুলে।

তাই এরা মুগ্ধ, এরা বসন্তের মাঠের পথিক।
আর ওরা কী উৎসাহে ফুলফল বীজ তোলে ঘরে,
সমস্ত কুড়ায়, যাবে কটা মাস মহুয়ার রবে।

এমনি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ায় দেখেছি এক ক্রিয়া
আমরা বিহ্বল চোখে শরতের নবাবী আকাশে
সূর্যাস্তে নির্বাক মুগ্ধ, আর ওরা উদ্বেগে অস্থির
নবান্ন সবুজে পাছে রক্তমেঘ স্বর্ণস্রোতে ভাসে ;
আমরা নন্দিত যাতে ওরা তাতে অন্ধ বা বধির।

অথচ সবাই এক, উভয়েরই একটি প্রকৃতি,
শুধু আমাদের শিল্প মূল্যদানে গেছে ভুলে—
মহুয়ানির্ভর আর মেঘজীবী এদেশের স্মৃতি,
শুধু ছিন্নগ্রন্থি আজ. ভেদ তাই দপ্তরে প্রান্তরে ,
কৃষাণ-কৃষাণী ওরা, আর এরা ভব্য চাকুরিয়া॥

২৬।২।৫৮

আদিম-অন্তিম

তার পায়ে অশোক পলাশ,
আমি বই বিবর্ণ শিশির।
তার চোখে হোলির নিশির,
আমি মাঘী ভোরের আকাশ।

তার গায়ে আদিম গৌরব,
আমি বই অন্তিম তুষার,
তার হাসি অলকা-সম্ভার
আর আমি স্মৃতির রৌরব।

আসবে কি পেরিয়ে আশ্বিন,
আমি যাব ফের কি ফাল্গুনে ?
কাল-কে জিতব কাল গুনে,
এক রাত্রি পাবে অন্ত দিন ?

১২।৩।৫৮

সহযোগী

তুমি আর আমি সহযোগী এই কথাটা শহরে রটে।
তুমি রূপকার রূপসী, তোমাতে প্রাণ পায় সুন্দর ;
আমিও রূপের কারিগর, আঁকি দেয়ালে কাপড়ে পটে,
তোমাতে আমাতে মান চায় সুন্দর।

তোমার তারিফে হাতে পাই গতি কাজ শেষ হয় দ্রুত,
তোমাকে দেখতে খুশি লাগে বেশ নিছক দেখার খুশি।
রূপসী গায়ের হাওয়ায় আমার মন চলে সম্ভূত।
তোমার শতেক ভক্তজনকে কোন মুখে আমি তুষি !

অভিযোগ শুধু তোমারই জন্যে, আজন্ম পেলে মাল্য,
তোমার মায়ের রূপের সঙ্গে দৈর্ঘ্য দিয়েছে পিতা ;
শিশুর মাধুরী আদর পেয়েছ, সহজে ফুটেছে বাল্য ;
তাই অভিযোগ, আজও হতে চাও পথে ঘাটে ঈপ্সিতা !

তুমি আমি নাকি সহযোগী বলো, তোমার রূপের বৈভব
অপাত্রে কেন বিলাও হাজারে হাজারে ?
দেখ দিকি সহকর্মিণী, আমি রূপশিল্পীর গৌরব
কখনও কি বই চৌরঙ্গির বাজারে ?

১৩।৩।৫৮

পল রোবসন

মানুষের, যেন প্রকৃতিরই জয়জয়,
প্রাণের সূর্যে জয় করেছে সে বর্বর অপচয়,
দেশের দশের সমাজের যত বাধা যত ক্ষতিক্ষয়।

মানুষেরই সে যে প্রকৃতির জয়গান,
শরীরে রৌদ্রে রঙিন কষ্টি-পাহাড়ের সম্মান,
কণ্ঠে যে তার মহাসমুদ্র মেঘে মেঘে একতান।

প্রকৃতির জয়ে শুভ্র হৃদয়ে সে ধরেছে ইতিহাস,
রক্তের লালে সারা বিশ্বের পেয়েছে সে আশ্বাস,
অভয়ঙ্কর গুণীকে বাঁধবে কোন্ ভীরু ক্রীতদাস ?

প্রাণের আলোয় বহুকর্মা সে দেশে দেশে তার ঘর,
তার নাট্যের রূপকে শিল্পী ভরেছে চিদম্বর,
তার মুক্তিতে মুক্ত আকাশে মানব-কণ্ঠস্বর ॥

১।৪।৫৮

বন্য দোল

মনে হল যেন দাউ দাউ জ্বলে আগুন,
টিলায় টিলায় ছুটে গেল জোড়া বাঘ ;
প্রাচীন রক্তে কিংশুকে লাল ফাগুন,
প্রকৃতির সাধ। সুন্দরে এ কি মৃত্যুর অনুরাগ !

শালে ও সেগুনে সিমুতে ও গম্‌হারে
সরকারী বনে কার সাড় ভাঙে, কারা ভাঙে আড়ামোড়া !
তীব্র বিধুর রূপের এ সম্ভারে
নিঠুর দরদী গোখুরা চন্দ্রবোড়া !

তবু গাছে গাছে মৃদুল ফুলের গন্ধ,
ঝোপে ঝাড়ে চুপি সাড়ে ভ'রে যায় ঘ্রাণ,
হরেক পাখিতে চোখেকানে লাগে ধন্ধ,
হরিণের ডাকে স্পষ্ট পুলকে মৃত্যুর সম্মান।

এ যেন দেশের দশের প্রাকৃত তুলনা
স্মৃতির তাড়সে আশা-আনন্দ খিন্ন,
এ যেন দেশজ প্রেমেই দশ-কে ভাবতে হয়েছে ঘৃণ্য,—
সমাজেই বুঝি প্রকৃতির মৃত তুলনা ?

মনে হল রাতে পাহাড়ে পাহাড়ে নাচে আগুনের মালা,
কানে এল কত অগ্নিচক্ষু আরণ্য পদপাত,
এদিকে দূরের বসতিতে হল ফাল্গুনী মাতোয়ালা
নাগড়াবাঁশীতে ভাঙে গড়ে প্রেমে পূর্ণিমা সারারাত ॥

১৯৫৮

যে কথা

বেশ মনে আছে, সে দিনটা ছিল মোলায়েম,
রোদের নীলায় ছায়া ফেলেছিল শতমেঘ
মৃদু মুক্তার, জর্দাফুলের কুঞ্জে
রাগ করেছিল অনেক নিকষ ভোমরা,
কথার অভাবে আমি গেলুম না সঙ্গে
যখন বাগানে দল বেঁধে গেলে তোমরা।

কখনও কখনও চোখে চোখ পেলে মনে হয়
সব চিরচেনা হল পলকের ভঙ্গে।

বেশ মনে আছে, তোমার চাউনি বরাভয়
তীক্ষ্ণ দুপুরে ছায়া মেলেছিল শতমেঘ,
খর মুহূর্তে আঙুল বিছালে মোলায়েম,
অথচ বাগানে যাই নি সবার সঙ্গে
অথচ তোমার খোঁপার আঁধার পুঞ্জে
খুঁজি নি ভোমরা, দাবিও করি নি কায়েম।

বেশ মনে আছে। তোমার মধ্যবয়সে
আজ বলা যায় দীর্ঘ চেনার রঙ্গে
যে কথা সেদিন বলতে পারি নি রভসে।
সূর্যাস্তের শান্ত শুদ্ধ সাহসে
আসন্ন রাত করবে কি আজ মোলায়েম ?

প্রথম কদম ফুল

তোমাকে যে দেব জীবনের সন্ধ্যার
শ্রাবণ মাসের প্রথম কদম ফুল
আশা ছিল নাকো, তবুও রংবাহার,
তবু বৈকালী আকাশে ঘনাল ঘটা।
শুনি আজকাল আমাদের বাংলার
বর্ষাই নাকি উধাও ফারাক্কার
কিংবা অমনি সুদূর নামের আড়ে,
শুনি আজকাল ছিঁড়েছে শিবের জটা,
শুধু মারী আর অনাহার অনাচার;
কপিলগুহার ভীষণ অন্ধকার
আবার চেপেছে আমাদের এই রাঢ়ে,
গঙ্গায় শুনি অনেক চোখের লোনা,
কত কোটি চোখ মনেও যায় না গোনা।
তাই নাকি আজ অনেকদিনের চেনা
বর্ষাই শুনি দিল্লীতে পলাতক!
শিবদুর্গার মিলনই নেই, তা ঘটা!

আজকাল আশা যে কোনো বিষয়ে কঠিন।
আশা ছিল নাকো, কুন্ঠিত সারাদিন।
তবু বৈকালী আকাশে ঘনাল ঘটা,
বর্ষাই প্রায়, হোক কালবৈশাখী,
কিংবা শরৎ, আকাশে রংবাহার
বুঝিবা উমার কৈলাসছাড়া আঁখি।
নামল বর্ষা, কলকাতা পেল মুক্তি,
ছড়াল নদীতে মাঠে-ঘাটে প্রান্তরে,
একাকার হল নবজীবনের ঐক্যে,
গ্রাম শহরের মরুশাপ বুঝি চুকল,
দুর্গম গিরি দুস্তর মরু পার হয়ে প্রেমে সখ্যে

নটরাজ বুঝি নামল নীলিম শুক্ল
বাহুর ভঙ্গে গৌরীর বরঅঙ্গে।

সেই দৃশ্যের কিছু নেই সমতুল।
সেই নৃত্যের বিগলিত সুখসঙ্গে
সব বেলি জুঁই সজল হাওয়ায় ঝরে,-
মনে হয় বুঝি ধুয়ে গেল যত ভুল,
শুধু উঠানের কদম স্বতই শিহরে।
তোমাকেই দেব প্রথম কদম ফুল॥

১২।৭।৫৮

জন্মদিন

আজকে তার প্রদীপ জ্বালা, কপালে মার হাতের ফোঁটা,
গলায় বেলফুলের মালা, নতুন আর কোঁচানো ধুতি পরনে ;
দিদিরা দেয় বই খেলনা চুমাও গোটা গোটা,
মাছের মুড়ো, পায়স খেয়ে জন্মদিনে জয় করে সে জীবন,
আজকে আর এই অভাগ্য বর্তমান থাকবে কার স্মরণে ?
মনে হয় সে দেশের বীর, কালের বীর-পুরুষ ছোট জীবনে।
তার হাসিতে বৃদ্ধ মুখে নিছক সুখে হাসি,
শৈশবের জন্মদিনে নিছনি শুচি স্বপ্নে ফিরে আসি।

জানি চাল্‌শে জন্মদিনে শোকসভার হাওয়ার হিম বয়,
এমনই দিন এমনই দেশ দুনিয়া ব্যেপে এমনই হাল চাল,
চল্লিশের পঞ্চাশের জন্মদিনে নানা অভাব নানারকম ভয়,
সমাজ বেয়ে সংসারের গলির পাশে দাঁড়ায় আজকাল।
তাই তো চাই বুড়োর বহু-জমানো খুশি হার-না-মানা হাসি,

তাই মেলাই সেইদিনটি শৈশবের আশায় ঝকমকে,
চাই যে নিজ বাসভূমিতে প্রবীণ পরবাসী
দেখব লাখো শিশুর হাসি, আপনমনে ব'কে
খেলবে তারা পড়বে তারা, কারণ আজ জীবনে আর মরণে
লড়াই নেই, প্রেমের মতো, প্রাকৃত শুভ প্রেমের মতো
তোমার মতো, আমার-ও মতো শুভ্রবেশ পরনে,
একাল আর সেকাল মেলে কালের বিষহরণে,
স্বপ্ন যবে জন্ম আর মরণে এক দ্বন্দ্বাতীত হাসি ॥

১৮।৭।৫৮

মুখ তো দেখি নি

মুখ তো দেখি নি, দেখেছি কেবল চলা,
দেখেছি পৃথিবী মমতায় স্মিত আদরে উন্মুখর,
শুনেছি কেবল পায়ের দশটি পাপড়ির মৃদু ভাষা

মুখ তো দেখি নি, দেখেছি মালতী লতা,
দোলে শরীরের আপন আবেগে; সে যে প্রাণ-উচ্ছলা :
আমার প্রাজ্ঞ পিয়াল তরুতে থরোথরো সে কি আশা !

প্রথম যখন মুখে তাকালুম,—সে দিন জাতিস্মর,
মুখ তো দেখি নি, দেখেছি আয়ত দৃষ্টি,
মহা অম্বরে তারার মতন, না সে আমাদের সূর্যই !

শুনেছি সৌরজগতের গান মর্ত্য আমার স্বপ্নে,
দুকান রেখেছি আপন হৃদয়ে, বেনেডিক্টুস তূর্য
ভরেছে আমার জীবনে আকাশ, প্রতিটি দিনের সৃষ্টি।
দেখেছি সে মুখ, তাই তো আজকে সত্য আমার স্বপ্নে ॥

দিবানিশা

তবে কি অশেষ থাকবে তোমার নিশা ?
কপিলগুহায় কৈলাস বুঝি চিরকাল চোখ বুজে
স্বরূপ হারাবে অসীমে অন্ধকার ?
মিটবে না আর আকণ্ঠ নীল তৃষা ?
অন্ধ তমসা ছুটবে, ছুটবে মরিয়া কৃষ্ণসার,
আলোর উৎস সিন্ধু মরবে খুঁজে
বিশ্বব্যাপ্ত মরুভূমি পার হবে বৃথা শতবার ?
মিলবে না অম্বার
দেশে, কোনো দেশে সুমনের দেখা আর ?

তোমার শরীরে রৌদ্রের হাতে আর
জ্বলবে না বুঝি হৈমবতীর সোনা,
মুখের আভায় আনবে না ঊষা-উষসীর অরুণিমা,
মাঘের হিমের হীরায় তোমার দু'চোখ কি দেখব না ?
বৈশাখী খর বিদ্যুতে প্রাণব্যাপ্ত অন্ধকার
মহামুহূর্তে ভাঙবে না বুঝি, ওগো ভৈরবী ভীমা,
গড়বে না বুঝি দৃষ্টির নব সীমা ?
আমি চাই তুমি দিবায় মেশাও মহিস-মলিন নিশা,
আশ্বিনে হাসো আবার স্বচ্ছ সুখে।
আবার আষাঢ়ে ঘনাও মেদুর মায়া
তোমার কোমল সচ্ছল স্নাত মুখে
ভেসে যাক মন, চোখ উড়ে যাক মাঠে মাঠে পাক দিশা,
বিশ্রাম পাক হরষে সরস বনানীর গৌরবে
শাওন গগনে দেয়া গরজনে আলোয় জড়াক ছায়া।

তোমাকে সাজে না এ একা অন্ধকার,
শূন্যের ঘন নিশা
তোমাকে সাজে না তন্বী-শোভন শূন্য হতাশ্বাস।

তোমাতে অতীত পরিণত মনোহর,
সন্থ সত্তা স্মৃতি আর আশানৈরাশে ভাস্বর।
তোমাকেও কেন কুজ্ঝটি বাঁধে যান্ত্রিক অভ্যাসে,
তুমি ছাড়া পাবে ধূর্জটি কোথা ত্রিনয়ন মেলে তার
ঈশান-বক্ষে বিলীন আপন ঈশা ?

২৬।৭।৫৮

জ্যৈষ্ঠের স্বপ্ন

এ দিকে দোলে সোনালি সুখে আমনধান,
ও দিকে চলে অঘ্রানের নহবতের
দীর্ঘ লয়, পাহাড়ে ঢেউ পেরিয়ে যায়,
থম্‌কে ভাবে বালির পাড়ে চক্রবাক্ ;

উদাসী মন দিগ্‌বলয় ধরতে চায়,
কারণ বুঝি সোনালি ধান নীল হাওয়ায়
আরামে দোলে, কারণ বুঝি স্বচ্ছ জল
চরের পাশে ধরেছে তার তরল গান।

উত্তরের প্রবাসী হাঁস হাজার ঝাঁকে
আকাশে রেখা সরল ছবি, চীনের রেশ,
চলেছে রোজ দক্ষিণের বাংলা দেশ,
অদিকে তোড়ি অঘ্রানের নহবতের।

উদাসী মন বিধুর তবু অচঞ্চল,
অঘ্রানের সূর্য যেন অস্তে যায়,
কিংবা ওঠে, রং ছড়ায় জহরতের
এ দিকে ডাকে অঘ্রানের সোনালি ধান ॥

ভাষা

ভয় নেই, মনে রেখো আশা,
মমতায় ব্যাপ্ত করো মন,
এখানে নদীর পাড়ে তনু শালবন,
তিতিরের ডাক শোনো ঘুঘুর কূজন
হাঁসের ঝাপট আর ময়ূরের নাচ,
এখানেই খুঁজে পাবে ভাষা।

এখনই কি ভয়? রেখো আশা,
প্রাত্যহিকে মগ্ন করো মন,
এখানে নদীর পাড়ে চলেছে বুনন,
খামারে খামারে ধান, বাগানে গুঞ্জন,
পরবের দিনে রাতে মাঠে ঘরে নাচ,
এখানেই ভিৎ গড়ে ভাষা।

ভয় কেন, কবি? আছে আশা,
সততায় স্থির করো মন,
স্থির লক্ষ্য চলেছে পিস্টন্
লেধের আবর্তে গড়ো নানা আয়োজন
ক্রেনের বাহুতে দেখ বিশ্বব্যাপী নাচ,
সে দেশজ নাচে গাঁথো ভাষা।

রেখো না বিলাসী কোনো আশা,
নববাবু-ভাষা ছাড়ো মন,
অথবা মিলাও সে কূজন
সাঁওতালী-ধনুকের টানে টানে ঝনন্-রণনে
লাঙলের ফলায় ফলায় সুতীব্র স্বননে,
সাবেক নূতন ছন্দে মেলাও সে নাচ
গ্রামে ও শহরে, পাবে কবিতার ভাষা॥

পরিণতি

কিশোরের অসহায় কামনার গ্লানি,
সদ্যযুবকের স্বপ্ন বিনিদ্র অস্থির,
সকলই কৌতুকে হানি আমরা দু'জনে।
তোমার বেদীতে আজ উত্তাল হাসির
ঝড় তুলি প্রবীণের ঘনিষ্ঠ মিলনে।

মধুযামিনীর স্মৃতি আজকে সেতার
আজই তা জমেছে জোড়ে ঘনিষ্ঠের খাদে,
আয়ুর ভাণ্ডার আজ খুলেছি দু'জনে,
সুতীব্র নন্দনতত্ত্বে বয়স্ক বিষাদে
ঝড় তুলি প্রবীণের প্রবল ইমনে।

এমন কি শৈশবের নির্মোহ মহিমা
মা-বাবার পরস্পর স্মৃতির কাহিনী
আজকেই পায় তার মধুময় সীমা,
আমাদের পরিণতি আমরাই দু'জনে
মমতায় দুঃসাহসী ঘনিষ্ঠ মিলনে ॥

২৭।৮।৫৮

এ-গলি আরেক গলি

এ-গলি আরেক গলি, এ-গ্রাম সে চেনা গ্রাম নয়।
এদের জানি না ঠিক প্রত্যেকের কিবা নামধাম,
অথচ চেনাও বটে, প্রতিদিন জীবনযাত্রায়
চেনা যায় : আল্ ভাঙে আল্ গড়ে, জলের মাত্রায়
কম বেশি রাশ টানে, কুলথি অড়রে কিছু হয়,
বধূরা আনাজ তোলে, পূজোতেই জোটে ভালো দাম,
রাখালশিশুরা সারাদিন ঘোরে প্রান্তরে প্রান্তরে।
মোটামুটি চেনা, ছুটি এখানে কাটাই প্রাণ ভ'রে—
কারণ সর্বত্র এক দেশ, এক যন্ত্রণা—আরাম।

তাই এও চেনা লাগে, অথচ আত্মীয় ঠিক নয়।
দিন যে কাটাব ভাবি টিলায় টিলায় সেই টিলা
এখানে মেলে নি আজও তরঙ্গিত টিলার সন্ধানে,
মন তাই মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ প্রাচীন বন্ধনে
মুক্তি চায়, খুঁজে ফেরে খরতোয়া ঘনিষ্ঠ উর্মিলা
সেই নদী, সেই হাট, সব শুধু বেচাকেনা হয়
যে চেনা হাটের ভিড়ে সব কিছু দর-দাম নয়,
নিসর্গে মানুষে সেই গ্রাম ঠিক এই গ্রাম নয় ;
এখানে সুন্দর নেই ঘনিষ্ঠের ব্যথিত নন্দনে ॥

২৭।১০।৫৮

বিম্ববতী নয়, তবু

বিম্ববতী নয়, তবু প্রথম উন্মেষ
প্রথম মমতা জাগে এরই তো মায়ায়,
স্বচক্ষে নিজেকে দেখে দেয়ালে ছায়ায়
আয়নায় জলে দেখে স্ববেশ বিবেশ।
এই বুঝি মানবিক আদিম ক্ষমতা—
আপন শরীরী স্বপ্নে আত্মস্থ মমতা ?

তাই ভালোবেসেছিল দেহের মন্দির,
প্রকৃতি যেমন বাসে প্রাকৃত-সত্তাকে,
নিজেই অবাক হয় নিজেরই গম্ভীর
স্বরূপে স্বপ্নের ঘোরে, খুশি বা লজ্জায় ;
অথচ অভ্যাসনীতি মজ্জায় মজ্জায় :
কোথায় বাঁধবে ভাবে হৃদয়বত্তাকে।

আর আজ ? আজও সেই প্রথম মমতা
মরে নি নিশ্চয়, আর অধিকন্তু জানে
অন্যেরও লেগেছে ভালো, দ্বিতীয় আদরে
দেখায় ছোঁয়ায় দিনরাত্রি মনে প্রাণে
এ দেহ-মাহাত্ম্যে স্থিত, আজ একা ঘরে
সে আদি মমতা ধরে ত্রিগুণ ক্ষমতা ॥

২৭।১০।৫৮

পাখির ডাক

একটি পাখির ডাক। সেই মুহূর্তেই
পাহাড়ে পাহাড়ে চড়ে চতুর অন্তরা।
আলোতেও বেজে ওঠে তারই ধর্‌তাই,
সূর্যোদয়ে চলে সেই সুরের লহরা।

জানি না কি পাখি। আঁকা তুষারের পটে
কালোর একটি বিন্দু, শুভ্র শিবালিকে
যেন বা তৃতীয় নেত্র, ধবল সঙ্কটে
নিজে স্থির, অগ্নিবেগ হানে চতুর্দিকে।

ধ্বনিতে আলোতে মহাসঙ্গীতে সঙ্গতে
হেসে ওঠে, দুলে ওঠে, বুঝি মাথা নাড়ে
নন্দাদেবী, নীল শিলা, কালো কালো টিপি
খুশির শিশির শত দেওদার ঝাড়ে।

অনেক পড়েছি পৃথিবীর স্বরলিপি,
সজল হাওয়ার পাড়ে উজ্জ্বল ভঙ্গীতে
সূর্যে সূর্যে জাতিস্মর সিন্ধুতে গঙ্গাতে
সম্বাদী স্বরটি তার মুহূর্তেই লিখি॥

১৩।১১।৫৮

বরিস্ পাস্তের্নাক-কে

প্রকৃতিতে মুগ্ধ হও, কারণ প্রকৃতি মনোলোভা,
ভোগ্যা শুধু, উপভোগ্যা, পরকীয়া ; ভিন্ন, বাহির, সুদূর ;
অসম্বন্ধ ; মানবিক সামাজিক নয়। তাই নিসর্গের শোভা
দেখ, শোনো, মুগ্ধ হও, যেমনটি হত ডন যুয়ানেরা
নারীর বিচ্ছিন্ন সঙ্গে, যেহেতু সে সাময়িক বিস্মৃতি মধুর।

এমনকি প্রকৃতির নিয়মনিষেধ—তাও সহজেই ভোলা যায়,
দূর থেকে, সূর্যাস্তের মেঘে তাই বন্যার ক্রন্দন ভোলো
অসংলগ্ন মুহূর্ত-সম্ভোগে, অন্তরঙ্গ প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ নয়।
অরণ্যের শ্যামলিমা কিংবা শুভ্র তুষার মহিমা
তার মনে কখনো কি প্রান্তরের বাস্তুহারা দাবদাহ জ্বালে ?
বাঘের আগুনে ক্ষিপ্র খুশি লাগে, আবার তাকাও অন্যদিকে
হরিণের নাচ দেখ, অথচ হরিণ বাঘের শিকার।

মানুষ হরিণ নয়, বাঘও নয়, ভাবাটাই কবিত্বের চূড়ান্ত বিকার।

কি ক'রে মেলাবে বলো দায়িত্বহীনের ব্যক্তি সভ্যতার লুপ্ত দায়ভাগে
বলো কোন লোভী ভোগী স্বার্থের আড়ালে
মানুষ নিসর্গ হবে, ফলফুল গাছ মাটি নদী বন
সমুদ্র পাহাড় সবকিছু হ'য়ে যাবে নিঃসঙ্গ মানুষ ?

অথচ এ প্রেমের তাড়না বাস্তবিক, খাঁটি বটে।
প্রেমিক কি চায় না প্রিয়ার স্বরূপে মেলাতে
নিজেরই স্বতন্ত্র সত্তা ? যদিও মিললে আর নারী ও পুরুষ
থাকবে না, লুপ্ত হবে প্রেমিক ও প্রিয়া। চিরন্তন প্রেমের সঙ্কটে
পেশাদার প্রেমে প্রেমে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাবে প্রেম-ই স্বয়ং।
অবশ্য প্রেমের ব্রতে প্রেমের খেলাতে
ভুলচুক স্বাভাবিক, বেসুরে বেতালে আকস্মিকে

নদীই বাঁকতে পারে, শুকাতেও। ভল্গার, গঙ্গার, ইয়াংৎসির,
টেম্সের, টেনেসিরও। কিন্তু তাই ব'লে কেউ
চাইবে না পরস্পর দুইপাড়, চাইবে না পরম্পরা পাড়ে পাড়ে ঢেউ ?
জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে—
সুতরাং এ জীবনই ত্যাজ্য বলো কবিত্বের ফেউ ধ'রে ?

মুক্তি বুঝি জন্মের বিপ্লবে নয়, মুক্তি শুধু শবাগারে অজন্মা উৎসবে ?

এ আত্মবঞ্চনা, বন্ধু।
জাতিস্মর বার্ধক্যের সতী নয়, পার্বতীর আজ স্বয়ম্বর,
বৃথা খোঁজো শতচ্ছিন্ন সতীর প্রতীক, কিরাত শঙ্কর তাকে
প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত করে, সমাজে যে দগ্ধ আজ আসরের বৈঠকের দক্ষ পঞ্চশর।

ভাবতে অবাক লাগে, এত দেখে এত ঠেকে শিখে
কেন যে অনেকে আজও পশ্চিমার দু'তিন শতকে ভাবি
সভ্যতার আদি আর শেষ! কবন্ধের লোভে দেহমনে আত্মপরে
একক-অনেকে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন করি শূন্যে স্বয়ম্ভর।
এ নাটে কুমার কোথা ? এতে নেই অর্ধনারীশ্বর।

এ নন্দনসর্বস্বতা অসম্বন্ধ অন্ধতাই, এতে নেই পূর্বাপর,
পৃথিবীর মানদণ্ড, এ দ্বৈতে অদ্বৈত নেই, এ একে আরেক নেই,
একচক্ষু গবাক্ষে তো মনের আকাশ নেই, বিকাশ বিলাসে রুগ্ন,
বিলাস বিকারে। একলষেঁড়ের এ খোঁয়াড়ে কোথা কারো চাবি ?
আত্মহা এ তত্ত্বের ছলায় শিল্প শুধু পথে পথে খেউড়, প্রলাপ।
প্রকৃতি-মানুষে আর মানুষে মানুষে ভেদ অবশ্যসম্ভাবী।
কুৎসিতের স্থিতাবস্থা চেয়ে কান্না শিল্পে মহাপাপ।
মনের যা অগোচর নেই॥

২০।১১।৫৮

রাত্রি হয় দিন

দুটি সত্তা, ভিন্ন রাজ্য দিনের আলোয়,
সীমান্ত হারায় রাত্রে, ঘনিষ্ঠ আঁধারে
একটি শয্যার প্রান্তে দুটি অসীমের
তখন কুলান্ হয়; গরম-হিমের
ভিন্ন বিবেচনা দেখা গেছে বারেবারে,
তবুও কী অসহায়, দময়ন্তী-নল
যেন বা এরাও, অঙ্গে বিগলিত চীর,
মনের হরিষে কিংবা বিষাদে অস্থির,
হঠাৎ যে ছোঁয়া লাগে এ-গায়ে ও গায়ে
—যদিও প্রত্যেকে এক এবং স্বাধীন
মানবিক অরণ্যের নির্বিশেষে লীন,
বিশেষের দিব্যজ্ঞানে তখনই উজ্জ্বল
হয়ে ওঠে চৈতন্যের তিমির সত্তায়,
অক্ষিস্থ ধূসরে যেন শাদায়-কালোয়;
বৈদ্যুতিক বৈপরীত্যে হৃদয়বত্তায়
সূত্র মেলে, যোগাযোগে রাত্রি হয় দিন॥

২৭।১।৫৯

প্রাকৃত কবিতা

মাসী, তোর কথা বেঁধে রাখ তোর খোঁপায়,
আমার ও কালো কম্বলই ভালো,
যতবার ধোবে রংছুট নয়, পাকা।

মাসী তুই বৃথা বকিস, আমের ঝাঁকা
মাথায় তুলে নে ঘরে জামবাটি ভ'রে
আমচুর খাস, থাকুক আমার কালো।

কষ্টিপাথরে যাচাই করেছি প্রেম,
আমার রাতের কারার আকাশে জ্বেলেছে একটি তারা,
আমাকেই বলে তার দু'চোখের একটি সন্ধ্যাতারা।

নির্ভয় বীর, বিরাট আঁধারে সে আমার অমাবস্যা
ছদ্মবেশের চাঁদ,
আমাকে কি তুই করবি কথার বিজলিতে দিশাহারা ?

কোনো আশা নেই, মাসী তুই ঘরে গিয়ে
হাটের লোককে শোনাস্ জ্ঞানের কথা,
সে কানে মানাবে এসব কথার ছাঁদ।

ছড়াস্ নে তোর মুক্তার মালা, হবে না রে অন্যথা,
সে যবে আসবে শহরের কাজ সেরে
তাকেই করব বিয়ে।

আসবে অনেকদিনের হারের মধ্যে লড়াই জিতে
অনেক মিছিলে সঞ্চিত সঙ্গীতে,
আসবে আমার সহিষ্ণু সংবিতে।

উঠানের গাছ কেটে কচি কলাপাতে
ক্ষেতের ধানের ভাতে
ঘরে সরতোলা ঘি দেব একছটাক,

দীঘির পাড়ের নালিতা শাকের ব্যঞ্জন,
খাসের বাঁধের মৌরলা মাছ, পাটলীর ছুধে ক্ষীর
ওরে মাসী আমি দেব সুখে নিজ হাতে,

দেখব অবাক চোখে,
খাবেন পুণ্যজন।

আমার কথায় এখন যে দেখি মাসী তুই অস্থির॥

৩০।১।৫৯

ছায়াতপ

দরজায় দাঁড়ায় যবে
মনে হয় সূর্য একরাশ, পিছনে দু'পাশে
হিম অন্ধকার ঘর জ্বলে ওঠে আলোর বৈভবে।

বাগানে সে ঘোরে ফেরে
পল্লবে পল্লবে ঘন সবুজের পটে ঘাসের সবুজে
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা—
জড়াব না মামুলি কথার ফেরে,
উপমা প্রকাশ করে শুধুমাত্র প্রকাশের দীর্ঘ আকুলতা

বাগানে, সে শেষ মাঘী হিমে
হীরক আভায় একা অন্যমনে করে পায়চারি,
এই রৌদ্র এই ছায়া স্পষ্ট ছবি আধুনিক সরলে বঙ্কিমে।

শান্ত স্নিগ্ধ ঘন ছায়া পল্লবে শাখায়,
হৃদয়ের ছায়ায় সে স্থির।
সূর্য ঘোরে, পৃথিবীর শান্তি নেই অণুর চাকায়,
সে দাঁড়িয়ে, রৌদ্র আর সবুজ মায়ায়,
এলো চুল চুম্বকের হাজার রেখায়
স্তব্ধ, ছায়াপ্রচ্ছন্ন গম্ভীর।

উপমায় স্থিতি নেই, রৌদ্রে বাজে সারঙ্গের গৎ,
সে দাঁড়ায় স্ফটিক আঁচলে আর ইন্দ্রনীল অসীম আকাশে
মরকতে সারি সারি গাছে আর ঘাসে।
পিছনে ছড়িয়ে দেয় মানুষের স্নায়ুচ্ছন্ন অস্থির জগত,
ছায়ায় সে ফেলে আসে অসম্পূর্ণ ইতিহাস কালান্তরে সমস্ত সংবৎ।

ছায়াখানি চোখে পাতি, আবেগের আগুনে বিছাই।
আবার রৌদ্রও ধরি হেমন্ত হৃদয়ে, নিজের এবং পৃথিবীর,
দরজায়, সিঁড়িতে কিংবা বাগানে যখন চলে, কিংবা ঠায় সূর্যাবর্তে স্থির॥

৩০।১।৫৯

ব্লড্‌প্রেসর্‌

এ রোগে চিকিৎসা নেই, দুরারোগ্য সত্তার ব্যারামে
ওষুধবিষুধ বৃথা, যথাযথ পথ্যে বা ব্যায়ামে
কিছুতে কি কিছু হয়। রাত্রি কাটে অনিদ্রার ডোরে,
রক্ত ক্ষেপে ক্ষেপে ওঠে, নাড়ী ছোটে মরিয়া বেঘোরে
মেলে দাও রক্ত চক্ষু নীলাকাশে উদার প্রান্তরে,
চোখের চিকিৎসা নেই আপিসের গোপন দপ্তরে ;
পেশীর শিকল যদি খুলে দাও অবারিত মাঠে,
স্নায়ু যদি মুক্তিস্নান করে নিত্য নিঃস্বার্থ বিরাটে,
নিশ্বাস বিস্তীর্ণ করো আদিগন্ত নির্মল হাওয়ায়,
তবেই শরীর সারবে, উচ্চচাপ কমবে ; দাওয়াই
বৈদ্যদের হাতে নেই। এ রোগের বিধান আকাশে,
পৃথিবীতে, বনস্পতি ওষধিতে, ক্ষেত মাঠ ঘাসে,
পাহাড়ে, নদীতে, বাঁধে, গোচরের অনন্ত প্রান্তরে,
প্রকৃতিতে হৃদয়ের সুস্থ স্বস্থ স্বপ্নে রূপান্তরে ;
চিকিৎসা লোকের ভিড়ে, বস্তির কুঁড়ের জনতায়—
জনতা বা পৃথিবীতে, একই কথা, অন্যোন্য সত্তায় ॥

৭।১।৫৯

কৌণিকে নয়

যেখানে পাহাড় জ্যামিতির নানা সাজে
হৃদয় ভোলায় প্রকৃতির মণ্টাজে,
সেইখানে ঠিক পাঁচটি টিলার মোড়ে
চলে গেল আহা পায়ে চলা বাঁকা পথে।

কোন গ্রামে গেল সে কোন্ টিলার পারে
সূর্যাস্তের সমের অন্ধকারে ?
ওখানেও ছোটে ঝর্ণা কি এই তোড়ে
পূর্ণিমা ঝরে একই পুলকিত গতে ?

কি হবে হৃদয়ে জ্যামিতিক রূপছবি ?
দেবে না সেতারে শেষরাতে ভৈরবী ?
এইখানে ঠিক পাঁচটি টিলার মোড়ে
ফিরবে না কাল ? নাকি সে ফিরবে জোড়ে ?

কৌণিকে নয়, বৃত্তের পরিপূর্ণে
শিল্পের শেষ শান্তি,—জানে কি তন্বী ?
নিঃসঙ্গের বিধুর গোধূলি শূন্যে
বছর বছর দাঁড়াব এমনি মোড়ে ॥

২৭।৩।৫৯

চলেছি দেশ-দেশান্তরে

চলেছি দেশ-দেশান্তরে মনের ঘোরে দূর ফেরার,
দু'পাশে ছোটে পৃথিবী তার আকাশ ছেড়ে বিপ্রয়াণ,
যেন পালায় মরিয়া ভয়ে আকাল যেন তাড়ায় হেঁকে,
যেন পালায় মড়ক থেকে, ভোলে নিজের কি সন্তার,
দু'পাশে ডাকে আকাশমাটি দু'হাতে দেয় কি সন্ধান!

চলেছে কোন্ প্রাণের দায়ে মানের দায়ে ঊর্ধ্বশ্বাস,
জীবনে সারা দেশের মনে কি মহামারী ঘরদুয়ার
ভেঙেছে সব ছন্নছাড়া হন্যে দিয়ে করেছে তাড়া
কত মানুষ? গম্য কোথা, সব পাড়ায় বন্ধ দ্বার,
এ উন্মাদে কেই বা চায় কানের পাশে উষ্ণশ্বাস

অচেনা দাবি কেই বা চায় অনির্দেশ আত্মদান,
একটি মুঠি ভিক্ষা নয়, সারাজীবন বারম্বার
প্রাত্যহিকে মিলনলয়, দৈনিকের বিসর্জন,
অতীতে দিয়ে স্বত্ব সব ভবিষ্যতে অবগাহন?
তাই চলেছি শহর ছেড়ে গ্রাম্য মাঠে রুদ্ধ প্রাণ,

দু'পাশে ঘুমে শান্ত দেশ ক্লান্ত দেশ মাঠ পাহাড়
বন্য নদী শান্ত দেশ শ্রান্ত গ্রাম ঘুমে অসাড়,
ছেড়েছি চেনা সকল আশা ভুলেছি সেধে সভার ভাষা,
খুঁজেছি নীল সন্ধ্যে ঘুম, তাই বুঝেছি অন্ধকার
তোমার ছবি পিপুলছায়া, আড়ালে জলে নদীর পাড়,

তোমাকে দেখি, প্রাচীন সোনা-খচিত প্রেমে অন্ধকার
আকাশে দোলে শুচি তোমার ছায়াপথের চন্দ্রহার॥

চড়ক ঈস্টার ঈদের রোজা

(শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের জন্মদিনে)

ঘৃণার গঙ্গায় নিত্য স্নান করা, অবজ্ঞায় ভাসা !
চতুর্দিকে মতিচ্ছন্ন গৃধ্নুদের ধূর্ত হাঁকডাকে
স্বার্থান্ধের ক্ষমতায় অক্ষমের নিত্য যাওয়া-আসা !
আকণ্ঠ ঘৃণার ঢেউয়ে তাই ডোবা-আবিশ্ব বিপাকে ।

অথচ প্রেমেই বৃষ্টি বান ঝর্ণা স্রোতগা উর্মিলা,
হৃদয়ের পদ্মরাগে পার্বতীর কণ্ঠে দোলে নীলা ।

যন্ত্রণা অশেষ, আজ প্রেমী খোঁজে প্রেমের আস্তানা,
আশেপাশে জঘন্যের নগণ্যের মরিয়া উচ্চাশা,
সমস্ত কর্মের ক্ষেত্রে তুচ্ছতার অসহ্য পিপাসা,
ঘরে ঘরে জল চায়, অথচ ঘরেই সব নোনা ।

প্রেম মানে প্রকৃতই প্রাণ-দেওয়া প্রাণ-নেওয়া মনেপ্রাণে মানা,
বিলিয়ে মিলিয়ে বুকে ঠাঁই দিয়ে প্রেমের মানেটা যায় জানা ।
প্রেমেই ফসল ফলে ফুল ফোটে পেকে ওঠে ফল,
অথচ সকলই আজ পুড়ে-হেজে মরে অবিরল ।

ঘৃণার এ অগ্নিযজ্ঞে প্রেমের জটায় বান আনা !
পাড় ভাঙা-গড়া ! এ যে ঘৃণাতেই প্রেমের ঠিকানা ॥

দুই

যেহেতু আনন্দরূপ তুমি আমিও বুঝিবা
দেখেছি হয় তো কোনোদিন
প্রাণ-কম্প্র অন্ধকারে নক্ষত্র বিশ্বাসে সেই বিভা
নীল নম্র রূপের বিভাস
দেখেছি হয়তো কোনো রূপতী উষায়

উন্মোচিত বাহু-বক্ষ-গ্রীবা
পৃথিবীর সাবিত্রীভূষায় ঘুমভাঙা ভৈরবী দীপ্তিতে
আনন্দরূপের বিভা

অমৃত মুহূর্তে ক্ষিপ্র চির প্রতিভাস
হয়তো বা আমিও দেখেছি
আদিগন্ত বিরাট ছটায়
অনেক শতাব্দী ধ'রে মহীদাস আমরাও সন্ধ্যায় দেখেছি
সিন্ধুতে গঙ্গায় দীপ্র
হাহাকারে সারা দেশে চৈতন্যে স্মৃতিতে আশায় এঁকেছি
বহুকাল বহু আর্য-অনার্যের বহু মানুষের

সেহেতু যন্ত্রণা আজ তীব্রতম
দেহের আরামে প্রাণের তৃপ্তিতে মনের আনন্দে
দুর্মর স্মৃতির সপ্তাশ্বের ক্ষুরে ক্ষুরে
দুর্জয় আশার হাওয়ায় ধুলায়
নিদ্রাহীন একচ্ছত্র স্বপ্নের তুষের উজ্জ্বল ঘটায়
শান্তি নেই দিনরাত্রি শান্তি নেই গ্রামে গ্রামে
শহরে শহরে হাহাকারে দেশে দেশান্তরে
অন্নের অভাবে বাসাবাড়ি বস্ত্রের অভাবে হাহাকারে
নির্বুদ্ধির দুর্বুদ্ধির স্বনামে বেনামে
অক্ষমের অসতের অনাচারে অত্যাচারে
বিশৃঙ্খলা শত-ভেদাভেদে জীর্ণ চৈতন্যের কুয়াশায়
মৃত্যুভয়ে

আনন্দরূপমমৃত তবুও মরে না
শত কঙ্কালের বিস্তীর্ণ কাঁকরে
সে অমর কুরুক্ষেত্রে
ইন্দ্রপ্রস্থে পাশা চেলে বেচাকেনা খেলে
ম্যানেজারী দাঁও মেরে প্রতিদিন

কদম্বকাননে শত শমীদাহ সেরে
কিছুতে সে শেষ নয় হৃদয়বত্তায়
স্মৃতির প্রতাপ আর আশার স্পন্দন শত হাহাকারে
ঈদের রোজায় আর চড়কের ব্রতে আর উপোসী ঈস্টারে

যেহেতু আনন্দরূপে প্রত্যহের বিভা সবাই দেখেছি
যেহেতু এঁকেছি ধ্যাননেত্রে দৈনিক সত্তায়॥

তিন

যে কথা কানে পশে অহর্নিশি,
যে কথা পড়ি সকালে নিজ চোখে
যে অসত্যে রোজের কাজে মিশি,
ডোবাই মন ড্রেন-পাইপ পাঁকে,
কাটাই দিন সঞ্চয়ের রোখে,
সেখানে কোথা বাঁচবে ঝাঁকেঝাঁকে
মানসজীবী অসিত-শ্বেত মরাল ?

শত বলুক পাঁকেই পলিমাটি,
বলুক পচা নালার কাদা খাঁটি,
পাঁচসালায় লুটুক পরিপাটি,
স্বাধীনভাবে হাঁকুক দশদিশি,
প্রকাশ করে লোভের ফাঁকেফাঁকে
অক্ষমতা ; কারণ কালদ্রোহী,
তাই এদের অন্ধতাও ভয়াল।

কারণ কাল নেই রে বাদশাহী,
দাস-মহিমা মানে না আর মহী,
কারণ যুগসত্যে দীন দয়াল
মহেশ্বর কঠিন আজ করাল,

অগ্নি আজ ইতিহাসের দাহে
দগ্ধ করে নগ্ন দিবানিশি ॥

চার

গ্রাম কি শহর বলো সব তেপান্তর,
সময়ে মেলে না বৃষ্টি
মাটিতে বা মনে,
যদিই বা নামে জল নামে তা অকালে।
কিবা গ্রীষ্ম কিবা বর্ষা আশ্বিন অঘ্রান
সব অবান্তর সব রসিকতা বেসুরে বেতালে।
অনাসৃষ্টি গ্রামে বা শহরে বহুর জীবনে,
কোথা পরিত্রাণ ?
এতকাল দেশে দেশে জেনেছে মানুষ,
জীবন, তা হোক না সে একের বা অনেকের,
প্রেমের বর্ষার রৌদ্রে স্ফটিক আকাশে
জীবন স্বধর্ম পায়, মাটি পায় মনে,
হৃদয়েরা স্বর পায়, পায় পেলব পুরুষ,
তা সে বাংলাই হোক আফ্রিকা বা চীন কিংবা রুশ ;
ভ্রূকুটিতে আদরে আশ্বাসে
একের অন্যের আবেগের মননের হাজার ধরনে
জীবনে জীবন দিয়ে মৃত্যু দিয়ে হাসে কেঁদে হাসে।
আজ কেন হাসি পাঁক, রৌদ্র আজ কেন অশ্রুজলে,
আজ মরুভূমি সাজে সাগরে সাগরে
অথচ সমুদ্র মনে আজ ঘরে ঘরে।
জীবনে কি কিছু নেই প্রেমের কড়িতে কিংবা ঘৃণার কোমলে ?
অবিশ্বাস্য ছলে আমরা কি সবাই হাঘরে ?

পাঁচ

চতুর্দিকে নির্বোধের ভিড়,
কেউ ভালো, কেউ মন্দ, এরা সকলেই
স্বার্থে বা পরার্থে ঢাকে বর্ষার নিবিড়

সজল বাহার, ঢাকে দু'চোখের নীড়
কথার কালিতে নানা নির্বোধ কৌশলে।

পৃথিবী ঢেকেছে এরা জীবনের মাটি
করেছে শ্মশান পোড়া, পোড়ো ;
কেউ মন্দ, কেউ ভালো, অর্থাৎ কারো বা মন খাঁটি,
সকলে চালাতে চায় কল্কির ঘোড়াই,
অথচ অভ্যস্ত স্বস্তি চায় পরিপাটি।

চতুর্দিকে, মাটিতে আকাশে
এরাই করেছে ভিড়, শালিক ও কাক
কিছু বা শকুন, আর বিচালিতে ঘাসে
বাছুর, শিবের ষাঁড়, আর হাঁকডাক
করে বটে পাড়ায় পাড়ায় কুকুর আশ্বাসে।

চোখ ঢাকো কান চাপো, বুকচাপা দুঃস্বপ্নের ভিড়ে
নৈঃসঙ্গ্য রোপণ করো, প্রতিরোধ অন্বিষ্টের ধ্যানে ;
অবজ্ঞায় ঘৃণায় নেতিতে, একান্ত সজ্ঞানে
প্রেম-কে লালন করো স্বপ্নশুচি নীড়ে,
অন্য অরণ্যের ভিড়ে, আপন সম্মানে,
গাছপালা পশুপাখি শিশুর কল্যাণে,
মানুষের, যত মেয়ে-পুরুষের গানে ॥

ছয়

ক'দিন গরম বেশ, কলকাতায় পশ্চিমা রোদ্দুর,
তারপরে বৃষ্টি এল, কালবৈশাখীর বৃষ্টি, ঝড়, শিলা, জল।
ঠাণ্ডায় সন্ধ্যায় ভাবি এই ক'টা দিন :
সমুদ্রের বাংলায় সাবেক হাওয়ায়
সারা দুনিয়ায় কেন—বাংলায় এলোমেলো অকালে আগুন ঝরে
পশ্চিমা রোদ্দুরে ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকার ঘৃণার আগুনে

কালো কালো চোখ ভরে রক্ত ঝরে
ছায়ায় ছায়ায় শুধু হত্যার রোদ্দুর।
অথচ ঈস্টার এল।
অথচ পাইলেট! এখনও ঈস্টার আসে পশ্চিমের কারো কারো হৃদয়বত্তায়,
চৈতালী অশ্রুতে বাজে মানবিক উজ্জীবিত সুর
সে কোন মাতার
করুণ বাহুতে এল নূতন মানুষ,
আবিশ্ব নয়নে এল মমতার অশ্রুর প্রণতি।
আজও তবু হেরডেরা সালোমের পসরা যোগায়
এশিয়ায় আফ্রিকায় স্বদেশেও লাভের ক্ষতির
দীর্ঘ ইতিহাসে, শিশুর হত্যায়।
অথচ গির্জায় চলে গম্ভীর আরতি,
সভ্যতা সঙ্গীতে তীব্র রূপ ধরে, ভেসে আসে দক্ষিণে হাওয়ায়।
তবু হেরডেরা অন্ধ গৃধ্নুর সত্তায়
সালোমের ভোগের পসরা দেশে দেশে মরিয়া যোগায়।
যেন বা পাইলেট আজও ন্যায়-দণ্ডধর, এ হাতে ও হাতে
চেলে বণিক বন্ধুর।
যেন বা পশ্চিমা মরু একমাত্র সত্য যেন অক্ষয় অমর
ছায়াহীন বৃক্ষহীন শস্যহীন অকাল রোদ্দুর।

মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে, বৃষ্টি নামে, শিলাবৃষ্টি, জল পড়ে
স্নিগ্ধ ঘন ছায়ায় শরীরে নামে অখণ্ড সংবিৎ।
এদিকে গির্জায় একটি মাতার পরম মায়ায় বাজে
ইওহান সেবাস্তিআনের, হত্যা নয়, সৃষ্টিময় মহীয়ান সুর
দুর্গতের কলকাতায়, উদ্বাস্তুর বাংলায় এশিয়ায় আফ্রিকায়
বাখের আপন দেশে একটি সঙ্গীত।
ক'দিন সন্ধ্যায় বইছে সমুদ্রের হাওয়া শিলাবৃষ্টি ঝড়ে।
মাথা হেঁট ক'রে নাকি শোনে হেরডেরা
শুনি নাকি পালায় পাইলেট॥

সাত

তারপরে অন্ধকার শান্তি আর উন্মোচিত নিস্তব্ধতা।
ঘুমের সমুদ্রে কিংবা ঘুমের আকাশে মুক্তি প্রতিদিন।
ঘুম ভাঙে প্রতিদিন রুশদ্বৎসা রুশতী উষায়,
মনে হয় প্রাণ সত্য, এ নশ্বর জীবন অমৃত।
বিশ্রাম সচ্ছল পরিপূর্ণ, মানবিক, চৈতন্যে বিস্তৃত।
মনে হয় কাজের সন্ধান আর কর্মস্থানে কাজ,
আর সকাল বিকাল যাওয়া-আসা
সব কিছু, মনে হয়, ঘুম থেকে জাগা যেন রাত্রি আর দিন দ্বন্দ্বহীন,
উভয়ে সমান-বন্ধু, উভয়েরই এক ভাষা, শুধু বিভিন্ন ভূষায়।
এ দেয় নন্দিত ঘুম আর অন্যে কর্মের প্রবল
ছন্দময় সার্থকতা, যেন এক পতিব্রতা প্রেমে ধৈর্যে
দৈনন্দিনে অন্নপূর্ণা আর রাত্রিতে প্রেয়সী, দুই একাধারে ধৃত,
যেন দ্যাবা-পৃথিবীকে বেঁধে রাখে সূর্যেচন্দ্রে আণবিক পৃথিবীকে
একটি মিলনে সাহচর্যে,
কিবা দিন কিবা রাত্রি, স্বদেশ-বিদেশ।

তারপরে ? তারপরে কর্মস্থলে ক্লান্ত যাত্রী।
কর্ম শুধু ক্লান্তি, অসংলগ্ন অর্থহীন,
শত অর্থ খোজার পরেও অনর্থক।
তারপরে ক্লান্ত ফেরা।
গ্রামে কিংবা গ্রাম্য জীর্ণ অতিকায় শহরেই হোক।
কোথায় সে রাত্রি যার হাসির পূর্ণতা
ঢেকে দেয় স্থূল অন্ধকার
ভাস্বতীর নিজ অন্তরের দীপ্র অন্ধকারে,
যে শান্তিতে গ্রাম্যবাসী অবিক্ষত
নি পদ্বন্তঃ নি পক্ষিণঃ
নি শ্যেনসশ্চিদর্থিনঃ—?
তাই রাত্রি যন্ত্রণাই, অবসর অস্থিরতা, ক্লান্তিকর,
রাত্রি আর দিন যেন সতীনেরা

সদাই উদ্যত, ভবিষ্যত দুঃস্বপ্নে শূন্যতা,
স্মৃতি শুধু শোক।
প্রতিদিন প্রতিরাত্রে
ঘরে ঘরে-বাইরেও কাতরায় শূন্যতার সেই একই বোধ।
চাই অন্ধকার, অন্ধকার শেষ করি যেন প্রতিদিন দীর্ঘায়ুতে
উষসীউষায় সবিতার খড়্গো খড়্গে,
সে সবিতা পশ্চাৎ ও যে সবিতা পুরস্তাৎ
উত্তরের অধরের সর্বত সবিতা,
সার্থকের বরেণ্য উষায় রুশদ্বৎসা রুশতীর ভর্গে
জগৎহিতায় ঋণশোধ স্নায়ুতে অপার প্রাত্যহিক আত্মস্থতা
আবিশ্ব প্রসাদ॥

২৭-৩০।৩।৫৯

চার স্রোত

এখনও গরম কম, ফাল্গুনের শেষ;
পল্লবে মুকুলে ফুলে চোখ ভরে, ঘ্রাণ ভরে;
আর পাখি শত পাখি গান করে।

অসহায় আর হিংস্র জন্তুজগতেও জাগে প্রকৃতির দেশজ আবেশ।
চড়া, বালি, ছোট বড় শাদা কালো শিলা
চতুর্দিকে ইতস্তত জ্বলে বাসন্তীর অনুরাগে;
তার মধ্যে নয়নাভিরাম হিম স্বচ্ছ স্রোত।
পায়ে চলা পথ বাঁয়ে রেখে
ডাইনে বাঘোয়া টিলা ফেলে নেমে চলি জলে জলে,
স্ফটিক-শীতল জলে স্পর্শের আরামে নেমে নেমে চলি অবিরত।

ছড়ায় নদীর বাহু সমস্ত শরীর,
পাহাড়ে মাটির পাড় ঘিরে থাকে বিপুল বিস্তারে
অতিকায় নর্তকের মতো।
কানে আসে গভীর সঙ্গীত।
চার স্রোতে ভাঙে নদী শিলায় শিলায়,
বিবাদীর ধ্বনি মেলে আত্মদানে প্রেমের নিস্তারে,
ঝাঁপ দেয় প্রবল ঝোরায় প্রপাতের বেগে চারটি ধারায় ;
নিচে, বেশ দশ-বারো হাত নিচু স্তরে
তরল তন্ত্রীর ভিন্ন চারটি পরদায়
অপরূপ সঙ্গীতে হারায়,
স্বাতন্ত্র্য মিলায় যেন মৎসার্টের বরদা প্রসাদে,
একটি সংহিত পায় মধুর তরল নানা খাদে হরেক নিখাদে।

সুরেলা ঝোরায় ঢালি নিজেকেও,
গানে স্নানে ফেনিল ঊর্মিল তোড়ে ছেড়ে দিই,
ধুয়ে দিই শরীর, ডোবাই ফাল্গুনের শেষাশেষি সমস্ত সংবিৎ ॥

অশ্বত্থ

গাছের স্তব্ধতা গড়ি দেহে মনে,
মহাপিপুলের, আকাশে রোমাঞ্চ মেলে রাখে
সহস্রাক্ষ যে পিপুল, অটল স্তব্ধতা দেখি তার সনাতনে,
মনে মনে গড়ি,
রাঢ়ের রুক্ষতা জয় করে যে পল্লবে
লক্ষ লক্ষ প্রাণময় সবুজ পল্লবে ঢাকে
আপন হৃদয়,

কঠিন সংহত স্থির সারাটা প্রান্তরে প্রাণের গঠন,
অজেয় উৎসবে কোনও উমার সন্ধানে
যেন বা এসেছে দেশে সতীর গিরিশ।

পিপুলে তন্ময় দেহমন।

ওদিকে তুলেছে কারা মহানিম আমজাম ছাতিম শিরীষ
নানা ফুল-ফলগাছ নানা শব্দ গানে
ঝিরিঝিরি নাচে
নরম হাওয়ায়,
সব ভালো খুব ভালো, মধুর মধুর, আনন্দ আরাম তৃপ্তি ;
তবু অতুলন এই বয়স্ক পিপুল, রৌদ্রে স্থির,
পৃথুল প্রবীণ পৃথিবীর বিপুল প্রণয়ে স্তব্ধ।

কখনও বা অনেক কূজনে কচি কচি লক্ষ লক্ষ কোমল সবুজ
হাতে হাতে মৃদু পাতা শিহরে শিহরে দোলে,
যেন কোনও আন্দোলনে পরগনার সমস্ত মাতার
কোলে কোলে স্পষ্টে আর অস্পষ্টে অবুজ শিশুদের ভিড়,
কখনও বা ঈশানের ঝড়ে
উদ্দাম উন্মাদ রাগে হাহাকারে মারে মরে
নুয়ে বেঁকে পড়ে, বাসা ছাড়ে, ভাঙে তার তাল দেয়—
পাখায় পাখায়,

ভাঙে না, কারণ তার আবিশ্ব শিকড়ে সনাতনে
গভীর কঠিন প্রাণ, বড়জোর বহুদূরে পাঁচিলের ভিতে
উপড়িয়ে ওঠে তার দুর্মর আবেগ, ফাটল ধরায়,
খসায় দেয়াল, বড়জোর ঝরায় পল্লব কিছু,
কিছু বা খসায় ডাল,

তারপরে আবার আত্মস্থ,
আকাশ ও নীড়,
স্তব্ধ স্থির আমাদের মাঠে আশ্চর্য অশ্বত্থ গাছ।

১৮।৪।৫৯

রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে

—ঋগ্বেদ ১০/১২৭/৮

দিনকে ভয়, রাত্রি শুধু স্বাধীন,
অন্ধকারে চেতনা চোখ তোলে
ঘুমের মাঠে, যেখানে নীলাকাশে
কালের মেলা, শিশুরা ঘুম খেলে;
ঘরে ফেরার সান্ধ্য হিল্লোলে
নদীর পাড়ে শিশিরজাগা ঘাসে
জোনাকি জ্বালে স্বপ্ন-নীল দিন।

এখনও দিন ভয়ঙ্কর দিন,
পরের দিন, দাসের প্রতিদিন,
চোখ কানের—সব ইন্দ্রিয়ের
শহীদ দিন, শ্রেয়ের আর প্রেয়ের
প্রাত্যহিক অপঘাতের হীন
কুশ্রী মূঢ় লুব্ধ প্রতিদিন;
দিনের হাতে সুন্দরের, প্রিয়ের
মুক্তি নেই, আশাও আজ ক্ষীণ।

রাত্রি শুধু বিরাটে আর গভীরে
প্রাণের তীরে তমসাস্রোতে স্নানে
পুণ্য করে পূর্ণ করে মন,
সত্ত্ব শুচি চেতনা ওঠে ধীরে,

আঁচলে আঁকে তারার দীপাবলী ;
আগামীকাল শিশুর শতগানে
স্বপ্নে ঢাকে গ্রাম শহরতলী,
শহরে তোলে মুক্ত উপবন।
দিনকে ভয়, দিনেই চোরাগলি।
দিনের আগে রাত্রি চাই প্রাণে ॥

বাসাবাড়ি

বাসাবাড়ি রুক্ষ মাটি। শিকড় গজাতে লাগে
বহু গ্রীষ্ম বর্ষা বহু হিম।
ভাবি কোন্ ঘর পাব কবিতার ভাগে,
কোথায় ছড়াবে মন, পুব না পশ্চিমে।

এখানে উত্তর খোলা, তবু ও ফাল্গুনে রিমঝিম
মন আর হাওয়া দোলে গন্ধের বাহারে,
টুনটুনির মিহি গলা খুলে দেয় ঝুরুঝুরু নিম,
ঘুঘু, বুলবুলি বসে আর আসে মিছিলে আহারে

বহু টিয়া, মহাসুখে নিমফল তিক্ত ওষ্ঠাধরে
খায় আর চুপচাপ ভাবে,
তাছাড়া শালিক আছে আর কাক, যতই আদরে
অন্য পাখি চাও, এরা সমানে চেঁচাবে।

বাসাবাড়ি, রুক্ষমাটি, অনাবাদী, ভূদানের মতো,
ভোগ্য বাসযোগ্য নয়, তাও পেতে হিমশিম,
দালালি সেলামে নানা দাবিতে বিব্রত আপাতত
উত্তরের ঘরে উঠি, ফুলে ছায় নির্বিকার নিম ॥

২৪।৪।৫৯

নিজস্ব সংবাদদাতা

খবরের কাগজের কাজ।
খাদ্যাভাব, পূর্ববঙ্গত্যাগী ভিড়,
বাংলায় সমস্যা উগ্র, তাই চেয়েছে রিপোর্ট।
ঘুরি তিক্ততায় দগ্ধ ক্যাম্পে, ছাউনি-বস্তিতে
গ্রামে গ্রামে, পোড়া মাঠে পোড়ো দেশে
যেখানে একালে, মনে হয়, চিরকাল বার্ষিক আকাল।
মাথায় প্রচণ্ড রৌদ্র, পায়ে মাটি কোথাও চৌচির
কোথাও বা হাঁটু ধুলো,
জল নেই, মানুষের চোখে মুখে জল নেই,
শুধু ঘৃণা, অবিশ্বাস, দীর্ঘকাল বঞ্চিতের সন্দেহ সংশয়।

বোঝাই : দেখতে ভদ্র এইমাত্র, কিন্তু শুধু রিপোর্টার,
কখনও নিই নি ভোট, দেশ স্বাধীন মস্তিতে
ভাঙি নি, কয়েক কোটি মানুষের দুর্ভাগা কপালে
হানি নি রাজ্যের লোভ ক্ষমতার কেরামতে সুখে।
শুধুমাত্র রিপোর্টার, ভদ্রলোক এইমাত্র,
আসলে এদেরই মতো অসহায়, পরাধীন, রৌদ্রে পোড়া,
হয়তো পেটটা ভরে, অথচ হৃদয় ইতিহাসে অসহায় বলি,
একেবারে নিঃসম্বল, তিক্ত, পোড়া, খাঁটি।
ছেড়ে দিই স্থানীয় বাবুর জীপ মুরুব্বির নতুন মোটর,
মফস্বলী বাস ধরি, ভাবি : যেখানে যেমন রীতি, হাঁটি।

হাঁটি, এই গ্রাম থেকে যাই ওই গ্রামে
নির্জলা অভাব সারাটা জেলায়, সর্বত্রই এক উপবাসী জ্বালা।
এদিকে গরম প্রায় পশ্চিমা মরুর। আজও যদি ভাবি,
জ্বালা তার গায়ে লাগে। আমাদের আষাঢ়েও বৃষ্টি কই নামে ?
আমাদের উঠে গেছে বৈশাখীর বৈকালীর পালা।

মনে পড়ে একদিন, সে গ্রামে উনুনে
আগুন নিবন্ত, আগুন আকাশে তোলা আগুন মাটিতে ঢালা।
যেতে হবে পুবগ্রামে, সদরালা নই নই নায়েব নবাব,
সুতরাং সকালেই যাত্রারম্ভ। সে কী মাঠ! মাইল মাইল
অনেক শতাব্দী ধ'রে হাজার হাজার খুনে
পৃথিবীকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মেরে গেছে যেন,
আম-জাম-কাঁঠাল পিপুল কিছুই নেই, দীঘি কুয়া
খালবিল মজানদী কিছু নেই।
শুধু নীরক্ত শ্বেতাঙ্গ রৌদ্র।

তৃষ্ণার আবেগে চোখ ফাটে। সে সময়ে, আজও মনে পড়ে,
বাঁয়ে কাঁটা ডাঙার আড়ালে হঠাৎ মন্দির এক দেখা যায়
ছোট, ভাঙা, জনহীন। সে দিকেই চলি।
জলের আশায় ক্ষুধা আর পিপাসায় ছায়ার আশায়
না ভেবেই উঁকি দিই।

মনে পড়ে আজও মনে পড়ে সেই সর্বংসহ অন্ধকার,
আশ্চর্য কোমল ছায়া মায়ের চোখের স্নিগ্ধ অন্ধকার,
চোখ দেহ হৃদয় জুড়ানো আহা কালোর আরাম।
চোখের জীবন ফেরে, দেখি নগ্ন যুগল বিগ্রহ
বেশভূষাহীন, শুধু কষ্টি পাথরের দেশী রাধা আর ঘনশ্যাম,
নেই পূজার গৌরব, অথচ কোথায় গন্ধ
আরতির শৃঙ্গারের পাথরে স্তম্ভিত কোথায় সৌরভ ?
বেদীর পিছনে দেখি বেঁচে আছে কালো পাথরের ধাপে
হিম অন্ধকারে একা কয়েকটা কাঠ-চাঁপা
মৃত্যুহীন গোরোচনা বাহারের গন্ধের প্রতাপে।
আর বাঁদিকের কোণে দেখি সজল মাটির একটি কলসী মুখচাপা॥

৩।৫।৫৯

বৈশাখী নয়

বৈশাখী নয়, মনসুন নয়। ঝড়, হাওয়া,
আর বর্ষণ শুরু হয়েছিল তাণ্ডবে,
শহরের গাছ, গরীবের ঘর টিন-ছাওয়া
খড়-ছাওয়া ঘর উড়িয়ে ছড়িয়ে উপড়িয়ে।

তারপর থেকে আষাঢ়ের হাওয়া, ধারাজল
ক'দিন চলছে, পশ্চিমা তাপ গাণ্ডীবে
তাড়িয়েছে বীর। দিন ভাবি পাছে টঙ্কারে
আবার সে রাগ প্রলয় জাগায় ডাক দিয়ে
পাগলা হাওয়াকে তিব্বত থেকে সমুদ্রে
উড়িয়ে ছড়িয়ে উপড়িয়ে যত পাতাবাহার
শহরের গাছ, আর গরীবের যা সম্বল।

বৈশাখী নয়, মনসুন নয়, অত্যাচার
অনাহার দূর করার নাকি এ পন্থা নয়।
এ শুধুই রাগ, প্রকৃতির রাগ, এ রুদ্রের
নিছক মেজাজ, তবু মনে হয় অন্ধকার
স্বপ্নে যখন সারথিকে ডাকে গাণ্ডীবে,
তবু মনে হয় নিত্য বৃহতে ও ক্ষুদ্রে
তিক্ত মরুতে খাণ্ডব তাপ সিক্ত হয়,
স্নিগ্ধ রাত্রি মনের হরিষে ঘুম বিভোর
রিম্‌ঝিম্ গানে খুঁজে পায় যেন আরেক ভোর।

মে. '৫৯

গাছ মরে

ঝড়ে নয়, জলঝড়ের অভাবে
বজ্রবৃষ্টি রুদ্ধ ব'লে
বৃক্ষ ইব স্তব্ধ মহাপুরুষ স্বভাবে
মারী লাগে, মড়ক লাগায়।
জল নয় ঝড় নয়, অনাবৃষ্টি অকালের বাজে
চোরা মৃত্যুর মরশুমে শিকড়ের মর্মে মর্মে
মাটির অন্দরে ভিজে উদ্ভিদের মনে প্রাণে
শ্মশান জাগায়।   কে বা কারা ?
তারাই কি লোভের পসরা
নিয়ে যায় লরিতে মোটরে ট্রাকে ভারে ভারে
যেহেতু তারাই গৃধ্নুর কারবারে করাত চালায়,
মরা কাঠ চায়।
তাই কৃষ্ণচূড়া তাই জারুল গোলমোরে
অশোক বান্দরলন্ঠি পিয়াশাল বিজাশালে হিজলে সোঁদালে
শিরীষে আকাশনিমে নানা বনস্পতি মহীরুহে
স্বদেশ আত্মার মূর্তি
যেটুকু বা প্রাণের স্বাক্ষর ছিল কুৎসিত শহরে
যেটুকু বাহার, সারাপথ ছেয়ে ফুলে বা পল্লবে
বাম দক্ষিণের অভিরাম সেতু, তাতে
ঘুণ ধরে, ম'রে যায়, ঝড়ে নয় জলে নয়
জলঝড়েরই অভাবে, বিষে লুব্ধ তাড়নায়
বাংলায় এসে পড়ে রুক্ষ মারবাড়।
মরে যায় সুপর্ণ পিপুল,
সনাতন বোধিদ্রুমে মারী লাগে সাহারার বিপুল জ্বালায়।
এদিকে রৌদ্রের চোখে ক্ষমা নেই,
রুদ্রের দাক্ষিণ্যহীন অসহ্য ঘৃণায় শরীরে হৃদয়ে।
রাজধানী খড়গাদা আঁস্তাকুড় গ্লানির পাহাড়,
আর গাছ রোগে মরে, চোরাঘায়ে সবুজ পালায় ভয়ে,

গোপন প্রভাবে গাছ মরে,
ঝড়ে নয়, বজ্রে বা বিদ্যুতে নয়,
বিদ্যুতের বজ্রের অভাবে ॥

১৮।৫।৫৯

রাত্রিদিন ক্ষত বাহির ঘর

স্নায়ুর শতমুখে রাত্রিদিন
কাটাই, এ বড় যন্ত্রণা।
দুঃখ সুখ যাই বলো সে সব
সর্বক্ষণ একই তীক্ষ্ণতার
শরীরমনে এক বিরামহীন
চরম টানে বাঁধা সুরবাহার,

অথবা হরধনু; আতত জ্যা
সর্বদাই হানে যে টঙ্কার,
সে ভরা বেগ সেই ঝন্‌ঝনা
শান্তিতেও আনে ক্লান্তিহীন
প্রখর আবেগের প্রব্রজ্যা,
ঘুমেও বিক্ষোভ ক্ষান্তিহীন।

সুখ তো নেই, বলো দুঃখে তবে।
আছে কে মানসের দূর্বাশ্যাম
আমার অশ্রুর স্নিগ্ধতায়?
দুঃখ কোথা?   নেই কোনো আরাম
বিশ্বব্যাপী এই তীব্রতায়
উগ্র মানসের তুষোৎসবে।

স্নায়ুর শত চূড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে,
প্রিয়ার বক্ষেও স্বস্তি নেই
ঘুমেও খরতার মুক্তি নেই,
মুখর আগ্নেয় শত শিখর
ছেয়েছে সত্তার নীল আকাশ,
দগ্ধ ত্রিকালের শতেক শরে
রাত্রিদিন ক্ষত বাহির ঘর ॥

একটি বৈঠক নাটক

মনে আছে, সেবারে বেড়াতে যাওয়া সুবর্ণরেখায় ?
পাড়ে খুব তোড়জোড়, খিচুড়ির চড়িভাতি চড়ে,
আর আমরা কয়েকজন জলে জলে এঁকে বেঁকে চলি :
স্নান গান হৈ হৈ, হয়তো বা কারো কারো প্রেমালাপ
অন্তত চুপি চুপি নিচু গলা কিছু বলাবলি।
তোমাদেরও মনে পড়ে ?
হঠাৎ বাঁকের শেষ আর আচম্বিত অভিশাপ
বালি আর জলে ?

আজও মনে পড়ে সেই চোরাবালি থেকে কোন মতে
বিশাখা অনুপ আর সুরেশকে টেনে টেনে তোলা !
এদিকে তারা তো ডোবে, জল বাড়ে, ভয়ও ঘনায় স্রোতে,
নদীর ভূগোলে পৃথিবীর দীর্ঘ ইতিহাসে দৃষ্টির অতীত রসাতলে,
যাবে কি অতলে তিনজন ?

কাল তাই হল। আড্ডাটা জমেছে দিব্যি, কথা হাসি
চালাচালি, গোলদীঘির পোলো যেন,
হঠাৎ কি চোরাবালি ডাক দিলে, সমস্ত হাওয়াটা

রাগের ও ঘৃণার বিদ্যুতে হল ভারি,
অনুপের মনে হল সুরেশের মুখে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়াটাই
ভীষণ জরুরি, তাই উভয়ে চেঁচাল, কিংবা গলা চেপে
ছড়াল দু'জনে, অন্তত অনুপ, শ্লেষের পিচকারি ;
একজন বেশি বুঝি ; অন্যজন কম, বালি পাঁক জলে
রসাতলে ডাক দিলে। উভয়েই ডোবে জড়াজড়ি
এর হাতে ওর পায়ে।
অথচ ব্যাপার কিছু নয় আড্ডার সুখের মুখে কথা
কিছু মিঠা কিছু খাট্টা।
সুবর্ণরেখায় চলা ছুটির মেজাজে সব
চলি বসি ভিজি হাসি আর উঠি-পড়ি,
হঠাৎ চমক হেনে চোরাবালি টেনে ধরে মৃত্যুর অতলে।

জানি না কি দীর্ঘ ইতিহাস ছিল ভালোর মন্দের
অপছন্দ পছন্দের অবান্তর অচেতন
সুরেশের অথবা—এবং অনুপের বালি জলস্রোতে,
হঠাৎ আড্ডাটা হয়ে গেল ঘৃণায় চৌচির,
ঘূর্ণাবর্তে রসাতলে যেন প্রায় বৈপ্লবিক,
আলজীর বা মাউমাউ, কেনিয়াট্টা কিংবা যেন নাগা!

সহজে কি বোঝা যায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কেন ঠিক
ভালোবাসা জমে গলাগলি ঢলাঢলি, কেন ঘৃণা জ্বলে
কেন দপ্ ক'রে রাগারাগি, কেন কোন্ জীবনবিকারে প্রতিশোধে
আত্মসচেতনতাই হ'য়ে ওঠে বেকুব বেল্লিক॥

মে, '৫৯

ইন্দ্রধনু প্রতিবিম্ব

জাড়মুণ্ডি পার হয়ে আকাশের মেজাজ পাল্টাল,
অশ্রুর লাবণ্য-স্নানে এল স্বচ্ছ হাসির প্রসাদ,
টার্ম্যাক পথের বাঁকে, গাছে, মাঠে, ন্যাড়া কালো কালো
পাহাড়ে পাথরে রৌদ্র : সত্য হল মামুলি প্রবাদ,
রুপালি সৌন্দর্যে ভিজা পৃথিবীর মেঘল শরীরে।
নয়নাভিরাম পথে চলেছি ক'জনে, আঁকাবাঁকা
উঁচুনিচু বিস্ময়ের ক্রমাগত বৃষ্টিস্নিগ্ধ তীরে,
চোখের খুশির আর মনের খুশির স্রোতে আঁকা
দৃশ্যের নদীর পাড়ে, প্রকৃতির খেয়ালী কৌশলে।
এ প্রকৃতি এ নিসর্গ ঘনিষ্ঠ সৌন্দর্য-চেতনায়,
আজন্ম এ তীব্র স্মিত সৌন্দর্য চেয়েছি ছলে বলে
প্রাত্যহিক সাধারণ্যে, সেই জলে রৌদ্রে বেদনায়
এল নেমে ইন্দ্রধনু, পরগনার পাহাড়ে পাহাড়ে ;
পাহাড়-আকাশ বেঁধে আদি সাতরঙের বাহারে,
আর তার পুনর্বৃত্তি বৃষ্টির শিশিরে সদ্য ধোয়া
স্তরে মুক্তা প্রতিবিম্ব মর্ত্যের দোহারে।
ননিহাট পাঁচপাহাড়, অন্যদিকে মহুয়াগড়ির
অনেক চূড়ার আভা দ্বৈত পায় পথের বাঁপাশে ;
মাটিতে আধৃত জোড়া ইন্দ্রধনু আনম্র আকাশে
তোমার দু'হাতে বাঁধি, এ দৃশ্য যাবে না আর খোয়া ॥

জুন, '৫৯

গ্রাম্য কবিতা

গন্ধে চৈত্র হাওয়া সারাদিন ম'-ম,
তবুও কোথায় কোথায় যে প্রিয়তম !
কান্নার ঝোঁকে ঘুরিস যে কেন বৃথা !—
জানিস কি তোরা ওরে পার্বতী সীতা
কোথায় গিয়েছে মেয়েটা, এসেছে মিতা,
সারাদিন ধ'রে বন্ধ ঘর দুয়ার,
নতুন শাড়িটা পরেনি এখনও সিঁথি
রাঙায়নি মাঝে বাঁধেনি চন্দ্রহার !—
যাকে চাস সে যে ফিরেছে পথের শেষে
ঘরের ঘুমের প্রয়োজনে বীরবেশে,
ওরে হতভাগী কোথায় যে গেলি চ'লে,
যে এসেছে ঘরে তাকে চাস কোন্ চুলোয় ?

—যেতে দাও যাক্ সূর্য অস্ত চ'লে
তারায় তারায় লক্ষ পায়ের ধুলোয়
একাকিত্বের গহন পথের শেষে
গ্রামশহরের কোলাহল মন্থনে
অমৃত ও বিষ পান করে জনে জনে
আসবে আবার যে যার আপন দেশে
প্রথম প্রহরে না হোক আসবে শেষে,
সহকর্মিণী আনবে সে প্রাণপণে
মর্মে মর্মে সহধর্মের আশা,
পুলকিত হবে চৈত্র অন্ধকার
সহিষ্ণু এই হৃদয়ে উঠবে জ্বলে।
তবে যৌবন পাবে মিলনের ভাষা ॥

১৯৫৯

বর্ষার নদী

কে বলে এ সেই নদী। চড়িভাতি করেছি সকলে,
পাহাড়ে বালিতে জলে কী আনন্দ, কোলাহল, স্নান,
এই তো ক' মাস আগে—কিছুটা বা সাহেবী নকলে
সকলে করেছি খাওয়া-দাওয়া, গীতবিতানের গান।

হৈমন্তী হরিণ নদী আজকে সে মরিয়া মহিষ
প্রচণ্ড বন্যায় বন্য, নেমে আসে মাথাভাঙা তোড়ে।
এদিকে বেঁধেছে গ্রাম্য পাঁচটা কি ছ'টা বাঁশে সাঁকো,
পায়ে পায়ে মৃত্যুভয়। ওদিকের বাঁকে চলে খেয়া,

নিরুপায় লাগে, চোখ ক্ষিপ্রস্রোতে যেদিকেই রাখো,
ডিঙি ছোটে লাল স্রোতে, চোকে বুঝি সমস্ত বকেয়া ?
ছুটির সে মরা নদী বর্ষা আজ, মাতে শত কৃষাণ-মুনিষ,
কিংবা মজুরেরা যেন দলে দলে কারখানার মোড়ে॥

১৭।৬।৫৯

তাই তো তোমাতে চাই

একটিই ছবি দেখি, রঙের রেখায় দুর্নিবার একটি বিস্তার
মুগ্ধ হয়ে দেখি এই কয় দিন, অথচ যামিনীদার
প্রত্যহের আসনের এ শুধু একটি নির্মাণ একটি প্রকাশ,
হাজার হাজার রূপধ্যানের মালার একটি পলক
যেখানে সন্তত গোটা দেশ আর কাল, একখানি আবির্ভাব
স্বয়ম্বশ স্বতন্ত্র স্বাধীন, অথচ রঙের প্রতি ঢেউএ ঢেউএ
দোলা দেয় পঞ্চাশ বছর, নিত্যকর্মী সমগ্র শিল্পীর জাগ্রত জীবন,
শুধু কি শিল্পীর, তাঁর নিজের ঘরের, বংশের, দেশের
আধভোলা, ভোলা, চৈতন্যের, রক্তের প্রভাব,
সারা পৃথিবীর ছায়া, রৌদ্রে জলে রেখা রঙে
একটি ছবিতে উজ্জীবন প্রায় প্রত্যাভাস
যেমনটি সাগরসঙ্গমে এসে অলকানন্দার উৎস মেতে ওঠে
জটায় জটিল কপিলের দীর্ঘ ইতিহাস
সামুদ্রিক বন্যা হয়ে ভাগীরথী-মোহানায়।

আর কেউ এ বুঝুক না-বুঝুক, তুমি জানো, কারণ তোমায়
দেখি আর মুগ্ধ হই, প্রাকৃত রূপের তীব্র আবেদন
সঞ্চারিত শিরায় শিরায়, দেখি তুমি অনন্যাসুন্দরী
অনেক মায়ের ঠাকুমার বহু লক্ষ্মী উর্বশীর জেরে
মানবিক এবং জৈবিক প্রেরণার ছবিতে ভাস্কর্যে মূর্ত
পদাবলী ভাটিয়ালী বাউলের তুলসীমঞ্জরী।
তাই তো তোমার রূপে দেহে মুখে প্রতিটি বিভাবে
তুমিও তো স্বদেশ-আত্মার এক প্রাণমূর্তি, শুধু কি স্বদেশ!
বাদীতে অনন্যা তুমি, প্রতিবাদী-বিবাদীতে সাধারণ্যে তুমি ইতিহাস,
সীমায় অসীম, তাই বিশেষ ও নির্বিশেষ একটি মুহূর্তে,
লয়-স্রোতে আন্দোলনে মৃদঙ্গের তালে ঢেউয়ে চর জাগে পূরবী-বিভাস
গোধূলিলগনে এই বিবাহের রঙে
তাই তো তোমাতে চাই

দিনরাত্রি হোক গুঞ্জামালা
অথবা রুদ্রাক্ষে বাঁধা পরম্পরা উভয়ত একক প্রচ্ছন্ন
অথচ সম্পৃক্ত কর্মে, প্রকাশ্যের জনপদে পথেঘাটে নিত্য পূর্তে,
জটায় আবিষ্ট সেই গঙ্গার মতন, চাঁদের আগুনে ঢালা ॥

২১।৬।৫৯

অন্ধকারের ক্ষতিও তাকে

স্বর্ণলতার ঝোপে জ্বলে যাক জোনাকি পোকা,
রজনীগন্ধা দাঁড়িয়ে থাকুক কয়েক থোকা,
পাহাড়ের আড়ে পালিয়েছে বুঝি, পালালই বা,
বিভাবরী তাকে দিয়ে দাও যাকে দিয়েছ দিবা।
অন্ধকারের আভায় সে বুঝি আঁচল পেতে
গোলাপী পথের বাঁকে বাঁকে আর সবুজ ক্ষেতে
পালিয়েছে ঐ যেখানে নীরব সন্ধ্যাতারা,
ভাবে ঘরে গিয়ে কাটাবে রাত্রি তন্দ্রাহারা।
তাহলে এবারে ক্ষান্তি মানো হে, ক্ষান্তি মানো,
গ্রামের কোথাও আশ্রয় চাও, ঘুমের দানো
মাটির দাওয়ায় নামাও এবং রাত্রিটাকে
বিলিয়েই দাও পাহাড়-পারানি পলাতকাকে।
দিন যাকে দিলে কয়েক ক্রোশের পাড়ির পাকে
পাশাপাশি দিও অন্ধকারের ক্ষতিও তাকে ॥

২৫।৬।৫৯

বৃদ্ধ করো ক্ষমা

এদিকে চাও শিশুর হাসি জাতিস্মর প্রসাদ
মায়ের কোলে ভুনিয়াদারি প্রাজ্ঞ কৌতুকে,
বরদা প্রতি রাত্রিদিন আত্মপর চেনা
ইন্দ্রেয়ের সংবেদনে ভাষার তান-সাধা,
ঘর-বাহির সতত বাঁধা প্রেমের যৌতুকে ,

ওদিকে দাবি-দাওয়া জানাও, ক্লান্ত বেচাকেনা
আলোআঁধারি হাটের শেষে দিনের আর রাতের
যুগল ক্ষণে, বিস্তারিত অতীত খালি হাতের
ভাঙা রেখায়, সামনে বাকি স্বল্প হাসা-কাঁদা
অন্ধ দিন যেখানে খোঁজে বধির রাতে অমা ।

সকর্মক শিশুর হাসি ; আত্মপর চেনা
মেলাতে চাও, বৃদ্ধ, তুমি উদার গোধূলিতে,
সর্বসহ আলিঙ্গনে পাওনা আর দেনা
যে দেশে এক, ব্যাপ্ত আশা উদার সংবিতে
সবকিছুই শিশুর প্রেমে, বৃদ্ধ, করো ক্ষমা ॥

১।৭।৫৯

মধ্যিখানে চর

মধ্যিখানে চর।
এদিকে শিশুরা খেলে বালকেরা মাতে,
অন্যদিকে জীর্ণপ্রায় খাতে
বৃদ্ধদের গঙ্গাস্নান।
মধ্যিখানে দুস্তর বছর।
এদিকে সরল প্রাণ কলকণ্ঠ গান,
নির্ভীক ও নিঃসংশয় মর্ত্যে যেন অমরার পেয়েছে সন্ধান।

মধ্যিখানে চর।
ওদিকে মৃত্যুর খাতে মরিয়া জরার
বিষঙ্গে ভঙ্গুর স্বার্থে ঘৃণাজীবী পণ্যলোভী সন্ত্রাসের স্নান,
কিছুতে মানে না নিজ অন্তিম প্রহর,
কর্দমাক্ত পুণ্যে ভাবে ফিরবে বছর।

বৃদ্ধেরা নির্লজ্জ হলে মানুষের বড় অসম্মান,
লজ্জায় শুকায় নদী,
চড়ায় দুপারে প'চে যায় গ্রাম ও শহর॥

৬।৭।৫৯

মেঘলা দিন

বিদ্যুত সওয়ারে আর বজ্রের মাহুতে
স্ফূর্তির কী রেশারেশি আকাশে আকাশে,
প্রকৃতির শক্ত খেলা, উদ্‌গ্রীব পৃথিবী
দেবে সুখে থরোথরো, গ্রীষ্মবদ্ধনীবি
স্বেদাক্ত সুন্দরী ভাবে তৃষ্ণার্ত বাতাসে
এবারে বাঁধবে বৃষ্টি আপন বাহুতে,

যেন কাদম্বরী ভাবে বিধুর সংরাগে
এবারে কি চন্দ্রাপীড় বক্ষে তার জাগে!

যৌবনের প্রতিদ্বন্দ্ব আকাশে বাতাসে
যেন দেবদেবী মাতে দৈবত শৃঙ্গারে,
ঝড়ের বিপ্লবে ভেদ পালায় সন্ত্রাসে,
হর হয় হরি আর রাধিকা করালী,
শ্যামঅঙ্গে গৌরী তাই কুলে দেয় কালি।

কাদম্বরী ভাবে যেন বিধুর সংরাগে
এবারে কি চন্দ্রাপীড় বক্ষ তার মাগে!

মহাশ্বেতা প্রাণ আনে প্রেমের ভৃঙ্গারে

১২।৭।৫৯

পার্কে

পেনসন ফুরোয় পাছে, পার্কে তাই, দীর্ঘজীবী, হাঁটি নিয়মিত,
অল্পস্বল্প গল্প হয়, কেউ ভক্ত ঈশ্বরের কেউ ইংরেজের,
কংরেজী শাসনে প্রায় সবাই হতাশ, আর লাল পীত
রুশচীনে সন্ত্রস্ত উৎসাহ, তিব্বতও শুনেছি পার্কে
ছিল ইংরেজের, এখন কারোই নয়, পঞ্চভূতের, অথবা খাস ভারতের।
মাঝে মাঝে এই সব শুনি ব'সে, তবে হাঁটা-টাই বেশি
লাঠিতে বাগিয়ে মুঠি, নিশ্বাসপ্রশ্বাস চ'লে টাবমাক মেজের
পিঠে বাটার রবারপায়া দ্রুতপদ ফেলে, যদি পাকস্থলীটার পেশী
বার্ধক্য-বিজয়ী হয়—ইংরেজের মতো কিছুকাল,—কেউ স্ফীত, কেউ রোগা
কেউবা উপোসী নীল পিকাসোর ইহুদির মতো, কেউবা বর্তুল
যেন এঁকেছেন লেজের, আপিসে অর্জিত মেদ কিংবা আড়তের,
কপালে শর্করা রোগ কারো কফপিত্তে কারো রক্তচাপে ভোগা।

ছেলেদের খেলা দেখি, জীবনের সব লক্ষ্যভেদ যেন তারা
এক ক্ষিপ্র লক্ষ্যে বাঁধে ; বেশ লাগে দলবদ্ধ কিশোর আগ্রহ,
একটু বা ভয়ে দেখি, কেননা হঠাৎ বল মাঝে মাঝে ছোটে দিশাহারা,
গায়ে লাগে, এঁকে দেয় পেনসনের শার্টে কোটে পঙ্কের ভূষণ।
তার চেয়ে ঢের বেশি প্রতিদিন চোখ যায় এদিকের ঘাসে
যেখানে শিশুর মেলা, কেউ কোলে, কেউ হাঁটি-হাঁটি ক'রে হাসে,
কেউবা গাড়িতে বাঁধা, প্রচ্ছন্নগম্ভীর, অসহায়, সর্বংসহ,

সবাই প্রজ্ঞায় স্বচ্ছ, যেন ভারতের জীর্ণ দীর্ঘ ইতিহাসে
এরাই একাল থেকে সেকালের মোগলপাঠান মৌর্য বা কুশন
বহু মৃত্যু দেখে দেখে চলে যায় অনাহত খেলার প্রত্যয়ে
ভবিষ্যতে, যা এদের বর্তমান, এরা যার পুষ্টি ও পূষণ।
এই সব ফুল-ফুল শিশুদের প্রতিদিন প্রত্যেক হৃদয়ে

সর্বদাই জন্মদিন, পৃথিবীর মানুষের প্রত্যেকটি মন
রূপান্তর পায় এই জন্মে, মৃত্যু হয় পূর্ণতার পাকা ফল
স্বাভাবিক, নিয়মিত, নিষ্কলঙ্ক মৃন্ময়ে চিন্ময়ে ॥

২০।৭ ৫৯

দেখেও লাগে ভালো

দেশবিদেশে শাস্ত্রে ঠিক কথাই বলে বটে
রূপবতীর ভিতরে রোগবীজাণু বাঁধে বাসা,
আবিল দেহে বহু ময়লা নানা রকম কীটে,
তাছাড়া আছে সতী-অসতী প্রশ্ন সঙ্কটে,
মেজাজফেরও প্রায়ই ঘটে যখন যায় মিটে
মোহিনী-মায়া, রুদ্ধ হয় পদাবলীর ভাষা।
তবুও দেখি সিনেমাঘরে পার্কে ময়দানে
ট্যাক্সি চেপে ট্রামে বাসেও চলে প্রেমের আশা
ঘেঁষে বসার তীব্র সুখে আলাপ মুখে কানে।
যৌবনের যুগল রূপ যযাতিকেও টানে।
কারণ প্রেমেই যৌবনের বিধুর সত্তায়
ব্যক্তি হ'য়ে সমষ্টিও, হৃদয়বত্তায়।

শাস্ত্রে ঠিক কথাই বলে, কালের চালু নীতি
এই কথার সমর্থক, উল্টা দিকে ঘেঁষে ;
কারণ আজ উন্নতির ফোঁপরা বুলি শিখে
এই কথারই ছদ্মবেশ দুর্গতের দেশে।
কারণ নাকি : সমস্যাটা প্রজাপতির স্ফীতি,
জমির আর মেহনতের অপচয় বা ক্ষতি
তুচ্ছ অতি, সহায় শুধু উদার তেজারতি !

তাই মনের ইন্দ্রধনু সে নাকি জৈবিকে
এবং যাকে ফুর্তি বলে তাতে ফুরায় শেষে।
যৌবন কি ওষ্ঠাধরে ম্যাজেণ্টার শোভায়,
অভিসার কি ক্ষান্ত আজ নব্য কাসানোভায় ?
তবুও এরা যৌবনের রংবাহার আলো
দুঃখে সুখে খাঁচায় জ্বালে, দেখেও লাগে ভালো।

যদিও নেই হেলেন, নেই মেহেরউন্নিসা,
মহাশ্বেতা খোঁজে কালের অন্ধকারে দিশা ;
এটাও ঠিক, নেই ট্রয়ের কাসান্দ্রার প্রাণ,
শাহীবাগের চেরাগ নেই বুলবুলির গান।
সুতরাং যে বিশবাইশে শ্রাবণ মেঘে বাহার
এরা ছড়ায়, বৃদ্ধ মন রঙিন তার আভায়।
এরা মাতে না জীবন ফেলে মান-উন্নয়নে,
তাই এদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি দিবানিশা।
আশা রাখে না জীবিকা চেলে দিল্লী সরকারে,
কষ্ট ক'রে কলকাতার আহত নন্দনে
একান্তের মদির টানে কাটায় গুঞ্জনে,
একান্তের মুক্তি চায় তীব্র দেহমনে,
মানে না দেশ অগ্নিগিরি, হুতাশ্বাস লাভায়
সর্বনাশ পায়ের নিচে, তাই তো সংসারে
অকুতোভয় স্বপ্ন পাতে ; ক'টা মুখের আহার
যোগাতে হবে, ডরে না তাতে ; চার চোখের আলো
শ্রাবণাকাশে সন্ধ্যা জ্বলে। দেখেও লাগে ভালো
এরা আমার শরীরী স্মৃতি, হৃদয়সন্ধানে
এরাই বুঝি বহু জরায় নবজীবন আনে॥

৩০।৭।৫৯

নান্নুরে

জাতুঘরে পরিষদে তর্ক চলে ছাতনা বা নান্নুরে
কোথায় চণ্ডীর পীঠ বা কোন্ চণ্ডীদাস!
বিশ্ববিদ্যাবৈদ্য হয় থীসিসের কেতাবে খেতাবে—
আষাঢ়ের সন্ধ্যা মেশে বৈশাখের আকাল দুপুরে,
পদাবলী কেঁদে মরে, রাধা ভোলে আপন কানুরে,
প্রেম ভয়ে দেশ ছাড়ে, ভুলে যায় প্রেমের তিয়াষ।

দেখেছি গড়খাই-পারে দীঘি, সেই ধোবানি পাথর,
তামার আঁধার হাতে বিশালাক্ষী তাকিয়ে ভাস্কর,
ছায়াঙ্গী নায়িকা নাচে কীর্তিনের বিধুর রেখাবে,
স্পষ্ট শুনি গান মেঘে মৃদঙ্গের নক্ষত্র আখর।
এদিকে কাঁপন লাগে পাপড়ির আঙুলে সুরে সুরে,
প্রেমের ফাঁসিতে খুঁলে ফুল ফোটে বিশাল বাওবাবে॥

১০.৮।৫৯

আলেখ্য

(জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-কে)

যে চঞ্চল, যে সুদূর তাকে চির করেছে পিয়াসী,
যে বুভুক্ষু খুঁজে ফেরে তীব্র নবজীবনের গান,
যে স্বপ্নের প্রতিষ্ঠায় চিত্ত তার অশান্ত প্রয়াসী
যার সুর মর্মরিত অহর্নিশি তন্নিষ্ঠ হৃদয়ে তার ;
কারণ শুনেছে সে যে গান আকাশে পাতিয়া তার কান
গম্ভীর পৃথিবী যার মৃদঙ্গে নিয়ত বলে : ধ্যান ভাঙো ধ্যান
একটি আকাশ ভেঙে হাজার আকাশ, হাজারের এক নীলাকাশ ;

সেই স্বপ্নে সে ভরেছে উদ্‌গীথউত্থিত তার ধ্যান।
তার মনে পদ্মার প্রবল ঢেউ, শুভ্র চরের প্রসার,
খরপ্রাণ কলকাতার দুরন্ত বিস্তার,
আড্ডা সভা ধর্মঘট মিছিল উৎসব গণনাট্য গান
মন্বন্তর দেশভঙ্গ অনাচার জীবিকার ক্লান্তি আর কাজের উল্লাস
ঢেউ তোলে কবিতায় গানে যৌথ শিল্পের বিন্যাসে।
আজও তার শান্তি নেই দিল্লী মফস্বলে পাহাড়ে জঙ্গলে
হরিণের নৃত্যভঙ্গে, পাখির বিস্তর আর বিচিত্র সম্ভার
আনে না মনের তৃপ্তি, নানা চর্চা, মানবিক নানা কৌতূহলে
আজও তার মনের পরিধি ভাঙে জীবনের দ্বিধান্বিত ব্যাসে
নানান বেসুরে, বেতালের কূট ভেদাভেদে, অসম্পূর্ণতায়।
তাই সে কবিতা লেখে খাতায় বা ছেঁড়াখোঁড়া টুকরো পাতায়
তারপরে ভুলে যায় মমতায় লিখেছে যা এবং হারায়।

সম্পূর্ণের ঘোরে তাই খেয়ালী সে কবি সে উদাস
আত্মভোলা মজার মানুষ সে আর্টিস্ট যাকে বলে,
আশেপাশে মানুষের চিত্ত কিংবা বিত্তশূন্যতায়
সে ভাবে মনের আর জীবিকার জীবনের

স্বর্ণযুগ এল বুঝি সকলের ঘরে সচ্ছলতা অবকাশ
উষার আলোয় পাহাড়ে শিখরে নদীতে সন্ধ্যায়
রবীন্দ্রসঙ্গীতে পূর্ণ আনন্দনির্ঝরে।
তাই নিজেই কবিতাকার স্বরস্রষ্টা আর
প্রেরণার ইতিহাস খুঁজে পায় নিজ কণ্ঠস্বরে
রবীন্দ্রনাথের গানে প্রাণমূর্তিদানে।
কারণ সারাটা দেশ গান করে তার মনে
কবিত্বের বিভোর-ভুবনে
ধ্রুপদে টপ্‌পায় কীর্তনে বাউলে ভাটিয়ালী কাওয়ালীতে
জারীগানে সারিগানে যাত্রায় গাজনে তুলসী দোঁহায়
সবেতে সে আগমনী শোনে আর গায়।
তাকে আমি বহুকাল জানি।

দেখেছি কেমন তার মন খোঁজে গানে দেশের মানুষে
পাখিতে হরিণে জলে বা পাহাড়ে পদ্মার গঙ্গার পাড়ে
কারণ প্রকৃতি এই নিসর্গসুন্দরী আর বীণাপাণি
তার মনে একটি প্রতিমা—সতীই পার্বতী
একটি পৃথিবী একটি আকাশ
তাই ধ্যানের মানুষ হয় হাজার মানুষ, ভিড়;
নবজীবনের গান হ'য়ে ওঠে সঙ্ঘের আরতি,
কারণ না হ'লে তার সুদূরপিয়াসী মন
কোটি কোটি মানুষের প্রত্যহের মর্মভেদী কান্নায় কান্নায়
প্রতিবাদে কিংবা প্রতিবাদের অভাবে সারাক্ষণ
কেবলই ব্যাহত হয় নিঃসঙ্গ-নিবিড়;
সে চায় সবাই একটি চঞ্চল সুদূরপিয়াসে
প্রত্যহ করুক গান
জীবনেরা ডানা পাক্ জীবিকার বন্দী পায়ে পায়ে।

তাই সে চঞ্চল তাই বিধুর উদাস কবি সুরস্রষ্টা গীতকার,
তাই তার গায়কিতে আধুনিক চৈতন্যের আতত সম্ভার!
আমাদেরই প্রতীক সে প্রিয়জন, অসহায়, আত্মভোলা,
সকলেই তাকে ভালোবাসে॥

১৫।৮।৫৯

সে ও এরা

রাত্রে তার জন্মলগ্ন
অন্ধকারে সে স্থির নির্ভয়।
পশুর ও মানুষের মর্ত্যলোকে প্রাথমিক তার যে উদ্বেগ,
সদ্য সেই শিশুর বিষাদ, সেই মৌল নিঃসঙ্গের ত্রাস
এতই প্রবল ছিল তার, যে এখন কোনো
শৌখিন সংশয়ী ভেক্,
আম্‌দানি হঠাৎ-নবাব কোনোই বায়না
নব্যভব্য স্বার্থজাত তথাকথিত মনন-ব্যবসায়ী কোনো প্রতিবাদ,
আবশ্যিক মৃত্যুর বা ধ্বংসের উল্লেখ
তাকে আর কাঁদায় না হাসায় না,
বড়জোর হয়তো সে বলে: ধিক্ ধিক্!
অর্বাচীন বায়সেরা গ্রাম্যতার ময়ূর ডম্বরে
সরল বাহুল্যে মাত্র ব্যর্থতায় তাকে ক্লান্ত করে।

রাত্রে তার জন্মলগ্ন।
মাতৃসম অন্ধকারে তাই সে নির্ভীক
জন্মমৃত্যু সেতুবন্ধে এসেছে সে, তাই সে নিশ্চিত।
নূতন জন্মের নীল প্রচণ্ড বিষাদে
তার হয়েছিল কিনা চৈতন্যের উজ্জীবন

জীবজগতের আর মানবিক সবচেয়ে মৌলিক বিপ্লবে,
তাই রূপান্তরে জীবনে বিপ্লবে নিঃসংশয় সে,
বিষাদউত্তীর্ণ তার আশা,
অন্ধকারে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র-উৎসবে
অটল আশ্বাসে তার মননের লুনিক সংবিত।
তার মন বা তার জীবন অনেক দ্বান্দ্বিক মৃত্যু পার হয়ে
বহু পাপপুণ্য বহু স্বার্থ আশা হতাশার পরে
করেছে জটিল যাত্রা।
তাই তার বৈদগ্ধ্যের ভাষা, দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ তার মাত্রা
নব্য ভব্য গ্রাম্য এরা বোঝেই না—
এরা যে অজাত-মৃত আজও।
অখাদ্য বিলাসে ভরে প্রাণের মরাই
জন্মমৃত্যু নিয়ে কেন এদের বড়াই!
এদের গন্তব্য-অন্তে তার যাত্রা শুরু
জন্মের মৃত্যুর দীর্ঘ রূপান্তরে
আদি অন্ধকার থেকে
সে যে ঊষাউষসীকে ডেকে দিনরাত্রি উত্তরণে বছরে বছরে
আদিম ধৈর্যের প্রাজ্ঞ আলোকে বেঁধেছে
তার বাসা॥

১৫।৮।৫৯

বসেছিল চুপ

বসেছিল চুপ, ভাবছিল ব'সে, ভাবছিল কিছু, কোন্
ভাবনায় মাথা হয়েছিল বাহুবদ্ধ।
দুই বাহু বাঁধা জঙ্ঘায়,
মনে হল যেন সব কিছু ফেলে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে
দূর নীহারিকা স্তব্ধ মনের আকাশে।

তারপরে কাজে, ঘরের কাজে, বা বাইরের—
সে করেছে ঘর বাহির, বাহির ঘর!—
কাজের আবেগে চলে ফেরে ঘরে বাইরে
অগ্নিপুঞ্জ ছড়িয়ে চলে সে বিশ্রামহীন উচ্ছ্বাসে
সঞ্চারিণী সে পল্লবিনীর পায়ের প্রতিটি পাতায়
আকাশ ভরেছে সূর্যে সূর্যে উল্লাসে।

শুধুই কি তাকে জ্যোতির কেন্দ্র বলবে?
অবশ্য তার সান্নিধ্যেরও তাপে
হৃদয় ছোটায় এবং হৃদয় গলায়—
হৃদয়? ছোটে সেই স্বয়ং হিমগিরির কন্যা।
সে যেন এক স্তব্ধ চূড়া
নন্দাদেবী কিংবা বুঝি কাঞ্চন যার জঙ্ঘায়,
যখন থাকে চুপটি করে ব'সে,
যেমন ভাবি আমিও ঠিক থাকব।
তারপর সে আষাঢ়-বন্যা বৈশাখী শেষ ক'রে
যখন নামে গঙ্গায়।

আশ্বিনের এই প্রথম দিনে
কপিলগুহায় সাগরদ্বীপে আবার চিনে ডাকব॥

অনুপ্রাস অন্ত্যমিল

দিগন্তের কণ্ঠে নীল দূরের সুর
সে পাণ্ডুর আভায় দিনরাত্রি নীল রেশে বিলীন।

আর পাহাড় মালার মতো দ্বিগ্বধূর কণ্ঠলীন মেদুর নীল
দীর্ঘ মৃদু নীড়ের মতো গৃহস্থের মেয়ের মতো নীল পাহাড়।

চোখের চালে আমিও চলি যেন বা হাতে হৃদয়ে চাই
এই বাহার, বনরাজির নীলার হার।

কোথায় নীলা? হরিত গাছ শ্যাম সরস
নয়নারাম নানা সবুজ স্বচ্ছ ঘন। আর পাহাড়

কঠিন শত জ্যামিতি কষা মেটে ধূসর হীরাকষের
রসানে কালো। আর মাথায় হীরকধার নীল আকাশ।

নদীর স্রোতে স্বচ্ছতায়
চোখের পিছু আমিও যাই।

উপরে কালো চূড়ার চোখে অপাপনীল অশ্রুজল
আকাশধোয়া হ্রদ, স্বচ্ছ স্ফটিকে মেশে ইন্দ্রনীল।
পাড়ের পাশে দূর্বাদল মরকতের কোমলতার
বাহার দেখি অহল্যায় তারল্যের বর্ণাভাস।

পেয়েছি চেনা মানুষে এই অনুপ্রাস, সমতলের অন্ত্যমিল।
মানসে তাই আশ্বিনের নীল আকাশ
এখানে এক গ্রামশহর সুস্থ ধীর নয়নারাম॥

২৮।৮।৫৯

উজ্জীবনের স্বপ্নসন্ধ চক্ষে

উজ্জীবনের স্বপ্নসন্ধ চক্ষে
কদম্বঘন রোমাঞ্চকর স্নেহে
জাগবে না তুমি চন্দ্রাপীড়ের বক্ষে ?
অচ্ছোদমনে অনচ্ছ নবদেহে,
সুন্দরী তুমি সত্যেরই শুভস্বপ্ন।

পূর্ণিমা-ভোরে আবার উষসী নগ্ন
তোমাতে দেখেছি মানবিক কেন দৈবও,
কেন বা তূর্ণ আত্মা আদিম জৈবও,
তোমাতেই পীন হিমগিরি ছুটি উপমা,
কেন বা নয়নে নক্ষত্রেরা লগ্ন,
শিলা-ভঙ্গিল ভূগোল তোমাতে মগ্ন,

বাস্তবে আর মনসিজে চিরদ্বৈতে
অচ্যুত তুমি মানবমনের দয়িতা,
তোমার আলোকে কটালদ্বন্দ্ব বইতে
কিবা আনন্দে গেয়েছে গেয়েছি চেতনার সংহিতা,
নন্দনে তুমি চন্দ্ররচিত স্বপ্ন।

উদয়াস্তের সূর্যে তোমাতে বিবাদী চক্ষুকর্ণ ;
অথচ তোমাকে প্রত্যক্ষেই দেখা যায়,
প্রত্যহ তুমি মূর্ত প্রকৃতি মুখরিত সত্তায়,
তুমি যে সত্য সে কথা বুঝেছি রক্তে সপ্তবর্ণ
ইন্দ্রিয়ময় মননে অস্থিমজ্জায়,
অথচ তোমার হাতে দশমিক পলাশে সদা হিরণ্য
আমার হৃদয়, জরাযৌবনে, নবান্নে কিবা চৈত্রে,
কিংবা আষাঢ়ে ঝুলনআশার পুলকে
কামনা যখন বৈদেহী ওড়ে দ্যুলোকে।

জানি তুমি স্বীয় স্বভাবে দোদুল প্রিয়া,
মেদিনীরই তুমি অগোচর আইডিয়া।
উভয়ত তুমি সেতুবন্ধনে চিরবনবাসী স্বপ্ন—
সনাতন এক অবাক্‌শাখায় মিলিত দুই সুপর্ণ।
তাই ক্ষোভ নেই নেই অকালের অনুতাপ,
কারণ তোমার বাস্তবতাই যেন দৈনিক অন্ন
তদু নাত্যেতি কশ্চন
বুভুক্ষু দেশে জীবনের মূল সত্যে।
চিরঅধরার আধার তোমাতে বাকি সব অভিশাপ,
বাকি সব কিছু ব্যবসার লোভী পণ্য
জঘন্য বর্বর।

তুমি শাশ্বতী বরাঙ্গ প্রাণে ভাস্বর,
পবমান তুমি পূর্ণিমা দেহী মর্ত্যে,
জ্যৈষ্ঠের অমাবস্যায় তুমি কোজাগর,
তোমার রাত্রে তীর্থযাত্রী করেছ সূর্যাবর্তে,
সুন্দরী তুমি প্রাকৃতিক প্রেমে মানসে ভোরাই স্বপ্ন॥

পান্তভূত

জাগছে কত ছোটবেলার স্মৃতি
আমবাগান লোপাট হল ঝড়ে,
সেবার বানে কী তছনছ গ্রাম ;
কত কথাই শহরে মনে পড়ে,

গ্রামের ছেলে, গ্রাম্য নানা ভীতি—
সেই যে যারা পিছন-পানে হাঁটে
আঁধারে যার বলা যায় না নাম—
আর সে যারা পরের সিঁধ কাটে,

আর ডাকাত ঝোলে যে ফাঁসিকাঠে
তাদেরই দেখে আজকে কেন শহরে
নানান রূপে ওসারে আর বহরে—
ফাঁসির কাঠই মোটা গলায় ঝোলে,

আগডালে পা ঝুলিয়ে যারা দোলে
সিপাই কাঁধে তারাই পিছু হাঁটে,
ঝড় নামায় আমবাগানে ঘরে
গন্ধ পেলেই মানুষ মারে সাটে
হাঁউ-মাউ-খাঁউ রূপতরাসী বোলে ।

ছোটবেলার পান্তভূতের স্মৃতি—
কবন্ধ কি জ্যান্ত হল শহরে ॥

১১।৫।৫৯

সুচিত্রা মিত্রের গান শুনে

বাগান ভরেছে, ফুলে, আলোয় আলোয়,
শাদা, লাল, নীল, হলুদ, নানান্ রঙে ফুলে ফুলে ফুলময়।
আর পল্লবেও, হরেক সবুজে, আলোর সরস স্পষ্টতায়।
সমস্ত বাগান ছেয়ে রং আর গন্ধের বাহার,
বাগানে, ঘরেও, বাহিরে অন্দরে, জানালায় বারান্দায়
টবে ছাতে সর্বত্র গন্ধের ইন্দ্রধনুর সম্ভার,
বর্ষার শান্তির আর সচ্ছল হিমের আসন্ন হাওয়ায়
পাপড়ির বিচিত্র ঢঙে, কেশরের নানাভঙ্গে সাজে।

কে বলে কয়েক বিঘা।
ভিতরে থাকো তো দেখো, মনে হবে
সারাটা পৃথিবী যেন খুঁজে পাওয়া যায়
অক্টোবরে প্রাণের গৌরবে জানালায় বারান্দায়
আর বাগানে উঠানে, যেমনটি পাওয়া যায় গানে গানে
পলি বালি জলে ধোয়া সোনার বাংলায়।
আকাশের নীল তীরে অসীম উজানে যে বাঁশী বাজায় তাতে
চোখ ভাসে ফুলের হাওয়ায় মুক্ত রঙ্গে দুলে দুলে।
পশ্চিমের পাহাড়ের কঠিন ভঙ্গিমা
সীমা পাবে আঁকাবাঁকা ফুলমতী-পাড়ে,
এমন কি পাঁচিলের পারে লাল পথটাও
রঙের বিন্যাসে মনে হবে উল্লসিত ইতিহাস,
অন্য এক সাহসের সেজানের আঁকা।
বর্ষার অশ্রুতে আর রৌদ্রের ধিক্কারে
মানুষের সঙ্কল্পে ও প্রেমে শ্রমে
সোরা ক্ষার সার হাড়ের ধুলায় ক্রমে ক্রমে
আমাদের বাগানের আশ্চর্য ঐশ্বর্য এই
কয়েক হাজার মৃত্যুঞ্জয় গাছ আর লক্ষ লক্ষ ফুলের মহিমা।

ঘুরে ফিরে চোখের বিরাম নেই, ঘ্রাণেরও,
নিশ্বাসে নিশ্বাসে নেই বুঝিবা বিশ্রাম, প্রাণেরও,
যেদিকে তাকাই সবুজ আস্তরে থরে থরে
রঙে গন্ধে কলিজা অবধি প্রাণ ভরে।
এমন কি চোখ যেন গান করে
পাহাড়ের কষ্টিতে, লাল পথে,
আকাশের নীল স্রোতে, শরতের অশরীরী শুভ্র মেঘে,
যে দিকে তাকাই গান, রঙে গন্ধে গান আর গান,
না শুনে থাকাই ভার, থামিয়ে রাখাই ভার।
সারাদিন ধ'রে এই ভোরাই ভয়রোঁয়,
রাখালী সারঙে কিংবা ঘরেফেরা পূরবী খাম্বাজে।

কয়েক হাজার গাছে নানা সাজে এল অক্টোবরে,
আনন্দ, আনন্দই বা প্রত্যাশী প্রসাদ,
শিশু, বৃদ্ধ, মেয়ে বা পুরুষ প্রত্যেকের দেয়
আর প্রত্যেককে দেয়,
বাগানে বাগানে ঘরে ঘরে
যেন সে বিজয়ী বধির আপ্লুত সঙ্গীতের
—বেনেডিক্টুস, বেনেডিক্টুস—
সামগ্রিক ঐশ্বর্যের যুক্ত সপ্ত স্বরে
মানবিক উত্তরণে মনের বৈভব।

জানি এর তলে তলে বহু অশ্রুভরা বেদনায়
বহু মৃত্যু আকুলতা, বহু স্মৃতির আমেজ,
দূর ও নিকট বহু দীর্ঘ ইতিহাস, সুদূরের মিতা ওগো মিতা,
মেঘ রৌদ্র, রক্তময় শ্রম, গবেষণা, অনেক দিনের চিতা,
ধুলা, মাটি, ছাই, বহু হাড়ের পাহাড় অন্তরে অন্তরে।
জানি ফুল মাটির জঠরে, পৃথুল তিমিরে চেতনায়
খোঁজে আপন আকাশ।
কাঁকরে কাদায় শিকড়ের গোপন বিস্তারে

প্রাণ পায়, চলে যায় নিরেট মাটির ফাঁকে
বিকাশের অন্ধকারে, এমন কি পাললিক স্তরে,
এমন কি আগ্নেয় স্মৃতির গ্রানিট্ পাথরে,
হাতে হাতে পায়ে পায়ে শিকড়ে অঙ্কুরে
যোগায় রঙের গন্ধের রসদে রসদে সরস
অবশ্যম্ভাবিতার অবাক্‌শাখায় পরাগের ঊর্ধ্বমূল স্তব।

আমরাও জানি তা, ভাবিও তাই যে,
তাই মনে রং ধরে সুগন্ধে ঘনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে
নন্দিত জীবনে নির্ভিক অজস্র রঙে ফুল ফোটে
সার্থক জন্মের মাগো শিকড় ছড়ায় বাহিরে ও ঘরে
সর্বত্র বাস্তব,
অলৌকিক বাগানে অন্দরে অন্ধকারে পাথরে কাদায় ভিজে
অন্তরে অন্তরে গানে গানে মাটিতে কাঁকরে জীবনের ভিতে॥

২১।৯।৫৯

এ আর ও

'স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি ।'—ছান্দোগ্য উপনিষদ্

ও ঢাকে সত্যের মুখ হিরণ্ময় হৃদয়ে, আকাশে
সূর্যকে লাঞ্ছিত করে অনৃতের অসুস্থ ধোঁয়ায়,
অস্পষ্ট মানসে দিনরাত্রি ঢাকে শ্মশান-উচ্ছ্বাসে,
কারণ মৃত্যুর মাঠে জন্ম ওর ক্লান্তির রোঁয়ায় ।
আর এর দেহমন অক্ষিত, অচ্যুত, নিঃসংশয় ;
মৃন্ময়ীর বাহু স্নিগ্ধ ছিল এর জন্মের সময়,
তাই এ অপাপবিদ্ধ ; গোঁয়ারিতে ও যবে গোঙায়
এ হাসে, প্রাকৃত জন স্বাধীন কি খণ্ডিত ভঙ্গিতে ?
এ জানে কর্ষিত মুক্তি সর্বেন্দ্রিয়ে দু'হাতে আশ্বাসে
মনন যেখানে স্বস্থ প্রত্যহের তৎসৎ বিশ্বাসে :
নিষাদের সংস্কৃতিই মহাকাব্য সীতার গণ্ডিতে ।

তাই এ দিনান্তে শ্রান্ত, ঘরমুখো । এর শুধু পেশী
কর্মক্লান্ত, তাই গোধূলিতে গার্হপত্যে ফেরে, ঘুম
ঘর চায়, ঘরনী ও পুত্রকন্যা, অন্নের আরাম ।
সূর্যের আরম্ভে তাই এর শুরু স্বচ্ছ প্রতিদিন ।
আর ওর ক্লান্তি হল প্রারম্ভিক, আজন্মনিঃঝুম
গোধূলিতে কৃত্য শুরু, ক্লান্তি থেকে কর্ম, ভিন্‌দেশী
বিচ্ছিন্ন অদ্ভুত, তাই দৈনিক সে দিয়ে যায় দাম
মৃত্যুর মোদক কিনে, জীবনে সে জীবে প্রেমহীন ।
স্নায়ুর শূন্যের ক্লান্তি, তাই তার ক্রিয়া অকর্মক
নিরুদ্দেশ, বিভক্তিতে ভুলে গেছে কর্মের কারক ।

এতে ওতে মুখোমুখি হ'লে হাওয়া হিম হ'য়ে যায়,
বর্ষার নির্জলা দেশ, শিশিরে গঞ্জিত নেশা জলে ।
ও যবে বক্তৃতা দেয় আধিগ্রস্ত কবন্ধ কৌশলে,
নীলাকাশে মুক্ত এর হাত চলে লাঙলে চাকায় ॥

দামিনী

সেদিন সমুদ্র ফু'লে ফু'লে হল উন্মুখর মাঘী পূর্ণিমায়
সেদিন দামিনী বুঝি বলেছিল :—মিটিল না সাধ।
পুনর্জন্ম চেয়েছিল জীবনের পূর্ণচন্দ্রে মৃত্যুর সীমায়,
প্রেমের সমুদ্রে ফের খুঁজেছিল পূর্ণিমার নীলিমা অগাধ,
সেদিন দামিনী, সমুদ্রের তীরে।

আমার জীবনে তুমি প্রায় বুঝি প্রত্যহই ঝুলন-পূর্ণিমা,
মাঘী বা ফাল্গুনী কিংবা বৈশাখী রাস বা কোজাগরী,
এমন কি অমাবস্যা নিরাকার তোমারই প্রতিমা।

আমারও মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি
বেঁচে মরি দীর্ঘ বহু আন্দোলিত দিবস-যামিনী,
দামিনী, সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে,
তোমার সমুদ্রে আর শরীরের তীরে॥

১১।১।৬০

বন্যা

নদীর পাড়ে থমকে যাই, শাল পিয়াল বনে
কিসের গান হঠাৎ শুনি, কে গায় আনমনে,
লেগেছে হাওয়া, হাওয়ার গান, গাছের জোর দোহার
ডালপালার পাতার নাচ শাল পিয়াল বনে,
বাহুর দোলে হাতের তালে কোন পরব্ পালে !
নদীর পাড়ে থমকে যাই নীল শরৎকালে,
থমকে যাই পাছে থামায় আত্মভোলা বাহার
ভিনদেশীকে দেখে আপন ভিড়ে পরব্‌কালে।
জানি না কোথা পা চলেছে, পাড়ের পাশ ঘেঁষে
কখন গেছি ভিড়ের পাশে মুগ্ধ বোবা হেসে,
শাখার নাচে পাতার গানে দেখি চন্দ্রহার
দোলায় এ কে ?   দেহের নাচে মুখের গানে কে সে
বনেরই মতো বাহুর দোলে হাতের নাট্যমে
কিন্তু সারা দেহের বেগে পায়ের তালে সমে
একলা নাচে গাছের ভিড়ে, বিভোর মুখ তার
মুগ্ধ দেখি, সারাটা বন এগিয়ে আসে ক্রমে ॥

১৭।১২।৫৯

কথা ক'টি

মনে মনে যদি পাহাড়চূড়ায় আকাশের মুখোমুখি
সেই কথা বলো অবিরাম বেদ-গানে উদাত্ত স্বরে,
তাহলে কেন যে বলবে না ফের মুখর শহরে ঘরে ;
ক্ষতি কিবা যদি তাতে হই আমি সুখী ?

ট্রাফিকে তোমার কথা উড়ে যাবে ভাবো কি ডীজ্‌ল ধোঁয়াতে
আকাশের কথা পাহাড়ের উঁচু শিখরের কথা ক'টি ?
অথচ তোমার গলাই যে শুনি কাজে-ঘুমে, তারই দোয়া-তে
কানে কানে বলি : আমার হৃদয় জানো না পঞ্চবটী
তোমার পাহাড়ে আমার আকাশে তোমার সে কথা ক'টি ?

অন্ধ ঝোঁকে

যে মনে মানুষ খোঁজে অন্ধকার স্নায়বিক ঘোরে
মৃত্যু, একঘেয়ে ঘোরে ভাবে আত্মহত্যাই কেবল
তার সমাধান, সেই লুপ্ত মনে চলেছে অনেক পথ
অনেক ঘণ্টাই অন্যমনস্কের অতিকায় জোরে।
হয়তো বা কোনো বাঁকে থেমেছে ক্ষণেক
উদ্‌ভ্রান্ত বিরাগে, স্তব্ধ অথচ উৎসুক যেন অচেনা জঙ্গল
অজানা কাঁকর মাটি পাথরে পাথরে,
কোনো ইশারাই নেই চেনাশোনা মালার্মের প্রতীকের
শূন্য নিরাশায়, যেহেতু বুঝেছে প্রাণ যাবে না পাশায়
কোনো ইন্দ্রপ্রস্থে কোনো জতুগৃহে কোনোদিন।
চলেছে হাঘরে ঘোরে,

লক্ষ্য একেবারে ভ্রষ্ট, রৌদ্রের সর্বতোভদ্রে তাই লক্ষ্যহীন
মৃত্যু কিংবা আত্মঘাত চেয়েছে সঙ্গীন।

শুধু অন্ধ ঝোঁকে চলে, মনে নেই ঠিক সে কখন
থেমেছে যে, বসেছে দাওয়ায়, সে যে কার ঘর শালবনের কন্দরে।
দেখে, ঘর। গৃহস্থেরা কেউ নেই, উঠানের কোণ
নিকানো, আহ্বান করে স্পষ্টতই, ওপাশে ইঁদারা
ক্লান্তিহরা, কাছে দুটি ঘনপত্র কাঁঠালের চারা।
ওদিকে শিরীষগাছে ছেয়েছে আকুল
গন্ধময় ফুল, আর ঐ বটে বুঝি ঘনিষ্ঠ আদরে
গৃহস্থেরা সুখী হোক্ দুটি পাখি ডাকে এক স্বরে।

এই শুধু মনে পড়ে, শেকসপিঅরের শ্লোক যেমনটি পড়ে
নাটকেই উৎসারিত অথচ যেন বা বিশুদ্ধ কবিতা।

তারাই পৌঁছিয়ে দেয় তাকে ফের সন্ধ্যাবেলা
শহরের শৌখিন নিগড়ে॥

সুস্থ থাকে মন

বনে বনে সুস্থ থাকে মন।
বটে, অশোকে, পিপুলে, শালে, পলাশে, শিমুলে।
ঋতুতে ঋতুতে পায় বিভিন্ন যৌবন
স্মৃতির গহন বনে বিভিন্ন হাওয়ায় দু'লে দু'লে।

এবারে সময় হল শরীর ও মন উভয়ত
কপোত কপোতীসম উচ্চচূড়ে নিরালম্ব নীড় বাঁধবার,
স্মৃতির বিশুদ্ধ শুভ্র ঐশ্বর্য-লক্ষ্মীকে সাধবার
ইন্দ্রিয়ের মুক্তধ্যানে বিভূতি সতত।

অথচ বরাতে নেই, পরশুরামেরা দুই হাতে
গৃহস্থের আমজান শেষ ক'রে আজ মারে বন,
নব্যকালে দেখি তারা, আমাদেরও ইন্দ্রধনু মন
কেটে কেটে ভূমিসাৎ ক'রে যায় লোভের করাতে॥

অয়রিডিকে

(সত্যজিৎ রায়-কে)

Triumph sei Amor, und alles, was da lebet

এ কোন কবির নরক জীবনযাত্রায় ?
পর্বে পর্বে পথে পথে ঘরে বাইরে চলেছে নাট্য,
মরণ-রঙ্গে এবং নিজের মনে তো চলে না শাঠ্য,
নানারূপে তাই নরকের দিনরাত্রি
পদে পদে দেখি কবির ছন্দে, দৈনন্দিন যাত্রী
নরকের পথে গান ক'রে চলি মৃত্যুঞ্জয় মাত্রায়।

তুমিও বন্ধু নরকেই করো হৃদয়ের অভিযান ?
অধিষ্ঠাত্রী প্রেয়সী কি তবে রইবে আঁধারে লীন ?
পাখিদের সুরে পল্লবতানে প্রকৃতির সম্মান
তুমিও খোয়াবে, হে সুরস্রষ্টা পরাজিত ম্রিয়মাণ ?
মৌন মুরলী, থেকে যাবে মূক তোমারই রুদ্রবীণ ?

নরকে কি শেষে রেখে যাবে একা জীবনের সঙ্গীকে ?
দুর্গম পথে ক্ষুরধার প্রেম কাঁদবে চতুর্দিকে
সারা জীবনের প্রেমের কবরে অগোচর নিঃসীমে ?
কালের আদেশে বিদেহী অন্ধ হিমে
বাঁচবে না বুঝি আবেগে অধীর তোমার অয়রিডিকে ?

তোমার দু'পাশে কারা তোলে হাতছানি ?
কাদের কান্না তোমার এ পরাজয়ে ?
মানব-প্রেয়সী মাত্রেই ইন্দ্রাণী,
মনসিজ ঐ বলে নাকি বরাভয়ে ?
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হে সখা সত্যবান,
নরকে তোমার প্রেমের কলিতে মরণও যুক্তপাণি।

কঠিন পণের আঁধারে তোমার অভিযান,
মধ্যদিনেও দেখবে না তুমি আপন সাবিত্রীকে,
সদ্যোত্থিত প্রিয়াকে দেবে না বাহুডোর,
দেখবে না চেয়ে সে প্রিয় মুখের সুখঘোর ?

অসিধার প্রেমে কঠিন শপথে চলো বীর,
নরকের বিধিনিষেধ স্নায়ুতে অস্থির,
অথচ হৃদয় আকুল আদরে আবেশে,
তবুও যাত্রা প্রেমের অমোঘ আদেশে।
অভিমানে ব্রত ভাঙবে কি শেষে তোমারই অয়রিডিকে ?

তুমি যে প্রতীক, তোমার প্রেয়সী প্রতিমা
আমাদের মনে মন্দির দিকে দিকে,
মূর্ছিত নত আঁধারে আপাত-গত-প্রাণ
অথচ অমর সহিষ্ণু সেই পাতালতীর্ণমহিমা
আমাদেরই জেনো জীবনমরণে প্রতীকে।

আশেপাশে একি নানা বেশে নানা কঙ্কাল !
ভাগ্যহতের পরীক্ষা কতকাল ?
কোথায় লুকাল তোমার অয়রিডিকে ?
ছিঁড়ে দাও ভাঙো নরকের মায়াজাল,
তোমার মাথুর সঙ্গীতে দেব সবাই দোহারে তাল
তোমার প্রেমের উজ্জীবনেই প্রাণ পাই ঠেকে শিখে :
যার চোখে আহা আমাদের প্রাণ পায় প্রাণ
তাকাবে না সেই প্রেয়সীরও চোখে প্রেমিকে !

আমাদের মরঅলকায় আজ বাঁচুক অয়রিডিকে ॥

১৩।১।৬০

লুসিয়া, প্রকৃতি, আমরা

And, oh ! the difference to me

সেও ছিল কোয়েলের নির্ঝরের ভিড়ে
পায়ে না চলার অগণন পথে,
প্রকৃতির মেয়ে সেও, মিলেছিল নিঃসঙ্গে নিবিড়ি
প্রকৃতিস্থ সত্তায় সঙ্গতে।

পৃথিবী তাকেও স্নেহে দিয়েছিল রহস্যের চাবি
আপন আবেগ আর বিধিনিষেধের,
আশ্বিনের মেঘ তার তনুদেহে এঁকেছিল দাবি,
রৌদ্রে তার চোখদুটি গান করে নূতন বেদের।

সন্তসবিতায় লঘু নৃত্য তার টিলার প্রান্তরে
স্বতঃস্ফূর্ত হরিণ-উল্লাসে,
অজেয় মাধুরী তার বৈশাখীর রুদ্র রূপান্তরে,
সে সদা প্রসন্ন যেন আম্রকুঞ্জ ফাল্গুন বাতাসে।

নিশুতি রাতের তারা নির্ভীক স্বপ্নের তার মিতা,
আরণ্য স্তব্ধতা স্থির আস্তিক্যে সে আনম্র হৃদয়ে,
বালিতে উপলে স্বচ্ছ মর্মরিত নদী শুচিস্মিতা
লাবণ্যে করেছে ভর্ তার মুখে সখীর বিস্ময়ে।

সে আমার জানাশোনা, জীবনে সে আগামী প্রসাদ,
চৈতন্যে সে বেঁধেছিল ঘর।
তাই তো এমন তীব্র অসার্থক বেদনার খাদ,
বহুকাল পরে দেখা—সে এখন মেনেছে শহর।

অথচ শহর কিবা আমাদের ? অপ্রাকৃত, কৃত্রিম আদিম,
প্রকৃতিবিরোধী, শুধু বিকৃত বর্বর।

স্তব্ধ মরণের তলে আমার লুসিয়া নয় হিম,
আমাদের এই শোক, প্রতিদিন সে গাঁথে কবর।

প্রকৃতির মেয়ে সে যে, সেও ভোলে,
প্রকৃতির কত ছেলেমেয়ে ভোলে প্রকৃতির দাবি।
প্রকৃতি সে ভুল দেখে শীর্ণ মুখ ফিরায় কি ?
দগ্ধ আষাঢ়ের শেষে আশ্বিনে বন্যায় তাই ভাবি।

পাহাড়ে নদীর সেই গ্রাম্য দুঃখে সুখে
দেখেছি সচ্ছল চলা সর্বাঙ্গ সঙ্গীতে
পাথরে বালিতে হীরা ছড়িয়ে দু'হাতে
হেমন্তে বসন্তে গ্রীষ্মে পাড়ে পাড়ে নিত্য স্রোতে
কুলুকুলু শুধাতে শুধাতে, বর্ষার থাকুক দেরি,
নিশ্চিত সে আদিগন্ত ভেরী যখন বাজাবে মেঘ
তখন শহর গ্রাম সারা দেশ পাবে নাকি
কূলভাঙা কূলগড়া পাথর-ভাসানো পলি-তোলা লাল স্রোতে
নদীর আবেগ ?
নদী কি ভুলেছে সত্তা, নেমে এল সে কি দীঘি, থম্‌কাল
সাঁতারু সাহেবমেমে অদ্ভুত শহরে ?

পিপুল কি মাটির বৈভবে বিস্তৃত শিকড় ভুলে
পাতাঝরা শীতে ভাবে উঠে যাবে ভাড়া-করা প্রাসাদের টবে ?
চাষী কি কখনও ভাবে তেরোতলা ছাতে
বুনবে ধানের ক্ষেত, আল্‌ দেবে খুলে ?
পলাশ কি রাজন্যসভায় যাবে মহাবক্তা সভাসদ্‌ ?
অথবা গদিতে চেপে প্রত্যহই কী আপদ ক'রে যাবে বধ
অহংসর্বস্ব আর অবান্তর পঞ্চমুখে
আজ কারো শিশুপাল কাল কারো কৃষ্ণই স্বয়ং ?

তাহলে সে, প্রকৃতির মেয়ে কেন ভাবে আজ
তবে ঠাঁই শিকড়ে না, উড়ন্ত পল্লবে ?
তার ঠাঁই কাবারের নাচের টেবিলে
কিংবা রাজধানীর মেলায় হরেক খেলায়
তারে তারে দুলে দুলে, কিংবা ভাবে ডিগবাজি দিলে
তার মান বেশি ফোটে এই সোজা এই উল্টো নির্বোধ কৌশলে ?

পাহাড় কি নীলাকাশশীর্ষ ছেড়ে তরাই জঙ্গলে
অবিশ্রাম গেঁজে গেঁজে হিমালয় ফুঁড়ে ছোটে ?
প্রকৃতির মেয়ে তার অপ্রাকৃত ঘোর
কবে যে কাটাবে ভাবি।
তাই চলি, অবশ্যম্ভাবী দিন পৃথিবীতে
নামাই সবাই, নীলাকাশ নিত্য করে সেই দাবি।
অমর পাহাড় নদী পিপুল পলাশ চাষী
আমরা প্রাকৃত পুণ্য চাই, চাই সত্য রূপ তার
প্রকৃতির সে মেয়ের, যাকে নব্যসভ্যতার স্বপ্নে ভালোবাসি।

রুশদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যাগাদারেগু কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ।
সমানবন্ধু অমৃতে অনূচী দ্যাবা বর্ণং চরত আমিনানে ॥

আমাদের উষা নেই উষসীও নেই, শুধু আশা
রুশদ্বৎসা রুশতীর মতো, জীবনে নাহোক আশা মনের দহনে।
আমরা হাঘরে বটে, শূন্য হাওয়ায় হাওয়ায় ঘোরা ফেরা
কি যে ঠিক চাই তাও জানি না, অথবা
যাঁদের দায়িত্ব জানা, জানেন না কেউই 'তেনারা'।
হয়তো আমরাই জানি মর্মে মর্মে, অসহায় মানুষেরা
দুর্গত সরল গ্রাম্য প্রাকৃতিক জ্ঞানে।
রক্তে জানি শরীরের হৃদয়ের সত্যে জানি
আমরা সরল তাই সবল জীবন চাই সচ্ছল সভ্যতা চাই

ঘরে ঘরে, ঘরে ও বাইরে চাই ঘনিষ্ঠের আত্মহারা
যোগাযোগ মানুষে মানুষে আর প্রকৃতি মানুষে
চাই অম্বিষ্টের আদিম মিলন চাই সেই পরিণত বিবাহের সভা
যেখানে রাজন্য দক্ষ নত বন্য ভিক্ষুকের কাছে।
অথচ এ দক্ষযজ্ঞে সব পণ্ড।
পার্বতী বেতালা নাচ ধরে আর শিব ?
চড়কের সং সেজে লণ্ডভণ্ড মাথায় দাঁড়ায়,
হাসায় বিশ্বের লোক, আর কেউ রোজগার করে
পোয়া বারো কেউ দাঁও মারে দাঁতে ধার করে—
কিছুরই নিয়ম নেই কিবা আগে কিবা পরে কোনো বিবেচনা
ক্ষমতাও নেই আর সততাও নেই,
আর যদিবা নিয়ম কিছু মাথা ভেঙে দেয় কোনো কিছু প্ল্যান
সে আবার আরো বেশি হিতে বিপরীত
পদে পদে ভুলে ভুলে বাঁধ ভাঙে অথচ নদীও মরে।
বনবাদাড়ের বরা সোজা ছোটে,
রাজপথে এঁকে বেঁকে চলে সরীসৃপ সে যে আরো সর্বনেশে।
ওঅর্ডস্ওঅর্থ্ সেকালেই কেঁদেছেন মানুষেই মানুষের
কি অমানুষিক ক্ষতি করে দেখে বাদ্শাহী তারই দেশে
What man has made of man !
আজকে অন্যত্র দাসবংশীদের নৃশংসতা দেখে
নটরাজ শিঙা ধরে সে কবিসংবিতে নীলকণ্ঠ অন্ধকারে সত্যসবিতায়।

সবিতা পশ্চাতাৎসবিতা পুরস্তাৎ
সবিতোত্তরাত্তাৎ সবিতাধরাত্তাৎ।
সবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতিং
সবিতা নো রাসতাং দীর্ঘমায়ুঃ॥

পরকে আপন করে

(শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত-কে)

জানি সব সাধ শিল্প সব সাধনাই
সাধ্যের সন্ধান করে গানে গানে।

গান শুনি অহর্নিশি।

প্রাকৃতিক গানে তৃপ্তি কানে বটে, প্রাণে নয়।
পাখির হরেক গানে পল্লবের একতানে
গলার জোয়ারি নেই, সে গানে গায়কি নেই,
ব্যক্তির আকুতি নেই মানুষের ইতিহাস
মানুষের আকুলতা নেই।
প্রাকৃত জীবন শুধু চিতার আহার লুটেরার লুট
কিংবা দিশাহারা খরগোশের ছুট,
হরিণের লাফে লাফে দেখি শুধু আমাদের
বিকার ও আপন স্বরূপ।

বনবাসে মুক্তি কোথা ? ভালোবাসায় ঘৃণায়
মানুষের ভিড়ে আর মুখোমুখি গহন আলাপে
ফিরতে হবে তা জানি, শিকার বিনাই খেতে হবে
পেতে হবে নিত্যকার অভ্যুদয়ে বন্ধুর এবং
পতনে ভঙ্গুর ধাপে ধাপে অন্বিষ্ট এবং
রোজ দেখে যেতে হবে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়
শিকার ও শিকারীর কলকাতার জাহাজঘাটায়
ডালহৌসীর খাপছাড়া থামে থামে।
এই পশুপাখি পোকামাকড়ের মেলা,
গেছো ইঁদুরের কিংবা মাকড়শার খেলা
নিশ্চিন্ত জীবনে আর বিচ্ছিন্ন মরণে,
সুঠাম গম্ভীর শাল জারুলের ডালপালা,

নানা শিকারের ডাক, নানা প্রণয়ের গান,
বাংলোয় প্রতিদিন টাট্‌কা আহার,
কিছুতেই মুক্তি নেই, এমনকি চোখের আরামে
কানের বিরামে বিশ্রামে বন্য বসন্তবাহার
সর্বদাই করে বুঝি পালাই পালাই,—
চিতা ও হরিণ কিংবা প্রায় মানবিক
বানরের পাল এদের কারোই মনের বালাই নেই,
কেউ কারো ঠিক আপন বা পর নয়।

অথচ চৈতন্য জুড়ে গান করে যারা বনে স্তব্ধ অন্ধকারে
শহরে ও গ্রামে তারা পরকে আপন করে, আপন মেলায় পরে,
বাঁশি শুনে তারা সুখে ঘর ছাড়ে অন্য এক দুঃখ ধরে
দুই হাতে বুক চেপে, ভ'রে তোলে রাসের আখর।

বানপ্রস্থে কোথা সেই মরণ-উৎসব সেই জমাট আসর
যে মরণ মানুষে মানুষে চিরজীবননির্ভর ?

মানুষেরই গান শুনে প্রাণ ভরে, মনে হয়
সকলই সম্ভব আহা সকলই সম্ভব
পরকে আপন ক'রে জীবনমরণ বেঁধে
জীবনেরই গান সেধে সুরে সুরে দীর্ঘস্বর
বলা-না-বলায় শব্দ হয়ে ওঠে বাস্তব তন্ময়
স্বাধীন গৌরবে।

গান করো, পরকে আপন করো তবে॥

১৬।২।৬০

প্রবীণ সারস

যেখানে পাহাড় বেঁকে নেমে গেছে নদীর বালিতে
সেইখানে, হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙে দেখা হল,
একা, নিষ্পলক তাকালুম, চেনাঅচেনায় মেশা,
বনের ঢালুতে হঠাৎ সামনে দেখা,
মুখে কথা নেই, ভাবা-না ভাবায়
নিস্তব্ধতা কুলুকুলু করে,

কথা কি সে বলেছিল ?
বলেছিল : প্রিয়তম, চিত্ত মম জীবনমৃত্যুর
প্রতি মুহূর্তের সূত্রে গেঁথেছিল পরানবঁধুর
যে বাহুবন্ধন, তাই দিয়ে যাই তোমার বিস্ময়ে,
মোরে তুমি বেঁধে নাও নীরব নির্জন বরাভয়ে।
নাকি সে বলেনি কিছু ?
আমারই হৃদয় নগ্নতায় মাথা নীচু ক'রে
হঠাৎ দাঁড়াল মুখোমুখি,
মহাসুখী, জীবনমৃত্যুর বিবিক্ত উল্লাসে রভসে অবশ ?

মুহূর্তের সূত্রে বাঁধা স্মৃতি আর স্বপ্নের পাহাড়ে ঘেরা পাড়ে

বালিচরে ঘাসের আভাসে নাচে একা এক
শুভ্রকেশ প্রবীণ সারস ॥

একদিন ছিল

একদিন ছিল, দূর থেকে চ'লে গেলেও
মনে আর বনে পাহাড়ে লাগত দাহ।
আর আজ যবে পাশে এসে বসে অভ্যাসে অবহেলেও
কিংবা ক'দিন কয়েক হপ্তা যদিই বা নাই আসে,
মাটিতে মুখর শ্রাবণ নামায় পৌষে বা মাঘ মাসে
আকাশে জ্বালায় অসহ আবেগ বিদ্যুত-সমারোহে!

আমার স্মৃতিতে ইস্পাত গলে, বর্তমানের মোহে
পায়েচলা সাঁকো গ'ড়ে তোলে অহরহ॥

৮ ২।৬০

খয়ের বন

কিসের ভয়? এ নয় সখী অপ্রাকৃত শহর;
কুটিল নেই, ইতর নেই, গৃধ্নু নেই বনে।
এ শুধু বন, পাহাড়, বালি ঝরনাধোয়া নদী,
কিসের ভয়? শোনো পাখির গান আটপ্রহর,
বরা-র ডাক দুপুর ভর শুনতে পাও যদি
জেনো সে ছুটে বেরিয়ে যাবে, রেখো না ভয় মনে।

পাথর আনি, আগুন জ্বালি, কাটবে ভালো দিন,
যা হোক রাঁধো, বেঁধো না খোঁপা, নদীতে করো স্নান,
নীলাকাশের তলায় দেখো হীরার আলো ক্ষীণ,
জ্বলবে ঠিক তোমার গায়ে ঠিক্‌রে ঝল্‌মলে।
কিসের ভয়? দেহাতে কেউ করে অসম্মান?

স্বচ্ছ জলে নামতে পারো প্রাকৃত বল্কলে
ধারার বেগে ; নাটক কোথা ? গীতিকাব্য তুমি।
শ্রোতা কিংবা দেখার লোক শুধু একটি জন।

কিসের ভয় ? একা আকাশ রৌদ্রে নাচে আহা রে!
তোমাকে দেখে। পাহাড়, নদী, বিজাশালের বন,
তোমারই শুধু তারিফ করে পাখিরা কত হাজারে,
এগিয়ে চলো, পলাশদিনে কিছুই নেই ভয়ের,
ও তো শিমুল, রং দিয়েছে শালের ঋজু বাহারে,
ডাইনে কাঁটাবন ও শুধু তনুপর্ণ খয়ের॥

২৪।২।৬০

সার্কাসের বাঘ

গ্রামে গ্রামান্তরে শুনি মহা উত্তেজনা,
প্রকৃত সন্ত্রাসও রটে। শহরের সার্কাসের বাঘ
পালিয়েছে বাঘোয়া পাহাড়ে ঘেরা বনের আড়ালে।
উপদ্রব প্রায়ই ঘটে। আমরা এসেছি কয়জনা
বাংলো কুঠিতে, আমন্ত্রিত না হলেও রবাহূত বটে।
তিন পা বাড়ালে রাত্রে ঠিক দেড়টায়
শুনেছি সে ভাঁটা চোখ দেখা যায়, হিংসা জ্বালা রাগ
প্রচণ্ড আক্রোশে জ্বলে, খণ্ডিত মুক্তিতে
প্রচণ্ড আক্রোশে : কেননা সে খাঁচার সচ্ছল সুখ চায়
পলাতক অনভ্যস্ত স্বাধীন অরণ্যে অপ্রস্তুত
ফাঁসিকাঠে আসামীর দুর্গত দীক্ষায়।

আমাদের রাত্রি কাটে কাঁটাঝোপে ঘাসের পোকায়
কেঁচোয় মশায় দীর্ঘ প্রতীক্ষায়, শব্দ শুনি,
শুনি আজ এ গ্রামের ছাগল বাছুর
শুনি কাল ও গ্রামের মানুষের ছেলেমেয়ে গেছে।
তাড়া করি কয়জনা। চ'লে যাই বহুদুর
বেছে বেছে এ ঝোপ সে ঝাড়। পণ্ডশ্রম।
শহরের সার্কাসের ভূতপূর্ব বাঘে দারুণ চতুর খেল্,
কিছুটা বা ক্ষুধার অভ্যাসে আর কিছুটা বা শখের বিকারে
যেন বা সে কোটিপতি লোভ, যেন সারা বিশ্বের শিকারে
তার লোভ, তৃপ্তিহীন চিরদুস্থ প্রতিযোগিতায়।

জন্মবুনো বাঘেরাও তাই তাকে ভয় করে।
আর আমাদের অরণ্যবাসের তাই শেষ নেই,
কারণ এ উপদ্রব দূর করা আমাদেরও জিদ, রোখ, ব্রত!
তাই অন্ধকারে প্রতিরাত্রে আমরা কজনা থাকি ছদ্মবেশে,
সদাজাগ্রত বীক্ষায়, যেমন ছিলেন লেনিন স্তালিন
উনিশশো সতেরোর অক্টোবরে উদ্যত প্রস্তুত,
প্রায় সেই মন নিয়ে— বড়তেই দাও যদি ছোটর উপমা —
আমরাও চুপ ক'রে বসি, কিংবা ছুটি নিঃশব্দ সঞ্চারে,
সর্পগন্ধা পায়ে পায়ে সিসু শাল সেগুনের উদ্‌গ্রীব অদ্ভুত
তীক্ষ্ণ আগ্রহের নিস্তব্ধ আশ্লেষে, প্রকৃতির নীরব উৎসাহে,
সভাসমিতির চেয়ে ঢের শক্ত ক্ষিপ্র তিতিক্ষায়॥

৩১।৩।৬০

নৈঃশব্দ্য মধুর এত

নৈঃশব্দ্য মধুর এত, মূক শূন্য এত বাঞ্ছনীয়
সে কথা সবাই বোঝে যখন পাড়ায়
বিয়ে কিংবা পূজা হয়, ঐহিক স্বর্গীয় যে-কোনো সুযোগে
যাতে সুরুচি স্নায়ুর স্বাস্থ্য সব-কিছু শব্দরোগে ঝেঁটিয়ে তাড়ায়।
রবীন্দ্র-আলোকে আমাদের জন্ম, তাই জানি গান
সৃষ্টির চরম শিল্প, অধরা আবেগে
গান বুঝি হাতে ধরে হৃদয়ের সাত ইন্দ্রধনু,
সুকুমারতম ভাব ভাষায় ও সুরে ওঠে যেন বা কৈলাসে হরগৌরী জেগে।

কে জানত গানেই চিত্ত খান্‌খান্‌ মগজের শিরা ছেঁড়ে, ভেঙে যায় হনু ?
প্রচণ্ড তাড়কা ছোটে আকাশে বাতাসে,
ছড়ায় কি আধুনিক গীতি নাকি ছায়াছবি-গান
বোম্বাই বা কলকাত্তাই, নব্যপল্লীগীত নাকি শিশুনাট্যনামক হুঙ্কার,
রাগরূপ বা রাগপ্রধান ?
সুরকে অসুর করে ভুতুড়িয়া সংস্কৃতি বিলায় লাউডস্পীকারে!
বুঝি কেন আলমগীর বন্ধ ক'রে দেন গীতবাদ্যকে ধিক্কারে।

পাড়ায় পূজায় কিংবা বিয়ে কিংবা ভাতের উৎসবে
ভয় পাই, কারণ জীবন তাতে পিছু হাঁটে, মৃত্যুকেই ডাকে,
চৈতন্যের মৃত্যু চায় গানে কিংবা বোমায় পট্‌কায় মত্ত কলরবে।
মূক শূন্য এত যে মাধুর্যে পূর্ণ এই কুম্ভীপাকে সে কথা জানত কেবা আগে!
মন বড় ভয়ানক, বড় কড়া, গান চায়
শান্ত স্থির স্তব্ধ মনীষায়, তুলে ধরে নিজমনে উত্তল মুকুর,
মনের বালাই বড়, বহু দাবি-দাওয়া সে জানায়,
তাই পালাই পালাই করে, যখন মাইকে হাঁকে দুরন্ত কুকুর॥

৪।৪।৬০

অসময়

খুবই ভালো লেগেছিল, শরীর জুড়াল, আর মনে—
মননে পরম তৃপ্তি টলোমলো, যেমনটি হয়
যেদিন মেজাজ জমে হিমানীর আলোকনন্দনে
কিংবা আর কোনো ঠাটে জ'মে যায় সমস্ত সময়
আলাপে ঝালায় এক আলি আকবরের দু'হাতে
কঠিন ধাতুর রৌদ্রে আর মুক্তাশিশিরে অক্ষয়।
খুবই ভালো লেগেছিল সদ্যস্নাত হেমন্ত প্রভাতে
দৃষ্টিতে অপার শান্তি হৃদয়ের আবেগে স্বচ্ছতা,
আকাঙ্ক্ষার আশা স্থির নিশ্চিতির প্রসন্ন সওগাতে।
দু'পাশে বাগান চলে, পথ ছেয়ে ছড়ায় নম্রতা
অন্তহীন আমন্ত্রণে প্রকৃতি-মানুষে জোড়ে মিলে
চেয়ে থাকে স্মিত সাম্যে, কেউ কারো মানে নি বশ্যতা।
খুবই ভালো লেগেছিল, নদীতে বালিতে বাঁধা ঝিলে
অবিশ্রাম দোলে শাদা কাশ ঝোপে, এপারে ওপারে,
ডাকে দুটি কাদাখোঁচা, মনে হয় আহত নিখিলে
এখানে জীবন পায় পরিণতি প্রশান্ত সংসারে,
দুর্বহ যৌবন বাঁচে স্বয়ম্ভর সক্রিয় মননে।
সেদিন থামিনি তবু প্রত্যাশিত কারো ভাবী-দ্বারে,
যদিও পরম তৃপ্তি পেলুম সংহত দেহমনে,
সময় ছিল না, আজ অসময় কার না জীবনে?

২০।৪।৬০

আলেখ্য

> I, with no rights in this matter,
> Neither father nor lover —Roethke

চেনা মুখ, এইমাত্র,
আর যা, তা একাত্ম কল্পনা,
সহানুভূতির আভা, যে কম্প্র জানায়
অস্পষ্ট বাস্তব শিল্পে আত্মীয়তা পায়
পাত্রাপাত্র নির্বিশেষে হিরণ্ময় সত্যে ভরে কানায় কানায়।

দেখেছি ক'দিনমাত্র শিক্ষার্থীর শূন্য পরিচয়ে।
তারপর দেখা শুধু দূর থেকে, উপলক্ষ-সেতুহীন
এবং দুস্তর বয়সের এপারে ওপারে।
দেখেছি চলেছে কাঁধে থলি পায়ে চঞ্চল চপ্পলে,
শুনেছি কাজের মেয়ে, ঘরে দুস্থ পঙ্গু বহু মুখ।

কদাচিৎ হেসেছে সে লাজুক চাউনিতে,
কখনো বা দুইহাত তুলেছে চেনায়।
দেখেছি কয়েক মাস, হয়তো বছর,
চেনা মুখ, নিটোল মুখের ডৌল যৌবনে ভাস্বর, অথচ করুণ,
স্বপ্রতিষ্ঠ অথচ প্রতীক্ষমাণ স্নিগ্ধ চির মেয়েলি স্বভাবে।
কদাচিৎ দু'চারটি কথা, লেখাপড়া ছেড়ে লালদীঘির লজ্জায়,
আর আমার ঘোলাটে এই কলকাতার শুকনো কানে
লেগেছে দেশজ ছন্দ পদ্মার প্রাণের সজল ধ্বনিতে।

চেনা মুখ, কপালের স্বচ্ছতায় অর্ধচন্দ্রে আনত অলক,
স্বেদাক্ত শ্রাবণে খোঁপা কিংবা বিনুনিতে,
অঘ্রানে আবার হাওয়া তোলে দেখি কুঞ্চিত উজানে।
একালের কৃষ্ণকলি, কখনো বা দেখেছি সে একা নয়,
সঙ্গে যায় একেলে যুবক, পরনে পাজামা।

তারপর দেখি নি অনেক দিন।
অথচ সে প্রতীক আমার মনের পাথারে,
কারণ আমিও বটে, আমরা সবাই যাত্রী
দিনরাত্রি বাংলার মরুতে কান্তারে।
তাই সে কি ঝড়ে জলে খুলেছে দুয়ার,
চ'লে গেছে আকাঙ্ক্ষিত দূর অভিসারে
অতিনিকটের বহু মুখ ছেড়ে একাকীর নিঃসীম নিষ্ঠায় ?

নাকি, সে গিয়েছে তার জীবনের শেষ প্রতিষ্ঠায়
তিলে তিলে নিজবাসভূমে পরবাস ছেড়ে সত্তার দুর্গম তীরে
অতল সমুদ্রজলে কিংবা নীল নীল ভিড়ে
পাহাড়ের অনন্ত মিছিলে ?

আমি তার দুঃখ সুখ কিবা জানি, আমার ছিল কি অধিকার ?
কেন তবে শোক ?
আজই বা কি অধিকার বলো ?
সে শুধু বিধুর দূর যৌবনের চেনামুখ—এই বই কিছু নয়,
সমস্ত দেশের চেনা যৌবনের হাসিমুখ
আর অসহায় দুটি ছলোছলো চোখ জীবনে উন্মুখ।
আমি তার বাপ নই, সমবয়সীও নই॥

১।৫।৬০

ত্রিপদী

অসীম নীলে শুধু মোছে সে লজ্জা।
দেখেছি রাত্রির সতীকে দীনাকে,
চিনিনি অশ্রুর অতনু সজ্জা।

চিনিনি গানে চেনা তুলনাহীনাকে,
অশ্রুসাগরের পারে যে সঞ্চিত
করেছে কানাড়ার পাহাড়ী পিনাকে

আকাশচুম্বিত তুষারে অঙ্কিত
হৃদয়ঝঞ্ঝার নিকষ নীলিমা।
দেখেছি, তবে নিজে থেকেছি বঞ্চিত।

দেখেছি বটে, তবে চোখের ত্রিসীমা
বাঁধিনি এক তারে একটি মননে।
মিলবে সে ক্ষতি-পূরণে কি বীমা

আজকে বৃথা বলো স্মৃতির রণনে?
আজকে শহরের জাগর অতলে
উদাসী ডুবেছে যে আত্মহননে,

ক্ষতির হিমালয়ে রতির অ
নগ্ন হৃদয়ের অস্থিমজ্জা।
সময়ে চিনিনি যে, কি দাবি-দখলে
অসীম নীলে ভাবি মুছি সে লজ্জা॥

৩।৫।৬০

কতকাল

আকাশে নেই পরিখা গড় প্রাকার, তাই মিলবে
আজীবন কি ভানার দুটি পাল ?
হায় হৃদয় ! হে যৌবন ! সুখের গাঙে আর নয়

কালিন্দীতে গাহন সেরে ভোরের ভেজা সূর্য
এবারে জেনো পাহাড়পারে অন্ধকারে হেলবে,
পালটে যাবে বিলম্বিতে তাল।

অষ্টাদশী মুরলী ফেলে পঞ্চাশের তূর্য
খুঁজবে বৃথা ফসল খোলা মাঠের তাজা পান্নায়,
নবান্নের রাতের হিমে ধরবে বৃথা হাল।

শহরে পেতে সারাজীবন, মনের নীলে খেলবে
এখনও কত কাল ?
এপার-ওপার উহ্য প্রেমে বাঁধবে কতকাল !
প্রেমের সাঁকো এখনও ফাঁকা কান্নায় ॥

৪।৫।৬০

তাই শিল্পে পাই

বাস্তবে অনেক বাধা, স্বার্থে আর অজ্ঞান অভ্যাসে
চেনাকে চিনি না, ভয়ে, পাছে নিরাপত্তায় নিজের
অশান্তি জাগায়, আর অচেনাকে সেই কূট ব্যাসে
দূরে পরিহার করি, পাছে ওঠে সত্তায় নিজের
জীবন-মৃত্যুর বন্যা, প্রতিবেশী কান্নার অতলে
পাছে ডুবি দৈনন্দিন জীবনের জীবিকার ঘরে,
অথবা দপ্তরে কিংবা মজলিসে বা সিনেমার হলে।
একাত্ম বেদনা বড় বিড়ম্বনা বিচ্ছিন্ন শহরে।

তাইতো শিল্পের মুখ চাওয়া, যদি দুস্তর বাস্তবে
এবং হৃদয়ে বাঁধে অবিচ্ছেদ্য মননের সেতু,
যে সংবেদন ছাড়া দায়হীন সময়-হত্যায়
দিনগুলি অনাত্মীয়, রাত্রি বুক চাপে উপদ্রবে।
মৈত্রেয়-কে দূর ক'রে কবে বাঁচে দগ্ধ মীনকেতু ?

তাই শিল্পে পাই যদি নৈর্ব্যক্তিক হৃদয়বত্তায়
চোখে কানে নাট্যে দৃশ্যে উদ্‌ভাসিত সুরের লহরা,
তখন হঠাৎ শুষ্ক চিত্তে জাগে অতনু অধরা
জীবনের কূলপ্লাবী তরঙ্গিত যন্ত্রণাগৌরবে
আকাশবিহারী সুরে অনির্বচনীয় পরম্পরা ॥

১৬।৫।৬০

সর্বদাই সুখদা বরদা

তারপরে বৃষ্টি এল, মাটিতে সুগন্ধে, মনে দীর্ঘ অপেক্ষায়।
যাকে চিনি, চাই, পাই-কি-না-পাই সত্তার আকাশে
সেও এল, সত্যে নাকি মনে মনে উপমায় বা উৎপ্রেক্ষায় ?
সকালের রৌদ্র এল বিকেলের মেঘে, নাকি রইল ফ্যাকাশে
কলকাতার শূন্যচর দুপুরের দগ্ধতার দুরন্ত আড়ালে
ম্লান মৌন দূর প্রিয়ম্বদা ?

যাকে আমি চিনি, চাই, পাই না-বা-পাই হাত হাওয়ায় বাড়ালে,
যে আমাকে বলেছিল ভালোবাসে, আমারও যা মর্মের বিশ্বাস,
অথচ যা স্বতঃসিদ্ধ নয় মোটে, কারণ সে দুর্মর পিয়াস
মেটে শুধু একমাত্র দীর্ঘশ্বাসে সুদীর্ঘ নিষ্ঠায়
পাওয়া-না-পাওয়ায় দীর্ঘ তীর্থ-পথে গেলে—কি দাঁড়ালে
সব মিশে একাকার একাত্মের চির প্রতীক্ষায়
বৈশাখের আকাঙ্ক্ষিত আবির্ভাবে কিংবা সোঁদা বৃষ্টির আড়ালে –
সর্বদাই সুখদা, বরদা ॥

২৩।৪।৬০

সমুদ্রের প্রতিবাদে

তুমি বলো মনে নেই।   অবিস্মরণীয় সেই হেমন্ত নিশির
ক্রন্দসীর তারাজ্বাল্য দুঃখের শিশির
শুভ্র হিমে ঢেকে দিলে স্নায়ুর সমস্ত সানুদেশ।
বৈশাখের অগ্নিস্মৃতি মগ্ন হল নিদ্রাহীন স্তব্ধ কোজাগরে।

শুধু মনে নেই কবে সেই হিম কোন্ দূর কপিল সাগরে
সে কোন্ ঊর্মিল স্রোতে কতদিনে ডুবে গেল, হারাল উদ্দেশ।

অবিস্মরণীয় সেই চৈতালী ঘূর্ণির দাহ হল যবে শেষ,
ঘনাল, হানল, আর নামল চরম হাহাকারে,
সমস্ত জীবন হল থৈথৈ, বৈশাখীতে লুপ্ত দুই পাড়।
ভিজেছি ভেসেছি আমি, শুনি আজো চৈতন্যে সে গান।

অনন্ত সে দাহবাষ্পে যন্ত্রণার আন্দোলনে প্রাণ
সমুদ্রের প্রতিবাদে ক্লান্তিহীন গ'ড়ে তোলে কান্নার পাহাড়॥

২৪।৫।৬০

এই ভালো

এই ভালো। কলকাতার রসাতলে প্রাচীন পাইপে
বিষাক্ত বুদ্বুদে ফোঁসে অজগর উদ্গারে উদ্গারে।
মানুষে মানুষে আর বাড়িতে বাড়িতে লক্ষ দ্বীপে
যোগাযোগ ভেসে যাক অকর্মণ্য ঘৃণার ফুৎকারে।
তবু এই বৃষ্টি ভালো। দগ্ধ দেশে কয়েক ঘণ্টার
আপিস কামাই যাক, ট্রাম বাস থামুক খানিক,
না হয় ভিজুক কাদাজলে কিছু মায়ের মানিক,
অন্তত বারেক মুক্তি পাক তারা দেহ-টা মন-টার।
এই ভালো ; নবজলধরশ্যাম আনুক আরাম
অহল্যার শুষ্ক ক্ষতে সহস্র মরুতে ধারাজলে
চলুক সহস্র হল ধন্বন্তরী ফলায় ফলায়
মাটিতে আকাশ বেঁধে। তারপরে কাজ সারা হ'লে
আশ্বিনের শরতের মেঘরৌদ্র বেজে ওঠে গলায় গলায় ;
নিরম্বু কলুষ ধুয়ে কলকাতাকে প্রাণ দিক গ্রাম ॥

৪।৭।৬০

আবার এসেছি

আবার এসেছি সেই তিনটি টিলার কাছে
চেনা প্রিয় পুরানো কুঠিতে,
সেই দুটি কাদাখোঁচা বুঝি আজও নাচে,
সাম্‌নের ঝিলে ডাকে রাত্রিশেষে সমানে দুটিতে।

আবার স্নায়ুর লোহা রং পায় মাঠের সোনায়,
মন পায় অসীম নীলিমা,
আবার প্রকৃতি আসে রাত্রিদিন ঘরের কোনায়,
উদ্‌ভ্রান্ত বিধ্বস্ত লোক, ব্যাপ্ত দেশে খুঁজে পাই মানবিক সীমা।

থেকে থেকে মনে হয় কোথায় সে দরাজ গলার,
হিম্মৎওয়ালার গান, কৃষাণের গান!
অথবা হয়তো কবে শিখেছিল বায়োস্কোপে গিয়ে একবার,
দিয়েছিল শহুরে সম্মান,

শরতের খরবৃষ্টি, সদরের বিকিকিনি শেষে
দুজনে ফিরছিল বুঝি ঘরে,
বলবান বয়েলের খোলা খালি গাড়িতে গা ঘেঁষে
স্বপ্রতিষ্ঠ, বলিষ্ঠ নির্ভরে।

গায়ক জীবিত কিনা কোন গ্রামে কিছুই জানি না,
কানে তবু শুনি সেই হিম্মতের উদার আরতি।
বিধবা রাসায় সন্থ যৌবন কি পেয়েছে সম্প্রতি
আশার প্রত্যয় দৃঢ় দু'জনার সন্তানসন্ততি?

মাঠের সোনায় চোখ, টিলার তরঙ্গে নীলাকাশ—
আবার পেয়েছি সুস্থ সাধারণ্যে বিস্তৃত বিশ্বাস
চোখে কানে কলিজায় পরিপ্রেক্ষিতের কি আভাসে
আবার সন্ত্রাস কাটে, হাওয়ার হিল্লোলে দোলে আমারও নিশ্বাস।

বন্ধুস্মৃতি : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

এ আমার চেনা নদী, উঁচুনিচু, পাহাড়, প্রান্তর,
সমতল পার হয় নানা বৈপরীত্যে, দীর্ঘকাল,
উৎস থেকে পাড়ে পাড়ে— এই মৈত্রী ! এই মনান্তর !
উপলে পলিতে তীব্র বিড়ম্বিত উল্লাসে ধিক্কারে
একালে, এদেশে, ক্ষুব্ধ আমাদের হাজার বিকারে ।

আত্মসচেতন প্রাণ তাই উটপাখির মরুতে
হারাবে উৎসের দিশা ? অর্থহীন ভূকম্পে নিঃসীম ?
তাই দীপ্র যৌবনের দীপাবলী হয়েছে কি হিম
বৈদেহী নাস্তির গর্ভে ? ব্যক্তিরূপ শূন্য পঞ্চভূতে ?
তাই কি মুহূর্ত-তত্ত্বে মুমূর্ষার এত ক্ষিপ্র তাল ?

বহু উষ্ণ দ্বিপ্রহরে, বহু সন্ধ্যা, অনেক সকাল
মনে মনে বেয়ে চলি, আনি চেনা চল্লিশবছর ;
কানে শুনি, অভিন্ন মননে কিংবা উচ্চ মতান্তরে
সানুকম্প অগ্রজের, সহকর্মী সৌহার্দ্যের স্বর—

আকৈশোর বন্ধুস্মৃতি প্রৌঢ় এই বদ্বীপে মুখর ॥

১৫।৭.৬০

শ্রাবণ

শহরে বিষাদ বর্ষার মতো, বাংলার মতো,
চাঁদিনী আকাশে ভাসে আর ডোবে, হাসে।
হোক না যতই ছন্নছাড়া সে,
আশ্চর্য সে পরম আপন বড় প্রিয়জন কিম্ভূত এই শহর!
সন্ত্রাসে সংগ্রামে উল্লাসে ক্লান্তিতে তার প্রাণের নিত্য লহর।

থাক শত দোষ, হোক না হাজার ভুল।
কাকে দোষ দেবে? জীবনেরই ভুল, কমবেশি সেও দায়ী।
কত ফুল ঝরে কত চারা মরে মাটির স্তন্যপায়ী!—
তবু হে মালিনী, মালঞ্চ ভরো ফুলে,
মালাকর আর করবে না দেখো ভুল।

শ্রাবণের ঘন দিগন্তব্যাপী ধূসর মেঘের নীলে
ছোট ছোট মেঘ বর্ষাতি বেগে ছোটে,
যেমনটি যায় তোমার উধাও মুখের ঠোঁটের খোঁজে
আমার হৃদয় মাঠে ঘাটে খালে বিলে।

সন্ধ্যা দেখেছ? বর্ষাদিনের নটমল্লারে সন্ধ্যা?
মেঘের সপ্তবর্ণ আকাশে দিকে দিকে প্রাণবহ্নি,
শত অশ্রুতে অক্ষত আশা বর্ষার রাঙা সন্ধ্যা।—
তোমারও বন্ধ্যা ভাবনা, দেখবে, রাঙল।

রাত্রিগুলিকে জড়ো ক'রে রাখো বীর-জগতের গুন্ঠিত জিজীবিষায়
যেখানে পার্থসারথি স্বয়ং ভদ্রাকে
প্রেরণা যোগান বীরের কাতর প্রেমিক হিয়ায় তৃষায়।—
আমরা কি ভীরু, যেহেতু হৃদয় রাজপথে-পথে ভাঙল?

দিনগুলি গেছে একচ্ছত্র কর্মে, কে হারে কে জেতে
ধর্মযুদ্ধে অন্নবস্ত্র চেয়ে, জীবনের জলসত্রে।—
রাত্রি ঘনায়, পাড়ায় যুগলমন্দিরে
মধ্যরাতের আরতি এবার ডাকে।
আজ থেকে কালে চলো যাই ধীরে ঘুমের গঙ্গা বেয়ে॥

১৬।৭।৬০

অথচ আকাশ বলো নীল

অথচ আকাশ বলো নীল
কলকাতারও আহত আকাশ।
ধূলায় ধোঁয়ায় তিলতিল
ফুসফুসের ধূসর সন্ত্রাস,
দুর্গতের বিবর্ণ নিখিল
যেখানে ঊর্ধ্বে প্রতিভাস।
তবু তো আকাশ ভাবো নীল।

সমুদ্র কোথায় পলাতক!
নদীমাতৃদেশের নদীর
হেজে-মজে তরঙ্গ আশ্লেষ
থেমে যায়, সর্বত্র খাতক।
অন্তর্জলী প্রেম চায় দেশ,
নিরুদ্দেশ নায়িকা বধির,
তবু প্রাণ জলে টলোমলো,

তবুও সমুদ্র নীল বলো!
ঢেউ তোলো গহীন হৃদয়ে

এখনও বাংলার নদী দেখে,
উচ্ছ্বাসে দুই বাহু বাঁধো
শূন্যের বেগ বুকে রেখে
আকৈশোর স্মৃতির বিজয়ে
প্রাকৃতিক সত্যের বিস্ময়ে।

তাহলে দৈনিক ধোঁয়া ধুলা
কেন বলো করে রুদ্ধশ্বাস ?
ঘরের কোনায় কি আকাশ
নীল নয় ?   কারো বাহুপাশ
তোলে না কি তরঙ্গ-আভাস ?
প্রাকৃতিক সত্যের আশ্বাস
বাবুদের পুচ্ছ রেনেসাঁসে
উড়ে পুড়ে গেল পরচুলা ?

৩০।১১।৬০

গ্রীষ্মনিসর্গ

দুদিকে বর্তুল চৈত্য,
প্রাকৃত বিজ্ঞানে গড়া পাথরে মাটিতে।
আর অন্যদিকে করভোরু সমান-লম্বিত দুই দীর্ঘ শিলা।
নেমে আসি সবুজ গালিচা কিংবা সবুজ পাটিতে, থাকে থাকে
যেখানে হঠাৎ রুক্ষ ডাঙা পৃথিবী রঙ্গিলা।
জানি না সে কোন্ চাষী দৈব পরিশ্রমে
কেটেছিল মাটি আর তুলেছিল বাঁধ, মাটির পাহাড়
জমির সৃষ্টিতে বহুদিন ধ'রে পেশীর বিক্রমে,
তারপরে হয়তো বা লেঠেল সেধেছে বাদ অথবা আইন—
কারণ, জমি যে রচনা করে জমি নাকি নয় তার।

নেমে আসি সেইখানে।
প্রবীণ কী কোমলতা এখানে সূর্যের,
স্নেহ ঝরে শিশিরে বৃষ্টিতে, মানবীর প্রেমে যেন,
দেবতার ছায়াময় গানে যেন
বাঁশিতে মেদুর হয়ে ওঠে বুঝি তীব্রস্বর বৈশাখী তূর্যের।

সে কীর্তনে জেগে থাকে বৃক্ষহীন সদ্য শষ্পভূমি,
আর দুটিমাত্র খঞ্জনায় বিষাদের আখর ডোবায়;
আর শফরীউন্মুখ স্বচ্ছ বাপীটুকু, প্রায় মানুষের মতো,
গ্রীষ্মজয়ী আকাশমুকুরে মরুর বিস্ময়,
যেন বা পৃথিবী দেহ মেলে দিয়ে গ'ড়ে তোলে, দুর্গম রক্ষায়
ঢাকে জলাশয় ;
আর; উপরে সূর্যের হাসি প্রতীক্ষায় স্মিত, নিঃসংশয় ;
আর দুটি বন্যফুল ফুটে থাকে নির্বিত্তের শালীন শোভায়।

স্নিগ্ধ ঘাসে মাথা রাখি, আকাশে বিছাই চোখ কান।
কোথায় যে তুমি!

বরং জেনো

হয়তো ঠিক তোমারই কথা, তুচ্ছতার গ্লানি
যখন চাপে গোটা দেশের মুখ— এবং মনও,
তখন বুঝি ভরসা শুধু লক্ষ্মী কল্যাণী
অথবা নানা রকম-ফেরে উর্বশীই কোনো,
তখন বুঝি নাট্য শুধু চা বা ফুলদানিই,
তুফান ঠেলে ঘরেই সারা সাগরমন্থনও।
কিন্তু তুমি জানো কি কেন সন্দ্বীপের চরে
আত্মঘাতী শূন্যে সব মক্ষিরানী খুঁজি ?
হাজা এদেশে বাঁজা সমাজে খঞ্জ পরিসরে
হৃদয় দিয়ে হৃদয় নিয়ে বাড়াতে চাই পুঁজি ?
হয়তো ভুলে সতীকে ফেলে দিক্‌দিগন্তরে
সহজিয়ার সভ্য লোভে খুঁজেছি গলিঘুঁজি।
তাই ব'লে কি তাতানো ঝড়ে করব মাতামাতি
সংস্কৃতি মাথায় ক'রে স্বাধীনতার চেলা,
কিংবা দশভুজাকে খুঁজে শ্মশানে পাঁতিপাঁতি
ঘুরব ? নাকি কাঠের হাতে করব হাতাহাতি ?
ইতিহাসের ফাঁক কখনও ভরাট করে ঢেলা ?

বরং জেনো হে মঞ্জরী, একটি মুখে মেলা
আদি-অন্তব্যাপী গভীর আবেগ পায় বাণী,
মূর্তি পায়, সত্তা পায়। তাই তো প্রাণ, মনও
নেতির প্রেমে প্রতীক সাধে, জীবনপণ খেলা ॥

২৭।১২।৬০

চেনা পাথর

এ পাথরে,
এ জলেও, শুনেছি, সেকালে পার্বণে উৎসবে
পুণ্য হত, বিশ্বাসী মানুষ দেখা পেত জাহ্নবীর,
পশ্চিমে যেমন সব পথে রোম মেলে।
শুনেছি এ জলে অন্তিমেও গঙ্গাযাত্রা সাঙ্গ হত
গঙ্গামায়ী হরহর বোমবোম রবে।

অন্তত এটুকু স্থির
বহুকাল ধরেই নিয়ত এই নদী আমার ঐতিহ্য পরম আত্মীয়,
আত্মীয় এ রৌদ্রজলে মসৃণ অথচ কঠিন পাথর।
ঢালু পাড়, তিতিরের ঝোপঝাড়, বালি আর পাথরে পাথর,
আর শাল পিয়াল পলাশ পিয়াশাল গম্‌হার শিমুল,
আর পাতার মর্মর আর ফুল আর পাখি, গাছে জলে—
এ নদী চোখের প্রিয়, কানের প্রাণের
আনন্দ, আরাম, শান্তি।

শৌখিন? তা বটে,
শহরের পলাতক হৃদয়বিলাস—যাতে ক'টা দিন সভ্যতার ভুলভ্রান্তি
ক্রমেই যা তীব্র হয়, প্রায় অগোচরে সাপ কিংবা ইঁদুরের মতো,
জীবনসঙ্কটে
যেমনটা হয় অন্নবস্ত্র সবেতেই মূল্যবৃদ্ধি দিনে দিনে—
যাতে কটা দিন সভ্যতার গৃধ্নুতার পাপ
শস্তার টিকিট কিনে
আমাদেরও অংশীদারী অনুতাপ আরামে জানাই
নিসর্গের রূপসঙ্গে, প্রকৃতির মানবিক গুণে।

আমার আত্মীয় এই সজল পাথর,
আজ ভোরে ঘুমের কল্লোলে, কাল জাগে নির্নিমেষে,

গড়ন ধরন এর চাহনি মেজাজ দেখে শুনে ক্লান্তি নেই,
কখনও নিকষকালো কঠিন কর্কশ পরাজয়হীন,
কখনও ধুসর সহঅবস্থানে কিংবা সহিষ্ণু আবেগে রৌদ্রে থরথর
পিঙ্গল জটার মতো ;
অথবা কখনও জ্বলে মধ্যাহ্নের হিলিঅমে হীরকফলনে

তৃতীয় নয়নে যেন দক্ষের যজ্ঞের দিন—এই পার্বতীর দেশে
সাধারণ মানুষের স্মৃতির তো ক্ষান্তি নেই।
শুনেছি, সেকালে ইনিই ছিলেন এ সুব্বার পুণ্যতোয়া খরস্রোত,
বালিতে পাথরে তারপরে
সাত আট পুরুষে নাকি বছরে বছরে
জল কমে, চর পড়ে, কাদা বাড়ে, পাহাড় পর্বত নুয়ে পড়ে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে
—যেমনটি অন্নবস্ত্রে টান পড়ে যত চক্রে মূল্য বাড়ে—
গ্রামে তাই কিচ্ছা করে সন্ধ্যায় নির্ভয়ে :
এ নাকি দেশের পাঁচশালা খেসারৎ !

আমার একান্ত প্রিয় এই নদী ঢালুপাড়, রঙের বাহার, ধ্বনি,
বালি, জল, বনানী, প্রান্তর, সখ্যে বাঁধা পাথর পাহাড়।
আমি দেখি এই চেনা সাতনরী পাথরের গায়ে
বিস্মিত আমারই মন প্রাণ সকালে দুপুরে বিকালে সন্ধ্যার সারাদিন।
আর স্তব্ধ গ্রাম্য রাত্রে শুনি ক্ষেতের আড়ালে, নক্ষত্রপ্রহরী
সর্বকালে পরাজয়হীন জলস্রোতে পাথরের গান ॥

৩১।১২।৬০

৩০শে জানুআরি

কমেছে ঘুমের সীমা।
রাত ক'টা একটা না দুটা ?
নব্য রাধাবল্লভের মন্দিরের আরতি থেমেছে বহুক্ষণ,
যুগলের পাট এখন নির্জন।

বয়সে ঘুমের চাঁদ স্বপ্নময় কৃষ্ণপক্ষে যায়।
শৈশবের ঢিমাচালে জাতিস্মর নিঃস্বপ্ন শুভ্রতা,
যৌবনের রক্তচ্ছটা প্রবীণের সোনালি বিষাদ।
হরিণের আকাঙ্ক্ষায় নিষাদ স্মৃতিতে এল
আরণ্যক সূর্যাস্তের সমারোহে রাত্রি আজ,
অসংলগ্ন উৎসবের ক্লান্তিতে প্রখর যেন নবাবী-মহিমা।
ঘুমে আধঘুমে একদিকে রোমন্থন, অন্যদিকে বৃদ্ধ আশা,
আরো হিমাচল মোহে আরো উষ্ণ লোলুপতা,
যদিচ জীবন আজ আমাদের ঝুটা টুটা ফুটা।

ঘুম যেন শূন্যে শূন্য আকাশ বা মহাসমুদ্রের তরল পাতাল,
আদিম আগ্নেয় জলে ঢেউ ওঠে,
মাঝে মাঝে শব্দের তরঙ্গে আসে ভেসে দূর সুর
মৃত্যুর ডাকের বেগে অথবা মৃতের শববাহীদের
আর্তনাদে ভয়ার্ত জন্তুর মতো প্রচণ্ড নিখাদে।

কমেছে ঘুমের সুখ।
দূরে বাজে সাহেব-পাড়ায় গির্জার প্রহর,
নিয়ে আসে বিপুল পৃথিবী দীর্ঘ আপন আভাস,
নিয়ে আসে তন্বী পৃথিবীর পিতৃলোক বিরাট আকাশ
মহাশূন্য বেয়ে তীব্র অথচ উদাস, লয়ে লয়ে ব্যাপ্ত শব্দে,
ঘুমে আধঘুমে নিয়ে যায় অতলান্ত শব্দের বিশাল নীলে,
বিশ্বক্রান্ত খেয়া যেন অনন্তের পাড়ে পাড়ে,

চৈতন্যে ছড়ায় মহাশূন্যের ঈথর স্তব্ধতায় সন্তত মুখর।

হয়তো বা মোটরের সওয়ারীর মালিকানা শিংভাঙা ডাক
হঠাৎ আকাশ ফাঁড়ে
ঘরমুখো তীক্ষ্ণ খোঁয়ারির ডাকে কিংবা ঘরে
নাভিশ্বাসে রোগীর বিপাকে।

অন্ধকারে ঘুমের জাগার অস্পষ্ট অসীমে
ডুবে যাই, চৈতন্যের মাথাটুকু তুলে তুলে ভেসে চলি
শহরে শহরতলী পার হয়ে গ্রামগ্রামান্তের
দেশে দেশান্তরে বিশ্বে মর্ত্যের প্রান্তেরও পরে
তারায় তারায় অন্ধকারে।

হয়তো বা ভেসে আসে ভয় ও উল্লাস করুণে ভীষণে,
অথচ উদাস ব্যাপ্ত নৈর্ব্যক্তিক আবিশ্বধ্বনিত সিম্‌ফনির
একটি কলির মর্মভেদী বহু প্রতিধ্বনি,
মানবিক, তবে ঠিক মানবিকও নয়;
হারায় শোকের কান্না যেন এক মত্ত বিদূষণে,
দোহারে দোহারে ধুয়ায় রেশের দমকে দমকে ব্যস্ত রলরোলে,
রাম নাম সত্যে নয়, আরেক হারামে,
কার্তনিয়া ঐতিহ্যের অন্তিম আথরে।

রাত্রির হাওয়ায় স্রোতে চলমান বলো-হরিবোলে
শ্রোতাই দর্শক হয়, আর শব আর শববাহীদলে
অভিন্নাত্মা শ্মশানবন্ধুত্বে আর অন্ধকারে স্তব্ধতার বিশালতা চিরে
ঘুমে স্বপ্নে আধঘুমে নীলাকাশে
আকাঙ্ক্ষার প্রাণময় মদালস স্মৃতির নক্ষত্র ভাসে গ'লে গ'লে
আশ্চর্য সহিষ্ণু শুভ্র সমুদ্রের অনন্ত আভাসে॥

৩০।১২।৬০

মানবলোকে ভবিষ্যতে চেপে

"আমি আমার পৌত্র হইতে ইচ্ছা করি।"—ভবিষ্যত তাঁহার চক্ষে এমন লোভনীয় বলিয়া ঠেকিয়াছিল। কিন্তু শতসহস্র লোক আছেন, তাঁহাদের উক্ত প্রশ্ন করিলে উত্তর করেন "আমি আমার পিতামহ হইতে ইচ্ছা করি।"—রবীন্দ্রনাথ

শোচনা নেই, তাই তো আজও পৌত্র প্রপৌত্র
হবার সাধ আমারও আছে, কৌতূহল অসীম
এবং আশা অমর, তাই তাকাই সেইকালে,
যদিও আজ দিনের বাঁচা নিয়েই হিমশিম,
তবুও ভাবি আজের গিঁট কালকে কোন সূত্রে
খুলবে, ভেবে প্রবীণ গান জমাই চৌতালে।

এটাও ঠিক, যাঁরা সদাই পিতামহের কালে
বাসা বাঁধেন, তাঁদের দলে আমার নেই ইয়ার,
যদিও প্রায়ই আমারও মন পিতামহের যুগে
অথবা তারও অনেক আগে বাংলাদেশী চালে
ঘুরে বেড়ায়, গ্রামের পথে মেটায় জ্বালা হিয়ার
কলকাতার ছন্নছাড়া উন্নয়নে ভুগে।

জীবনে বহু পেয়েছি স্বাদ, তাই জীবনচিত্র
ব্যাপ্ত দেখি দূর অতীতে আর ভবিষ্যতে।
সাধ মেটেনি, জ্বালাও ঢের, আহিতাগ্নি আশা
আজও অমর, তাই তাকাই আরেক পানিপথে—
নিশ্চয় শেষ শান্তি হবে, পৌত্র বা দৌহিত্র
আমারও তাই হবার সাধ, কারণ ভালোবাসা

ক্রমেই বাড়ে, যদিও রোজ বাঁচার প্রাণপাতে
আমারও প্রাণ দেশের কোটি গলায় বলে, ধিক্।
জানি অচিরে মিলন হবে স্তালিনে খ্রুশ্চেফে,

পিতামহের স্বপ্ন বাঁধা প্রতি নাতির হাতে।
আমারও তাই মনটা ছোটে আরেক স্পুৎনিক,
শূন্যে নয়, মানবলোকে ভবিষ্যতে চেপে ?

৩।১।৬১

এ মৃত্যুসংবাদে

এ মৃত্যুসংবাদে ঝ'রে ম'রে গেল মনের বকুল,
কাগজের কোণে— এই দ্বিতীয় মৃত্যুর।
সেবারেও মৃত্যু বটে, যখন সে, ভুল সব ভুল—
এই ব'লে চ'লে গেল, হাত ধ'রে, আরেক মিত্রের।

তবু এতদিন ছিল অস্তিত্বের অশরীরী তাপ
স্মৃতির সুগন্ধে ভরা আঁচলের হাওয়া-ঝরা ফুল।
এই মৃত্যু ঘোর মৃত্যু, পত্রপুষ্পে বিরাট বকুল
আজকে উন্মূল হল। আজ মাটি দগ্ধ অভিশাপ ॥

৮।১।৬১

লণ্ঠন জ্বেলে

পাণ্ডুর চাঁদ ডুবে গেল ঐ উর্মিধবল নীলে,
আমার সময় অসময় একাকার ;
নৈঃশব্দ্যের ঢেউ ভেঙে পড়ে উর্মিতরল নীলে
একটি দীর্ঘশ্বাসে।

অতল জলের অশ্রু এবং বিবর্ণ মহাকাশে
চিরকাল বুঝি ক'রে যাব পারাপার।

ভাবি অন্যথা হত কি তোমাকে দিলে!
কিছুই কি হত অন্যথা ?
তাই ভাবি বিনা প্রত্যাশে,
অমাবস্যায় বিবেচনা ক'রে দেখবে আরেকবার
লণ্ঠন জ্বেলে পড়বে আমার কথা ?

১৭।১।৬১

যেমন জেনেছে চণ্ডীদাস বা দান্তে

উদাসীন চোখে দীর্ঘপক্ষ্ম ভিড়ে
কার যাতায়াত ?   চিরকাল উদ্‌ভ্রান্তি !
চেনা-অচেনায় চেতনায় কোথা ক্ষান্তি ?
উভবলী ঐ হৃদয়ে উষ্ণ নীড়ে
সে কোন্ আকাশ বাসা বেঁধে পায় শান্তি ?

ওগো মনসিজা, তুমি যে চাইলে ভিক্ষা
অতনুর আয়ু ত্রিকালের পদপ্রান্তে,
সে কি শুধু মনুপরাশর-মাপা শিক্ষা ?
সে কি নিতান্ত প্রথা-মতো ?   তুমি জানতে
প্রেমের তৃপ্তি-অতৃপ্তি একই দীক্ষা,

চির-অস্থির উদাত্ত এক শান্তি,
যেমন জেনেছে চণ্ডীদাস বা দান্তে ?

১৮।১।৬১

আগুন

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠো ঐ তো আগুন!

পথ বেয়ে উঠে চলি,
চড়াই-এর মোড়ে দেখি দিব্য আবির্ভাব
শৌখিন বাগানে কার শালপ্রাংশু রূপালি মসৃণ

ইউক্যালিপটস্ বেয়ে ওঠে বহু বুগেনভিলিয়া
লাল তামা কমলা হলদে মিলে
জেলে দেয় উঁচু উঁচু আকাশের টানে লেলিহ আগুন।

তখন মাঘের শেষ, শীত আর বসন্ত বেজোড়ে
গদ্যছন্দে লেখা, কারণ বাগানে স্মিত তখনও গোলাপ
একটি তোড়ায় বাঁধে মাঘ ও ফাল্গুন!

আবার আজকে দেখি সেই দৃশ্য রঙের সম্ভারে
সেই সতেজ গৌরব।

উদ্ভিদ্ অমর প্রাণ, চিরন্তন তাদের সদ্ভাব।
অথচ হৃদয় বুঝি বর্ষভোগ্য জীবনের ভারে
মাঘফাল্গুনের পাতা, ঝ'রে যায়, কিংবা ফুল
ম'রে যায় প্রিয়া?

২১।১।৬১

হেমন্তের কানে কানে

হেমন্তের কানে কানে বসন্তের উষ্ণ দ্রুত গান
অথবা সূর্যাস্ত-ঘোরে চোখে দেখি সারঙ্গ খেলায়
এই রৌদ্র এই ছায়া, দূরদেশী রাখালের ছেলে
যখন আমার মাঠে বটের ঝুরিতে বাঁশি ফেলে
গল্প করে সেই মেয়েটির সঙ্গে হাটে বা মেলায়
কাল যাকে চিনেছিল, হাসি যার ঝরনায় অম্লান।

অঘ্রানের ভোরে যবে শিশিরে হৃদয় ভেজে মাঠে,
শেফালির ভিড় কমে, আগন্তুক যখন গোলাপ,
তখন আমার প্রাণে পশ্চিমের বাতাসী বিলাপে
হঠাৎ ঘনায় দূর শ্রাবণের কেকার কলাপ,
অবিরাম মনে পড়ে কেয়ার গন্ধের পুবে ছাটে
যৌবনের যন্ত্রণার অশ্রু-ঝরা, আভূমি-সন্তাপে॥

২০।৩।৬১

সনেট

যখনই আকাশে বহু সুর তোলে সন্ধ্যার পশ্চিম
তখনই তোমার মুখ সত্তা পায় স্পষ্ট অবয়বে,
তন্নতন্ন আমার হৃদয়ে, জাগে নক্ষত্র উৎসবে
তোমার আনত আভা, আগের সে আয়ত রক্তিম
মিশে যায় চৈতন্যের ধারাজলে পাণ্ডুর অসীম,
সমস্ত স্নায়ুর দীর্ঘ ইতিহাস ভেসে ওঠে যবে
একটি দেহের দূর মেঘময় অজন্তা বৈভবে,
যেখানে প্রবল তীব্র বিগতও বর্তমানে হিম।

এসো নেপথ্যের নিরাপত্তা ছেড়ে প্রত্যক্ষ নাটকে,
ওঠে তো উঠুক ঝড় তোমার নির্দিষ্ট রাত্রিদিনে,
ডোবাব আমার নীলে অন্ধকার অথবা সন্ধ্যার
ইন্দ্রধনু বেঁধে দেব প্রাণ ভ'রে যন্ত্রণাই কিনে,
বন্যায় ঐশ্বর্যময় হয়ে যাবে হৃদয় বন্ধ্যার।

কিবা আসে যায় কিছু ভাবে যদি তোমার পাঠকে॥

১৯।৪।৬১

রবীন্দ্রনাথ

বিনিদ্র শতাব্দী ব্যেপে দিনরাত্রি বেঁধে যে সুর্যের
দীর্ঘ আয়ু একাধারে বাঁশি ও তূর্যের,
কুসুমে ও বজ্রে তীব্র যার সদা ছন্দায়িত প্রাণ,
ধ্যান যার সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে বিধুর যার গান,
সেই তো বিশ্রামহীন মধ্যাহ্নের কর্মিষ্ঠ রৌদ্রের
প্রাবল্যে চেয়েছে ফল ফুল আর আউশ আমন,
যেখানে সবার হতে অধম ও সর্বহারা দীন,

চেয়েছে যে প্রতিদিন দেশব্যাপী সর্বতোভদ্রের
সর্বত্র সকলে হোক সচেতন সচ্ছল ও সুখী।

হে বন্ধু তোমরা বলো কেন তবু বলিষ্ঠ মননে
আলোকিত নিত্যকর্মে আমরাও সৌন্দর্যে স্বাধীন
সর্বদা উদ্‌গ্রীব নই, লক্ষ লক্ষ চিত্ত সূর্যমুখী ?

২৮।৪।৬

এখন কি বোঝো তুমি বিপরীতে এক অভিন্নতা,
রবীন্দ্রনাথের কথা : সৌন্দর্যের আনন্দ-বেদনা ?
স্মৃতির মর্যাদা পেলে আকাঙ্ক্ষায় রাঙে যে তীক্ষ্ণতা,
সে তীব্র বিষণ্ণ হর্ষে কেন তুমি হবে ম্রিয়মাণ ?
জটিল আনন্দে আর বেদনায় বিস্তৃত চেতনা
যে আবেগে মূর্ত, তাতে পূরবীই ইমনকল্যাণ।

যৌবন বিষম কাল! জীবন বা প্রেমের বাউল
এখন কি সাজে ওরে! একমাত্র দীর্ঘ ইতিহাসে
সতত রচনা করে আকৈশোর, নিত্য অভিলাষে

একটি অখণ্ড সত্য অভিজ্ঞতা, স্নায়ুতে বিকাশ
বাঁধে, তাই এক হয় ইচ্ছামতী অথবা তিতাস্—
এমনি হাজার নদী— গঙ্গা পদ্ম শোণ বা কিউল।
সংক্ষিপ্ত মুহূর্তে কোথা, সংলগ্নেরই স্মৃতিতে অধরা
বাঁধা যায় নিজেকে— ও শুদ্ধকাব্যে নব্য পরম্পরা

এ কী অভিশপ্ত দেশ, তিক্ত রৌদ্রে শূন্য মরুভূমি।
চৈতন্যেও নিরুদ্দিষ্ট নির্মঞ্চিত নিরাকার ঘৃণা।
কালবৈশাখীর নিত্য নিয়ন্ত্রিত প্রতিবাদ বিনা
ঈশান উমার বিয়ে সে কোন্ শ্মশানে তা জানি না;
সভায় কাগজে বাজে ঢাকঢোল— কারো বা ঝুমঝুমি।

আকাঙ্ক্ষার কোথা মেঘ, রিক্ত রৌদ্রে ঘৃণার বৈকালী,
রুগ্ন ক্ষিপ্ত পূতিগন্ধ পথে পথে ত্যক্ত আবর্জনা।
সভায় কাগজে বৃথা স্তোক-স্তুতি— অথবা গঞ্জনা;
বাক্যবন্যা নিরুদ্দিষ্ট গর্জন বা খেয়ালী বন্দনা।
বৈশাখী কি জমে শুধু খালি হাতে তুড়ি আর তালি!

ব্যথাময় পূরবীর অগ্নিবাষ্পে তৃষ্ণার্ত কাঙালী
এ বড় অদ্ভুত রাজ্য, ছাব্বিশে বৈশাখে মরুভূমি!
রবিশস্য দগ্ধস্তূপ, ঈশানে প্রস্তুতি নেই কিনা।

সমুদ্রে পাহাড় বেঁধে সাজাবে না বাংলার আঙিনা?
শতাব্দীর হর্ষে এসো অভীপ্সার তীব্র মেঘে তুমি॥

৯।৫।৬১

যে হাওয়া হেমন্ত গান

যে হাওয়া হেমন্ত গান হানে তীক্ষ্ণ হিম হাড়ে হাড়ে,
সে তো পাতাঝরানোর সে তো শোককরানোর গান,
শুধুই আসন্ন ক্ষোভ অসম্পূর্ণ সাধে ম্রিয়মাণ,
যে হাওয়া ঝরায় পাতা মানুষের, তাতে শুধু প্রাণ—
যে জৈব প্রাণের তীব্র হাহাকার দিনে দিনে বাড়ে—
নিষাদকে দুষ্মন্তকে যেন বলে, মেরো না হে বাণ।

আমি নই অন্ধমুনি, অন্তত এখনও নই বটে।
মনে নেই মজানদী, সরযূ বা ফল্গু বা তমসা।
এখনও মেটাই তৃষ্ণা হৃদয়ের দুর্মর পাহাড়ে
বৃষ্টিজলে নির্ঝরের হীরকে মেটাই মুঠি মুঠি,
আজো তাই আনন্দিত ইন্দ্রিয়ের পঞ্চম সঙ্কটে
ভুলে যাই যথোচিত সময়ের সঙ্গত ভ্রূকুটি।
হেমন্ত হাওয়ায় কবে কে কোথায় হয়েছে ছাপোষা ?
বাসন্তীর গান স্মৃতিতীব্র পাকাধানে হাড়ে হাড়ে॥

৬।৬।৬১

শতবার্ষিকী

তোমার কি দায় বলো এর ওর রোগে,
কে মাতে কোথায় নিজ ছায়ার নেশায়,
কোথা কে শৃগাল ছোটে কিসের ধন্ধায়
কোন অশ্বতর কান ফাটায় হ্রেষায়,
তাকে রাখো দূরে আজ পঁচিশে বৈশাখে।
আর, ঐ পাহাড়ে পাহাড়ে চড়ো, প্রাণমন ভরো,
উৎসে যাও অলকানন্দায়।

কোথায় কে কিবা বলে, কি লেখে কোথায়,
জলাতঙ্কে ভোগে প্যারানইয়ার চিৎকারে,
কে ছোটে কোথায় সারা দেশের ধিক্কারে
সে নয় তোমার দায়, বাইশে শ্রাবণে
দায়িত্ব তোমার : সারা বাংলার মনে খুঁজে পাওয়া উত্তরাধিকার,
পাহাড়ের স্রোতে নামা নদীর সোঁতায়।
সমতলে স্রোত গড়ো প্রাণমন ভরো ॥

৯।৯।৬১

আলেখ্য

শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র

ও

শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশ-কে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কেউবা কবিতা লিখি, কেউ করি জীবনকে গান
কেউ আঁকি চিত্রপট, কেউ গড়ি প্রাণের গ্রানিটে।
নির্মাণেই সত্য জানি, আমাদের আস্তিক্য প্রমাণ
আকাশে বাতাসে নীলে, রাঙা মাটি শহরের ইঁটে,
ছন্দ গান মূর্তি চিত্রে মৃত্যুহীন সত্তার নির্মাণ।
আমরা খুঁজি না শক্তি মদমত্ত দুস্থ অস্ত্রকীটে,
জীবনেরই মৃত্যুঞ্জয় দান।

আমরা খুঁজি ও পাই আকাশের সাম্যের সুযোগে,
বাতাসে বাতাসে মৈত্রী আমাদের ভেঙেছে প্রাচীর।
ঠগেদের ভাগাভাগি, বিভেদের হাজার দুর্যোগে
ভাঙে না দুর্জয় মুক্তি আমাদের বিস্তৃত গভীর
সমুদ্রের নীলে যেন, যেন বিশ্বমজদুরের যোগে,
বাংলার আকাশ যেন, বাংলার চাষী যেন, ধীর
মৃত্যুঞ্জয় হাজার দুর্ভোগে!

আমরা খুঁজি না শক্তি ইঁদুরের গোপন দপ্তরে,
পঙ্গপাল নই, নই উই, তাই মরণমদিরা
আমাদের পেয় নয়, নরকের সরকারী চত্বরে
আমাদের আনাগোনা নেই তাই, ক্ষমতার শিরা
দাঙ্গায় করি না স্ফীত, জলুকার পরজীবী ঘরে
খুঁজি না শাসনদণ্ড, স্বর্ণভাণ্ড ভরি না কবিরা
সর্বনাশ হেনে ঘরে ঘরে।

আমরা সৃষ্টির কবি, জীবনের নির্মাণের গান
আমাদের নিদ্রাহীন স্বপ্নে জ্বলে প্রাণের কংক্রিটে
তৃপ্তিহীন আমাদের কাজ চলে, মৃত্যুঞ্জয় দান

জীবনের কবিতার প্রতিমার প্রাণের গ্রানিটে
আকাশের ঐক্যে আর বাংলার বাতাসে সন্ধান
ঘাটে ঘাটে খুঁজে পাই, মাঠে মাঠে খড় আর ইঁটে
আমরা দেশের প্রাণ, প্রাণ কোথা ইঁদুরে বা কীটে ?
জনতাই জীবনের এ দেশের অসীম প্রমাণ—
আকাশে মাটিতে গড়ি ভিটে ॥

১৯৪৪

জন্মাষ্টমী ১৩৫৪

তবু ও বলেন প্রাজ্ঞ, যেতে হবে নরকের ধাপে ধাপে।

পঙ্কিল শহরতলি। কপিলগুহায় পাপে
গুপ্ত সুপ্ত ঘাট
হাজার রাজার অন্ধ উন্মাদ সন্তান
ছড়িয়েছে গুহাহিত রক্তবীজ প্রাসাদে প্রাসাদে
স্বর্ণকুহকের বলে ক্ষমতার তুষানলে ভস্মীভূত বাতাসের মতো।
রাজ্যপাট মৌরুসীপাট্টায় স্বৈরাচারে
কণ্ঠাগত শত শত দলে।

তবু ও প্রবীণ কন, আমিই পুরোধা
এ লিম্‌বোর মুক্তির আহবে
করতলগত শক্তি রক্ষার উৎসবে গোখুরা, চেম্‌না, গোধা
কি যে জ্বালা হানে, বরাভয়ে আমি জানি।
শান্তি চাই, (মোটামুটি) শহর গ্রামের
চেয়েছি শৃঙ্খলা,
দেখেছি তো ভোটাভুটি, বিদেশী স্বদেশী হরেক শৃঙ্খল।

আমার রামের
রাজত্বের রামই নেই, হরেক সর্দার
ঠিকাদার হরেক কৌশলে শাসনে শোষণে
খেলেছে আমার এই স্থাবর স্বপ্নের রামরাজত্বেই।
বোধনের লগ্নে তবু আনি
গোষ্ঠীগত— তবু বুঝি বাংলার আকাশের মতো
গোষ্ঠীর অতীত
শুভ্র শ্যাম পীত কোনো মুক্ত বিহঙ্গম জীবনের বাণী—
(হয়তো বা তোমাদেরও, তোমারই আশায়)
শ্রাবণগগনে কম্প্র আশ্বিনের নূতন ভাষায়
গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে
সেদিনের আন্দোলনে এদিনের দপ্তরে দপ্তরে,
নরকের চত্বরে চত্বরে।

নচিকেতা চলে দৃঢ়, আশেপাশে অনাত্ম্য তস্কর
অলিতে গলিতে ঘোরে, মোড়ে মোড়ে কবন্ধের দল
এখানে ওখানে রক্তচক্ষু ব'সে, গা ঢাকে তৎপর,
লুটেরা রাক্ষস যত বাসা বাঁধে প্রাসাদে প্রবল,
ছড়ায় রাজন্যকুলে বাণিজ্যের সৌজন্যপসরা,
দেশে দেশে জ্বেলে দিয়ে মরণের লেলিহ অনল
প্রফুল্ল মুখেই হাসে, অন্নদা ধরাকে করে সরা
অজস্রায় বানে বানে চোরা কালো পাপের পাহাড়ে।
জীবনই যে রসাতলে, ক্ষমতার গৃধ্নু মুঠি-ধরা
জীবনই যে, ঘুণ-ধরা জীবিকার উপবাসী হাড়ে
ঘানিতে গড়ায় মেদ, শোথাতুর সচল কঙ্কাল
জীবনেরই বেশ এ যে! যুগান্তের নিশানের আড়ে
এক আঁস্তাকুড় থেকে হাত ফেরে আরেকে জঞ্জাল।

অন্যায়ের শেষ নেই, ভ্রষ্টাচার মজ্জায় মজ্জায়!
বিদেশীর দায়ভাগে একাকার গুরু ও চণ্ডাল!

কৌটিল্যের গোষ্ঠীগানে পিতামহ তাকান লজ্জায়
শহরতলিতে এসে মৃত্যু হেসে বলেন প্রবীণ,
আমার সুদীর্ঘ ব্রত ম্লান কূট কুবের-সজ্জায়
এ কী তেজিমন্দি ! লাল ধনী, নীল কোটি অন্নহীন !

লালদীঘি ব্যথায় নীল, লাল নয়,
আমাদেরই যন্ত্রণায় নীল ।
কতকাল ধ'রে বলো কত রক্ত ক্ষমতাউন্মাদ
খেয়েছে রাক্ষসী বলো কত প্রাণ দীঘি কত নদী,
কত লালবাজারে বেসাতি
বসিয়েছে আমাদের নিষ্কলঙ্ক হাড়ে হাড়ে
ছড়িয়েছে ঢাকা হাতে কতই না দাক্ষিণ্য-প্রসাদ ।
লাল কবে লালে লালে কালো হল
চোরা মন্ত্রণায় হল যন্ত্রণায় নীল,
ন্যায়নিষ্কাশনে
খয়রাতে শমনে আর হাজার হাজার মাৎস্যন্যায়ে শকুনিশাসনে
জ্ঞাতি বন্ধু নির্বিশেষ চাকরির আসনে
এ যুগে ও যুগে গত-আগতের মাঝে বেঁধে দিয়ে রৌরবের মিল

লালদীঘি তো চিরকাল এ শহরে অশ্রুর তোরণ
লালদীঘি তো চিরকাল যন্ত্রণার অন্ধকার খনি
লালদীঘি তো শেষ পথ খোঁজে ভ্রষ্ট নেতৃত্ব আপন ।
ন্যায়ের অমোঘচক্রে লালদীঘির অধিষ্ঠাতা শনি
লালদীঘি নির্মাতা কেবা দণ্ডধর শক্তি ন্যায়াধীন
পরমপ্রজ্ঞানে আর রুদ্র মহাকরুণায় ধনী ।
এ লাল রাত্রির আগে ছিল নাকো ত্রিলোকের দিন
শুধু ছিল ত্রিকালের স্মিতহাস্য, রবে চিরন্তন
লালদীঘি কি ? এখানে যে আসো এসো সর্বআশাহীন ।

তবু চলো নচিকেতা, তোমরা দেখেছ মৃত্যু মৃত্যুহীন

চলো সাম্পরায়ে
আমার দধীচি দেহে যতদিন প্রাণ আছে—
অনুচরাবৃত তবু অনবগুণ্ঠিত সত্যেরই নিষ্ঠায়—
চলো সবে শান্তির সেনানী
জীবনের পথে পথে তোরণে তোরণে
মর্ত্যে আর মর-অলকায় চলো বজ্রপাণি।
ত্রিশঙ্কুর ঘূর্ণমান নরকের দ্বারে
চলো চিত্রগুপ্তের দরবারে
দেখে আসি, তোমাদের ভবিষ্যৎ দিন
আমার অতীত রাত্রি বর্তমান নরককিনারে
দেখে আসি, আমি যে জাহ্নবী
আপন নির্দিষ্ট ভয়ে সঙ্কিত নিজের ছবি
রক্ষার তাড়নে বেঁধেছিলাম অতীতে
একক মুক্তির গূঢ় তীব্র আততিতে,
দেখে আসি সেই অন্ধ অতর্কিত অংশুমান অতীতের ছবি।

ভাস্বর ললাটে দেখ আশ্বাসের প্রতিশ্রুতি ফোটে ;
প্রাজ্ঞ কন, হে নবীন রেখো না সংশয় মনে,
এ ব্রতযাত্রায় ভয় সংশয়ের ঠাঁই নেই মোটে,
এসো দেখি ইতিহাসে, এখানে অস্থির জনে জনে
বাঁধে স্ব-স্ব মূষিকদপ্তর, পঙ্কে আরো পঙ্ক মাগে।
এ সেই অসূর্যলোক শুভবুদ্ধি নিত্য বিসর্জনে
এখানে আসন জোটে। হাতে হাত যান পুরোভাগে
স্বচ্ছ মৈত্রী স্মিত মুখে, বিরাট পাতালে গর্তে গর্তে
গোপন গ্লানির স্তূপকীট ফাইলের আগে আগে
মানসের বিদ্যুৎ উদ্ভাসি। শত শত কণ্ঠাবর্তে
মূঢ় ক্রূর বীভৎস চিৎকারে, মাৎসর্যের তিক্তশ্বাসে,
পদলেহনের শব্দে, পদাঘাতে, গুপ্ত চুক্তিশর্তে
কর্কশ বাতাস সেথা চিরতরে পিঙ্গল বাতাসে
উলঙ্গ মরুভূ যেন পাঞ্চজন্য তাড়িত ঘূর্ণিতে।

স্বেচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম যেন, তবু কন অজেয় বিশ্বাসে,
পাতালের দলাদলি চায় মর্ত্যে অমরা চূর্ণিতে—

ভূলুণ্ঠিত শক্তির ঘাঁটির
পাতালের ফণার উপরে
আকাশের নিচে প্রাণ, মর্ত্যের মাটির
আকাশের গান আসে ভেসে আসে জাগ্রতের জনতার গান ;

আমারই অলকানন্দা সাগরনিস্তারে এসে,—
বৃদ্ধ ভগীরথ কিংবা জহ্নু যেন, কন,— পরিত্রাণ খুঁজে মরে,
শেষে মেশে শত গোষ্পদের পঙ্কিল পল্বলে স্রোতহীন
আমারই নির্দেশে একদেশদর্শী একাগ্রধারায়
তমসা পুরীষস্রোত, নির্বোধ স্বার্থের বিকিকিনি
ক্লেদকীটে ভরে ঘাট, মলমূত্রে তুকূল হারায়,
অবীচিতে মন্দাকিনী !
নিঃসঙ্গ অশীতি
আমার বিজয়বার্তা তাই আজ গোত্রহীন সত্যকাম মহাজনতায়
খুঁজে ফেরে দীর্ঘ জীবনের অর্ঘ্যে তুর্বিষহ স্মৃতি ।
ভয়াবহ আমারই জাহ্নবী আজ মোহানার মহাকাল,
লাল
লালমাটি ধুয়ে ধুয়ে
লালনীল একাকার জনসমুদ্রের সমান স্বাধীন
ভেদাভেদহীন আজ তুলেছে জোয়ার
রক্তবহা জীবনের নীলকণ্ঠ যৌবনের শোভাযাত্রী ঢেউয়ে ঢেউয়ে
সূর্যোদয়ে অঘমর্ষী নীল আর মৃত্যুঞ্জয় লাল ॥

১৯৪৭

গান্ধীজির জন্মদিনে

অশীতি, তবু অমর এই মিতা,
ত্রিকাল বুঝি থমকে তাঁর মুখে,
ক্লান্তিহীন, প্রবীণ, দেশপিতা,
অথবা পিতামহই বলো সুখে—

পিতামহই, গোমস্তার দলে।
পিতারা চলে, চালায় চোরা খুন।
পিতামহই, শিশুর জয়রোলে
যৌবনের আহবে নবারুণ

প্রাণ বিলায় যৌবনের দূত
হাত মিলায় স্বার্থহীন গানে,
প্রভাতফেরী তাড়ায় অবধূত,
পিশাচও ফেরে দুর্গতের ত্রাণে।

নির্মাণের ঐক্যে দলাদলি
মোটা গদির তলায় জ্বলে চিতা,
প্রাণের টানে হাজার কোলাকুলি,
ন্যায়ের গানে সাম্য-সংহিতা !

দীর্ঘ আয়ু, উন্মোচিত দেশ
দাঙ্গা নেই ; দুর্ভিক্ষহীন
শহরে গ্রামে একটি সুখরেশ,
শান্তিসেনা রাত্রি করে দিন।

অতীত জ্বলে কী দুরন্ত চিতা,
ভবিষ্যৎ তুলেছে অঙ্গুলি।

মাহুষ, তাই অমর এই মিতা,
গান্ধীজির জয়ধ্বনি তুলি
নবজীবনে শুভ্র আশ্বিনে
আলোয় শুচি বিরাট শুভদিনে

১৯৪৭

স্মর-ক্রান্তি

সারা দিন কাটে কোথায় গিয়েছ তোমার তো দেখা নেই।
প্রিয় শরীরের মায়া
একলা মনের বিষাদে ছড়াও।   তোমার মনের খেই
খুঁজে ফিরি, আলোছায়া
তোমার চোখের চিত্রগতিতে তোমার বুকের সেই
স্মৃতির বুননে বাহুবন্ধনে কোমল চূড়ার গানে,
তোমার কম্বু কণ্ঠী
প্রাকৃত রূপের ফুলে ফলে জলে তারায় পাহাড়ে টানে।
হৃদয়ে পঞ্চবটী
চিত্রকূটের স্মৃতি ঘোরে তাই তোমারই যে সন্ধানে।
সারা দিন কাটে তুমি নেই তবু দক্ষিণে হাওয়া ওঠে
উদ্বেগে কাটে দিন
তোমারই প্রাণের কুলায়ে আমার ভীরু পাখি জেনো ছোটে
জীবনের ভয়হীন,
প্রেমে জীবনের ভয় সারা দিন কে জানে কি কোথা জোটে!
এ কোন্ নরকে আমরা এসেছি অলকার দম্পতি!
শকুনের কানাকানি
আমাদের দিন বেতাল করেছে, প্রতিটি দিন আরতি
আমাদের ছিল নিত্যকর্ম রাত্রি হবিষ্মতী।

এখানে কী হানাহানি !
তবু দক্ষিণে হাওয়া ওঠে ঐ অলকার হাতছানি :
তুমি কোথা ? ডাকে নিঃশব্দের গভীরে অতনুরতি।
ডোবাই ডোবাই এসো দুইজনে দুপাশের মূঢ় গ্লানি ॥

১৯৪৬

বৈশাখী

সকাল থেকেই আকাশে আকাশে আগামীর আনাগোনা,
মেঘে মেঘে আর হাওয়ায় হাওয়ায় কত জয়দূত ছোটে।
থেকে থেকে শিবঠাকুরের দেশে গুমোটে বদ্ধ দম,
আবার আইন-কানুন হাওয়ার দমকে কী তুলো-ধোনা !
—তোমার ছবিই যোজনার আগে চলচ্চিত্র ফোটে।
এই কি কালের নিয়ম ?

বিকালে বাতাসে সজল আমেজ, বজ্রের দূর হাঁকে
বুকে বুকে যেন আশ্বাস বাজে, পৃথিবীর চোখ চাতক,
মাটির দগ্ধ মুখে বুঝি ফোটে সরস ওষ্ঠাধর,
বেলফুলে কুঁড়ি জাগল বুঝিবা প্রাণমাতানোর ডাকে,
ধুয়ে যাবে বুঝি অনেক দিনের পাতক !
—এবারে তোমার স্পর্শে করবে অমর ?

তবুও বৃষ্টি আসে না আসে না তবু বৈকালী বন্ধ্যা,
ধূলার পাইক উদ্ধত ভাবে তারা ত্রিকালেশ্বর,
মেদচিক্কণ মার্কিন গাড়ি লেকে ময়দানে যায়।
বৈশাখী কালবৈশাখী বিনা যাবে কি দুস্থ সন্ধ্যা ?
আসবে না জল ? শুধু মরীচিকা ? গভীর কণ্ঠস্বর
শুধুই শুনব— তোমার মেঘের আশা ?

ঐ আসে, ঐ অতি ভৈরব হরষে মাটির ভাষা,
অবিরাম ধারা, গুরু মৃদঙ্গে নবজীবনের গান,
রাজপথে স্রোত, রজনীগন্ধা প্রখর হাওয়ায় হাওয়ায়
প্রাণমাতানোর নববৎসরে অন্ধকারের বান
—তোমার মাটিতে মুখে মুখ রাখি, তোমার ছাউনি বাসা,
হৃদয়ের ছবি মেলাই তোমার গায়ে ॥

১৯৪৭

বর্ষা

সমস্ত দিন আকাশ পুড়েছে, ধোঁয়ায় হারাল নীল,
বিকালের রোদে তপ্ত তামায় ঘনাল সজল মেঘ।
দক্ষিণে হাওয়া উত্তরে হাওয়া উষ্ণ-শীতলে মাতে,
ঈশানের মেঘে সাগরের মেঘে উদ্দাম যাওয়া-আসা,
ভয় হয় বুঝি বাজে বিদ্যুতে খেলা মেশে সংঘাতে—
প্রেয়সী ! এ যেন আমাদের ভালোবাসা।

ফুৎকারে ঈশান সমুদ্রশ্বাসে অর্ধনারীশ্বর,
স্বেদবিন্দুতে শীতল বাষ্পে বিদ্যুৎকণা জ্বলে।
নগ্ন বেগের শত তরঙ্গ বাহু-ভুজঙ্গে বাঁধা—
হঠাৎ তূর্যে নামে যে তীক্ষ্ণ তীব্র বাঁশীর ভাষা।
বৃষ্টি মরমে পশে। নীলে নীল যমুনার তীরে রাধা
শুনত যেমন, কিংবা যেমন আমাদের ভালোবাসা ॥

১৯৪৭

বৃষ্টি চলে বৃষ্টি অবিরাম

দেখেছ কি বৃষ্টি চলে ?   বৃষ্টি অবিরাম
গরম দুপুরে ধুয়ে' প্রবল হাওয়ায় ধুয়ে' ধুয়ে'
অবিরাম বৃষ্টি পড়ে, শীতল আরাম
মাটিতে মাটিতে পথে ইঁটে ছাতে, তৃষ্ণার্ত পৃথিবী
ছেয়ে ছেয়ে।   বৃষ্টি নামে, পৃথিবী তো আর এক নাম
তোমারই, কোথায় তুমি ?   কর্মরত, দৃঢ়বদ্ধনীবি

যেখানেই থাকো তুমি, বৃষ্টি নামে, মেঘে মেঘে যাই,
একাকার, আদিগন্ত সমুদ্রের মেদিনীমেখলা,
অথবা পাহাড় শাল অরণ্যের থাড়াই উৎরাই
ঢাকি একই আলিঙ্গনে, বিদ্যুতে ও বজ্রে দিই ডাক
তোমাকে, যেখানে থাকো বাষ্পে বাষ্পে জড়াই চঞ্চলা !

তুমি ভাবো দূরে ব'সে পার পেলে, প্রেম যে অপার,
চেতনার নীল জুড়ে মেঘে মেঘে আমার আকাশ,
তোমাকে করেছে ধাওয়া মাঘ চৈত্র বৈশাখ আষাঢ়,
সর্বদাই ছেয়ে রাখে তোমাকে যে, বিলম্বিতনীবি
পীনবক্ষ দৃঢ়উরু,·চেতনার বিদ্যুতে আভাস
তোমার সত্তার পাই, ঢেকে রাখি তোমায় পৃথিবী !

১৯৪৭

একটি প্রেমের পাঁচটি কবিতা

হার মেনে চলি, পলাতক জেনে চলি
বনতুলসীর মাড়ানো গন্ধে গন্ধে।
সূর্যে সূর্যে তারায় তারায় লেগে
জ্বালিয়েছি দিনরাত্রি, জীবন জ্বালি।

আজকের হার কালকেও হার সে কি ?

আমের বউল ঝ'রে যায় ফাল্গুনে,
পলাশের বন নিঃশেষ করে আগুন,
তবুও সরস আনম্র আমবন,
তবু মল্লিকা সচ্ছল হল চৈত্রে।
হার মেনে চলি, আজ হয়তো বা নেই
তবু তুমি আছ জীবনের পাশে দেখি,
কাল বা পরশু দেখা হবে জানি মুক্তির প্রাঙ্গণে।
আজ করবীতে খোয়াই ভরেছি স্বপ্নে ॥

২

চেনে সে, তবু জানে কি শেষ-জানা,
আড়ালে গেলে ভাবনা এই চলে,
বিলিয়ে দেওয়া উজার ক'রে আনা
জানে কি ?   দুই নয়নে জ্বল্‌জ্বলে
আলো কি জ্বালে প্রজ্ঞাপারমিতা,
কৈলাস কি মেলে সে চঞ্চলে ?
ভালো কি বাসে ?   সে যে মেঘের মিতা,
সাগরে জানি দিয়েছে বাহু মেলে,
দিনের শেষে সেই নেবায় চিতা,

আত্মদানে শিখর দেয় জ্বেলে।
তবুও মন ঘুমের মায়া মেলে
নিবিড় নীল, জিজ্ঞাসায় হানা
দেয় তো আজও। রাতের তারা জ্বলে,
অনেক তারা, আকাশে যায় জানা
দ্বৈত কেন এক-কে করে নানা।

বউলের দিন হয়ে গেল কবে সোনালি আমের দিন!
কাঁঠাল-ছায়ার পথে পথে তবু ঘুরে আমি সেই দ্বারে,
এপাশে ইঁদারা ওপাশে জামের থোকা থোকা সম্ভারে
পিঁপড়ের সার অবিরাম ভরে সংসার।
তোমার ঘরের ছায়ায় আমার মনের অনেক চেনা
আসি আমাদের দিনে।

চামেলির দিন হয়ে গেল কবে শিরীষ চাঁপার দিন!
আমকাঁঠালের জামের বেলের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে,
এপাশে মহুয়া ওপাশে পলাশ আগুনের সম্ভারে,
ধুধু প্রান্তরে ব্যাং ডাকে কোথা ছারখার সংসার,
তোমার চোখের ছায়ায় আমার মনের অনেক চেনা
আসি আমাদের দিনে।

গেরিমাটি আজ এলামাটি আজ কালো পৃথিবীর দিন!
তোমার কাজের আমার কাজের সার্থক বিশ্রামে
মাটি ফুল ফল আকাশ বাতাস জীবনের সম্ভারে
লাখো লাখো হাতে পাতব সকলে সকলের সংসার
তোমার প্রেমের ছায়ায় আমার প্রেমের অনেক চেনা
মৌমাছি এক দিনে।

তারপরে ঐ নামল শ্রাবণ বিপুল রন্ধ্রহীন,

ভেসে যায় মোর্ মাটিআরা শত নদী
ধুয়ে দেয় দেশ জীবনের সম্ভারে,
দিনগুলি ওড়ে প্রজাপতি, রাত দেয়ালির সংসার
আউশে আমনে নবান্ন আশ্বিনে।

৪

থেকে থেকে আসে মেঘ যেন আশ্বিনে
হঠাৎ হাওয়ায় আসে আর চ'লে যায়
কখনও বা আসে শালবনি পার হ'য়ে—
কখনও বা যায় হর্লাজুড়ির পার,
আমার চোখের দূরদেশে চ'লে যায়,
উঠানের কোণে বসে সে জাঁতার দাওয়ায়,
রাতের আড়ালে সে আসে লুকানো দিনে,
চুপি চুপি যায় আউশের হিম হাওয়ায়,
দুই চোখে দেখি আঙিনার বার হ'য়ে
কাজের মানুষ ঘোরে সারা পরগনা
প্রতি গাঁয়ে তার বন্ধু যায় না গোনা—

সে কি নেবে সব দুঃখ সবার ব'য়ে
তাই বুঝি তার নেই আর বাসা বাঁধার
সময় আমার দুচোখে বটের ছায়ে ?

সে শুধু অতিথি আমারই একার প্রাণে ?
আমাকেও নিক মিছিলে তাহলে নিক সে
হাজার ঘরের আশায় বাইরে দিক সে
বলিষ্ঠ তার কর্মী-বাহুর গানে
দিন রাত্রির একান্ত এক কোণা,
পাশে পাশে নিক আমাকে ফেরার হাওয়ায়
লক্ষ ঘরের দুর্গম নির্মাণে।

কত না ভুল হয়েছে পথে পথে,
পায়ে চলার দীর্ঘ পথে ভুল,
চড়াই বেয়ে কখনো নেমে ঢলে,
রৌদ্রে আর ছায়ায় আর জলে,
অমা আঁধারে প্রবল ঝিল্লীতে,
কখনো নীল নীরব চাঁদিনীতে,
হাটের ভিড়ে, পাহাড়ে প্রান্তরে,
কখনো সোজা কখনো আঁকে বাঁকে,
কত না ভুল হয়েছে পথে পথে
যন্ত্রণার কাঁটায় বিঁধে ফুল !

তবুও চলা অশেষ মনোরথে,
তোমাকে দেব কি দিই বা তোমাকে ?
ফুল নাকি এ ভুলের কাঁটা তুলে
দু' মুঠি দেব ব্যর্থতার ফাঁকি ?
শেষ কি পথে তোমার নীড় যদি
টানে আমায়, সময় নিরবধি
পৃথিবী নয় নাই বা হল বিপুল।
তবুও তুমি আছ যে আছ তুমি
একান্তই সত্য নয় তা কি ?

গ্রামের পরে গ্রাম যে হই পার,
বারমাসিয়া ছেড়ে মশানজোড়ে,
এসেছি আজ তোমার এই দেশে
অনেক রাত-শেষের রাঙা ভোরে
তোমাকে চিনি, তোমাকে বারবার
চেয়েছি পথে, যতই হোক ভুল !
নেবাও দীপ, মাথায় পরো ফুল,

আগল খোলো হাজার ঘরে ঘরে
আগল খোলো, খোলো তোমার দ্বার ॥

১৯৪৮

তিন পাহাড়

তৃষ্ণার পথে তুমি এনে দাও জল,
ছায়া মেলে দাও, তুলে দাও ফল মূল,
তোমার চুলের আড়ালে লুকায় ক্লান্তি,
তোমার দুচোখে তিন পাহাড়ের গান,
পথের তৃষ্ণা মেটাও হাসির আশ্বাসে—
যদি ভুল হয় ক্ষমা কোরো, অতুলনা,

যদি ভাবি তুমি কখনোই ভুলবে না,
যদি ভাবি দেবে ঘরোয়ার ইতিহাসে
বিশ্বব্যাপ্তি, যদি ভাবি দেবে হাত
কুসুমা ছাড়িয়ে রাঙাপাড়ি শালবনে,
তবে অতুলনা সেই ভুল ক্ষমা কোরো,
তোমার ক্ষমার সে তৃষ্ণা ভুলব না।

তিন পাহাড়ে শোনালে তুমি গান,
পাঁচ পাহাড়ে দোহার দিই তারই।
কাঁকর পথে নিরালা পায়চারি,
প্রতীক্ষায় কাটাই দিনমান,
হঠাৎ দেখি সূর্য খান্ খান্
ছড়িয়ে গেল পাথরে, বনচারী
তিন পাহাড়ে শোনালে তুমি গান।

আকাশে যেন ছড়িয়ে দিলে প্রাণ,
খাঁচার পাখি ছাড়া কি পেল, সারী ?
নবজীবনে জাগল সঞ্চারী,
প্রতিদিনের বিজয়ে তার তান।
তিন পাহাড়ে শোনালে তুমি গান
পাঁচ পাহাড়ে দোহার দিই তারই।

আনবে দিনে রাত্রি বুঝি, নিটোল দিনখানি—
বনের দেশে তোমার দিন তোমারই হাতে আনি।
নীরব বন, কূজনহীন পাহাড় সারে সারে,
সোনালি বালি নির্নিমেষ স্রোতের ধারে ধারে,
চতুর্দিকে কালো পাথর ভেদাভেদের গ্লানি
দুপুর রোদে আবেশে ভোলে, একটি বনবাণী
এই পাহাড়ে ওই শিখরে, থেমেছে কানাকানি,
চাঁদিনী যেন, তোমার চলা দোতারা ঝঙ্কারে,
আনবে দিনে রাত্রি বুঝি ?
উপল থেকে উপলে যাওয়া, দোলে অরণ্যানী ;
দুইটি চূড়া মেলায় হাত আড়ালে জোড়পাণি ;
তরল চলা, নিরুদ্বেগ নিভৃত সঞ্চারে ;
এলিয়ে চুল জ্বালালে দিন স্বচ্ছ অঙ্গারে,
কালো পাথরে মহাশ্বেতা সজল ঝল্‌কানি,
আনবে দিনে রাত্রি বুঝি ॥

৩১শে জানুআরি ১৯৪৮

অনেক অনেক মৃত্যু, ঘৃণ্য মৃত্যু, অপঘাত,
ঘাটে ঘাটে পলিমাটি ছেয়ে গেছে শবে।
গঙ্গার যমুনার মেঘনার শতদ্রুর অশ্রুর প্রপাত,
রক্তমাখা ক্রূর শত অন্ধ ক্ষমতার হত্যার উৎসবে
পিতৃপিতৃব্যের পাপে
ছেয়ে গেছে সারা দেশ দোয়াব্ পঞ্জাব বদ্বীপ সন্দ্বীপ
এ নদীমাতৃক দেশ জননী এ জন্মভূমি।

শকুনের ডানার ঝাপট শিবার ফুৎকার
আর্যাবর্ত চ'ষে খায় নিবে যায় সভ্যতার হাজার প্রদীপ।

তবু তুমি হিমালয়,
হাজার নদীর উৎস,
মানসহ্রদের স্বচ্ছ সূর্যালোক,
এ নদীমাতৃক দেশে প্রাজ্ঞ পিতামহ
বিরাট আকাশ,
মৃত্যুঞ্জয়, প্রাণবহ,
পৃথিবীর মানদণ্ড
সমুদ্রে সমুদ্রে ন্যস্ত দুই হাত :

শকুন সেখানে মরে রুদ্ধশ্বাস, কৈলাস হাওয়ায়
শিবা মরে আপন কামড়ে, সেই প্রাণের চূড়ায়,
যেখানে ঠিকরে ত্রিনয়নে রুদ্র রৌদ্র প্রেমের প্রসাদ
গিরিশের তুষার মুকুরে।
শঙ্খচূড় অক্ষম অবশ প'ড়ে যায় ঝ'রে যায় সর্পিল নহুষ
পুড়ে যায় শূন্যে শূন্যে ছিঁড়ে যায় কুটিল কুণ্ডলী
ঊর্ণনাভ নেমে যায় ঘৃণ্য রসাতলে।
জীবনে জীবন দিলে মরণে জীবন তুমি, জীবনমৃত্যুর হলাহলে

ভেদ দিলে মুছে'
ধুয়ে দিলে মন্দাকিনী নির্ঝর শীকরে।

নদীতীরে শুভ্র সূর্যালোকে
মিলি শোকে, জীবনের বাণী
আনি গ্লানির তর্পণে, আমাদেরও গ্লানি
আমাদেরও পাপ তোমার এ মৃত্যু অভিশাপ
এনে দিলে ঘৃণার শপথ, ঘৃণ্য জিঘাংসু উন্মাদ ক্ষমতার প্রতিরোধে
মিলিত দুর্জয়
তোমার পৌত্রেরা আর দৌহিত্র প্রপৌত্র অগণন

শোক আজ স্বচ্ছস্রোত ক্রোধ মৈত্রী খরতোয়া
জনসাধারণ
আমাদের বিদীর্ণ হৃদয়ে ॥

আষাঢ়

মনে হয়েছিল অনাবৃষ্টিই নিত্য
দ'গ্ধে দ'গ্ধে দিনগুলি বুঝি মরবে,
স্নায়ুর অশ্রু প্রতি শরীরেই ঝরবে,
থেকে যাবে মাটি রুক্ষ আকাশ রিক্ত।
তবুও আষাঢ়ে পূর্ব-মেঘেরা নামল
আমাদের এই প্রথম দিনের আষাঢ়!

মনে হয় বুঝি পৃথিবীর জ্বালা থামল
মনের হরিষে নিন্দ যাওয়ার ছন্দে।
ওরা তাই নত সজল মাটির গন্ধে
রুয়ে রুয়ে যায় মাটির অবাধ বিত্ত।

প্রকৃতি সেই তো পৃথিবীর দাবি মানল !

জীবন মানবজীবন থাকবে রিক্ত !
কবে যে মানুষ-ও আষাঢ়ের গান করবে
আমাদের এই নবজীবনের আষাঢ় !

একমাত্র মুক্তি স্রোতে

দুর্দান্ত শূন্যের পাকে বৃথা ঢালে লুব্ধের প্রলাপ,
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঢাকে অশ্রুময় চরম ব্যর্থতা,
বিকল বুদ্ধিতে ছলে মেশাবে কি বাহুর প্রতাপ
কৌটিল্যের কটূক্তিতে, কোনো কোনো চতুষ্পদ যথা
কণ্ঠে দন্তে নখে হানে পান্থজনে ক্ষিপ্ত অভিশাপ !
অথচ মানুষ সেও, লিখন-ও-পঠনক্ষমতা
আছে শুনি, আমাদেরই সমগোত্র, তাই অপলাপ
তার মুখে মানায় না, একচক্ষু সাজে না মত্ততা ।

ধৃষ্টতা স্বীকার যদি করে যদি নহুষ দুর্গতি
উন্নাসিক ছাড়ে তবে হয়তো বা ক্ষমার আশ্বাস
উন্মুক্ত চেষ্টায় পাবে উত্তীর্ণের প্রাণের বিস্তার,
যেহেতু অন্ধের আত্মরক্ষা শুধু ধ্বংসেরই প্রয়াস,
গোষ্পদে মণ্ডূকই হয় নেতা কিংবা একচ্ছত্র পতি,
একমাত্র মুক্তি স্রোতে করতোয়া কিংবা তিস্তার ॥

১৯৪৮

ভুল

ভুলের কাঁটা আকাশে দাও মিলিয়ে,
ভুলের জ্বালা এঁকে তারায় তারায়।
কতো না ভুল করেছি আহা মাটির মতো ভুল,
আষাঢ়ে যেন অকাল বৈশাখ!

ভুলের শেখা হাওয়ায় দাও বিলিয়ে,
মনের গায়ে কেটে, স্রোতের ধারায়,
মাটিতে দাও শ্রাবণগানে নবজীবনে ডাক,
পোড়া মাটির মর্মে তোলো ফুল।

আমরা যদি ভুলই করি তবে,
কোনোই ভুল না করি যদি, তবু
ক্ষান্তি নেই ক্লান্তি নেই, আমরা যেন মাটি,
ঋতুর পরে ঋতুর দাবি, সদাই নবীনতা।

কোন অতীতে যাত্রা শুরু কবে,
প্রকৃতি, তুমি জানো কি মানুষের?
আমরা জানি মানুষ আজই খাঁটি,
জিজ্ঞাসায় আশায় নেই তৃপ্তির হীনতা,
জীবন এই জীবনই জানি কেবল এক প্রভু
বীরভোগ্য জীবন মানুষের॥

রাগমালা

(পরিতোষ সেন-কে)

১

আমাদের শুভদিন প্রতিদিন, শ্রাবণ আশ্বিন
অঘ্রান ফাল্গুন আর আষাঢ় ভাদ্রের
জলে জলে থৈ থৈ কিংবা রৌদ্রে রৌদ্রে তলোয়ার,
শিশিরে ঘনিষ্ঠ মৃদু, উল্লসিত বসন্তবাহার,
বানডাকা পাড়ভাঙা স্বর্যে মেঘে মাটির আর্দ্রের
মিলনের স্পন্দে স্পন্দে জীবনের সৃষ্টিময় দিন।

তোমাকে কি দেব বলো ? আমার রাত্রিতে
তুমিই আকাশ, ঘুম, স্বপ্ন, তুমি পাশে জেগে থাকা।
সবই তো তোমাকে ছুঁয়ে, দিনগুলি যেমন স্বর্যেই,
তোমাকে যা দেব তাই তোমারই তো দান চেয়ে রাখা,
যেমন বাজাই সব প্রত্যহের জয়গান কালের তূর্যেই।

ভালোবাসি সেই কথা তোমাকে তো বলি বার বার
আকাশ যেমন বলে, মাটি শোনে রৌদ্রে মেঘে আর
অন্ধকারে বার বার। তুমিই শিউরে ওঠো
বর্ষে বর্ষে মাটির মতন, ইতিহাসে যেমন মানুষ।

কি বলব বলো, জীবনই যে এক বলা
ঘনপল্লব ফাল্গুনবন কোনো,
প্রাত্যহিকের অনন্ত পথে অরণ্যছায়ে চলা,
প্রতিদিন শোনো, বৃথাই পাপড়ি গোনো।

সে পথের শেষ জীবনের শেষ তীরে
তোমার চলারই শেষে,

তোমার আমার একই পথ ঘুরে ফিরে
পাহাড়ে সাগরে একাকার এক দেশে।

তুমিই এনেছ প্রিয়া এ জীবনের আমার, তোমারও,
আমাদের দেহেমনে এ জীবনে প্রত্যহের যে পরিপূর্ণতা,
তার ফুল দিই আজ চোখে চোখে মানসের তীরে,
এই আজ প্রতিদিন ভরুক শূন্যতা নীল প্রেমের পাত্রের
অভ্যাসের মৃত্যুঞ্জয়ে—তোমার, আমারও, ফিরে ফিরে
পাত্রের শূন্যতা নিত্য ভ'রে দিক জীবনের নিত্য নব ঘাটে।

তুমি এসো প্রতিদিন হে জীবন হে প্রেয়সী আমার হৃদয়ে,
এসো তুমি বাহুবন্ধে প্রতিদিন উভয়ের কাজে মৃত্যুঞ্জয়ে
কালের উজানে এসো, সময়ের কালীদহে কুমুদ-কহ্লারে
তোমার আপন সত্তা আমাকে সম্পূর্ণ করে দেহ-মন-স্নায়ু
বছরে বছরে প্রতিদিনরাত্রি। দীর্ঘ করো আমাদের আয়ু
উভয়ের আকাঙ্ক্ষায় প্রত্যেকের একতায় প্রত্যহের অসীম হৃদয়ে
ব্যক্তির একে ও দ্বৈতে, ব্যক্তি আর সমাজের দীপক-মল্লারে॥

২

তুমি পাশে নেই, আকাশে নেমেছে যতি।
তোমার আলোর ক্ষণিক ক্ষতিকে জ্বালাই সন্ধ্যারতিতে
দিনের প্রণতি রাত্রির একা অন্ধকারে।

প্রেমের লয় বিলম্বিত, প্রেম
জীবনে জ্বলে সাঁঝের দেরিতেই;
মৃত্যু যবে সমের হাতছানি,
তখনই প্রেম বিজয়ভেরীতে।

তোমাতে আমাতে কি বাঁধিনি মিল?

জীবনে-মরণে কি বাঁধিনি বাসা ?
পয়ার ফেলে দাও, ভাঙুক খিল,
মাটিতে মেটে সে কি নীল তিয়াষা ?
মন্দাক্রান্তায় সজল ভাষা।

তুমি যদি বলো অঘ্রান চেনাশোনা
তোমারই অনেক, নেব নতশিরে মেনে,
রাখব না বেঁধে চৈত্রের চীর টেনে।
জীবনে মরণে মাঘে ফাল্গুনে একই তো আঙিনা প্রিয়া,
সর্বদা আনাগোনা।

পাহাড়ে পাহাড়ে কালোর কঠিনে নীরদনীলিম কান্তি
সবুজে ও লালে মীড়ে মীড়ে ঘোরে খুশিতে চকিত গোপাল,
মাটির মহিষে শাদা বকে খোঁজে নব্যন্যায়ের ভ্রান্তি।
হঠাৎ মেঘের আবেগে ত্রিকূট বিরহগুরুণা কান্তা
খোঁজে তার প্রাণ কৃষ্ণ প্রদোষে কোমল যে দিঘারিয়া
—প্রকৃতিতে খুঁজি প্রতীক দুজনে, আনি যে দ্বন্দ্বে শান্তি।

আমার গ্রামটির হাটের বটের
ছায়ায় এনে রাখি দগ্ধ মন,
[illegible] জীর্ণ পটের
ধূসরে মেলি পাখা যে দুই জন,
সেই দুই জনে আজ জীবনই,—রূপকে—
জরতী যৌবনে, যযাতি যুবকে।

প্রেমের গানে মৃত্যু হানে আখর,
নতুন সুর এবারে দাও কবি।
প্রবল রাগে ভাসাক স্রোতে পাথর,
কণ্ঠে তার জ্বালাও গ্রহরবি॥

থরে থরে জমে এ কি বা অপার অন্ধকার;
গোলাপের বন কালোয় কালোয় হয়ে গেল একাকার,
দুস্থ দিনের কান্নায় কালো আমাদের রাতগুলি,
গোলাপবাগানে আমাদের ফুল তুলি আর নাই তুলি।

আকাশ একটি কালো কান্নার বাসা
কিংবা 'কলোনি' হাজার দুঃখ জুড়ে;
হৃদয় সেজেছে ভিখারী সারাটা বিবাগী জীবন মুড়ে।

তারপরে নীলে একে একে জ্বলে আলো,
বোল্‌শয় বালে, হাজার নাচের তালে
কিংবা ফেরারী জনতা বুঝিবা ফেরে জয়-তারা ভালে।

জানি এই কালো ধুয়ে যাবে নীলে
ব্যাপ্ত নিখিলে, আবার লাগবে ভালো,
দুয়ার ভাঙবে অন্ধকারের বুকচাপা খিলে,
অন্ধ ব্যথার রক্তে রাঙবে আলো,
রাঙবে গোলাপবনের লক্ষ গোলাপ,
সদ্য গোলাপে ভাঙবে রাতের কালো।

কারণ পৃথিবী দুর্মর আর দুর্জয় তার আশা,
আজও আছে মাতা মানুষের মুখ চেয়ে,
কবে দিনে রাতে সুর পাবে তার ভাষা,
কবে প্রকৃতির নিয়মে বাঁধবে বাসা
কবে যে বাঁচবে সুখে দুখে তার কোটি কোটি ছেলেমেয়ে,
কারণ পৃথিবী মানুষেরই, জনসাধারণ পৃথিবীর।

তাই এরা বীর, এদের আশায় ক্ষয় নেই,

বাঁশি শুনে তাই এরা ছেড়ে যায় ঘর,
তাই এরা ভালোবাসে সুখে দুখে,
শতগ্লানি তাই সয় হাসিমুখে,
মরণ-কে করে জীবনের নির্ভর,
পর-কে আপন, আপনকে করে পর।

এদের আঁধার রাত্রিদিনের জননী।
অন্যের পাপের বোঝা, নিজেরও ভুলের
কাঁটার কান্নায় তোলে কালের ফুলের
বাগানে এরাই ফুল স্বজন-সজনী।
জন্মের যন্ত্রণা আজ আঁধার রজনী ॥

একটি পূরবী

ক্ষণিকে অক্ষয় কান্তি, সূর্য অস্তে, রাত্রি অনাগত,
শুধুই রক্তের আভা শুধু বিশ্ববিস্তৃত আকাশ,
আগুনে বিহ্বল যেন মর্মে মর্মে আমারই বিষাদ :

তোমার দূরত্ব নিত্য আমার ক্রৌঞ্চের দিনে অব্যর্থ নিষাদ।

হয়তো বা দূরে নেই, মন শুধু কাজের প্রান্তরে
আমার সত্তার প্রান্তে, এপাড়া ওপাড়া,
কিংবা সমুদ্রেরও পারে ;
ঘরে কিংবা বাইরের দ্বারে মেঘে মেঘে
আমার হৃদয় একা, অমাবস্যা,
অন্ধকারে পাই নাকো সাড়া
নিজেরই নাস্তিতে যেন,

কখনও বা পূর্ণিমাই, প্রতিপদ দ্বিতীয়ার ভয়ে
বারে বারে শীর্ণ থেকে শীর্ণতর।

চাও যদি তবে তুমি এই শূন্য ধরো,
পরিপূর্ণ গ্রহণের নিঃশেষ ভাণ্ডারে
নিস্তব্ধের হৃৎপিণ্ডে সমগ্র-তে তুমিই বিরাজো।
অথচ এও তো ভালো, তোমাকেই চাই, ঘরে,
প্রেমের আগুনে লাল সন্ধ্যার আকাশ,
তারপরে নীল অমাবস্যা আর কখনও বা পূর্ণিমাই
তোমারই যা চলিষ্ণু আভাস।

বেঁচে আছি তাই আজও।

এই ধনী বসুন্ধরা

তুষারে তপস্যা কার? আজ বুঝি আকাশে হিমানী,
দিকে দিকে শাদা মেঘে কুয়াশায় একফালি নীল,
নীলকণ্ঠ যেন দিল গৌরীর পাণ্ডুর ভালে চুমা,
জ্যোতিষ্ক নয়ন জ্বেলে তাই বুঝি নির্নিমেষ উমা।

তৃতীয়নেত্রের তাপে ভেসে যায় মেঘেরা ঊর্মিল,
প্রহরান্তে দিন আসে মেঘে মেঘে রৌদ্রের সন্ধানী।

পশ্চিমা হাওয়ায় রৌদ্রে হেমন্তের বিরামবিহীন
তীব্র মাধুরীতে ভরে আগামীর মর্মরিত দিন।

পৃথিবীর শ্রোণিভারে নিটোল টিলায় চেয়ে থাকি,

সারাটা দুপুর কাটে সচ্ছল কূজন শুনে যাই,
ভাবি কবে এই ধনী বসুন্ধরা প্রসাদ বিলাবে,
বীরভোগ্য রূপবতী ! জনে জনে, সবাকে একাকী,
সম্পূর্ণের স্বাদ দেবে, জনে জনে স্বভাবে মিলাবে—
এই রৌদ্র এই ছায়া সুন্দরীকে দেখে ভাবি তাই ॥

হোমরের ষট্‌মাত্রা

ছিল একদিন কস্তুরীমৃগ কৈশোরকের চিত্তে,
ঝর্নার বেগ দ্রুতমুহূর্ত পাহাড়ে মাত্রাবৃত্তে
তীব্র তড়িতে মেলাতে চেয়েছি, ক্ষণিকাকে চুম্বনে
সংবৃত একা ত্রিকাল খোদাই পরম চিরন্তনে।

গ্রীষ্মে ঝর্না হারায় পাথুরে বালিতে,
বর্ষায় ছোটে ঢল ভেঙে জল ঢালুতে।

আজকের দুপাশে সমুদ্র দূর দিকে দিকে দেয় পাড়ি
অনেক নৌকা অনেক জাহাজ গাংচিল ঝাঁকে ঝাঁকে,
হৃদয়ে মিশেছে আরেক কালের আরেক দেশের খাড়ি,
পাহাড়ের বেগ স্মৃতিমন্থিত আরেক বেগের বাঁকে।

সেদিন আমার বাসা ছিল মাঘ ফাগুনে,
বিভোল সে গানে কালের ত্রিতাল কে শোনে ?

অনেক জনের অনেক দিনের বহু বছরের স্রোতে
কত না রৌদ্রে সুরবেসুরের ঊর্মিল সঙ্গীতে
তোমার আপন আবেগে মেলাই আমার সাগর যাত্রা,
সাকোর ঝর্না কলকল্লোলে হোমরের ষট্‌মাত্রা ॥

ঐ মহাসমুদ্রের

ঐ মহাসমুদ্রের অশান্ত গর্জন
দেশে দেশে বর্ষে বর্ষে চলে, আসে,
চ'লে যায় যাত্রীদল
বোঝাই বা খালি নৌকা বা ষ্টীমার,
আমরাও, আমরা সমুদ্রে দুলি, ভাসি, ডুবে যাই
অন্ধকার হিমস্পর্শে সমুদ্রের অগণন জীবনে জীবনে
হাঙরের তিমির শিকারী, হয়তো শিকার।

তবু দেখ তোমার ভিখারী
এসেছি তোমারই পাশে, নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার
দেখেছি তোমারই চোখে, অমর মহিমা
তাই দেশে দেশে বর্ষে বর্ষে
সময়ের তীর ধুয়ে' ধুয়ে'
চূর্ণ ক'রে নিজ মর্ত্যসীমা মুহূর্তের সংহত ফাল্গুনে,
—এই তো দুপাশে মহাসমুদ্রের অস্থির গর্জন গতির প্রচণ্ড হর্ষে-
এসেছি তো তাই
তোমার বাহুতে স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ নীল শীতল লাগুনে ॥

সমুদ্ররেখা

বৃষ্টি কোথা ? রৌদ্রে ঝরে শিলা, কিংবা আগুনে তুষার,
প্রবল প্রপাতে ছুটি, অন্ধ চোখে বালি অবিরত,

পার্থের পৃথিবী নগ্ন দুঃশাসন দুর্বার মরুতে—
বালিতে ছুটেছি—ব্যর্থ বর্তমান জীবনের মতো।

ছায়া কোথা ? শুধু সোনা পুড়ে পুড়ে বালিতে নিষ্ঠুর,
আমাদের জীবনের মতো ব্যর্থ, লবণাক্ত জলে।

হঠাৎ বালির যুগ শেষ হল ; মিলনে বিধুর
ডোবাই সমগ্র সত্তা নীলাম্বরী ঢেউয়ের আঁচলে।

২

দগ্ধ দিন দূর স্মৃতি—অতীতের জীবনের মতো,
কে ভাবে দুপুর গেছে দুঃস্বপ্নের মরুদাহ জ্বেলে !

শীতল আশ্লিষ্ট হাওয়া আবেগে বলিষ্ঠ, অবিরত
আমার হৃদয় খোলে নীল অন্ধকারে মেলে মেলে,

আকাশ বিছায় লক্ষ লক্ষ হাতে আকাশের নীল,
ঢেউয়ের পাপড়িতে জ্বলে লক্ষ লক্ষ তারার শিশির,

রাত্রিতে সমুদ্রে মেশে মানবিক প্রথম নিখিল,
আমরাও—মন আর হাওয়া আর ঊর্মিল শরীর ॥

রূপান্তর

তুমি কি চ'লে গেলে ভিন্ন দেশ ?
দু' হাতে দিয়ে গেলে ভোরের গান,
দিনের পর দিন শুনি সে রেশ,
চৈত্র-স্মৃতি হল রৌপ্যকেশ,
আমার দিন হল যে অঘ্রান।

দু' হাতে ভরি হিমে লালগোলাপ,
পাহাড়ী হাওয়া প্রেম, তার আবেশ
জীয়ায় মাটি যেন শিকড়ে তাপ।
কার যে স্বাধিকার ! ভোগ্যশাপ
কেন যে ! কবে হবে বর্ষশেষ;
ক্ষান্ত ফাল্গুনে বিপ্রলাপ !

তুমি যে গেলে, জানো তুমিই দেশ ?
তুমিই আশা, তার তাই প্রতাপ।
দিনের পরে রাত ছদ্মবেশ,
মাটির মতো জাগি, হিম আবেশ
ঝরাই ডালে ডালে, তোমারই তাপ
হৃদয়ে ধ'রে রাখি, সে আশ্লেষ
মল্লিকায় আনে লালগোলাপ॥

এডগার এলান্ পো-র সম্মানে

সাবিত্রী! তোমার রূপ আমার নয়নে
প্রাচীন ময়ূরপঙ্খিসম, মনে হয়,
সুগন্ধ সমুদ্রে চলে মন্থর গমনে,
শ্রান্ত দীর্ঘ পথক্লান্ত প্রবাসীকে বয়
আপন স্বদেশে তার একাগ্র তন্ময়।

কতো না দুরন্ত সিন্ধুবিহারের পরে
তোমার অতসী কেশ, সারস্বত মুখ,
নির্ঝর তোমার লাস্য ফিরায়েছে ঘরে
মথুরার অলৌকিক গৌরবে উন্মুখ,
বৈভবের ইন্দ্রপ্রস্থে অমর আখরে।

ঐ! দেখি সমুজ্জ্বল গবাক্ষবেদীতে
তোমাকে প্রতিমাসম আভঙ্গে নিশ্চল,
মর্মরপ্রদীপ হাতে নিথর অঞ্চল!
আহা! মনসিজে! জ্বেলে দিলে ধরাতল
স্বর্লোকের পুণ্যময় জ্যোতিষ্কসংগীতে।

মেলালেন তিনি মেলালেন—২১শে জানুআরি

দু' কানে আসে গান তো নয়, সমুদ্র
ক্ষুধার রাগে অনাচারের জ্বালায়।
গৌরী দেখ মানসহ্রদে কি রুদ্র
তুফান তোলে, কিরাত দূরে পালায়,
হৃদয়ে গান থমকে যায়, মাতে
লক্ষ লোকে কালের সন্ধ্যাতে।

মেলাও কবি লক্ষহাতে মেলাও।

এখানে দিনরাত্রি নীলা ঠিকরে
মাটির ঢেউ চুনিতে আর পান্নায়,
ইন্দ্রনীল মরকতের শিখরে
ছায়া ঘনায় বঞ্চিতের কান্নায়,
গন্ধবহ থমকে যায়, মাতে
সকাল থেকে রুজির সংঘাতে।

মেলাও ছবি একতারাতে মেলাও।

হিমালয়ের নামল চূড়া সমুদ্রে,
লগ্ন যেন নামে অমোঘ বজ্রে,
অথচ ধীরে বৃহতে কিবা ক্ষুদ্রে
পাহাড় যেন প্রজ্ঞা আর ধৈর্যে,
ত্রিকাল যেন থমকে যায়, মাতে
ইতিহাসের দীপ্ত ইস্পাতে।

কোটি কোটি হাতে কৈলাস এক মেলালেন॥

যামিনী রায়ের এক ছবি

(পটলের জন্য)

কেবলই কি লয় কাটে ? জাগে মরণের মরুভূমি ?
মাথার রুপায় ঢাকে হৃদয়ের স্বর্ণঘটে সোনা ?
সদা ভয় কে যে যায় সে কি আমি অথবা সে তুমি,
তাই রাত্রি হিরণ্ময় তাই দিনগুলি জোড়ে বোনা ?

আকাঙ্ক্ষার সূর্যোদয়ে মেলে নাকি সন্ধ্যার আরতি ?
তোমার আমার গানে প্রেম-মৃত্যু বিবাদী মূর্ছনা
একাকার, কৈলাসে যেমন এক উমা আর সতী—

এ দ্বন্দ্ব ব্যাপ্ত যে সারা জীবনেই, গঙ্গা আর গোবি।
চোখে কানে ভ'রে দেয় ঘ্রাণে-ঘ্রাণে প্রকৃতি সুন্দর,
অথচ সমাজে জীর্ণ স্ববিরোধে অপ্রাকৃত ক্ষতি,
অথচ কুৎসিত গ্রাম শহরের জীবন বর্বর !
প্রকৃতি বৃথাই গায়, মানুষের ক্ষোভের নির্ঝর
চোখের ধূসরে আঁকে যামিনী রায়ের এক ছবি।

ত্রিকালের তিন তালে গড়ো তুমি একটি ভৈরবী ॥

কোণার্ক

(অশোক মিত্র-কে)

আকাশে বালিতে সূর্য আদিগন্ত উন্মুক্ত মুখর কলরোলে,
চোখে সূর্যমায়া জ্বলে, কানে বাজে নির্মাণের জনতার হাসি,
মাকাড়া মুগ্‌নী আর বেলে পাথরের নৃত্যে করতালে খোলে
জীবনের সাধারণ্যে আনন্দের তীক্ষ্ণ সুর ওঠে পাশাপাশি

নির্মাণের জয়ে জয়ে, মানুষের জয়ে জয়ে ; ভাস্কর স্থপতি
এ দেশের মানুষেরই প্রাণসূর্য উঠে যায় আকাশে আকাশে,
অনড় পাথরে এই জড় পৃথিবীর দেহে যেন বা উল্লাসে
লক্ষ লক্ষ কর্মময় মানুষের মিছিলের একাগ্র আরতি ।

ওরা কারা ? শূন্যজয়ী কারা ওই ভ'রে দেয় শূন্যের কলস ?
জীবনে সহস্রদলে কারা ওই ফুল তোলে, নেই মৃত্যুভয় ?
এরা কি সবাই বীর, প্রত্যহের অশ্বারোহী, কর্মী অনলস,
সবাই অপরাজেয়, জীবনে নির্মাণে এক সংহত তন্ময় ?
তাই বুঝি মধ্যাহ্নের চন্দ্রভাগা ব'য়ে যায় কোণার্কে অম্লান,
চোখে ভাসে সমুদ্রের এদেশের সেকালের মাল্লাদের গান ।

২

স্তব্ধ সন্ধ্যারতি, মরু নিয়াখিয়া, বাসরের রাত্রি হর্ষহীন,
আমাদের জীবনের চূড়া নিত্য ধূলিসাৎ, পরাজিত দিন ।

বরঞ্চ, অহল্যাচিত্ত রূপান্তরে হোক ঊর্ধ্বে পাষাণ-দেউল ;
আমি রই খিলানের আলম্বিত শূন্যাবর্তে খোদাই কিন্নর,

যে শূন্যে কিছুই নেই, যেখানে বিরাজে শুধু প্রহর প্রহর
যন্ত্রণাই, ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্, প্রত্ন পৃথিবী পৃথুল ;
যেখানে পাথর ক্ষিপ্র নৃত্যরূপে ঊর্ধ্বশ্বাস, বিরাটে বিলীন,
যে বিরাট দিবারাত্রি আলো-অন্ধকারে নিত্য দুহাত বাড়ায়,
কেবল চরম এক বিদায়-উদ্‌গ্রীব মুখ, শেষ আকাঙ্ক্ষায়,
সত্তার দুর্দম্যবাক্ সমুদ্রের ঢেউ-এ ঢেউ-এ ত্রিকাল-মসৃণ ;

কেবল নিছক এক পাথরের মূর্তি, তবু আন্তর আভাস
স্বত মাধ্যাকর্ষে মানে স্বপ্রতিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ সুষমাগম্ভীর—
সে মৃদঙ্গে করতালে যেই শূন্য মহাকাল নিঃসঙ্গ আকাশ
নীরবে আঘাত হানে, হর্ষে হর্ষে বেজে ওঠে কোণার্ক-মন্দির।

সচকিত নারিকেল, ঝাউবীথি জেগে ওঠে, সমুদ্রের তালে
সূর্যের মন্দিরা বাজে, চোখে কানে মর্মে মর্মে মর্ত্যের জীবন
নিঃসঙ্গ কোণার্কে তোলে সুন্দরের ঘননৃত্যে মুখর সকালে
কত শিল্পী মজুরের মাঝিমাল্লা কুলিদের কর্মিষ্ঠ গুঞ্জন !
কত না দ্বাদশশত কত শতসহস্রের বাটালি তুরপুনে,
কত লক্ষ মানুষের জীবনের আনন্দের বিস্তৃত আকাশ
পৃথিবী পাথরে বাঁধে লক্ষ লক্ষ মূর্তিভঙ্গে, এককে মিথুনে,
ফুলে ও লতায়, ফলে, পল্লবিত গাছে, শত জীবে !   রূপাভাস
আশ্চর্য এ আমাদের দেশের মানুষ দিলে, সূর্যের সমান
প্রবল প্রেমের চোখে সর্বজয়ী জীবনের প্রত্যক্ষ আবেগে।
গ্রামে গ্রামে শহরে বন্দরে যত বঞ্চিতের এবং বন্দীর
বিজয়ী জীবন তাই শত সহস্রের হাতে রক্ত-সূর্যে লেগে
অমর ঐশ্বর্যে বাজে শিল্পীর তন্ময় ধ্যানে সৌন্দর্যে গম্ভীর—
নির্মাণে চঞ্চল ভিড়ে জেগে ওঠে কোণার্কের মন্দির-শ্মশান ॥

আন্দ্রমিদা

তোমার প্রবল হাতে তুলে দিই এই অবসাদ, আন্দ্রমিদা,
তোমার আয়ত চোখে চোখে জ্বালি আমার বিষাদ,
কালের মশালে ক্ষণিকের এই কালো অবসাদ
তোমার লক্ষ নীহারিকা-জ্বালা চোখে।
উল্কা জাগাও শহরের শবে পাঁচটা-ছটার ট্রাফিকে,
তারায় তারায় জ্বালাও জীবন জীবনেরও চারিদিকে
বিদ্যুতে ধাও নিরালম্বেরও পূর্বাপরে
আকাশের মতো কালের আবেগে নাক্ষত্রিক চোখে।

আশার কার্যকারণ জাগাও ক্লান্তিতে,
বৈকালী করো উষায় মুক্তিসিক্ত,
একটি সন্ধ্যা ইতিহাস করো সারাটা জীবনে দীপ্ত,
যেমনটি হয় পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায় সূর্যের চোখে চোখে,
যেমনটি হয় তারায় তারায় লেগে সংঘাতে ক্রান্তিতে
নতুন মানুষ নতুন পৃথিবী নতুন সূর্য, আন্দ্রমিদা॥

সে বলে

সে বলে, জীবন হবে নাকি দুঃসহ,
সাবিত্রী নয়, বেহুলাও নয় তুল্য ;
সে নাকি মৃত্যুনাট্যে সতীর মূল্য
দিতে চায় তাই একান্তে অহরহ।
আমার প্রেমের পাথেয়ে সে হাতে হাতে
ছেদ দেবে শেষ ফুলশয্যার রাতে।

বলি, তাই হোক, নিঃসঙ্গের দিন
আমাকেই দিও, করব না আমি শোক,
মৃত্যুর কাছে দেব না কিছুই ক্রোক ;
বঞ্চিত রাগে ত্রিভঙ্গে হবে লীন
ইলোরার গায়ে ত্রিকালহন্তা যম,
তোমাতে আমাতে মিলবে কালের সম।
অন্তত এই বলব—আজকে রোখ্,
জানি না সেদিন কি বলব তুমিহীন॥

গুপ্তচর মৃত্যু

তোমার অভাবে আজও বেঁচে আছি
নিত্যই অভাব
মেঘের যেমন রৌদ্র প্রতিদিন,
কখনও কখনও অবশ্য শ্রাবণ আসে,
তাতার সওয়ার কখনও বৈশাখী,
ভাদ্রের কিংখাবে হাসে কখনও বা হালকা আশ্বিন,
কখনও পৌষের ঝক্‌ঝকে তলোয়ার।

জানি আছ, সেই ঘর আছে,
আজ-ও উঠানে নিমগাছে আলোছায়া ধরো,
দালানের কোণে সেই আরামকেদারা পাতা,
মাথা ধুয়ে মেল এলোচুল
আর, ভ্রমরের গান করো।
রক্তের স্বভাবে তবু থরোথরো তোমার অভাব,
মেঘের যেমন রৌদ্র কিংবা শিকড়ের
যেমন হাজার শাখার পাতার স্তব্ধতার এবং ঝড়ের।

তাই কি করে না ভয় যতই বয়স
চলে এক অর্থহীন প্রাকৃতিক অস্তিমের দিকে ?
এই তো তোমার ঘর, তোমার আসবাব
তোমারই সকাল-সন্ধ্যা, চারদিকেই অনুপম তোমার প্রভাব ;
তবুও অভাব, একটি মানুষ জানে আরেকের,
সদাই অভাব স্বভাবের হাড়ে হাড়ে মেঘে রৌদ্রে
রৌদ্রে ঝড়ে শিকড়ে শিকড়ে।
প্রতিদিন গুপ্তচর মৃত্যু যাই দেখে, ঠেকে শিখে ॥

এবং লখিন্দর

হৃদয়ে তোমাকে পেয়েছি, স্রোতস্বিনী!
তুমি থেকে থেকে উত্তাল হয়ে ছোটো,
কখনও জোয়ারে আকণ্ঠ বেয়ে ওঠো,
তোমার সে রূপ বেহুলার মতো চিনি।

তোমার উৎসে স্মৃতি করে যাওয়া-আসা,
মনে মনে চলি চঞ্চল অভিযানে,
সাহচর্যেই চলি, নয় অভিমানে
আমার কথায় তোমারই তো পাওয়া ভাষা

রক্তের স্রোতে জানি তুমি খরতোয়া
ঊর্মিল জলে পেতেছি আসনপিঁড়ি,
থৈথৈ করে আমার ঘাটের সিঁড়ি,
কখনও বা পলিচড়াই তোমার দোয়া।

তোমারই তো গান মহাজনী মাল্লার,
কখনও পাল্সি-মাঝি গায় ভাটিয়ালি,
কখনও মৌন ব্যস্তের পাল্লার,
কখনও বা শুধু তক্তাই ভাসে খালি।

কত ডিঙি ভাঙো, যাও কত বন্দর,
কত কি যে আনো, দেখ কত বিকিকিনি,
তোমার চলায় ভাসাও, স্রোতস্বিনী,
কাঠ খড় ফুল—এবং লখিন্দর॥

তবু কেন

হৃদয়ে যে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়ে সারাদিন-রাত,
রক্তের মাটিতে শুনি রিম্‌ঝিম্‌ সে আকাশ-গীতা,
সেই ছন্দ তুলে তুলে গড়ে যাই আনন্দ-সংহিতা ;
তুমিই আকাশ তুমি রোদসীর মেদুর প্রপাত।

তবু কেন মরুভূমি ধেয়ে আসে বাংলা জীবনে,
তেপান্তরে নিঃস্ব পাণ্ডু আম-জাম-কাঁঠালের বন,
একান্তের নিষ্ঠা কেন থেকে থেকে বিমুখ ? উন্মন
সত্তা হয়ে ওঠে স্বার্থ, সিমুমের বালুকাবীজনে ?

মতান্তর বুঝি আমি, কিন্তু কেন এই মনান্তর ?
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের তাপ জানা আছে গাঙ্গেয় আলোকে,
আছে চেনা বর্ষভোগ্য বিবর্ণতা বৈধব্যের শোকে,
কিন্তু কেন বকুলের বনে ফণী-মনসা প্রান্তর ?

অবিচ্ছিন্ন গান কেন করে দাও গৌণ অবান্তর ?
মনে হয় কী নির্বোধ ! বৃথা গেছি আজীবন বকে !

পরিক্রান্ত

বহু দীর্ঘ পরিক্রমা, নীল কন্যাকুমারিকা থেকে
নদনদী মাঠক্ষেত পাহাড়পর্বত পার হয়ে
ডিঙিয়ে অগস্ত্যবিন্ধ্য, মুক্তির গাহনে গঙ্গাজলে
লঘিমা সর্বাঙ্গে মেখে ধূর্জটির জটা বয়ে শেষে
মন্দাকিনী নির্ঝরের শীকরবীজন ভূর্জবনে
এসেছি, এখানে হাওয়া স্বচ্ছ নীল অণিমা বিথারে,
প্রৌঢ়ের প্রশান্তি দেয় থেকে থেকে ঈশ্বারে নিঃশ্বাস,
তন্তুবায়ু দিবাস্বপ্নে ভাসে দেখি স্থবির বুদ্ধের
সম্পূর্ণ স্মৃতির রাত্রি আসমুদ্র হিমাচলে স্থির :
কন্যাকুমারিকা থেকে অভিযাত্রী আমি ক্লান্তিহীন
এবারে পৌঁছাব বুঝি কৈলাসের দিন পার হয়ে
সাংপোর উৎসের জলে সর্বগ্লানি রতির রোদনে
ধুয়ে দেব, শুভ্র হিমে আমৃত্যু রইব শুধু চেয়ে,
সৌন্দর্যে বিধুর শুদ্ধ, পার্বতীতে যেমন গিরিশ ॥

এ বিচ্ছিন্ন নয়নাভিরামে

সে-গ্রাম একান্ত চেনা, থেকে থেকে মন চলে যায়।
সেখানে এখন বুঝি পলাশের আগুনের কাল,
মহুয়ায় রিক্ত বন প্রাণ পায় গোছা গোছা ফুলে ;
এখন সেখানে জানি কী সবুজ শালের ভাঙায় !
সেখানে পালায় মন, হাওয়া কাঁপে আমের বউলে,
গলিতে গলিতে শ্বাস রুদ্ধ করে আসন্ন কাঁঠাল।

শহুরের মন যায় থেকে থেকে ছোট সেই গ্রামে,
থেকে থেকে মনে আসে রূপ-রস-গন্ধে বসুন্ধরা,
মনে পড়ে সেই মাঠ, তালদীঘি, টিলা সার সার,
যেখানে আকাশ মেলে সূর্যাস্তের আশ্চর্য পসরা,
যেখানে মানুষ বাঁচে নিতান্তই কড়িকেনা দামে,
এক বেলা ভাত পেলে ভাবে সেও সৌভাগ্য অপার—

তবু বাঁচে গিঁটে গিঁটে মৃত্যুহীন রক্তিম পলাশ।

রূপসী পৃথিবী আর চেনাশোনা লোক সেই গ্রামে—
সৌন্দর্যে ব্যথায় তীব্র স্মৃতি হয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাস।

শান্তি নেই জীবনের এ বিচ্ছিন্ন নয়নাভিরামে ॥

চৈত্র হাওয়ায়

অড়রের ক্ষেতে রৌদ্রের চড়া সোনা,
এদিকে ওদিকে পলাশেরা দৃঢ়বাহু
সিঁদুর কিংবা আবীর-খেলায় মাতে,
—তোমারই হাসি কি বিলাসী চৈত্র-হাওয়ায় ?

রাতের পাহাড়ে নীলিমা শোধে কি দেনা ?
ঘন জ্যোৎস্নায় এ কী বা স্মৃতির দাহ !
তোমার কাজের তিমিরে কি কোনো মতে
লেগেছে আগুন আমার মনের ছোঁয়ায় ?

যেখানেই যাও, তোমার কাজের দেশে
যতই না তুমি ভূগোলে হারাও দিশা,
আমি তো শুধুই একখানি মেঘ ; চলি,
সাতসাগরের সন্ধানে ভাঙি গলি.

এগ্রামে ওগ্রামে শহরে পাহাড়ে মাঠে
বালির পাড়ের ক্লান্ত নদীর ঘাটে
তোমার মুখের ছবিই আমাকে ধাওয়ায়।

তুমি সেই কোথা ট্রামে বা ভর্তি বাসে
ভাবো : প্রকৃতিকে আনব শহর ঘেঁষে ;
গ্রামদেশে দেবে নবনাগরিক ভাষা।
তাই আমি ভাবি : মাঠের ঢেউয়ের দেশে
তোমারই চলা কি সচ্ছল সুখী হাওয়ায় ?

বৈশাখী মেঘ

হাওয়ার রথে বৈশাখী মেঘ ডাক দিয়েছে তোকে
উঠল বুঝি উড়ল হৃদয় দ্যুলোকে স্বর্লোকে
সকল হার হার মেনেছে প্রাত্যহিকের সুখে-দুঃখে-শোকে—

কে বলে ঐ আশার গান ডাক দিয়ে যে জাগায় প্রাণ ও কে ?
ও কি শুধুই হাওয়ার হাঁক ও কি শুধুই ঝড়-ঝরানো গান ?
দগ্ধদিনে প্রাণ বিলায়ে মাটির গায়ে গন্ধ এনে এ কার আহ্বান ?

আকাশ ! দাও শরীরে হিমহর্ষ
পৃথিবী পাক্ নীলের হিমস্পর্শ
জীবনে ধুয়ে দাও বিপ্রকর্ষ
বৈশাখীতে ক্লৈব্য যাক্ হৃদয় অম্লান ।

জীবন যদি আকাশ হ'ত আর
মানুষ যদি পৃথিবী হ'ত তবে
জীবন হ'ত হাওয়ারই মতো কবে
বৈশাখীর মেঘের বিপ্লবে

জীবন আহা জীবন শতবার
প্রবল প্রেমে বজ্র উৎসবে
নতুন জলে শান্তি শতধার

আমাদের গ্রীষ্মে দাও স্বচ্ছনদী তালদীঘি দাও
বাঁধে বাঁধে বেঁধে দাও বৈশাখকে শতক্ষেতে খালে
শহরে শহরে ছায়াবীথি দাও অরণ্য জাগাও
সারা দেশে সরসতা আনো ফুল ফলের বাগানে
জীবনের রূপ দাও প্রতিদিন সকালে বিকালে
অসহ্য এ দগ্ধ ধুলা হে আকাশ ধুয়ে দাও মানুষের
প্রকৃতির গানে ॥

তাই শিল্পে

তাই শিল্পে সত্তা শুদ্ধ ; তবু জানি জীবনই আকাশ,
শিল্প শুধু মেঘ, জ্যোৎস্না, মাঘী রৌদ্র, আষাঢ়ের ধারা।
শিল্প শুধু ইতিহাস, মুহূর্তের তোরণে পাহারা।
তড়িৎ মুহূর্তমাত্র, যদি বলো জীবনই অভ্যাস।

আমাদের প্রত্যহের বিড়ম্বিত দিনগুলি ঝরে
ফাল্গুন পাতার মতো, চৈত্রে কোনো রাখে না আশ্বাস ;
আমাদের দুস্থতার গ্লানি ওড়ে ধূলার বাতাস ;
পরাগ ওড়ে না কোনো সৃষ্টিময় বসন্তমর্মরে।

জীবিকার ব্যর্থতায়, তিলে তিলে নিত্য আয়ুক্ষয়ে ;
দৈনন্দিন বিকারের মজ্জাগত আনন্দের ভয়ে
কোটি কোটি লোক বাঁচি, নাকি মরি, শাসনে শোষণে ;
তাই, থেকে থেকে খুঁজি জীবনের তন্ময় ভাষণে,
প্রেমে, সখ্যে, প্রকৃতি বা সংগঠনে,—মানুষের জয়ে,

শিল্পের চিন্ময় কর্ম জীবনের ভঙ্গুর মৃন্ময়ে॥

হেমন্ত

১

লালমাটি ওঠে নামে, স্থর যেন, পরতে পরতে
বেয়ালায় পরদায় পরদায়। এদিকে কালোর খাদে
চেলোর বিষাদ আর অন্যদিকে ভিয়োলার হাসি
এলায় জর্দায় মাতে উদারা-তারায়। আর হঠাৎ হঠাৎ
ঐ ধানে ধানে বেজে ওঠে তীক্ষ্ণ চঞ্চু সবুজের বাঁশি।

এ আকাশ মহাসভা পৃথিবীর কতো না রঙের
শত শত বর্ণাভাসে এ যেন বা অর্কেস্ট্রা বিরাট!
একত্র, সবাই এক সঙ্গীতের সংঘে বদ্ধ,
তন্ময়, মননে এক; কেউবা বাজায়, মুখে দিব্যহাসি,
বিভোর বিহ্বল; কেউ প্রতীক্ষায় তীব্র, কোথায় সে
দূর্বাদলে কখন বাজাবে তূর্য; কেউ থেকে থেকে
পল্লবিত শিঙা ধরে; কেউবা বাজায় পুষ্পিত মন্দিরা—
সবাই নিবিষ্ট, এক লক্ষ্যে গাঁথা—কেবা মুখ্য কেবা গৌণ
যে যার অংশেই পূর্ণ সমগ্রের সংহতিতে
পরস্পরে, প্রত্যেকেই, সবে মিলে একটি সঙ্গীত।

কবে যে নামাল মাটি সপ্তরথী ইন্দ্রধনু—নাকি সে মানুষ
আপন চেষ্টায়
ভাঙল রঙের কেল্লা রাঙাল পৃথিবী আনন্দে ইন্দ্রিয়?

আমার ছুটির দিন চলে চেয়ে চেয়ে অর্কেস্ট্রায়
আকাশ আসরে শুনে শুনে
চোখে কানে ঘ্রাণে এক সঙ্গীতের মহিমায়
উপমায় আশায় গভীর,
লালে নীলে সবুজে হলুদে আদিগন্ত চলে বেয়ে;

মোড় ফিরে বৃত্তের নিটোলে দীর্ঘ ঋজু শালকুঞ্জ ওঠে গেয়ে,
আর ঐ তারই পাশে
আমাদের তন্বী শ্যামা পৃথিবী পিনদ্ধ নাচে টিলায় টিলায়
মৃদঙ্গের বোলে বোলে আবেগে মেদুর।

২

চাঁদের আলোয় অঝোর দুঃখে বাতাসের হাহাকার,
বিরাট আকাশে একটি শূন্য হৃদয়,
পাহাড়ে পাহাড়ে আছড়ে বেড়ায় হিমের বাদল রাতে
মেঘের আড়ালে বিধবা আলোয় হাতড়িয়ে যায়,
বৃথা খুঁজে মরে, মাঠে মাঠে কান পাতে,
সান্ত্বনা নেই তার।

জানলায় ডাকে দুরন্ত হায়-হায়
কান্নার হাওয়া মাইল-মাইল ব্যেপে,
এ কি ক্রন্দসী কাঁদে ? নাকি কাঁদে মাটির হৃদয় :
সে কোথায় সে কোথায় ?
ঝড়ের বাষ্পে বন্যার বেগে কোথা তার আশ্রয় ?
তাই কি আকাশে বিদ্যুৎ ওঠে ক্ষেপে,
এদেশে ওদেশে যায় ?

দিনে চোখে ফোটে উপোসী মানুষ, পৃথিবীর সাতরঙে
প্রকৃতির গান ছাপিয়ে ছাপিয়ে হাড়ে হাড়ে বাজে
দাঁতে-দাঁত অভিযোগ,
গ্রামে গ্রামে রোজ অভাব আদুল গায়ে
ঘুরে ঘুরে চলে আমাদের পায়ে পায়ে : জীবনই যেন বা রোগ,
শিশু বা বৃদ্ধ মেয়ে বা পুরুষ সবই এক দুর্ভোগ।
তাই তো ছুটির গ্রাম্য-সন্ধ্যা অন্ধকারের সঙ্গীত
উপচে উপচে ওঠে শহরের দেশজোড়া শত কান্নায়!

কবে যে মানুষ প্রকৃতির রঙে সাজবে,
এ গ্রাম শহর আর নয়!

অত্যাচারের অমোঘ নিয়মে সুখী-অসুখীর বিচ্ছেদ ভেঙে
কবে যে সবাই বাঁচবে!

জন তিনেক ভগ্নহৃদয়

১

তুমি যেন দুনিয়ার সুয়োরানী মুহুর্মুহু গোসা,
রাগ ভয় লজ্জা আর অশ্রুজলে নৈপুণ্য অশেষ,
চোখে মুখে চলচ্চিত্র, হলিউডে মেশাও স্বদেশ,
বেশভূষা প্রসাধনে মুগ্ধ হই বাঙালী ছাপোষা,
আমরা সবাই তাই সারা সন্ধ্যা ঘুরি যেন মশা
তোমার গুঞ্জনে ঘিরে, সারা ঘরে ভারি তার রেশ,
তুমি তার মাঝে আনো ক্লান্তিহীন ক্লান্তির আবেশ,
তোমার হৃদয় যেন জগদীশ বসুর মিমোসা।

অথচ একটি মেয়ে তুমি শুধু, নিরবধিকাল
বিপুল পৃথ্বীতে ভাবো অগণন কত কোটি মেয়ে,
তুমি তারই একজন, তোমার শরীর, মুখ, স্বর
একার কৃতিত্ব নয়, আপতিক জীবতত্ত্ব বেয়ে
তোমাতে থমকেছে মাত্র, তাও শুধু কয়েক বছর।

তোমার বর্ণাঢ্য দম্ভে দেখ অধোবদন ত্রিকাল॥

এই দুর্বিপাকে, প্রিয়া, তোমাকেই করি আমি দায়ী,
কারণ আমি তো দাস, অথবা ভক্তই বলা চলে,
তোমার চরণে নত, যদি পাই দাসত্বশৃঙ্খলে
তোমার সান্নিধ্য, পাই অন্দরের বন্দীশালে ঠাঁই,
কিংবা যদি মন্দিরের অন্ধকারে দেখি নিত্যশায়ী
কখন জাগেন দেবী নামেন আবিষ্ট কৌতূহলে।
মোট কথা তুমি কর্ত্রী, আত্মদান করেছি কৌশলে,
অর্থাৎ আমিই জেনো নই হৃদয়ের ব্যবসায়ী,
তুমিই হিসাব করো, আমার হৃদয় ভাবো পণ্য,
এদিকে ওদিকে তাই ঘোরো ফেরো যাচাই-এর লোভে,
এমন-কি ঝুটামাল জহরৎ ভেবে প্রায়-কেনো,
হয়তো কিনেই ফেল, যা হোক সে কথা লাজে ক্ষোভে
বলাও সঙ্গত নয়; আজ যবে খাঁটি হীরা চেনো,
তখন প্রেম ও মৃত্যু উভয়ে সতীন, আমি ধন্য।

মুক্তির সংবাদ আনি, পুরস্কার কি দেবে প্রেয়সী
ভ্রমর-চুম্বন, নাকি দেবে প্রজাপতির চুম্বন?
বক্ষে ঠাঁই দেবে শেষে আনন্দিত করব গুঞ্জন?
তাই তো আবার দেখ তোমার ঘরের পাশে বসি।
জানি আমি বহুদোষে শ্রীচরণে হ'য়ে আছি দোষী,
দীর্ঘকাল ক'রে গেছি ভুল সুরে অরণ্যে ক্রন্দন,
আমার অশ্রুও জানি যুগিয়েছে তোমার ইন্ধন,
তোমার উৎসবে প্রিয়া কতদিন থেকেছি উপোসী।
আজকে আমারই জয়, আমি আনি মুক্তির সংবাদ,
দূর স্মৃতি হয়ে যাব, তুমি যদি হঠাৎ উন্মনা
ভাবো: আহা যাই হোক্ বেঁচেছিল হোক্ না অবুঝ
স্মৃতির একান্ত শূন্যে ভরে যাবে আমার প্রসাদ;

আর যদি নাও ভাবো, তাহলেও ভুল বুঝব না :
প্রেত কবে, তুমি বলো, ভাঙে-গড়ে প্রেমের ত্রিভুজ

একাদশী

তোকে দেখি, মেয়ে, মনে মনে হয় ভয়
শৈশবের শেষে যেন আসন্ন জীবন
ছেয়ে না ফেলে রে তোর আনন্দতন্ময়
অঙ্গের লাবণি আর বিহঙ্গম মন।

দুই চোখে টলোমলো আকাশের ছুটি,
কখনো সফরী ছোটে, কখনো খঞ্জনা,
কুঞ্চিত কুন্তল দেখে ভ্রমর ভ্রূকুটি,
হৈমবতী সারা গায়ে মেজে দেয় সোনা।

তোকে দেখি ; হাত রাখি মাথায় আদরে
আর হয় অনায়ত্ত জীবনের ভয়।
একাদশী ! রৌদ্রে জলে বালিতে পাথরে
আজীবন সত্যশুচি থাকিস্ তন্ময় ॥

সনেট

আমি তো ছিলাম শূন্য তেপান্তরে উদ্বাস্তু পাথর,
নিকষ পাহাড় কিংবা টিলা, কিংবা, বলা যায়, ঢিপি,
তুমি শুরু ক'রে দিলে তোমার শকাব্দে শিলালিপি ;
আজ যদি যাও তবে মুছে যাও সমস্ত স্বাক্ষর।

আমি যা ছিলাম, একা, অবিচল, পাললিক শিলা
তাই শুধু রেখে যাও, নিয়ে যাও দীর্ঘ ইতিহাস,
যাবে যদি যাও দূর ইন্দ্রপ্রস্থ মথুরা মিথিলা,
আমার আদিম সত্তা নীল শূন্যে ফেলুক নিঃশ্বাস।

না হলে অন্তত ভাঙো তোমার খোদাই সব স্মৃতি,
ভেঙে ভেঙে ছারখার ক'রে দাও ভাস্কর্য-বাহার,
আমাকে ছড়িয়ে যাও ইতস্তত বৃষ্টির আহার,
ভেঙে যাব ঢল-স্রোতে, ভেসে যাবে বাস্তু কালচিতি

কোথায় পালাবে তুমি, তোমারই এ স্মৃতির পাহাড়,
ধূর্ত অগস্ত্যেরও কাছে কখনো সে নোয়ায়নি ঘাড় ॥

তুষারে আগুন জ্বালে—লেনিন

'For the sweetest, wisest soul of all my days and lands—and this For his dear sake.—'

—WHITMAN

তুষারে আগুন জ্বালে, অন্যহাতে ঢালে মানুষের প্রেমে
শীতল বাদলধারা শূন্য মরুদাহে। এই ইতিহাস।
প্রেম ঘৃণার বিদ্যুতে বজ্রে সমস্ত আকাশ
একাকার করে দিলে একটি নিশ্চিত নীলে।
শুনি তারই রিমঝিম শব্দের আখর দূর দেশে যুগান্তরে মনের হরিষে।

মানুষের দ্বন্দ্বের জগতে, ক্ষমতার সংঘর্ষে অটল
সে মানুষ, সে আকাশ, মৈত্রীর ক্রন্দসী তার একাগ্র দৃষ্টিতে।
স্থিরলক্ষ্য করুণায়, বদ্ধমুষ্টি উত্তোলিত হাতে
প্রচ্ছন্ন সংহত এক আলিঙ্গন আবিশ্ববিস্তৃত,
ইতিহাস বিরাট ললাটে ত্রিনয়ন, নির্নিমেষ দুই চোখে
মানুষের ভালোবাসা, সর্বমানুষের একাত্ম চেতনা।

বৃথা হত্যা, উন্মাদের বৃথা চেষ্টা।
ইতিহাস কে কার গুলিতে ভেঙেছে কখনও ?
পৃথিবীর মানুষ অমর, চোরাগুলি বৃথা তাই।
একটি মানুষে, দুই চোখে জর্ডনের জল ফাঁসিকাঠের উপরে
সংবৃত ও বদ্ধমুষ্টি উত্তোলিত হাত বিথারে শান্তির ছায়া
বোধিদ্রুমে শাখায় পল্লবে অক্ষয় অমেয়।
ত্রিনয়নে ইতিহাস, আলিঙ্গন দুহাতে সংহত।
মৃত্যু নেই। বৃথা হত্যা। মানুষের দীর্ঘ ইতিহাস
একটি মানুষে একাগ্র প্রতীক। বৃথা হত্যা।

মৃত্যুহীন প্রাণ, সারা দেশে, দেশে দেশে, সারা বিশ্বে একটি আকাশ
অখণ্ড একটি হাওয়া, চোরাগুলি বৃথা তাই আজ,

(বৃথা যাবে আণবিক দানব-চেষ্টাও, আজ, নয় কাল,)
মানুষ অজেয়, নির্বোধ বিমূঢ় অসহায় আজ সারা পৃথিবীর
সামান্য মানুষ, সাধারণ লোক, অমর আকাশ আজ
প্রতি চিদম্বরে উত্তরাধিকার, সাধারণ্যে জনসাধারণে,
মৃত্যুহীন প্রাণ মাতে কোটি কোটি প্রাণে দেশে দেশে
তুষারে আগুন জ্বালে, মরুদাহে ফলায় ফসল, এই আজ ইতিহাস,
লেনিন অমর কোটি কোটি লোকে, যেন বা কৈলাসে
সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত, শান্তির প্রেমিক এক জীবনের দোষেগুণে
প্রেমের ইস্পাতে ॥

স্মৃতির গোধূলি

ভেঙে গেল ইন্দ্রধনু,
সূর্যাস্ত মিলায় আসন্নের অন্ধকারে
জীবনে রাত্রির নীল পাহাড়ে পাহাড়ে
সপ্তর্ষিরা নিয়ে এল স্মৃতির গোধূলি।
আকাশে আকাশে অশ্রু,
অরুন্ধতী এলোচুল খুলে।
আর দুটি চোখ জ্বলে শুকতারা সন্ধ্যার তারায়
চামেলিতে নিস্তব্ধ শিশিরে।

সে কি শুধু দিয়ে গেল স্মৃতির গোধূলি ?
সেই কি দেয়নি বেঁধে হৃদয়ের বাসা
প্রত্যহের সূর্যোদয়ে আর জীবনের
অস্তগামী সূর্যের আলোয় ?
অন্ধকার গ্রামে গ্রামে গ্রামান্তর শহরে
হৃদয়ের আশেপাশে।

তবু তো সে আসে ধীরে ধীরে।
আসা তার পাপড়িতে পাপড়িতে খোলে আশা
অনির্বাণ চোখ জ্বলে,
যেখানে সন্ধ্যার তারা শুকতারার ভোরে
প্রতীক্ষায় প্রতিজ্ঞায় পরিচ্ছন্ন স্থির ঘাসে ঘাসে,
আমাদের কালজয়ী কান্নার শিশিরে ॥

বহুরূপী

এ জীবন বিচ্ছিন্নের সমুদ্রে সমুদ্রে নিরাকার ;
ঢেউগুলি নিরুদ্দেশ নির্বিশেষ, কোথায় সীমানা !
কার কোথা তীর কোথা তল কোথা দ্বীপ নেই জানা—
এলোমেলো সব ছবি মানুষের অসহায়তার।
তারপরে পৃথিবীর ভূগোলে শিল্পীর মেলে দিশা,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তীরে তীরে দেশে দেশে বন্দরে বন্দরে
প্রত্যক্ষে স্বরূপ দেয়, ইতিহাস গড়ে ঘরে ঘরে,
মানুষে মানুষ চেনে, জীবনে শরীর পায় ঈশা।
তখন জীবন ওঠে তীরে, ঢেউয়ে প্রচণ্ড নাটক,
ক্রতুকর্ম খুঁজে পাই নাটমঞ্চে বইয়ের পৃষ্ঠায়।
সফেন জোয়ার বাঁধি চীৎকারে কখনো চুপিচুপি,
মুখে চোখে অঙ্গে অঙ্গে মুহূর্তের ক্ষিপ্র বহুরূপী
প্রত্যক্ষের নাট্যে মাতি নটনটী দর্শক পাঠক,
হ'য়ে উঠি ত্রিকালের স্তব্ধ মূর্তি মুহূর্ত-নিষ্ঠায় ॥

একযুগের সংলাপ

১

তোমার হৃদয় আজও চৌমাথায় বাসার মতন,
অবিরাম চলাচল, নানা শব্দ নানা তীব্রতায়
দোতলায় ভেসে আসে, বিকালের খোলা জানলায়
চোখে চলে চলচ্চিত্র, জানোও না কেউ বা কখন
কোনো ছাপ কার ছাপ রেখে যায় স্বপ্নালু স্নায়ুতে,
হয়তো বা ভাবো এল যৌবনের পরম লগন,
একাকীর সন্ধ্যাঘোরে থেকে থেকে শিহরিত মন
মুহূর্তের মূর্তি দেখ জীবনের সমস্ত আয়ুতে।
এই স্বাভাবিক বটে বয়সের এ জলবায়ুতে,
তোমার মেয়েলি সত্তা আধোসত্যে আধোকল্পনায়
এমনি ঘুরুক স্বপ্নে আর প্রত্যক্ষের প্রতীক্ষায়।
যেদিন আসবে পথ ঘরে উঠে চেনায়-অদ্ভুতে,
সেদিনের কৈলাসের মৃত্যু আর জন্ম-মুহূর্তের
একান্ত প্রহরে জেগে উঠো বাহুবন্ধনে মুক্তের॥

২

সেদিন গোলাপবনে বসন্তবাহার,
কেটে কেটে তুলে আনি বাইশটি ফুল,
সাজাই সযত্নে বন্ধু টেবিলে তোমার,
বহুমূল্য ফুলদানি, চিত্রিত বর্তুল।

বাইশটি গোলাপের বর্ণাঢ্য সৌরভে
সাজাই তোমার ঘরে নশ্বর যৌবন,—
শুনি প্রেম চিরজীবী আপন বৈভবে,
কুসুমের মৃত্যু দিয়ে পাই যদি মন॥

বাজাবে বাজাও তবে নানা সুর ভিন্ন ভিন্ন তারে,
সত্যে-স্বপ্নে কল্পনায় মানসের আন্‌মনার গৎ,
তোমার সত্তায় সখী সবই স্বাভাবিক ও মহৎ।
তবু জানি কোনোদিন কোনোক্ষণে কানাড়ার রাতে
কিংবা বুঝি রামকেলির শিশিরের শীতল আভাতে
তুমি আত্মহারা হবে অন্ধকারে একাগ্র উৎসুক,
বাজাবে বিহ্বল তুমি, জানাবে না কোন ছিন্নতারে
নক্ষত্রের পায়ে পায়ে এসে গেছে স্তব্ধ আগন্তুক ;
দিও তাকে ভৈরবীতে নিঃশব্দ তীব্রতা দুই হাতে,
বক্ষে নিও, সে তোমার সর্বস্বের ভৈরব ভিক্ষুক ॥

ধুধু মাঠে লাল হাওয়া সারাদিন বয়
ধূলায় ধূলায় কত না পরাগ ওড়ে
বউল ঝাম্‌রে ঝরে আর উড়ে যায়
সারাদিন ধ'রে পুবের গলির মোড়ে
নিমের পাতার কাঁপন প্রতীক্ষায়
সে কার জন্যে সারাদিন হাওয়া বয় ?
তারপরে হাওয়া নেমে যায় গোধূলিতে
দগ্ধদিনের ধূলার জীবন রাঙে
দূরের মজুর মন্থর পথ ভাঙে
অন্ধকারের অদৃশ্য মৃদু তাপে
আবার কিসের আশায় আকাশ কাঁপে
দিনের জ্বালা কি ছড়াবে সে রাত্রিতে
সারাদিন কেন মিছে লাল হাওয়া বয়
তাই কি রাত্রি আতপ্ত তন্ময় ?

নিরবধিকাল আর পৃথিবী বিপুল—
তার মাঝে দিলে তুমি আমাকে সম্মান,
নিত্যের মর্যাদা নিয়ে নিস্তব্ধ পিপুল
আমি দেখি ক'রে যাও প্রত্যহের দান,
আমি শুনি, স্রোতস্বিনী, দিবারাত্রি গান
অম্লান স্নেহের ভরে, শ্যাম মমতায়
তোমার চঞ্চল দেহে দেখি যে পৃথুল
আমার প্রাণের স্থির শিকড়ের স্থান।
যদি কোনো দিন অন্য পাড়ে আনো বান,
যে গ্রামে অনেক গাছ করবী শিমুল,
কে জানে ফিরবে কিনা নিঃসঙ্গ সোঁতায়—
আমি ডাকব না ব্যর্থ লুব্ধ সমতায়
নিস্তব্ধ নিরম্বু চরে নিশ্চল পিপুল॥

তোমারই ছায়ায় বাসা, দিনরাত্রি তোমারই সংগীতে
মর্মরিত আমার নিঃশ্বাস, শ্যামপত্র সমারোহ
আমাকেও ছায়াঘন করে, তবু মাঘের নিগ্রহ
তোমাকে ভোলায় যদি, উপবাসী তোমার ভঙ্গীতে
যদি ভুলি তোমার স্বরূপ, যদি ভুলি হিম শীতে
শ্রাবণের ঘটা কিংবা ভুলে' যাই বৈশাখী বিদ্রোহ
তোমার সর্বাঙ্গে যবে উন্মুখর ফাল্গুনী সম্মোহ,
আমাকে মার্জনা কোরো, সে ভুল যে করি অতর্কিতে।

যদি বা কখনো যাই গ্রামান্তের নব-হরিতের
সন্ধানে তোমাকে ছেড়ে, যদি যাই অরণ্যের ভিড়ে
সে জেনো ক্ষণিক শুধু স্বভাবের চঞ্চল আত্তি,
উন্মনা মুহূর্তে ভ্রান্তি উদাসীন শিথিল শীতের,

আমার প্রাঙ্গণে আমি গৃহস্থ যে তোমারই নিবিড়ে,
তুমি প্রত্যহের নীড়, ঘনিষ্ঠের নিত্য বনস্পতি।

৭

জানি তো নই তোমার প্রেমে প্রথম আগন্তুক :
ষড়জে নয়, ঋষভে নয়, আমার পালা বুঝি
গান্ধারের বাঁধন শুরু, নাকি সে মধ্যমে ?
খুশিই তাতে, আনোনি তুমি আনাড়ী যৌতুক,
তোমার জ্ঞানে আমার ধ্যানে তাই তো প্রেমে যুঝি
ত্রিকাল-জোড়া দীর্ঘ মীড়ে লয়ের সংগমে।

আজ-ও দেখি হঠাৎ হও উদাস উৎসুক ;
থম্‌কে শুনি, থামবে ভাবি আমার পালা বুঝি,
শঙ্কা হয় বাঁধবে সুর এবারে পঞ্চমে,
নাকি নিষাদে ? আমার প্রেম প্রবীণ ভিক্ষুক,
তোমার রাগমালার লোভে সেই বিরাম খুঁজি
যখন তুমি ক্লান্তি-ঘোরে নামবে এসে সমে ;

অন্তহীন ধৈর্য হবে ধন্য, তারে তারে
বাজব শেষ গান্ধারের চরম ঝঙ্কারে ॥

আলেখ্য

(শ্রীমান হীরেন মিত্র-কে)

১

চোখে ঝক্‌ঝকে সূর্যের স্মিত হাসি
নিয়ে যায় লঘু স্বচ্ছ আলোয় দূর পামীরের পারে।
হৃদয়ে কি তার আরালের স্রোতে সোরাবো উজ্জীবিত ?

কথাগুলি তার গান যেন কথাগুলি
ফাল্গুনী যেন মর্মে মর্মে তারা কী আকুল করে !
কে কার কণ্ঠে দিল এই বিস্ময় ?
ঝরা দেশে এই মরা দেশে সে কি করবে বিশ্বজয় ?

দুদণ্ড তার পাশে বসা তাও যেন জীবনের অভিযান,
কত উৎরাই চড়াই কত না প্রান্তর,
এক মুহূর্তে ভাস্বর তার দীর্ঘ ভবিষ্যৎ,
প্রাত্যহিকের সমতলে তার ফুলে ফলে নির্মাণ।

তাকে যে দেখেছে, সেই জানে কেন শ্রাবণের
থৈ থৈ মাঠে ফের উড়ে আসে আশ্বিন,
মাঘের অন্তে বারে বারে কেন অঙ্কুর,
কেন যে লেনিন আগুন জাগান লেনিনগ্রাদের তুষারে ॥

২

চামেলি মিলেছে একটি মানুষে
সান্নিধ্যের প্রসাদে তার নৈরাত্ম্যের নম্র বিষাদ
যেন ধূপে ধূপে ব্যক্তিস্বরূপ কর্মীর মতো কর্মে
প্রাত্যহিকেই নিজেকে পেয়েছে বিলিয়ে বারংবার।

কথা বলে যেন আম-জামে পাতা ঝরে,
যেন বা পাহাড়ে নদীর বালিতে ঝিরিঝিরি সোনা জ্বলে,
নীরবতা তার বাগানে শিশির,
গাছে গাছে লাগে বউল।

চাহনিতে তার যাত্রারম্ভ, নতুন ঘাসের পথ,
দুই দিকে চলে ঋজু ও সুঠাম তাল,
মাঝে মাঝে দৃঢ় শাল কখনো বা পলাশের বঙ্কিমা,
এই ছায়া এই রৌদ্রের ঝিকিমিকি।

সে যখন পাশে তখন সবাই ভোলে,
চলে যায় আর রেখে যায় শত টুকরা
ছোট ছোট দিনরাতের সজাগ সতর্ক শত কাহিনী—
সে যেন মাঘের রৌদ্রে ছড়ানো আকাশ—
মধুর মধুর ব্যাপ্ত বর্তমানে।
আমরাই ঘুরি অতীতে অতীতে মেঘের ভবিষ্যতে॥

চোখে বিদ্যুৎ দীপ্ত স্বচ্ছ নির্ভীক,
সে রেখে এসেছে পাহাড়ে যা কিছু দ্বিধা।
চলায় বলায় তীরের ফলকে রৌদ্রের হীরা ঠিকরে।

সে যেন তাতার সওয়ার এক,
যেন বা গড়েছে ভাস্কর কোনো গ্রীক,
আতত শরীর এই বুঝি দেবে টঙ্কার!
যৌবন তাকে ডাক দিয়ে যায় নিশ্চিতে,
একটি আস্থা গ'ড়ে দেয় তাকে সিধা পথ।
মনে মনে ভাবি : হে প্রাণের দুত জীবনের দেশে প্রান্তরে
সব রাজপথ পার হ'য়ে তুমি ইন্দ্রধনুকে বাঁকিয়ে
মেঘের উপরে স্বচ্ছ হাওয়ায় জ্বালবে আবার বিদ্যুৎ ?

প্রজ্ঞাপ্রবীণ নয়নে ত্রিকাল উঠবে আবার শিখরে
যেখানে তুঙ্গী সব সমতল একটি বিজয়ী হাস্যে ?

অনেক দিনের চেনা সে আমার, মন
জানি তার প্রায় নিজেরই হৃদয় সম,
যত কিছু কথা শুনেছি দূর আপন
মধুরতম তো তারই, সেই প্রিয়তম

কাছে যবে থাকে, তবু থাকে কত দূরে,
দূরে যবে যায়, কাছের হাওয়ায় নিশিদিন রাখে ভ'রে
আকাশ যেমন ফাল্গুনে সুরে সুরে।

কতকাল চেনা, তবুও জানা অশেষ
প্রতিদিন তার—আমারও রূপান্তরে,
আমাদের প্রেমে দোহার কাল ও দেশ।

আমাদের প্রেম খরতোয়া আর দুই পাড়ে ধারে ধারে
বটের ছায়ায় গ্রামে হাটে বাটে কখনো পাহাড়ে কোথাও শহরে
কোথাও বা প্রান্তরে

এ-জীবনে বুঝি ঢেউ ভেঙে ভেঙে ফুরায় না তাই রেশ।

আমার জীবন বেঁধেছি তো তার ঘাটে ॥

দেখেছিলুম তো ঘরের লক্ষ্মী গৃহিণী,
তন্বী সে শ্যামা চকিত-হরিণী—যদিই বা তোলে চোখ,
হাতের সোনার স্পর্শ সারাটা সংসারে,
যেন বা ফুলের গন্ধ ছড়ায় এ-ঘরে ও-ঘরে সবখানে
তারই উঠানের যত্নের টবে চারা।

আজ দেখি তাকে কর্মমুখর কলরোলে,
বিশ্বের এক নারী,
তন্বী সে শ্যামা, তবু মনে হয় শরীর তার
দীর্ঘ সুঠাম সুপ্রতিষ্ঠ স্পষ্টতর—
মেদুর দুচোখ থেকে-থেকে খর বিজলি হানে।

কে তাকে তুলেছে টব থেকে খোলা প্রাঙ্গণে,
নাকি সে অধরা, বাঁধন ভেঙেছে পোড়ামাটির ?
মাঘের সদ্য পল্লব যেন পত্রনিবিড় আষাঢ়ে
শ্যাম সমারোহে হাওয়ায় হাওয়ায় বকুলগন্ধে দোলে

ভয় নেই তার
জীবনে যে তার সমুদ্র ঊর্মিল
সে তো মরা নদী মজা খাল নয় জোয়ার-ভাঁটায় নীল
সমুদ্র সে যে মুক্ত সে নির্ভীক

কিংবা সে মেঘ নয়নাভিরাম
কান্নার ঝুলি ক্লান্তির মুঠি সে কেন ভরবে ভিখে
আকাশে নীলে অবারিত সে যে
সে কেন ব্যর্থ সমব্যথী খুঁজে ঘুরবে চতুর্দিক

গতির লক্ষ্যে অবধারিত সে পৌঁছেছে ঊর্মিল
সমুদ্রে, সে যে লাখো ভগীরথে ডেকে এনেছিল
জীবনের সন্ধান, মরণের সেই কপিলগুহায়
তাকায় সে অনিমিখে ;
আত্মগ্লানিতে সে কেন বা হবে চাতুর্যে অশ্লীল

কিংবা সে মেঘ আকাশচুম্বী
সূর্য যে তার চোখে, আবেগে যে তার মেঘেরই মন্দ্র

হৃদয় আকাশে, সে বুঝি বা হ'ল প্রকৃতিতে সংহত
নতুন মানুষ নতুন জীবন নতুন কালের বীর,
বাজে বিদ্যুতে মেঘের মতো সে
ভুল করে যদি তবু প্রশান্ত সূর্যের মতো ধীর

শ্রাবণ আকাশে চেনা যায় তাকে
দূর দেশ ব'য়ে হাওয়ায় হাওয়ায় শোনা যায় তার ডাক
নীল অম্বরে স্বপ্রতিষ্ঠ চেতনার নিজ মর্যাদায়
সংবৃত গম্ভীর ॥

তাকে চেনা যেন কঠিন মানস-যাত্রা,
কিংবা যেন-বা মরুভূমি ঘুরে জরিপ,
হঠাৎ আড়ালে দেখা খেজুরের শিহর,
হঠাৎ দেখায় টলোমলো হিমদীঘি।

আকাশের মতো উষর, চলেছে শুধু পাণ্ডুর ঢেউ,
টিলায় ডাঙায় দিগন্তে প্রান্তর,
তারই মাঝে দুই পাহাড়ের খদে সতেজ রঙিন পলাশ
ফাল্গুনে কীবা রাঙবে !
অমর আশায় নিশ্চিত যেন রোপণ করেছে কেউ।
এই গাছে তার উপমা।

জানি মনে হয় থেকে থেকে কোথা পালাই
যেখানে দ্বন্দ্ব সমাহৃত এক সুস্থ সুশ্রী গানে,
জানি তবু তাতে ঘুচবে না এই বাস্তবিকের বালাই।
সে তো পালায় না, সে বলে, সমাজই ভাঙবে।

সে বলে, মনকে ধনুকের মতো বাঁকাবে
আর তারপরে মাটিতে জিষ্ণু খরশরে

জাগাবে সবার নির্ঝর।
মন? মনে আছে, সে বলে, মানসসরোবর,
বহু পর্বত, অনেক শিখর; সে বলে, প্রতিটি দিন
আমরা সবাই শেরপা।

(শ্রীযুক্ত বলাই পাল-কে)
প্রথম যেদিন তাকে দেখি, ছিল সেদিনও সে শ্রাবণের ভরানদী,
অন্তত নদীর পেশী, হাড়ে হাড়ে ছাতিতে কব্জিতে
টলোমলো করে, যেন মধুমতী সত্যস্মৃতি
দুধে-ভাতে শাকান্নে সজ্জিতে;
প্রত্যহের কর্মিষ্ঠ সম্প্রীতি
চোখে এনে দিয়েছিল যে আকাশ,
সেই মুক্তি রেখেছে তখনও সতেজ সুনীল মেঘের রৌদ্রের আভা,
পাহাড়ের মতো গায়ে তখনও বাস্তব তার স্মৃতি।

তারপরে ইস্টেশন্, শেয়ালদার পরে নাকতলা
তারপরে একেবারে সটান্ উত্তরে
উল্টাডিঙি, বস্তিতে বিখ্যাত রাজধানীতেও সেরা,
জল নেই, কাদা আছে অপর্যাপ্ত,
হাওয়া নেই, দুর্গন্ধ প্রচুর,
আলো নেই, আছে তীব্র স্থানাভাব, গোলমাল ঝগড়াবিবাদ,
বসন্ত কলেরা;
কর্মস্থান বহুদূর, যদি বা যখন থাকে,
আপন কর্মও নয়, ভয়াবহ পরকর্ম,
তাও থাকে কি না থাকে,
যদি কেউ কাজে ডাকে তবে কয়দিন স্বাধীন বাজার
দুঃখের সুখের ঘরে তবু দুইবেলা খাওয়া আটটি মুখের।
তবু দেখি মাঝে মাঝে বিদ্যুতের রেখা,

শুনি নম্র কথায় কাঁথায় প্রচ্ছন্ন বজ্রের স্বর,
আর মাঝে মাঝে দেখি সাতরঙে লেখা অভিরাম
প্রাণের প্রচণ্ড প্রতিবাদ—
তাকে দেখে আজ মনে হয়
মেঘ সে তাড়াবে চোখে চোখে খরশরে,
সারা বিশ্বে মিত্র তার সে বুঝিবা বুঝেছে নিশ্চয়,
তারই জোরে রামধনু ভাঙবে সে ছড়াবে সে সাতরং
আজকে বস্তিতে কাল নতুন শহরে জীবনের প্রতি ঘরে ঘরে ॥

আঁটসাট বেঁধে আঁচল জড়াল কোমরে,
মুগ্ধ চোখের এক নিমেষের দেরিতে
লঘু লাবণ্যে লাফ দিয়ে চলে গেল।

কালো পাহাড়ের গায়ে চমকাল রেখা
শাড়ির শাদায় কস্তাপাড়ের সিঁদুরে
কষ্টিতে ঋজু কোমল শরীরে তরল স্রোতের ছন্দ

এই লাবণ্যে এই নিশ্চিত ছন্দে
আমরা সবাই কেনই বা পার হব না
সামনের এই পাহাড়ের খাড়া খন্দ ?

১০

চোখে জেলে রাখে আকাশপ্রদীপ,
হিমের আমেজ শরীরে।
দীঘির ওপাড় ঢালু হয়ে আসে আর
শুধু মাঝখানে পদ্ম।

তাকে দেখ যদি মনে হবে তার দুগালে
শিশিরের যাওয়া-আসার চিকন চিহ্ন।

এইবারে বুঝি গোলাপবাগান রাঙবে।

চিলেকোঠা বেয়ে তবু কি জমবে কুয়াশা ?
তবু জ্বলবে না হৃদয়ে কি তার স্বচ্ছ সূর্যালোকে
সোনালি দিনের নিশ্চিত অঘ্রান ?

১১
কি ক'রে যে বলো কুসংস্কার ? তাকে
দেখ যদি কোনো টাট্‌কা সকালে, সবে
স্নান সেরে ভিজে
চুল মেলে দিয়ে শুরু করে তার দিন,
তাহলে দেখবে তোমাদেরও মনে হবে,

যতই বাঁধুক তাগায় তাবিজে ভয়ে উদ্বেগে আশায়
নিজেকে এবং আপনজনকে, নানা
বিশ্বাসে আর ঐতিহ্যের ভাষায়,
তবু যেন তার শরীরের তনু নম্রতা
হৃদয়ের এক দিনরাত্রির নিয়মিত নিষ্ঠাই।

প্রাচীন দেশের দীর্ঘ জটিল বিন্যাসে
—যেখানে বাবুর সমাজে আজকে মনের প্রাণের পক্ষে
দুদণ্ড টেঁকা দায়—
জীবিকার দায়ে ছাড়া—
দেখ দেখ চেয়ে জীবনের সেই দেশে
ভিজে চুল মেলে সদ্য পট্টবাসে
গোটা জীবনের প্রেমে বিশ্বাসী বাংলাদেশের মেয়ে,
করুণায় স্মিত, প্রথমে কুমারী, বয়সে সেবাব্রতা॥

১২

ভুল বোঝাটাই স্বাভাবিক তার ক্ষেত্রে,
ভিতরে বাহিরে দিনে ও রাত্রে মেলে না।
চিনলে চিনবে শিল্পে, কাব্যে নাট্যে গল্পে, তৃতীয় নেত্রে
সম্ভাবনার সম্পূর্ণের প্রজ্ঞায়,
না হলে স্বরূপ পেলে না, জানবে দিতে পারলে না দাম।

অস্থির তার স্নায়ুর গ্রন্থি শত পাকে পাকে অঙ্কিত
শরীরে ও মনে, স্বপ্নে এবং চিন্তায়,
স্বপ্নে এবং চিন্তায় আর জীবনে।
কালের দ্বন্দ্বে খর ইন্দ্রিয়, মন সর্বদা ঝঙ্কৃত—
স্বাভাবিক নয় একালে মননে চোখ কান।

সে যেন বা এক উপমায় হরধনু,
টান দেয় কোনো রাম বা পরশুরাম।
দিনে রাতে তাই অবিরাম সে টঙ্কৃত।

তাকে ভুল বোঝা তাই তো সহজ,
স্বার্থপর সে জটিল, খেয়ালী,
বর্বর যেন মহেশ্বরের অনুচর,
তাকে চেনা যায় শুধুই তৃতীয় নেত্রে
যে কৈলাসের দৃষ্টিতে সব দ্বন্দ্ব
বর্তমানের খণ্ডিত শতপাক
অতীত কালের গ্রাহ্যতা আর ভবিষ্যতের আততির
সার্থকতায় অন্বিত॥

১৩

স্তব্ধ আকাশ ভ'রে দেয় সে যে ভোরের সন্থ গানে,
সারাদিন ধ'রে খুঁজে ফিরি তার রেশ,
কখনও বা পাই, আবার কখনও পাই না।

হতাশায় ভাবি সুর-বেসুরের শত মুহূর্ত
এইবা যত্নে এদিকে বাঁকাল,
হেলায় ওদিকে হেলাল ; এ অনিশ্চিতি চাই না,
পাই না যে তার যোজনার উদ্দেশ।

তাই তো ধূর্ত-দিনের একটি পলকে
কাজ-অকাজের সংসারে
আলেখ্য তার বারেবারে হয় খণ্ডিত,
আবার আত্মগ্লানির ঘুমে যে বেশ পরে তাও অর্ধেক।

তাকে চেনা যায় গোটা দিনরাত মেলালে,
তাকে চেনা যায় সূর্যোদয়ের স্বচ্ছ বিজয়কেতুতে
যখন ক্ষিপ্র নীলের সত্যে সত্তা অবাক স্তম্ভিত
চেতন এবং অবচেতনের সেতুতে,
সমগ্রতার ইন্দ্রধনুর চির-অস্থির ঝলকে ॥

ভেবে দেখো সে কি ভুল হবে যদি তাকে ভাবো আজও উল্কা,
যে আগুন আগে ছড়াত তন্বী পথের চল্‌তি আকাশে,
সে আগুন আজ আশ্বিন দিনে ব্যাপ্ত।
সে যে কথা বলে তাকায় বা চলে সবেতেই
মুখর সচল আবেগের জ্যোতি জেনো উদাত্ত সত্তার।

দীপ্ত চেতনা দু-হাতে চলে সে মিলিয়ে
আমাদের যায় বিলিয়ে কাউকে উষার প্রথম 'বিভাস
কাউকে সন্ধ্যানীলের বর্ণ-বৈভব।
কাউকে বা দেয় মধ্যাহ্নের শান্ত কূজনে আহুতির ঠিক মধ্যে
দিনের কেন্দ্রে অগ্নিবীণার তাণ্ডব,
যেখানে মুগ্ধ চোখের মণিতে হয়ে যায় একাকার

ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র ও ঝিল্লী-অন্ধকার।
ভালো হবে যদি তাকে ভাবো শুধু ক্ষণিকের বিদ্যুৎ
চলে যায় যবে সামনে দিয়ে সে যায়,
তার যাওয়া-আসা প্রাত্যহিকের আকাশে
প্রহরে প্রহরে আমাদের চেনা সূর্য,
তার চোখে বহু নীহারিকা আর নক্ষত্রের আহ্নিক ॥

১৫

রাতের ঘোরে ঘুমের মতো হারায় সে কি ভোরে ?
দুয়ার-বাঁধা অন্ধকারে কেন যে তাকে খোঁজা !
কেন যে তাকে সাপের মতো মনের পাকে মোড়া !

মিলিয়ে দাও পাহাড় থেকে গ্রামের প্রান্তরে,
শূন্য নীলে বিলিয়ে দাও ঘুমের লোভী বোঝা,
মনপবনে পথে-প্রবাসে ছুটিয়ে দাও ঘোড়া,

তবে না ওকে দেখবে রোজ আপন বাহু-ডোরে,
রাত্রিদিন কেন্দ্র পাবে, শান্ত হবে যোঝা,
স্বপ্ন আর জাগর হবে গাঁটছড়ায় জোড়া ;

আকাশে ওকে মুক্তি দাও, তবে না হুঁহু কোরে
বিচ্ছেদের কান্না জমে ; ওর খোঁপায় গোঁজা
প্রত্যহের যে ফুলটি তা বহু হাওয়ায় ওড়া,

বহু যুগের গন্ধে মোড়া অনেক দেশ ঘুরে
ওর স্বরূপ ধূপের মতো, ছড়ায় নিজে ও যা,
যদিও ওরই শুকতারায় বহু তারার তোড়া ॥

ক বছর পরে

ক বছর পরে
যখন ভাঙবে সব স্মৃতির মঞ্জুষা,
আর আজও অম্লান যা, বিপুল কামনা,
তখনো কি ফাল্গুনের ত্রয়োদশী রাত
হৃদয়ের হাত ধ'রে এই চেনা ঘরে
ছড়াবে একটি ক'রে পাপড়িতে পাপড়িতে
সেই চেনা মল্লিকার কণা ?

ক বছর পরে ?
মৃত্যুকে দেখি না আজও আনাচে-কানাচে
আজও দেখি সর্বদাই আকাঙ্ক্ষার ঢেউয়ের সংঘাত,
একাগ্র মধুর স্মৃতির মন্থর স্বরে
আজও নিত্য বাঁচে যে তীব্রতা,
তুমিই কি আনো সেই আকাশের আনন্দের পতিব্রতা উষা ?

ক বছর পরে
সব স্মৃতি হয়তো বা অন্ধ মরীচিকা,
থেমে যাবে প্রত্যহের নির্ঝরে কামনা,
তবু সেই ঘরে আজও দেখি
অঘ্রানের যে গোলাপ গন্ধের স্পন্দিত নীলিমায়
নিঃশ্বাসে টেনেছি কত,
পরাগের সে তীব্র যন্ত্রণা
তুমি দিলে, সে কি গোলাপ ?   মল্লিকা ?

প্রেমের ক্ষমতা

নিষ্ঠুর আকাশ, আর নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর তার চোখ,
নিষ্ঠুর হাতের কাঁচি, কেটে চলে পল্লবিত ডাল,
বিস্তৃত বাগান, তার ক্লান্তিহীন মৃত্যুহানা রোখ্,
পায়ে পায়ে ঠেলে ফেলে, জড়ো ক'রে পোড়ায় জঞ্জাল।

আকাশে পাল্টায় রং, সূর্যালোক দুচোখে মাতায়,
প্রেমের আলোয় নত দৃষ্টি ভ'রে মায়ের মমতা,
সে ঘোরে শিশুর রাজ্যে, ডালে ডালে পাপড়িতে পাতায়
গন্ধে রঙে হাসি গান। দীর্ঘদর্শী প্রেমের ক্ষমতা!

একটি বিবাহবার্ষিকী-তে

এ কথা ঠিক যে আকাশে ঘনায় ঘটা,
দুঃসময়ের বিহঙ্গ পাখা ঝাড়ে,
আমাদের দিনে হাজার কাজের ছায়া ;
তার মাঝে ওড়ে তোমার অলক উদ্দাম।

খুলে খুলে পড়ে কৃষ্ণচূড়ার জটা,
শিবিরে শিবিরে তবু শান্তির মায়া,
বৈকালী ঢেউ আমারও হৃদয়-পাড়ে,
তাই তো তোমার নাম গান করি নাম।

লীলাপ্রাঙ্গণে পালা হ'য়ে এল শেষ,
পূর্বরাগের দিনগুলি স্মৃতি-পাথর,
অতনু অতীতে মধুমিলনের মাস,
মাথুরের জ্বালা চিকন কালের চন্দনে,

কখন হয়েছে নববাসন্তী বেশ
বার্ধক্যের শুভ্রে চাঁদিনীবাস,
তবুও হৃদয় মুখর প্রাচীন স্পন্দনে,
তবুও পোড়ে না আখর ॥

হাওয়ায় যেমন

শক্তিকে বড়ই ভয়, শক্তি কিংবা শক্তির লুব্ধতা।
অথচ এও তো জানি : শক্তির সাহায্য বিনা কিছু সাধ্য নয়।
এ যেন বৃষ্টির মুখ চেয়ে থাকা,
শেষে যবে যদি বৃষ্টি হয় সে ভাসায় বন্যাস্রোতে,
কোথাও বা মৃত্যু আনে দানবিক অণুর খেয়ালে,
দুর্মূল্যের পণ্য জলে, অগ্নিমূল্যে অতিবৃদ্ধ শিশু-দেশে
সস্তা থেকে যায় বহু পঞ্চবর্ষব্যাপী জীবন, জীবিকা।
শক্তির পূজারী নই কোনোদিন, শাসনের অর্থের ক্ষমতা
দূরে পরিহার করি,
একমাত্র মানুষে ব্যক্তিত্বে মনুষ্যত্বে কিনা
আমাদের মনের বিহার,
এমন কি আচার্যের ভার—শিক্ষায় বা অধ্যাত্মেই
কোনো দিন করি না স্বীকার মুক্ত মনে।
মেনেছি মনের শক্তি, যত বিহ্বলতা থাক
মননে তো নেই বিভীষিকা।

অথচ এ মন, সেও ভয়ানক, শুদ্ধ মনের রুদ্ধতা
কম অত্যাচারী নয়, স্বাধীন মনের মোহ
কত অনাচার করে, কত না কর্তব্যে ফাঁকি দেয়,
স্বার্থে কত স্বপ্ন বোনে, ক্রমাগত নিজেকে বাঁচায়
অন্যকে বঞ্চিত ক'রে।

এমন কি প্রেম, তা সে ব্যক্তিক বা মানবিক
যে ইস্পাতে প্লাটিনমে গড়া হোক
সেও তো আপন জোর অন্যের বা অন্যদের মনে
চাপায় ব্যক্তিত্বগর্বে প্রেমের পরম দর্পে প্রচণ্ড দাবিতে,
মানবিকতার নিষ্ঠুর সন্ত্রাসে, আদর্শের বিদ্যুতে ধারায়
শত বাধা শত শত্রুব্যূহ ভেঙে দেয়
নিজ মহিমায়, প্রেমের বিপ্লবী তেজে।
তারপরে, এক দিন, অন্যজন অথবা অন্যেরা
ভোগ করে যাকে বলে প্রতিক্রিয়া
প্রেমের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিত্বের মহাদ্বন্দ্বে জানায় বিদ্রোহ।
শক্তি বড় ভয়ানক, যে কোনো রকম শক্তি প্রয়োগের
যে কোনো সুযোগ।

শুধু বুঝি জড়ের উপরে যে কর্তৃত্বে
মানুষের একমাত্র প্রাকৃতিক জয় :
রেখা-রঙে কাগজে খাতায় কাঠে ব্রঞ্জে মাটিতে পাথরে
সুরে শব্দে ভঙ্গীতে বিন্যাসে,
সেই রচয়িতা শক্তি সেরা,
সেই শুধু ক্ষতিহীন ন্যায়নিষ্ঠ আত্মস্থ উদার।
নাকি সেও ভয়ানক আজ অতিবৃষ্টি কাল অনাবৃষ্টি সেও অভিশাপ ?
উৎস তার যৌবনের আত্মরতি, অন্তে শুধু বর্ধিষ্ণুর বৃদ্ধ অহমিকা ?

শক্তি বড় ভয়ানক, হোক যত আবশ্যিক, সিদ্ধকাম, দুর্নিবার ;
তার চেয়ে ভয়ানক অনভ্যস্ত শক্তির লুব্ধতা।
শক্তিকে ছড়াব কবে জনে জনে ঘরে ঘরে দেশে দেশে
হাওয়ায় যেমন বাষ্প তাপ হিম থাকে স্তরে স্তরে !

তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীমান চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়-কে

ও

শ্রীমান কমলকুমার মজুমদার-কে

তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ

তুমি কি কেবল-ই স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ্য, কবি ?
হরেক উৎসবে হৈ হৈ
মঞ্চে মঞ্চে কেবল-ই কি ছবি ?
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
আর বাইশে শ্রাবণ ?
কালবৈশাখীর তীব্র অতৃপ্ত প্রতিভা,
বাদলের প্রবল প্লাবন
সবই শুধু বৎসরান্তে একদিনেই নির্গত নিঃশেষ ?

অপঠিত, নির্মনন, নেই আর কোনও আবেদন ?
সাবিত্রীর ক্ষিপ্রকর বিভা
আমাদের দুস্থ চির গোধূলিতে ম্রিয়মাণ ?
তোমারই কি ছিল এই নিরানন্দ ভঙ্গুর স্বদেশ
আলোহীন অন্ধকারহীন আপন সত্তার থেকে পলাতক
নিস্তব্ধ থাকার ভয়ে একার সংশয়ে জনতার অপমানে
নিত্য রুচি-ক্ষয়ে ক্ষয়ে অসুন্দর ?

কোথায় সে প্রতিদিন রূপের রচনা,
সেই নিরন্তর সুন্দরের ধ্যানের উন্মেষ,
অনাত্মীকরণে সদা নিজেকে সে উত্তরণ,
নিরলস জ্ঞানের নিয়ম
কঠিন শিক্ষার শ্রম,
বুদ্ধির নির্ভয় শুভ্র আলোকে আলোকে,
আত্মস্থের স্তব্ধতায় শুদ্ধ অন্ধকারে
শূন্যে শূন্যে ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে দীপ্ত গীতে
চৈতন্যের জ্যোতিষ্কে জ্যোৎস্নায়
উদ্‌ভাসিত সুদীর্ঘ জীবন,
যেখানে পর্বত ওড়ে আশ্বিনের নিরুদ্দেশ মেঘ,

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের বাঁকা তলোয়ার,
নদীর নূপুরে বাজে নদীর জোয়ার,
শিহরায় দেওদার বন।

তোমার আকাশ দাও, কবি, দাও
দীর্ঘ আশি বছরের
আমাদের ক্ষীয়মাণ মানসে ছড়াও
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো,
বহুধা কীর্তিতে শত শিল্পকর্মে উন্মুক্ত উধাও
তোমার কীর্তিতে আর তোমাতে যা দিকে দিকে
একাগ্র মহৎ,
সে কঠিন ব্রতের গৌরবে,
আমাদের বিকারের গড্ডল ধূলার দিনগত অন্যায়ে কুৎসিতে
শুনি যেন সুন্দরের গান
দেখি যেন একনিষ্ঠ দীর্ঘায়ুর প্রগতির এক ছবি,
সুন্দরের গান যেন শুনি, গাই
দশটার পাঁচটার উদ্‌ভ্রান্ত ট্রাফিকে,
বস্তিতে বাসায় আর বাংলার নয়া কলোনিতে,
জীবিকার জীবনের ভাঙা ধসা ভিতে,
বোম্বাই সিনেমা আর মার্কিনী মাইকে অসুস্থ বৈভবে,
মরা ক্ষেতে কারখানায় পড়ি যেন জীবনের
সংগ্রামশান্তির স্পষ্ট উপন্যাস,
খুঁজি যেন সকালের সূর্য থেকে সন্ধ্যার সূর্যের ছবি
শুনি যেন আমাদের কান্নার অতলজলে অমর ভৈরবী
প্রত্যহের সচেষ্ট উৎসবে,
সহজ অভ্যাস ফেলে সকালে সন্ধ্যায় বারো মাস
বছরে বছরে পড়ে যাই জীবনের স্বাধীন বিন্যাস,
নিভৃত ছায়ায় চৈত্রে শালবনে
তোমার বসন্ত গানে রক্তরাগে হৃদয় স্পন্দনে

আমাদের দিনের পাপড়িতে, জীবনের ফুলে ফলে
ভ্রমরগুঞ্জনে নব পল্লবমর্মরে
গড়ে তুলি আজ কাল, মাসে মাস, শত বর্ষ পরে
আমাদের প্রতিদিন, কবি ॥

আঁখি

তোমার আঁখির পান্থপাদপে ঝরি
স্মৃতির প্রবাহে আনে জ্যৈষ্ঠের বারি,
শ্বেত কমলের কৃষ্ণ পক্ষে হৃদয়
খুঁজে পেল তার আষাঢ়ের আশ্রয়.
নীলিম পাণ্ডু পটলে সূক্ষ্ম শিরায়
ওষ্ঠাধরের পথিক ক্লান্তি জিরায়,
এই ধরে রাখি মুহূর্ত আঁখিপুটে,
এই চেয়ে দেখি অনন্ত কনীনিকা,
নয়ানখালির মেঘ মেখে নিই মুখে—
হঠাৎ রৌদ্রে নিয়ে যায় সব লুটে,
দূরের স্বপ্ন হয়ে গেল সব ফিকা—
তুমি কোথা জানি কি ঘটনাকৌতুকে

বামী

বামীকে সবাই চেনো, ছোট্ট মেয়ে বামী
যে সেই তারায় ভরা চৈত্র রাতে ছাতে
কেঁদে বলেছিল, আমি
অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছি, সেই ভীতু মেয়ে বামী
কি ক'রে যে তারা-ভরা আকাশের
অসহায় আকুল বিস্ময়ে
অন্ধকারে ছাতে,
জীবনের অন্ধকারে কাটাবে জীবন
উপরে সিঁড়িতে নিচে কণ্টকিত ভয়ে,
যেখানে আরশোলা চাটে বই ছবি,
মাকড়শা ছড়ায় জাল,
আর টিকটিকি আরশোলা খায় ;
যেখানে নির্মাতা, স্রষ্টা, শিল্পী, কবি,
প্রেমী অবজ্ঞেয় ,
ভয়াবহ হেয় জীবনের ঘেঁষাঘেঁষি
সেই অন্ধকারে ভাবি আমি
ছোট্ট মেয়ে বামী কি ক'রে যে বড়ো হবে,
বাল্য থেকে কৈশোরের যৌবনের পারে
প্রৌঢ়ের প্রশান্তি পাবে সম্পূর্ণ সংসারে,
আঁচল-আড়ালে দীপে ভাস্বর সত্তাটি
খাঁটি রেখে বর্তমান জীবনের অন্ধকারে কলুষিত দাবি
মেটাবে সে কি ক'রে যে, ভাবি
কি ক'রে সে অন্ধকার দীপান্বিত ক'রে দেবে,
আরেক বৈভবে ॥

দুরন্ত স্মৃতি

দীঘিতে তিনটি শাদা হাস,
ওপাড়ে সবুজ কচি ঘাস,
শরতের নীলের আকাশে
ছোটো ছোটো মেঘ কয় থোকা,

বামী ঘোরে আমাদের পাশে,
তুমি, আমি, আমাদের বামী—

দুরন্ত স্মৃতি কি যায় রোখা ?

করেছ যে ধনী

সূর্য যেন আকাঙ্ক্ষায় লাল ভালোবাসা,
জেগে ওঠে আমাদের জীবনের গ্রাম।
তবু জানি রৌদ্র করে রাত্রিকে প্রণাম—
সেবা করে নির্বিশেষ নিত্য আলো আশা ?

সূর্যাস্ত গোধূলি নিত্য আর তারপরে
অমাবস্যা, নয়তো পূর্ণিমা।
সূর্য যেন ভালোবাসা প্রতি ঘরে ঘরে
তারায় তারায় গ্রহে সূর্যেরই মহিমা।

হে সূর্য ধরিত্রী, তবু যেও না এখনই,
আমাদের দিনান্তের গান সবে শুরু,
একা-কে হারাতে আজও বক্ষ দুরু দুরু,
এই সবে বৈকালীতে করেছ যে ধনী ॥

১৯৫৫ : ঈস্টর ডে

নবপ্রতিষ্ঠায়

দুঃখের অবধি নেই, তুমি জানো আমার কাহিনী,
থেকে থেকে অনুকম্পা দাও অন্য মনে আলিঙ্গনে,
কখনও বা স্মৃতির শহরে হানো তোমার বাহিনী,
ভাবি বুঝি দিন যাবে ছদ্মবেশে একাকীর কোণে।

তোমারও প্রতাপ দেখি পৃথিবীর কাছে মানে হার,
দুপাশের দেশ কাঁদে, তোমার ও আমার স্বদেশ—
অনাহার অর্ধাহার আর অনাচার অত্যাচার,
সে বৃহতে হেরে যায় যন্ত্রণার একাকী আবেশ।
আমার ব্যাপক দুঃখ রূপান্তরে উন্মুখ নিষ্ঠায়
তোমাকেই চায় তাই যন্ত্রণার নবপ্রতিষ্ঠায়॥

১৬।৪।৫৫

মরা গোলাপ

দুঃখ তো আমার জানা, মনে পড়ে গোলাপ বাগানে
সে কবে দুঃখের দিন এসেছিল, তুমি ছিলে পাশে,
তোমাকেই বলি তবু, শোনো চোখে-চোখে কানে-কানে,
মর্মভেদী গান যেন ফিরে যায় গায়িকার প্রাণে,
সেদিন আনন্দ ছিল দুঃখের সন্ত্রাসে।

বাড়ি আজ পোড়ো বাড়ি, দেওয়ালের ফাটলে শেওলা,
আজ কোথা সে বাগান, জঙ্গলে শেয়াল ডাকে বেশ,
যাথানে সাপের বাসা, ইঁদুরের অধিকারে গোলা।
যে দুঃখ জেনেছি আমি, সে দুঃখ কখনও যায় ভোলা ?
আমার সে দুঃখে আজ মেশে সারা দুঃখের স্বদেশ।

আজ মনে হয় সেই আমাদের অপার অতীতে
যৌবনের ঐকান্তিক চৈতন্যের স্বভাবেরই খাদ
সেদিন দিয়েছে দুঃখ, ওস্তাদের হাতে যেন তার
দুঃখের আঘাতে বাজে সৃষ্টিময় সত্তার সঙ্গীতে
আজ মরা গোলাপের কাঁটা শুধু আমার বিষাদ।

২৯শে নভেম্বর

আজ সে আসবে পথে প্রকাশ্যের বিজয়-তোরণে,
হৃদয়স্পন্দন আজ অতিকায় হাজার মাইকে
গোপন প্রেমের মৃদু দীর্ঘশ্বাস আজ বিস্ফোরণে
আসমুদ্র হিমালয় ঢেকে দেবে নূতন স্ট্রাইকে
মজুর মালিক যাতে বাহুবদ্ধ মিটিঙে মিছিলে,
বিরোধীর কণ্ঠ রুদ্ধ বন্ধুত্বের মহাসামুদ্রিকে,
লালদীঘির ধূসরিমা ধুয়ে যায় পথে ঘাটে ঝিলে,
লাল তারা জ্বলে আজ সর্বত্র দেশের দশদিকে!

আজ সে আসবে, আজ রেখে যাবে বিরাট ইঙ্গিত,
ভবিষ্যৎ রেখে যাবে কোটী কোটী হৃদয়ের মিলে,
সে আসে যে দেশ থেকে, সে ভূস্বর্গে জীবনের ভিত
আরেক পত্তনে পাকা, মানবিক প্রেমের নিখিলে
সেখানে মানুষ ন্যায়ে স্বাধীন ও নির্ভয় মানুষ।
সেখানে উত্তরে তাই দক্ষিণের ফুলফল ফলে,
মরুভূমি গায় আহা বাংলার আষাঢ়ের জলে।
সে দেশের হাওয়া আজ এনে দেবে রুশের পৌরুষ ॥

সূরজমুখীর প্রাণ

সূর্য তখন প'ড়ে গেছে পশ্চিমে—
ওরা কারা করে মৃত্যুর মিহি গান :
বন্দিনী কোন্ সুন্দরী মৃত হিমে
নিথর :—করুণ সুরে কারা করে গান !

কয়লাখনিতে সে কান্না ছায়া বাঁধে,
মায়াবী আকাশে স্তব্ধ বাতাসে গান
ব'লে যায়, সহমরণের মহাসাথে
তাই কি বিশ্ব বিষণ্ণ ক্ষীয়মাণ ?

বিষাদে বিধুর আবেশে তীব্র বোলে
গ্রামের কাতর রাত্রির ঘরে ফিরি,
কানে আসে ও কি গ্রাম্য নাচের ঢোলে
আমনের খুশি চাষীদের দেশী গান ?

ও কি গান শুনি ?   নাগ্ড়া মাদল ঝাঁঝে
কত কন্যাকে জীয়ায় সোনার কাঠি ?
প্রাণ পায় ভোরে মরেছিল যারা সাঁঝে ?
আমি বসে যাই এই পাঠে সহপাঠী।

ভোরে প্রাণ পায়, পূবের পাহাড় জাগে,
পশ্চিমে টিলা কুমারীর স্মিতরাগে
চোখ মেলে, রাঙা নদী চলে ঝিরিঝিরি !
এনে দিলে বীর নির্ভয় কোন আসান্ ?
ফিরে এল বুঝি সূরজমুখীর প্রাণ ?
আসানসোলের ঊষার হাসিতে ফিরি ॥

৮।১২।৫৫

একটি বকুল

একটি বকুলে ফোটে দুজনার ছবি,
দুইজনে পুঁতেছিল একটি বকুল
আজ তার ফুল ঝরে নিঃসঙ্গের গানে,
পাহাড়ের গোধূলিতে ভাসে তার সুর,
আকাশের পাখোয়াজে নিঃসঙ্গ বিধুর
শূন্য ঘরে ঘরে ওড়ে গন্ধময় সুর,
এ গাছে ও গাছে প্রশ্ন সারাটা বাগানে

বাইশটি শ্রাবণের চোখের তলায়
বকুল বেড়েছে, আজ ছেয়ে গেছে ফুল,
আর কত কাল বলো ব্যথা দিন গোণা ?
বকুলের মালা দিক্ এ ওর গলায়,
মুঠি-মুঠি তুলে নিক ঝরা ঝরা ফুল।

ছিল দুইজন, আর একটি বকুল—
আবার দেখতে চাই আছে তিনজনা॥

৬।২.৫৬

একটি মেঠো কাহিনী

সদ্য সূর্য জাগছে, নদীর কুয়াশা
পাহাড়ের গায়ে লাগছে।
তুমি একাধারে সূর্য এবং পাহাড়।

যদি ভেবে থাকো ঝিঁঝির ঝিঁঝিট নশ্বর,
তাহলে সে ভুল,
বহু বছরের অষ্টপ্রহর কীর্তন।

পথ দিয়ে তুমি চলে গেলে যেন
হাল্‌কা উজানী নৌকা।
নদী হয়ে যায় মাল্লার গান, তন্ময়।

তুমি ভাবো বুঝি তোমার হাসির ঝরনায়
মেলাব চোখের নদীকে ?
অসীম ধৈর্য, ঝরনার মোড় ফেরাব।

তোমাকে দেখলে দীঘি হয়ে যায় নদী,
বৃথাই কেবল বাঁধ তোলা হায়, নদী
শুনেছে অথই সাগর জলের গান।

সঠিক খবর দাও নি শুধুই বাতাসে
মনে হয় আসে আশ্বিন,
হৃদয় হয়েছে ঝক্‌ঝকে তলোয়ার।

অছিলার নেই অভাব,
এই যাই বাঁশ-সাকোর জোড়টা সারাতে,
এই যাই আল্‌ ভাঙতে।

সকাল বেলার ত্বরিত শিশির,
সারাদিন দেখা নেই,
কেনই বা আসা রাত্রির ঘুমঘোরে ?

স্বপ্নের কথা মেনেছি, নিত্য সাঁঝে
খুলে রাখি দ্বার, যদি বা হাওয়ার খুশিতে
ভিতরেই চলে আসো।

তোমাকে জিত্‌ব জীবনের অধিকারে,
হাতে হাত বেঁধে গড়ব আরেক জীবিকা।
দয়িতা আমার, নির্দয় হোয়ো নাকো।

আমি যেন হিম মাঘের মাটিই,
তোমাতে হাজার বউল,
বৈশাখে আম নামবে।

হাটে গেলে আর সাধের অন্ত থাকে না,
এই ভাবি হই গালা-জোড়া চুড়ি
এই শাড়ি এই গামছা।

সাচিপান নই,
আমার কথায় তোমার ঠোঁট কি রাঙবে,
এই ভেবে হই মাঠ পার।

আমার কি ভয়, আমার মুঠিতে
দীর্ঘ আশার বর্শা,
নেকড়েরা বৃথা হন্তে।

তুমি ছাড়া গ্রাম মরা দেশ
তুমি না এলে যে
শহর শুধুই জড় কবন্ধ গঞ্জ।

নাই থাক্ পাতা, তবুও রয়েছে
সজিনার শত বাহু,
আমিই কেবল হারব ?

বাতাস তোমার আঁচল ওড়ায় উতরোল,
নিশ্বাস নিই বাতাসে
শ্বাস প্রশ্বাসে তাল দিয়ে যাই বাতাসে।

কেটে দিই এই আড়াল,
সূর্যে মেলাই চাঁদের লক্ষ তারার
অভিন্ন যোগাযোগ ॥

এ দেশ

তোমাতে পাহাড় আর সমুদ্রের বালুবেলা মেশে,
স্পষ্ট সুগঠিত রূপে কোমল সোনালি বিস্তারের
আদিগন্ত অসীমতা। আমার অন্বেষা এই দেশে
অবিরাম, অন্তহীন আকর্ষণে খুঁজে ফিরি ফের
যা পেয়েছি বহুবার—যেন কেউ নিজে তৃপ্তি পায়
নিজের সত্তাকে পেয়ে চৈতন্যের নিঃসঙ্গ আশ্লেষে !
এ যেন বাতাসে খোঁজা আকাশের সীমান্ত কোথায়,
যেন অগণিত সূর্যতারা ছোটে আকাশের শেষে
মৃত্যুর বিশ্রাম চেয়ে।
এ দেশ আমার চেনা দেশ,
আমারই আপন সত্তা, অফুরন্ত এর গাছে ঘাসে
আমার চোখের মুক্তি, প্রত্যহ টিলায় আনাগোনা,
ঝিরিঝিরি বালুকায় সর্বাঙ্গের নিত্য চেনাশোনা,

স্বচ্ছ ঝরনায় মুখ, পান করি নিশ্বাসে নিশ্বাসে
আকণ্ঠ যে সুধা তাতে দিনরাত্রি মুক্ত, নিরুদ্দেশ
নিঃসঙ্গের মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত শরীরে শরীরে।

আমার পৃথিবী তুমি বিশিষ্টার বিচিত্রা গভীরে॥

১৬।২।৫৫

নব মুচিরাম বিলাপ

শুনেছি নীলকে তিনি করবেন লাল!
পণ্ডিতজীর রুচি বোঝা আমার অসাধ্য,
অবশ্য জানি না কিছু, রাজায় রাজায়
যা চলে চলুক, কিবা বুঝি শুধু খাগড়া!
জেনেছি তবিল কার্য এবং মারণ।
খামকা বিদেশী ডাকা, শহর সাজায়
আমাদের সঙ্গে যত জনসাধারণ!
জনসাধারণ! যবে বিদ্রোহী নাগ্‌ড়া
বাজাবে রাস্তার লোক গরিব, অবাধ্য;
তখনও কি আমাদের দিতে হবে তাল?

আমার বয়স খুব বেশি নয়, ষাট
বা সত্তর। খেটে খেটে মনেও থাকে না
জন্মেছি কখন কবে, মনে হয় আমি
জন্মমৃত্যুহীন, শুধু রয়েছে আপিস
সমস্ত আকাশ জুড়ে, সারাজীবনের
অফিসার মাত্র, মন্ত্রী নই, নই লাট।
গদি থেকে গিরিনদী সমুদ্রে ডাকে না
আমাকে ছুটির টানে। পুত্র পিতা স্বামী

এই সব পরিচয় করে ফিস্‌ফিস্‌
বৃথাই আমার প্রাণে। আজও পেনসনের

কোনও লোভ নেই, খাটি একৃসটেনশনের
পরেও কত না দেখ একাজে ওকাজে—
দেশমাতৃকার পায়ে চাকুরে আরতি!
মিথ্যা লজ্জা ভোলায় নি আমাকে কখনও,
জেনে শুনে কর্মযজ্ঞে করেছি তদ্বির
ছেলে ভাগ্নে ভাইপোর—দু'দশজনের।
নিজের পরের জন্য করেছি যা সাজে,
মুচিরাম আমাকেই জেনো সেটা স্থির।

আর দেখি দেশ ব্যেপে একি বা দুর্মতি!
হরি বলো মন তবে পেন্‌সনটা গোণো।
গোটা ছয় নাতি আজও লাগে নি যে কাজে

কবে পাবে

গাছের উপরডালে ঝিরিঝিরি হাওয়া ;
পাড়ে নয়, স্রোতে শুধু অবিশ্রাম গতির আভাস ;
গাছের উপরে শুধু দুটি শ্যামা ডাকে,
স্রোতের কিনারে শুধু পাথরের বাঁকে চুপচাপ
প্রতিযোগিহীন দুই ঝাঁকে পাতিহাঁসের বিশ্রাম।

অত্যন্ত এ অন্তরঙ্গ পৃথিবীর রূপ, প্রাণের বিন্যাস
এই স্তব্ধ মধ্যাহ্ন-প্রহরে মনে মনে নিয়ে যাই,
কাজ হয়ে ওঠে গান, রৌদ্র, হাওয়া, প্রতীক্ষা, বিশ্রাম
ছিন্নভিন্ন মুখর শহরে।
প্রকৃতির মুখচোরা সচ্ছল বিজ্ঞানে
বিশৃঙ্খল মুহূর্তের কেন্দ্রে স্থির প্রত্যক্ষের ধ্যানে
কবে পাবে, কবন্ধ শহর কিংবা শহুরের গ্রাম নয়, নিকট ও দূর
গ্রামে ও শহরে শহর-গ্রামের স্বচ্ছন্দ আরাম।

টিলার ওপাশ দিয়ে তিতিরের ঝোপের সামনে
নেচে চলে তিনটি ময়ূর ॥

পলাশ

না জানি কী দীর্ঘ সেই ভয়াবহ ইতিহাস ?
যেদিকে তাকাই
অনেক মাইল ব্যেপে পৃথিবীর রাঙা দীর্ঘশ্বাস
বিষাদে আহত করে থরো থরো সৌন্দর্যে আকাশ
যত দূরে চাই।
লাখো লাখো বিষধর শঙ্খচূড় একদা এখানে
লড়েছিল পৃথিবীর সঙ্গে মত্ত মৃত্যুর আহ্বানে,
শস্যশ্যাম বৃক্ষছায়াঘন সেই পৃথিবীর টানে
হৃদয় উদাস।
পাহাড়ে টিলায় চলে ডাঙা বেয়ে বেয়ে মন চলে,
আর দেখি আমাদের বিবিক্ত চূড়ায় ঠায় জ্বলে,
চৈত্রের আকাশে এক পরাক্রান্ত জীয়নকৌশলে
বিজয়ী পলাশ,
স্পষ্ট দেখি লাখোলাখো নাগনাগিনীকে পায়ে দলে
আর ধরে ধরিত্রীর ফুলন্ত ফলন্ত ধারাজলে
মাটির সংহত ইতিহাস ॥

এখনই বিদায় গান

এখনই বিদায়গান ? শ্রাবণের থৈ থৈ প্লাবনের আগে
শুকাবে কি সোঁতা, বন্ধু, জাগাবে কি পাণ্ডু বালুচর ?
আশা-জিজ্ঞাসার স্রোত ডুবে যাবে নীরক্ত বিরাগে,
স্মৃতি শুধু রেখে শুধু প্রতিক্রিয়া নীরব ধূসর ?

এ নৈরাশ সাজে নাকো। মনে প্রাণে ইন্দ্রিয়ে সংগীত,
তোমারই অর্কেস্ট্রা সে যে বিশ্বময় বিরাট আসরে
আশার উৎসবে জ্বালে আনন্দের অস্থির সংবিৎ
যন্ত্রণার মীড়ে-মীড়ে মৃত্যু-লেখা প্রাণের আখরে—

তুমিই কি হার মানো! বিজ্ঞানীর তন্ময় সংরাগে
কর্মীর একান্ত বেগে প্রেমিকের আবিশ্ব আশ্লেষে
তুমিই কি ক্লান্ত মূক কৌটিল্যের মায়াবী নির্দেশে
ঘৃণায় ঘৃণায় দীর্ণ, আত্মভুক্‌ বিচ্ছিন্ন বিরাগে!

এখনই বিদায় গান ? হে বন্ধু ফিরাও মুখ খোলো,
চোখ তোলো, মোহানায় জেগেছে কি মরা বালুচর ?
তবু তো ছুটেছে ঝর্না, উৎসের সত্যকে কেন ভোলো
অমোঘ প্রখর ক্ষিপ্র মুখর ভাস্বর—

পাহাড়ে অমোঘ ক্ষিপ্র পাথরে কাঁকরে খরতোয়াই
মাঠের হরিতে দীপ্র প্রান্তরে সে উদার ভাস্বর—
চোখে তার সূর্য সোনা, স্রোতে স্রোতে ভাসায় খোয়াই
—কানে তার নীলে নীল দূর তবু ভ্রান্তিহীন সমুদ্রের স্বর॥

আজ এসো

কি তাকে বলব ভাবি, জানিয়েছে, আজ সে আসবে।
বলব কি : শিমুলের বর্ণচ্ছটা আজ আর নেই,
অবশ্য গোলমোরে আজও সূর্য ধরে সোনা থোলো থোলো
তাই কি তোমার আজ আসার সময় শেষে হল ?

সে যবে প্রথমে মুখে, তারপরে দুচোখে হাসবে,
বলব কি : এলে আজ, আমার যে ঘর-বার নেই,
চৈত্র গেছে, বৈশাখের দীর্ঘশ্বাসে আমার আয়ুতে
কত পাক খুলে গেছে, তুমি কি দেখতে এলে তাই,

তোমার ও কৌতূহলে আছে কিছু আগামী আকাশ ?
ভাবো কি অনেক কাল মুছে যায় এ জলবায়ুতে,
একটি বিকালে মুছে জীবনের সুদীর্ঘ প্রবাস ?
এ জীবনে যুগান্তর জানো তুমি আমারই আশ্লেষে ?
মনে মনে নিত্য আসো, আজ এসো প্রত্যক্ষ স্বদেশে ॥

বোহিনিয়া

কোথায় গিয়েছে সেই দিন। তার স্মৃতি
আজ শুধু একাকিত্বে জাগে।
অন্য যে, সে জীবনের যুদ্ধে বীর কৃতী,
কৃতিত্ব কোথায় বলো স্মৃতির সংরাগে?

সময়ের দুই পিঠে দিয়ে জোড়াতালি
একজনা আজও দেখে নিবিড় আকাশ,
সেই ঘর, জানালার পাশে বোহিনিয়া,
যে গাছে দুজন লোক এক অবকাশ
জোড়ে জোড়ে গেঁথেছিল।
আজ একজনা
সে গাছে খোঁজে না ফুল, ডেলিয়া জিনিয়া
সিঁড়ির দুধারে টবে রাখে তার মালী।

অন্য ঘরে সেই ফুল রাখে একজনা,
বেয়ারাই আনে খাসকামরায় ডালি।

আমার ঘরের পাশে ঝরে বোহিনিয়া॥

রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখা অভিভূত করেছিল ?

এ প্রশ্নের কি উত্তর ? এ যেন বা জিজ্ঞাসা সূর্যের
কোন্ ক্ষণ ভালো লাগে সারাদিনে প্রহরে প্রহরে,
কিংবা কবে কোন্ দিন ঋতুতে ঋতুতে বৎসরে
সূর্যের কি গান ভালো লেগেছিল প্রকাশ্য-উহ্যের
মধ্যাহ্নে ঊষার স্বচ্ছ বৈকালীতে সন্ধ্যায় করুণ ?
আশৈশব যে আলোয় রৌদ্রখর আভায় পাণ্ডুর
নিশ্বাস টেনেছি নিত্য অভ্যাসে সহজ, ব্যথাতুর,
কখনও বা হর্ষময়, সাতকোটি সবাই অরুণ
এক সূর্যরথের সারথি, সপ্তাশ্বের পদধ্বনি
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে, চৈতন্যের কোষে কোষে ;
আমরা কেমন ক'রে দূর থেকে ভিন্ন ভিন্ন গণি
কোন্ রবিরশ্মি কোন্ বাঁশি কোন্ তূর্যের নির্ঘোষে
কবে বা কখন কিসে ক'রে দিলে রৌদ্রে রৌদ্রে ধনী !
আমাদের সূর্য-দেখা সূর্যালোকে প্রত্যুষে প্রদোষে ॥

দশমিক

কর্মে আর ব্যক্তির প্রত্যহে,
সাধ-সিদ্ধি এপারে ওইপারে
বিচ্ছেদের দুস্তর বন্যায়
কান্না ফুলে ওঠে অহরহ,
হৃদয়ে জীবনে সংসারে
মিল চায় শুদ্ধ যন্ত্রণায়,
অন্তহীন দশমিক বাধা
অন্তরের বৃত্তে বাদ হানে।

ধ্যান কেন কখনওই কায়া
প্রত্যক্ষে পাবে না মনোমতো ?
আপতিক কেন এ অন্যায়,
কেন কাব্যে নেই সুরসাধা,
রং নেই খোদাই পাষাণে,
ছবি কেন নয় স্পর্শাগত ?
জীবনে মননে মাঝে বাঁধা
সর্বদাই অধরার ছায়া।

মন তাই অসাধ্যের গানে
অনন্যে বা কোনও অনন্যায়
কালোত্তর মুহূর্তের মায়া
খোঁজে নিত্য কালিন্দী বিষাদে ;
মহামান্যে অথবা কন্যায়
মানুষের মহাহৃদয়ের
মেটে না মেটে না অশনায়া,
তৃষ্ণা শুধু তিক্ত পারাবারে।

কেউ তাই মাথা নত করি
ক্ষণিকার শ্লিষ্ট শোচনায়,
কেউবা মাথুরে মাথা খুঁড়ি,
কেউ মাতি সক্রিয় সংবাদে
নিত্যপরাজিত বিজয়ের
অক্ষত সত্তার রচনায়,
যেখানে দ্বৈত সদা হারে
অদ্বৈত ভগ্নাংশে কোল নেয়॥

৭।৭।৫৫

শিশুর নিশ্চিতি চাই

শিশুর কর্মিষ্ঠ খেলা, মুক্তি তার খে'লে,
সে খে'লে আপনমনে নিবিষ্ট মননে
খেলাঘরে, গড়ে ভাঙে, বলে প্রাজ্ঞ স্বরে :
খুকুমণি ভয় নেই, তবে রে রাক্ষস
অমনি হাসিস্ দেখি, আরে হল একি,
ভয় নেই খোকাবাবু, একঘায়ে কাবু
এই দেখ জুজুমানা। কল্পনার নানা
রূপে নানান্ খেয়ালে খেলে যায়, সে কি
বয়স জানান্ দেয়? শিশু ভরপূর
নিশ্চিত শক্তিতে তার। সুস্থ আত্মবশ
আমরাও জানাব না কেন : খোকাবাবু,
খুকুমণি, ভয় নেই, যত জুজুমানা
জয় ক'রে দেব ফেলে সব অবহেলে
রাক্ষস খোক্কস যত হেসে অকাতরে
তুড়ি দিয়ে ছুঁড়ে দেব, এই দেখ চূর্।

শিশুর নিশ্চিতি চাই বয়স্ক মননে॥

তুমিই সমুদ্র

তুমিই সমুদ্র জানি, আমি অন্তরীপ
খুঁজি না তোমার শেষ কোথা, কোথা তল,
তোমার রহস্য তাই করি না জরিপ,
আমার জীবনে শুধু তরঙ্গ উচ্ছল
সমুদ্রের নীল তুমি, আমার সম্বল
রৌদ্রের তরল হীরা, রাত্রে শত দীপ
উপল হৃদয়ে জ্বালি তোমার উজ্জ্বল
ঊর্মিল মুহূর্তে তুলি ডিঙি, শাল্‌তি, ছিপ্‌।

তুমিই সমুদ্র জানি, আমি অন্তরীপ,
তোমাতে আমার সীমা, অনন্ত চঞ্চল
কোথাও ভাঁটার খাড়ি, জোয়ারে প্রবল
কোথাও বা চতুর্দিকে তুমি নীলজল ;
ক্ষণিক রহস্যভরে করে দাও দ্বীপ,
চেয়ে থাকি মৌন পীত সৈকত উদ্‌গ্রীব ॥

২৩।৩.৫৫

জ্যৈষ্ঠ স্বপ্ন

হবুচন্দ্র রাজাকে তো সবাই জানেন,
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তিনি খ্যাতনামা,
নহুষের জ্ঞাতি তিনি ত্রিশঙ্কুর মামা,
রূমের নীরো ও তাঁকে গুরুজী মানেন।
সেই মরুভূতে মহামন্ত্রী গবুচন্দ্র
খেয়ে দেয়ে ঘুম দিয়ে ব্যস্ত অতিশয়
আত্মপর ভুলে যান, জমান বিষয়।
সে রাজ্যেও শোনা গেল আষাঢ়ের মন্দ্র।
মহা চ'টে গবু দেন মন্ত্রিত্বে ইস্তফা,
মুখ্যমন্ত্রী মূর্খমন্ত্রী উপ-কূপো আর
অপমন্ত্রী বহু হল, বিপদ অপার,
বৃষ্টি হলে নষ্ট হবে সমস্ত মুনফা ;
সবে করে হাঁক ডাক : চাই অনাবৃষ্টি ;
না হলে দেশের ভাগ্যে রবে না যে রিষ্টি !

শিল্পের আবেগে

মনে হল প্রেরণার প্রদীপ্ত আবেগে
অমাবস্যা মধ্যরাতে একা জেগে জেগে
এবারে ভেঙেছি বুঝি মানুষের অসম্পূর্ণ সীমা,
আজ বুঝি পরিপূর্ণ গড়ে দেব তোমার প্রতিমা
এঁকে নেব পরম ভঙ্গিমা—
প্রত্নের প্রতীক মাত্র ভেঙে গেল সূর্যোদয়ে লেগে !

এ জীবনে তৃপ্তি শুধু তোমাতেই দীপ্তি শুধু তোমাতেই
অশান্তি ও সান্ত্বনা তোমার,

একমাত্র যে লাঞ্ছনা সওয়া যায় যে নিস্তব্ধে দুঃখভার বওয়া যায়
অন্ধকারে সে তোমারই শুকতারা উপহার।

অসহ্য তাপের শীর্ষে বৃষ্টি দাও যে নটভৈরবে
তারই অন্তে দাও ইন্দ্রধনু,
ভাবি স্বর্গমর্ত্য বাঁধো এইবার মানববৈভবে,
রৌদ্রে সেই মুহূর্ত অতনু।

বাহুতে মেলেনা তাকে, চোখের মণিতে
থেকে থেকে পড়ে শুধু ছায়া,
ভাবি তাকে বাঁধি কোন্ শিল্পের গণিতে
অধরাকে দিই নিজ কায়া!

এ আলাপ ঢোলকে পেটে না,
কথা তার অনির্বচনীয়,
এই কথা বলি গানে গানে।
মূর্তি তার কোনই স্থানীয়
রঙে বেঁধে সাধ তো মেটেনা,
রূপের উদ্বৃত্ত কাঁদে প্রাণে।

সকল জনম ভরে কাঁদো কি? কাঁদাও মোরে
হায় ওরে দরদিয়া!
একি ঘোর আনন্দ আমার জীবন মৃত্যুতে একাকার—
কে যে কার দরদিয়া!

মনে হল কোজাগরী শশী পাশে আজ আমার প্রেয়সী,
কানাড়ার মূর্ছনার সুখে মুখ খুঁজি প্রেয়সীর মুখে,
রামকেলির বিলম্বিত লয়ে বাহু বাঁধি রাহুর আশ্রয়ে—
মুহূর্তেই আকাশে প্রেয়সী চিরন্তন প্রস্তরিত শশী॥

এক ও অন্য

একের আনন্দ আজ অন্যের আকাশ
যে আকাশ রাঙা আজ স্মৃতির সম্পর্কে
যে আনন্দে ইন্দ্রধনু পেয়েছে বিস্তার।

দিনান্ত ঘনায়, আর তার প্রতিভাস
সিঁথির সিঁদুর, সোনা আর অলক্তকে
দিগন্ত সংহত করে। তন্ময় চিন্তার

এই তো নিয়ম, সত্য জ'মে ওঠে ধীরে
অনেক বৃষ্টিতে রৌদ্রে অনেক হাওয়ায়
অনেক দুঃখে ও সুখে স্তব্ধ উচ্চারণে।

তাই একে দেখে মুগ্ধ আগামী তিমিরে,
তমসার জ্যোতি অন্য চোখের চাওয়ায়,
এর সত্তা কাঁপে ওর চলার ধরনে।

তাই একে ভ'রে দেয় অন্যের আকাশ
অদ্বৈত আর স্থির দৈনিক মরণে॥

১০।৮।৫৭

সনেট

যন্ত্রণার নাট্যে মাতে, গান করে পূরবী বিষাদ,
বাহিরে ভিতরে দেখে হতাশ্বাসে সব একাকার,
মনে ভাবে সারাদেশে স্তব্ধ ক্রৌঞ্চ, বিজেতা নিষাদ ;
অথচ হৃদয় নিত্য মৃত্যুহীন, নিরাশ প্রাকার
পার হয় প্রতিদিন, পরিখার কোনও হাহাকার
বাঁধতে পারেনা তাকে, সেতুবন্ধ সে অপরাজেয়,
তার স্বপ্নে বাস্তবের নিরাকার সর্বদা সাকার,
ফল্গুস্রোত ক'রে তোলে সমুদ্রের সঙ্গীতে গাঙ্গেয় ;
তাই বর্তমানে তার শেষ নেই, হতাশায় হেয়
এ বাস্তব কোনও মতে মন তার করে না বরণ,
কারণ মানুষ শুধু উত্তরণে পায় তার শ্রেয়,
কারণ বাঁচাই মানে সুখে দুঃখে নিত্য উত্তরণ ;
স্বাভাবিক মুক্তি জেতা দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে ;
সম্প্রতির গ্লানি অতিক্রান্ত তত্ত্ব সেই কালোত্তরে ॥

মালার্মে : প্রগতি

মালার্মে ! তোমারই মতো আমাদেরও নিষ্ঠুর বর্বর
পরবশ ধূর্ত স্মার্ট্ বিলাসের বিচ্ছিন্ন বিবাট
জীর্ণ শীর্ণ ভূখণ্ডের অতিভোজী অতিভাষী আর্ট
অবসন্ন করে অপশিল্পকর্মে অকর্মে জর্জর ;
তাই পরিব্রজে খোঁজা অপভ্রংশে, দেশজ ভাষায়,
আঞ্চলিক মুখে মুখে স্থানীয়ের বিশিষ্ট বাচনে,
কথ্যছন্দে, সুরময় প্রাত্যহিক প্রাকৃত ভাষণে
শিল্পের বিশুদ্ধ অর্থ অপ্রাকৃত মধুর-কষায় ;

তাই খোঁজা চৈনিকের স্বচ্ছচিত্ত পেলব পদ্ধতি
একান্ত আনন্দ যার প্রান্তিকের রেখার আভাসে
শুভ্র তনু পুষ্পপাত্রে স্মৃতিবহ গন্ধের আরতি
ভাস্বর ভঙ্গিতে নিত্য ; খুঁজি প্রতিবেশীর আশ্বাসে,
পাস্টেরনাকের দেশে, উধ্বর্শ্বাস কালের বাতাসে
নব প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় মনীষার প্রতীক : প্রগতি ॥

সনেট

নিঃসঙ্গতা ভাসে নির্নিমেষে,
নীল ঘুমে তার স্বয়ম্বর,
সমুদ্রের নিস্তব্ধ প্রহর
নিস্তরঙ্গ, নাকি এ আবেশে
অন্তরঙ্গে নিঃসঙ্গতা মেশে ?

মনে শুধু ঘনিষ্ঠ আখর,
জপ ক'রে যায় মৌনস্বর
শূন্যের শীতল বুক ঘেঁষে,
সাধনা কি দ্বৈতের উদ্দেশে ?

অন্ধকারে ডুবেছে কন্দর,
অগোচর সজল শিখর।
রুদ্ধশ্বাস কে টানে আশ্লেষে
স্বেদঘন শিলার নিষ্পেষে ?

মৃত্যু খোঁজে প্রেমে রূপান্তর ॥

পরবাসী

দুইদিকে বন, মাঝে ঝিকিমিথিকপ রীবাপস
এঁকে বেঁকে চলে প্রকৃতির তালে তালে।
রাতের আলোয় থেকে থেকে জ্বলে চোখ,
নেচে লাফ দেয় কচি কচি খরগোশ।

নিটোল টিলার পলাশের ঝোপে দেখেছি
হঠাৎ পুলকে বনময়ূরেব কত্থক,
তাঁবুর ছায়ায় নদীর সোনালি সেতারে
মিলিয়েছি তার সুষমা।

চুপি চুপি আসে নদীর কিনারে, জল খায়!
শুনেছি সিন্ধুমুনির হরিণ আহ্বান।
চিতা চলে গেল লুব্ধ হিংস্র ছন্দে
বন্য প্রাণের কথাকলি বেগ জাগিয়ে।

কোথায় সে বন, বসতিও কই বসেনি,
শুধু প্রান্তর, শুকনো হাওয়ার হাহাকার।
জঙ্গল সাফ্, গ্রাম মরে গেছে, শহরের
পত্তন নেই, ময়ূর মরেছে পণ্যে।

কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায়?
কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ?
সারা দেশময় তাঁবু ব'য়ে কত ঘুরব?
পরবাসী ক'বে নিজ বাসভূমি গড়বে?

পাতা ঝরে গান করে মনে আর বনে

বালিতে পাথরে লেগে হাজার বাঁকের
অনিবার্য জলস্রোত,
ঐ পাড়ে বকের ঝাঁকের প্রতিনিধি শুধু
একটি দম্পতি, রবীন্দ্রনাথের সেই
উপনিষদের প্রিয় পাখির মতন, তবে একাধারে খায় আর দেখে

ডাইনে গ্রামের মাঠ, আম আর মহুয়া বাগান,
আর ঐ টিলার নিটোল লালছাদ গোলাবাড়ি।
বাঁয়ে বন, উঁচু নিচু টিলায় পাহাড়ে এঁকে বেঁকে
পাহাড়ে পাহাড়ে আর প্রান্তরে টিলায়
ঘন বন, তিতিরের খরগোশের হরিণের বন,
হয়তো বা হঠাৎ কোথাও শোনা যায়
দুরন্ত চিতার কিছু ক্ষিপ্র দাবিদাওয়া।

আর চলে পৌষমাঘের হিমহাওয়া, গাছে গাছে বীজকল্প্র
অবিরাম উত্তরের হাওয়া।

ঘন বন গান করে হাতছানির হাজার মুদ্রায়,
গান করে হাজার হাজার চেনা আর বুনো গাছে।
পাতা ঝরে, সবুজ হল্‌দে লাল পাতা ঝরে,
পাতা ওড়ে এদিকে ওদিকে
খরগোশের মতো ছোটে, তিতিরের মতো ঘোরে কাছে কাছে·
নয়নাভিরাম আমার এ চেনা বনে,
আমার চেনা এ মনে পাতা ঝরে, পাতা ওড়ে, গান করে
উত্তরের হাওয়া মনে, আঁকশিতে অঙ্কুরে মনে, আর বনে ॥

১২।৪।৭৬

সনেট

যেই দূরে যাও, ওঠে বিচ্ছেদের অতল অপার
বঙ্গোপসাগরে ঢেউ, যেন নিত্য মাঘী পূর্ণিমার ;
আমার মুহূর্ত ঘণ্টা দিন কিংবা রাতে বারবার
অতলান্ত উপমায় তোলে মৌন নীল হাহাকার ;
কিংবা যদি আসে কিছু অন্যমনা বিপ্রলব্ধ বাধা
কিংবা কোনও মনান্তরে অমাবস্যা কালিন্দীতে আধা
বিশ্বব্যাপী হতাশার ত্রিকালজ্ঞ মরা অন্ধকার,
তখনই প্রশান্ত বিশ্ব বালিতে উপলে পাড়-বাঁধা
ডুবে যায়, ভেঙে যায়, ডেকে আনে অন্তিম জোয়ার !

তারপরে সূর্যোদয়, পূর্বদেশে পাণ্ডুর রক্তিমা,
তারপরে শিথিল সকালে শুভ্র তোমার মহিমা,
তারপরে শান্ত স্থির আরোগ্যে বিস্তীর্ণ তটসীমা :
বিচ্ছেদে অভ্যস্ত আমি, বাংলায় কোথা মালাবার ?
প্রশ্ন শুধু কেন বারবার এই মূঢ় হিরোশিমা ?

দেশে কালে

গড়েছি ঘর, তাইতো এই আকাশ,
চিরন্তনে পলক ফেলে মন।
ঘৃণা প্রবল, তাইতো ভালোবেসে
তোমাতে পাই মুক্তি প্রতিদিন।

একাকিত্ব করে অট্টহাস,
তাইতো দেশ, দেশের সাধারণ ;
দুনিয়াবাসী মানুষ মনে এসে
মুক্তি দেয়, ব্যক্তি পায় দিন।

মতান্তরে কোথা মনান্তর ?
পৃথিবী দেয় ধৈর্য প্রাকৃতিক,
বিরাট কাল, পেয়েছি বিস্তার,
দেশে ও কালে মুক্তি প্রতিদিন।

মায়ের কাছে দিনে অবান্তর
শিশু দুটির দুরন্ত প্রতীক ;
তিনি জানেন নেইকো নিস্তার ;
রাতের কোলে মিলবে প্রতিদিন।

যতই চলি, বালি নদীর মতো
স্বচ্ছ জল অজেয়, অবিরত !
গর্ব তাই অমর স্নায়ুশিরায়
আমাদের এ আত্ম গম্ভীরায়
বিপরীতের বাহুতে ভয়হীন
আমরা গড়ি মুক্তি প্রতিদিন॥

নিসর্গসুন্দরী

হঠাৎ ভেঙেছে মাটি ; লুব্ধ বিপর্যয়ে
যেমন সংসার ভাঙে শুনেছি ধনীর ;
হঠাৎ সবুজে লাগে, ধানের কুল্‌থির
অড়রের কাঁঠালের শালের সবুজে
গেরির হাজার লাল, কঠিন রেখায়,
যেমন শুনেছি লাগে কোনও কোনও দেশে
কবিদের আধুনিক হৃদয়ে গেরুয়া।

তবে বুঝি এই কবিশিল্পীর কলোনি
বসতি ছাড়িয়ে ভাঙা তেপান্তর জুড়ে
প্রত্যেক বর্ষায় নতুন ফাটল ধরে,
নতুন ভাঙনে গেরি হৃদয়ের মাটি
ভেসে যায়, ময়ূরাক্ষী-জয়ন্তী-অজয়
কিংবা কোনও লাল নদী বেয়ে বেয়ে পড়ে
গঙ্গায় এবং শেষে সমুদ্রের নীলে ॥

শুনেছি এ হৃদয়ের লাল অপচয়
বন্ধ করা যায়, বেঁধে, শিকড়ে শিকড়ে,
গাছে গাছে, যাতে লাল-সবুজের ভিড়ে
প্রতিটি সত্তায় গড়ে সংহত আভাস,
বাড়িঘরে, টিলায়, দীঘিতে, ঘাসে ঘাসে
পাহাড়ে, বাগানে, ক্ষেতে, উদার আকাশে
সঙ্গী আর নিঃসঙ্গের অক্ষয় বিন্যাসে।

ধসে-যাওয়া ঢল্ দেখি দিগন্তে তন্ময়
সকালে সন্ধ্যায়, ভাবি চেনা উপমায়,
ভালো লাগে পৃথিবীকে, মাটি ও পাথর—
ডুবুরি পাতালে কোথা মনের আকাশ ?

১৬।৯।৫৬

একটি কাফি

"বন, গাছপালা, পাথর-টিলা আমায় সেই আনন্দ দেয়, যার জন্য আমার মন কাতর। গ্রামদেশে প্রতিটি গাছ সবাক. যেন আমায় বলে, পূর্ণ! নিরঞ্জন!" বেঠোফেন

আমারও মন চৈত্রে পলাতক,
পলাশে আর আমের ডালে ডালে
সবুজ মাঠে মাঝবয়সী লালে
দণ্ড দুই মুক্তি-সুখে জিরায় :
মাটির কাছে সব মানুষ খাতক।

বিভোল মনে অবাক চেয়ে থাকে
সারা দুপুর হেলাফেলার হীরায়,
উদাস মন হাওয়ার পাকে পাকে
ঘুঘুর ডাকে গ্রামের ফাঁকা ক্ষেতে
মিলিয়ে দেয় তুস্থতার পাতক,

বিকাল তাই সন্ধ্যা-রঙে মেতে
শেষ, যে শেষ সারাদিনের পরে
একটি গানে গহন স্বাক্ষরে।

জানো কি সেই গানের আমি চাতক?

১৯।৬।৫৩

আশাবরী

আজকে আমার মন একরোখা আকাশে পথিক,

হাওয়া আর জল দেখি, শূন্যে শূন্যে জল আর হাওয়া
এ ওকে করেছে ধাওয়া অবিশ্রাম, দিগ্বিদিক ভু'লে,
উল্লাসে চেঁচায়, তোলে থেকে থেকে কে কার সঙ্গৎ।

সারাদিন গেছে এই, অন্ধকারে সেই নিশিপাওয়া
রেষারেষি চলে নাচঘরে, নাকি গানের আসরে!
এ জেতে তেলানা যদি অন্যে মাতে তেহায়ের ঘোরে।

আজকে শ্যামলী গৌণ কাল তার হবে বিলম্বৎ
কালকে মাটির পালা, সদ্যস্নাত শুচি জলস্থল
গৃহস্থ বধূর মতো, সম্বৃত যে করে চাওয়া-পাওয়া
আপন সত্তায় পূর্ণ শ্যামকান্তি শান্ত মুখ তু'লে ;

সবুজ প্রশান্ত স্থির একটি সে আলাপে পাখিরা
মুগ্ধ হবে, পল্লবে ও ঘাসে ঘাসে ঢুলবে যে হীরা
সে হীরা তোমায় দেব কালকে হে পৃথিবী, কোমল
মৃদঙ্গ বাহুতে বাঁধা আশাবরী গেয়ে যাবে অজয়ের ঢল্॥

স্বরের আড়ালে শ্রুতি

আমার বাহুতে ভর্ দিয়েও যে পাহাড়ে
যেতে পেয়েছিলে ভয়,
আজ শুনি সেই পাহাড়ের ঘনশিখরে
একলা বেঁধেছ বাসা !

মনে আছে সেই উপরশিলার ঝরনার গলা রূপা,
নিচ্ বাঁকে বালি স্রোতস্বিনীর সোনা ?
আজ নাকি তুমি একলা চূড়ায় সোনারূপা ফেলে দিয়ে
গেঁথেছ শূন্যে একটি তপ্ত হীরা ?

কালো কষ্টিতে আলোর শাণিত নগ্নতায়
অচেনা বনের ছায়ায় মুখর দিনগুলি
কোন বিরাগের নৈঃসঙ্গ্যের অন্ধকারে
মেলাও, সে কোন্ তারায় পেয়েছ প্রহরী ?

তাহলে রইব স্বরের আড়ালে শ্রুতি,
সাতটি রঙের তলায় শাদা—না কালো ?
অনুপস্থিতি দিয়ে ঢেকে রেখে দেব
সেদিনের চেনা হরিণীর চোখ দুটি ?

বেশ তাই হোক, তুমি থাকো একা সূর্যে,
আমি অদৃশ্য বাষ্পের নীলাকাশ।
তোমার হাওয়ায় চিতার দীপ্ত গর্ব,
আমি বই বাকি পশুপাখিদের কান্না ॥

১৩।১।৫৬

সময়ের ঘরে

সাবধান তুমি সাবধান
তুমি ওদের কথাতে কখনও দিও না কান।
ভেবো, তুমি মাতা, চোখে চোখে হাতে হাতে
তুমিই বাছার প্রাণ।
জীবনের মেয়ে জীবনের তুমি মাতা
ধরিত্রী তুমি ধাত্রী, তোমারই ভার
জীবনের এই সঙ্কট থেকে ত্রাণ।

কখনও ওদিকে খুলে রেখো নাকো দ্বার,
তোমার ঘরেই রয়েছে বাছার প্রাণ,
তোমাতেই আদিঅন্ত সাবাৎসার।
ও মাঠে যেও না লোভের বিলাসী হাঁকে,
ভুলো না তোমার সেবিকার সম্মান।
বেঁধে নেবে জেনো অভ্যাসে শত পাকে
ঘুমভাঙানির ঘুমপাড়ানির গান।

ও হাটে যে আছে সে সবার ভালো চেনা,
সারা ছুনিয়ার ঘরে ঘরে ওর দেনা।
সময়ের ঘরে মিথ্যা লোভের ডাকে
কি করবে বেচা-কেনা ?
সময়ের থলি ফুটো ওর হাত সকলের কাছে পাতা,
রোগীর পথ্য ও কোথায় পাবে বেনামদারির ফাঁকে ?
মান্থষের ঘরে কিছু নেই ওর দান ॥

অথচ তোমায় জানি

আমি তো ক্ষমাই চাই,
ক্ষমা নিজের গর্বের কাছে এবং তোমারও।

আরো অনেকের কাছে আমি চাই ক্ষমা,
তৃতীয়ার পঞ্চমীর দ্বাদশীর পূর্ণিমার কাছে
সারা শুক্লপক্ষ ধরে থেকে থেকে ছড়াই যে গ্লানি
অমাবস্যা এনে মাঝে মাঝে ছোটোর সমাজে ছোটো।
ছোটো হার মেনে,

পাছে ছড়াই অনেকদিন আরো
আমার গর্বের কোজাগরে পাছে বারবার
রাহুর কলঙ্ক মাখি
ভয়ে বা দ্বিধায়, প্রত্যহের অমনোযোগে,
জীবিকার দায়ে কোনও কিছু সুবিধায়
কোনও কোণে প্রতিপত্তি খুঁজে,
অথবা শিথিল স্বপ্নে স্থূল সম্ভোগের লুব্ধতায়
শিল্পের শিখরে
ঈর্ষায় বিদ্বেষে অজ্ঞতায় নির্বোধের মেদের ঠেলায়
পাছে কেউ কোনও ক্ষতি করে।

বারবার হয়েছে বিচ্যুতি।
অহঙ্কার মৌল মানবিক স্বয়ম্ভূ যা কবির্মনীষী যা
থেকে থেকে হার মেনেছে এখানে ওইখানে
অযোগ্যের কাছে, গৌণ যারা যারা অবান্তর
যারা ভাসে কাঠ খড় কুটা
প্রাচীন নালায় বাজারের আনাচে কানাচে

অথচ তোমায় জানি মনসিজা তুমি প্রিয়তমা,
আজীবন উষার আভায় দেখি
চোখ মেল আমার প্রত্যহে,
সন্ধ্যার ছটায় দেখি ধ্যানমৌন তুমি শুচিস্মিতা
আমার হৃদয়ে স্তব্ধ স্নায়ুর শিখরে
যেখানে আরক্ত শুধু একটি তারকা

ইতিহাসে দীর্ঘ নীলাকাশে
আপন অপরাজেয় গর্বে জ্বলে
উমার হৃদয়ে জ্বলে ত্রিনেত্র যেমন,
সৃষ্টিতে নির্মাণে বাস্তবতন্ময় মানুষের শিল্পের প্রত্যহে
মহা এক তৃপ্তি-অতৃপ্তিতে, সংহতির স্বচ্ছ আততিতে
যেখানে তোমার মূর্তি আমার মনন
একাকার একালের প্রজ্ঞাপারমিতা ॥

রাজধানী

এখানে মৃত্যুর রাজ্য, রাজপুত সাম্রাজ্যবাদের
চারণ স্বপ্নের মৃত্যু রেখে গেছে উত্তরাধিকার,
সেই স্বপ্নে অতীতের অশ্রু ঝরে এখনও যাদের
তারা খুশি প্রত্নে পেয়ে নিজেদের মনের বিকার।

এখানে ঘোরীরা খুঁজেছিল লুব্ধ শক্তির শিকার
কত তুগ্‌লক মদমত্ত দাস খিলিজি লোদীরা
কত কিছু গড়ে গড়ে ঢেকেছিল মৃত্যুর চিৎকার—
মৃত্যুঞ্জয় সাধে সব খেয়েছিল মৃত্যুর মদিরা।

তারা আজ কেউ নেই, আছে কিছু পাঠান পাথর,
বলিষ্ঠ সংহত রূপে। মরে গেছে মোগল বিলাস,

পড়ে আছে মরিয়ার ক্ষমতার শৌখীন স্বাক্ষর,
ম'রে তারা বেঁচে গেছে রেখে শুধু কীর্তির পিয়াস।

বিলেতী ঢাউস্ মৃত্যু রেখে গেছে কবন্ধ বণিক,
দিল্লী আজও সে নির্বোধ শ্মশানের খুঁজে মরে দিক॥

এবারের বর্ষা

শুধু জল আর হাওয়া, ঝোড়ো হাওয়া বৃষ্টি সারা রাত,
বাড়ির দক্ষিণে বুড়ো বট মাতে ক্ষ্যাপা সাইক্লোনে,
গ্রহ উপগ্রহ সূর্য তারা করে সমুদ্র প্রপাত
আবিশ্ব সাইক্লোট্রনে ক্রন্দসীকে ভেঙেছে প্লাবনে।

সারা রাত জল আর হাওয়া, ক্ষ্যাপা ভয়ঙ্কর শোক,
আকাশের শোক বুঝি, মাথা কোটে অনন্ত আকাশ,
বাংলার আকাশ বুঝি শোকে মরে, কেন মরে লোক,
মরেছে, প্রত্যহ মরে, কোটি কোটি, মরবে আকাশ ?

বলুক ওরা যা বলে : সমস্যাই হল আজ বটে ;
এ যেন পূর্ণিমা চাঁদ হাতে, তবু অমাবস্যা রটে !
মাঙ্গলিক মুক্ত দেশ, তবু ভাঙে উদ্বাস্তু আকাশ !
পৌষমাস কজনার, তাই এই ব্যাপ্ত সর্বনাশ ?

দুয়ারে হুড়কো কাঁদে, জান্‌লার ছিটকিনি পালায়,
কোথায় শার্শির পাল্লা ইতস্তত ছোটে আর্তনাদে,
দুর্মূল্য দুর্দিনে যেন বাড়িঘর ভেঙে ভেসে যায়
শান্ বাঁধা হাওড়ায় শেয়ালদায় কলোনিআবাদে।

শুধু হাওয়া আর জল, অন্ধকার ঘরে একা জাগি,
শক্তির জুয়ার পাপে সকলেই কর্মবেশি ভাগী ;
প্রকৃতির প্রতিবাদে আকাশের প্রতীকী নির্ঝরে
শুনি ঐ ঝুরি বট স্বপ্নভঙ্গে উপ্‌ড়িয়ে মরে ॥

দুঃসময়

যে ছিল গলিতে সঙ্গে সেই দেখি ফের
চৌমাথার মোড়ে, চলি
বাঁয়ের গলিতে, আঁকাবাঁকা আলোয় ধোঁয়ায়
যত বাঁক ফিরি দেখি সেই শৃগালের
উদ্‌গ্রীব একাগ্র লোভ গোঁফের রোঁয়ায়।

শেষ করি সে গলি হঠাৎ
ডাইনে রাস্তায় ঢুকি, চলি চওড়া আরামে,
খাল থেকে যেন বা গঙ্গায়,
যদিই সাক্ষাৎ দেখা হয় এস্‌পার ওস্‌পার
এইবার হবে ভাবি।

হয় না তা। আলোর তলায় কালো থামে
সে তখন থম্‌কায় হয়তো বা দেশলাই ধরায়,
যেন শার্টে বোতাম পরায়,
চমকায় আমার ছায়ায়।
জানি না কিসের দাবি তার আমার উপরে।

দেখি চলেছে আবার।
পশ্চিমে ফটক দিয়ে সোজা ঢুকে পড়ি,

সিনেমাবাড়িতে দেখি অনেক পোস্টার,
তারপরে ডাইনের চা-খানার মাঝ দিয়ে
চলে যাই পাশের রাস্তায়।

নাচার!
নাস্তায় সে বসেই না, আমারই মতন
তার ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই।

যেই ধরি পূবের বাঁধানো পথ, সেও চলে
ছায়া যেন, কার ছায়া?
রবারের জুতা পায়ে
ফাঁকা হাওয়া দূর থেকে গায়ে ঠেলে ঠেলে।
দূরে যেন ওড়ে দলে দলে
গোখ্‌রো বা কেউটে—বা, হতে পারে হেলে।

কান মেলে চোখ খুলে
ক্লান্তির কিনারে এসে আল্‌গা দরজা ঠেলে
শেষে এই তোমার চোখের মুহূর্তের মাঝে
তোমার আঙুলে বাঁধি হাত।

সকালের ফুলের অন্ধকার হ'য়ে আসে স্বচ্ছন্দ তন্ময়!
চলুক ঘড়ির কাঁটা, পথে শানে যারা ঠায় করে পায়চারি,
ক্যালেণ্ডারে যারা কথা কয়,

জীবন তাদের যাবে ভুলে
সমস্ত গলির শেষে সমুদ্রের বিস্তৃত সৈকতে
কালের চিন্ময় নীলে ভেসে যাবে ধূর্ত দুঃসময়॥

ঘুমাবে সেদিন

চোখে জ্বলে ভিড়ের আরতি,
আশা তার সার্বিক সুখের
সচ্ছলতা, সব মানুষের ;
যাতে বাঁচে সবাই স্বাধীন,
দুঃখে সুখে শুধু আত্মবশ,
ভাষা নয় দাসের মুখের,
পরবশ বুকের তুষের
নিরুপায় আগুনে নিকষ—

তাই রাজনীতিতেই গতি।
মুক্তি চায় ব্যক্তিত্বে সবার,
উর্ধ্বশ্বাস তাই তার দিন,
স্বপ্নহীন তাই তার রাত,
অতৃপ্তিতে উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়
খোঁজে শুধু সমগ্রের জয়,
মুষ্টিবদ্ধ শপথের হাত
সে রাখে না স্নিগ্ধমৃদু গালে
কিংবা কোনও বুকের আশ্রয়ে।
সন্ন্যাসী সে অথচ সাধনা
ইহলোকে মর্ত্য আরাধনা,
স্তব তার জনতার তালে।

নির্মাতা সে, শিল্পী সে, ভাস্কর,
জীবনের মূর্তি পরস্পর
মানুষে মানুষে হাতে হাতে
গ'ড়ে দেবে প্রেমের সংজ্ঞাতে ;
কর্মে তার শিল্পীর আকুতি,
সর্বদাই অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা ;

প্রেমিক সে, বহু আলিঙ্গনে
নৈর্ব্যক্তিক একাত্ম বিভূতি
খুঁজে মরে ব্যক্তির স্বাক্ষরে।
যেইদিন তার ভালোবাসা
ঘর পাবে, ঘুমোবে সেদিন,
ঘর পাবে প্রতি ঘরে ঘরে ॥

গান

ওরকম আমারও ঘটেছে,
যখন গায়ক নিজে অথবা গায়িকা হয়ে ওঠে গান কথা সুর
আর শ্রোতা হয়ে যায় অধরা সে গানের বিষয়
আধেয় আধার একাকার শরীর ও অশরীরী প্রাণ ;
তখন মুহূর্তে ধুয়ে যায় অবাস্তব বর্তমান সমস্ত জঞ্জাল।
একবার মনে আছে একটি টপ্‌পার মধ্যে
উদ্‌ভাসিত হয়েছিল আসমুদ্রহিমালয়
প্রাচীন বিশাল ভারতবর্ষের অন্তরের ঘনিষ্ঠ আকাশ
মালতী ঘোষাল তাঁর স্পষ্টস্বরে গাইলেন যখন এই
পরবাসে রবে কে এ পরবাসে—
আজীবন দীর্ঘ পরবাস।
সেদিন দেশের সত্তা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাসে
সুরের সত্যের নিঃসংশয় উদার অক্ষরে
চিরতরে মূর্তি পেল পেল থেকে থেকে একা ভিড়ে
আবৃত্তির বাণী।
রবীন্দ্রনাথের গান হ'য়ে গেল দেশ সারাদেশ
বিস্তৃত যন্ত্রণা নিজবাসভূমি এই পরবাস দেশ।

সেই থেকে একা একা ভিড়ে অনুকূল হাওয়া ডাকে
আমাকেও, পরবাসী চলে এসো ঘরে।

গানের বাস্তবে মাঝে মাঝে এরকম ঘটে,
মনে পড়ে একবার কয়েকটি পড়া-শোনা কথা
দেবব্রত বিশ্বাসের উদাত্ত গলায় একাত্মীকরণে
কি দরদী ঢেউ তুলেছিল এক সভাঘরে সভ্যভব্য মনে,
গায়কের দুই চোখ অন্তরঙ্গ, সমগ্র চেতনা শুধু গানে,
কথার গলার বৃষ্টিতে বিদ্যুতে সুরে একাকার,
বাইশে বা অন্যকোনও দিনে হয়তো বা দোসরা শ্রাবণে
আকাশ যেমন মাতে অর্ধনারীশ্বর নৃত্যে, তেম্‌নি ধরনে।
আর সমস্ত জীবন সমস্ত অতীত
চৈতন্যের দীর্ঘ তেপান্তর পেয়ে গেল জল, জ্বলদর্চিশিখা
বিশুদ্ধ স্মৃতির তীব্র প্রখর সম্বিত,
সব কিছু অবান্তর কথা চিন্তা ধুয়ে গেল,
আর চোখে জল এল নৈর্ব্যক্তিক দুর্নিবার—
কথা কও কথা কও অনাদি অতীত :
তুমি আর তুমি আর তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটেলিখা
ওই যে সুদূর নীহারিকা যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড় ওই যারা দিনরাত্রি
আলোহাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও ?
হায় ছবি তুমি শুধু ছবি ?
যা কিছু এখন নেই অতীতে বা ভাবীকালে সবই শুধু ছবি ?

এরকম আমাদের অনেকেরই ঘটে,
দুঃখের বিষয় ঘটনাটি প্রায়ই আমরা ফেলে দিই,
মারা যায় দিনের ট্রাফিকে,
দিশাহারা গোলমালে আমাদের প্রত্যহই ধ্যান ভাঙে,
অথচ ধ্যানের নীল আকাশই তো চাই লালদীঘিতে এসপ্লানেডে,

মন চাই জ্ঞানে কাজে আপিসে বাজারে কলে মিলে
দপ্তরে চত্বরে উল্লাসে সংকটে গান চাই
প্রাণ চাই, গান চাই শেয়ালদার শেডে ॥

২২।৮।৫৭

চিরঋণী

পৌঁছলুম ভোরের আকাশে
তখনও জড়ানো রাত্রি গাছে ঘাসে মাটিতে পাথরে।

নিস্তব্ধ বাতাসে বাজে ঝুড়ির স্বরদ আর জলের সেতার
নানান কলিতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোমলে কড়িতে পাশ কেটে
আশাবরী যোগিয়া টোড়িতে।

ডাইনে ঝোপের ডাকে ঢুকে দেখি একটি ঝলক
শুধু দুটি চোখে জ্বলে, আসন্ন সন্ত্রাসে স্থির
ঘৃণায় ও ভয়ে নিষ্পলক সংবৃত চিতার দুটি চোখ।

সারাদিন জরিপের অরণ্যরোদন।
বাংলোয় ঘনায় রাত্রি,
তামা দিয়ে লোহা দিয়ে গড়া অন্ধকার,
অথচ ভিতরে ছোটে সরীসৃপ হাজার সংশয়।

চ'লে গেছে খিদ্‌মদ্‌গার তার দূর গ্রাম্য ঘরে।
আমি একা ব'সে আছি পরিশ্রান্ত
ঘুমের নদীর যাত্রী কণ্টকিত অরণ্যের নানা নৈশস্বরে।

আর থেকে থেকে মুহূর্তের অবশ অসাড় স্তব্ধতার অতল সাগরে
ডুবে যাই আর ভেসে উঠি, তাকাই দুয়ারে খিল কিনা।

যখন ঝিঁঝির বীণা মাঝরাতের মৈহারী রাগিণী
ধরে ধরে প্রায়,
অন্তরঙ্গ এক ডাকে গরাদের ফাঁকে দেখি
আশ্চর্য ঘনিষ্ঠ একটি হরিণ আর একটি হরিণী
কাচে নাক ঘষে আর মানবিক চোখ মেলে দেয়
উদ্বাস্তু নির্ভরে উপহারে।

জীবজগতের কাছে সেই থেকে আমি চিরঋণী॥

ভয় পাই মনের মুক্তিতে

হেসোনা, কারণ ক্ষুরধার হাসির নখর
তোমারও গলায় পড়ে, কারণ তুমিও চাও,
আমরা সবাই চাই স্বস্তি বা বিশ্রাম
চিন্তার খাড়াই গহন পাহাড় থেকে নিরাপদ জনপদে
অভ্যাসের পাকা শানে, খিল-তোলা দ্বারে
প্রাসাদে কুটিরে, নিজের অন্যের মইদেওয়া ধানে ধানে।

মননের নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা কেবা বলো চায়,
যখন মন্ত্রীরা সব মন্ত্রণার সোজা পথ বাৎলায়, তখন কেনবা
নিজে নিজে পথ খুঁজে মরা? পরিশ্রম
তাতে যে বিস্তর, তাছাড়া কোথায় কোন্ কোণে কোন্
নির্মম বিপদ উঁকি দেয়।

আমরা সবাই চাই সংক্ষেপিত সুখ,

কারণ দুঃখও তাতে সংক্ষেপিত হতে পারে।
গড্ডলিকাবাদে মেলে স্বচ্ছ সুখ, সোজা স্বস্তি, অভ্যস্ত আরাম।
তাইতো আমরা এত ভয় পাই ঝুঁকি নিতে মনের জঙ্গলে,
যেখানে চোখের দাবি কানের ঘ্রাণের
সারা শরীরের দাবি দঙ্গলে দঙ্গলে ভিড় করে পাহাড়ে প্রান্তরে,
দাবি তোলে দিনরাত্রি অমান্যের আন্দোলনে।
অথচ সাত্ত্বিক সভ্য জনপদে সরল ব্যবস্থা বিধি,
তাছাড়া মন্দির আছে, মস্‌জিদ্‌, গির্জাও, নানাবিধ ধুম,
ঠাকুর মহাত্ম কর্তা নেতা বা নায়ক—
আঙিনা বা পাড়ার মণ্ডপে নুড়ির নানান্‌ রূপ।
তাই একদিকে থেকে থেকে রূপধারী ভেবে বসে
হয়তো বা সত্যই সে নুড়ি, বুঝি দেবতা বা দেবী, চায় পূজা ঝুড়ি ঝুড়ি।
অন্যদিকে আস্তিকেরও মনে হয় লোকগুলো অথবা লোকটা
ঠাকুর মহাত্মা কর্তা নেতা বা নায়ক 'ছোটো বউ' অবতীর্ণ দেবদেবী
নুড়ি নয়, প্রকৃত মানুষ, নড়ে চড়ে, দোষে গুণে জড়িত মানুষ,
নুড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়, হয়তো বা আরেক নুড়ির লোভে;
হয়তো বা নাস্তিক আবেগে মাথা কোটে, বলে, হায় হায়
নুড়িবাদ খুবই মন্দ, নুড়ি বরবাদ।

এতে হাসির কিছুই নেই, তোমরা সবাই, আমরাও
স্বস্তি চাই সস্তা সহজের জনপদে গির্জায় টিপিতে সভায় মিছিলে
আইকে মাইকে সোনায় রূপায় খুঁজি গুরু, সাঁই
পথে পথে গড়াগড়ি দিই আজ কারো কান কেটে কাল কারো কান জুড়ি
এই যুক্তি এই সংযুক্তিতে।
মননে জঙ্গলে উৎরাই খাড়াই ব্যক্তিস্বরূপের আপদে বিপদে
বুনো মহিষের পাল শখ ক'রে কেই বা চরাই?

আমাদের সাহস অভ্যাসে, আমাদের অহঙ্কার
নিতান্ত সে শৈশবের পরে, বড়ো কম, বড়ো অসহায়।

আমাদের সত্তা শত অশ্বত্থ তলায় বুলির বাতাসে নিত্য ঝুরু ঝুরু।
ভয় পাই খাড়াই চূড়ায় গহন জঙ্গলে তেপান্তরে,
ভয় পাই মনের মুক্তিতে॥

অবর্তমানের দিকে

সত্যই, জীবনে দুঃখ প্রচুর প্রবল,
দুঃখ ঘরে ঘরে।
অভাব ও আতিশয্য দুই উচ্ছৃঙ্খল
দস্যু নানা স্তরে।

অভাব ও আতিশয্য ব্যক্তিতে ও দেশে
হৃদয়ে শরীরে।
তবু ভাবি অনন্য এ জীবনের শেষে
অন্ধকার তীরে
—যেখানে নদী বা ঘাট গ্রাম বা শহর
কিছু নেই, খালি
শূন্য, শূন্য অহরহ নিস্তব্ধ প্রহর,
শুধু এক ফালি
অর্থহীন সময়ের অমোঘ নিয়মে
জীবনের ছেদ,—
আমি নেই, জীবনের দুঃখের সে সমে
নেই হর্ষ খেদ।

তাই ভাবি জীবনের দুঃখসুখ থাক্—
যতদিন থাকি।
তারপরে যবে হব নিশ্চল নির্বাক

থেকে যাবে বাকি
সমস্ত দেশের আর বিশ্বের জীবন।
আরেক অভাবে
মানুষের দুঃখ সুখ পাবে উত্তরণ
আপন স্বভাবে।
কারণ জীবনের শুধু মৃত্যু বাদ সাধে
মানুষ তা জানে,
আর সব অবান্তর, অন্ধ লোভে বাঁধে
মানুষ অজ্ঞানে।

তাই শেষ দিনে—আসে আসুক যেদিন,
ফেলি দীর্ঘশ্বাস
অবর্তমানের দিকে, যখন মে-দিন
প্রত্যহ প্রকাশ॥

আমি বাংলার লোক

আমি বাংলার লোক, ছিন্ন ভিন্ন আমার জীবনে,
রৌদ্রময় সামুদ্রিক এই রক্তে, এই নদী এই মাঠ আমজাম বনে
ক্ষিপ্র স্বচ্ছ বর্ণাঢ্য ভাষায় নূতন নূতন হর্ষে বলিষ্ঠ বিস্তার।

চোখে কানে ঘ্রাণে দেহে
মনে প্রাণে একান্তিক আমার স্নায়ুতে
এ রাঢ় দেশের রং তোমার প্রতিমা হল
প্রায় শত রবিবর্ষে লক্ষ লক্ষ সত্তার আয়ুতে।

সামুদ্রিক এই ছন্দ অস্বীকারে বিপ্রকর্ষে
রবিরশ্মি পুড়ে যাবে,

শুধু পাবে কৌটিল্যেরা
ধূর্ত অন্ধকারে ঘৃণ্য মৃত্যুর ধিক্কার

জ্বর

কমেছে জ্বরের তাপ, মাথায় শরীরে
গিঁটে গিঁটে এখনও দেখছি, নামে নি অঘ্রাণ,
স্নায়ুর আরোগ্যস্নান ঘুমের শিশিরে
কানে কানে শোনায় নি প্রসাদের প্রত্যূষের গান।

হয়তো, এ জ্বরের আবেগ থেকে যাবে চিন্তায়, স্নায়ুতে
জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে রোগের মোচনে
শেষ হবে হয়তো বা ;   হতে পারে, রেখে যাবে মনে
মৃদু এক সুরভি নম্রতা সবলের প্রশান্ত আয়ুতে।

মনে হয়, হয়তো বা জ্বর আর জ্বরের জীবন
কোনও এক প্রচ্ছন্ন হিমের নিদাঘ-নির্ঝরে
গঙ্গায় যমুনা খোঁজে, সমতলে।   তাই মন
স্তব্ধ আজ বিচ্ছিন্ন প্রয়াগে, নির্জীব, নির্জ্জর॥

মৃত্যুকেই করেছি উদ্ধার

জীবনে প্রচুর লাভ, বাঁচা, বন্ধু, প্রেম, কাজ, আশা ;
মৃত্যুও উদার লোক, দু হাতে দিয়েছে বহু স্মৃতি।
এদিকে অতীতে তাই লোভ, তবু সর্বদা পিপাসা
আজ থেকে কাল আর কালান্তরে। তাই তো সম্প্রীতি
আশৈশবে পেয়ে আসা, এ দেশের হৃদয়উত্তাপ
প্রাচীন মননে তীব্র বর্তমানে আর ভবিষ্যতে।

এ উত্তাপে মৃত্যু ভোলে হেমন্তের বিলাতী বিলাপ,
সমুদ্রহাওয়ায় ওড়ে শুধু স্মৃতিরেণু বনে মনের পর্বতে।

তুলেছি যে উপহার আমি নিজে, মৃত্যুর বঞ্চনা
বন্ধ ক'রে বার বার মৃত্যুকেই করেছি উদ্ধার ;
যখন মৃত্যুকে দিয়ে যাব সব-কিছু বসুধার,
তখন মৃত্যু বা আমি কেবা-কাকে কি দেব গঞ্জনা ?

প্রেম আসে

প্রেম আসে অঘ্রানের সূর্যোদয়ে, আসে
বনের স্তব্ধতা আর বহুবিধ ক্রৌঞ্চের উল্লাসে,
আকাশে বাতাসে তার থরোথরো রক্তিম স্পন্দন।

প্রেম আসে মাধুর্যের যন্ত্রণায়, হাসে
প্রবাসীর প্রত্যাগত ঘরের বিস্ময়ে,
জীবনে মৃত্যুতে আসে প্রেম, মুক্তি প্রেমের বন্ধন,
দিবারাত্রি প্রেমই কেবল মেলে শ্রেয় শ্রেয়সী।

প্রেম আসে আনন্দের সূর্যোদয়ে, আসে
প্রহরে প্রহরে, আসে খরতর তেজে,
আশ্বিনে সূর্যাস্তে প্রেম সম্পূর্ণের মধুর বিষাদ,
আবার প্রেমেরই আলো অন্ধকার ভয়ে
দুরুদুরু দীপান্বিত বৈশাখীর শেজে।

সূর্যের উদয়ে অস্তে প্রতিষ্ঠিত শাশ্বতী প্রেয়সী,
প্রেমেই সমগ্র তুমি, হেরে যায় কালের নিষাদ॥

১৩।৪।৫৬

পরবাসী চলে এসো ঘরে

আপন লাগে কি এবারে গ্রামের গলি ?
হাওয়া অনুকূল, প্রবাসীও ফেরে ঘরে,
ফেরে নিজবাসে শান্তিতে ঘুমে হৃদয়,
অনঙ্গ ঘুমে সকল অঙ্গ ভরে।
পরোক্ষে দেখি মাধুরী, চন্দ্রাবলী !

তবুও মাথুর দেশে কালে সন্তত,
জন্মপ্রবাসী কেন আমাদের হৃদয় ?
আমি অন্তিমে, অঙ্গনে অন্তত
তোমারই প্রসাদ বিলাও, চন্দ্রাবলী।

দুহুঁ কোরে একি দোঁহে কাঁদা বিচ্ছেদে,
বিপুল পৃথিবী এবং একটি হৃদয়।
সাধে ও সাধ্যে একে-দশে ভেদাভেদে
সারাটা দেশে কি মাথুর, চন্দ্রাবলী ?

দুজনেই আছি একটি আশায় বাঁধা,
এক সাধনায় গেঁথেছি অনেক হৃদয়,
সকলেই জানি প্রবাসে মেলে না রাধা।
ঘুচুক বিরহ, মিলনে সাধ্য-সাধা,
তুমি আমি দোঁহে দেখব, চন্দ্রাবলী ॥

৩০.৬.৫৭

মন যেন নিভন্ত অঙ্গার

শেলির কথাই বলি, কবিদের মন
যে নিভন্ত অঙ্গার, কবিতার শিখা জ্বলে
কমবেশি হাওয়ার দমকে।
হাওয়ার দায়িত্ব জেনো তোমার আমার,
কোন্ দিকে হাওয়া দিই, শুকনো কি ভিজা,
ধীর বা অস্থির, এলোমেলো অথবা নির্দিষ্ট।
কবিতা চকমকি নয়, জ্বলে না চমকে,
কবিতা অঙ্গার, জ্বলে আমাদের মনের হাওয়ায়,
দেশের ও দশের হাওয়ায়।

আর যদি হাওয়া নাই থাকে, একেবারে বায়ুশূন্য
শ্বাসহীন রসাতলে ?

এসো তবে হাওয়া তুলি, শুচি স্থির মানসিক হাওয়া,
অঘ্রানে উত্তরে হাওয়া, বৈশাখে দক্ষিণা,
আষাঢ়ে পূবালি আর আশ্বিনে পশ্চিমা,
মেটাই যা কিছু আছে মানুষের এ জীবনে
প্রকৃতির, জীবনের মুখ্য চাওয়া-পাওয়া।

কবিদের দাবি জেনো বড়ই কঠিন, অথচ সরল,
অভ্যস্ত সহজ আর তাই তো কঠিন।
তারা চায় মানসের স্বচ্ছ মুক্ত হাওয়া,
দেশে বা সমাজে সমব্যথা, সততা, বিনয়, প্রেম,
ব্যক্তিক ও মানবিক, জীবে প্রেম, প্রকৃতির প্রেম,
নির্লোভ শুচিতা, আত্মীয়তা—
তবে না বইবে হাওয়া, মনের অঙ্গার
জ্বলবে হীরার মতো
অক্ষরে অক্ষরে মনে মনে উজ্জ্বল কবিতা।

না হ'লে তো মুক্তি নেই তোমার আমার।

এ বুঝি অদ্ভুত যুক্তি ? অথচ সহজ, অত্যন্ত সরল,
এতই সরল যে আজকে বাংলায় অদ্ভুত :
যেমন ধরোনা তুমি, ভাবো বেশ আছ তুমি
হিম-হাওয়াভরা ফ্ল্যাটে কিংবা বিরাট প্রাসাদে
—কথায় কথাটা বলি, তা না হলে এদেশে একালে
প্রাসাদ কোথায় ?

ধরো আছ বেশ সুখে, সচ্ছল, প্রবল,
ভাবে তুমি জীবনের শেয়ানা শিকারী,
ভাবাটাই স্বাভাবিক ;
ভাবো আছ এদেশের পক্ষে বেশ,
লাখপতি বা রাজার আরামে, নিদেন মন্ত্রীর।

যখন ট্রাফিকে থামে গাড়ি কিংবা বাধ্য হ'য়ে ভিড়ে নামো
হাওড়ায় কিংবা শেয়ালদায় কিংবা কোনও নির্বাচনে,
তখন তো ভাবো এই গৃহহীন দল
প্রতিবেশী এমনকি স্বদেশীয়, তবুও ভিখারী,
এরা সব দেশের আহুতি, নিতান্ত, অঙ্গার—
ভুল ভাবো,
হাওয়ার ঘূর্ণিতে সময়ের চোখে চোখে আঁধি লাগে,
ভুল দেখ,
কারণ তুমিও ঐ ভিখারীই, পয়সার ওপিঠ,
আঙুলে বাজিয়ে ফেল, কোন্ পিঠ পড়ে তা কি জানো ?
যদিচ শেয়ানা হাত তবু ভিখারীই, অচেতন বা অর্ধচেতন,
কিংবা ভিখারীও নয় জীবনের দ্বারে।
মনুষ্যত্ব বড়োই কঠিন ব্রত ; সূচীমুখে তার
ক্ষুরধার পথ নেই, থলিপেট ঘাড়উঁচু উটেরও যাবার।

অবান্তর কার্যকারণের ঝড়ে এলোমেলো হাওয়ার ধূলায়
তুমি ভাবো পথে নয় ঘরে আছ,
ভেবেছ অন্যের শুধু উদ্বাস্তু শিবির।
ভুল দেখ আধির আঁধারে।
দমবন্ধ জমাট গভীর বুকচাপা অন্ধকারে কবে
নিভিয়েছ মনের অঙ্গার, মানবিক সমস্ত আগুন,
সেই কথাটাই জানা নেই আর।
এক সে হাওয়ায় আমরা সবাই জ্বলি, আমাদের মনে মনে,
খড়কুটা, কেউ ঘুঁটে, কেউ বা অঙ্গার,—
অবশ্য সবার আর নেই মন, কবিষ অথবা অকবির।
মন্বন্তর কারো মনে কারো বা জীবনে মারে।

হাওয়া চাই লক্ষ্যে স্থির ॥

৯।৫।৫৭

আমাদের মেয়েরা

ছোটোখাটো বীরত্বের প্রাত্যহিক নিষ্ঠার জীবন :
সূর্যের জাগার সঙ্গে ভোরে ওঠা, দিনরাত্রি
নিয়মিত নম্রসুরে বাঁধা।
বাসরের বাসি অঙ্গ মেজে সদ্যস্নাত চুলে গিঁট,
সংসারের কাজকর্ম সারা, চায়ের যোগান দেওয়া
কাঁদা নয় ধুঁয়ার ছলনে রাঁধা তিন-চার পদ,
তারপরে ছেলে-মেয়ে খাওয়ানো-পরানো,
অসুখ-বিসুখ, সেবা, পথ্য দেওয়া,
তারপরে বাকি কাজ শেষ ক'রে
খাওয়া কিংবা উপবাস—ব্রত-পূজা-মানতের,
দু-চার মিনিট রৌদ্রে চুল মেলা,

সেলাই অথবা এলো খোঁপা বেঁধে ঘুম,
হয়তো বা ঘুম নয়, জীবনের নভেলের স্বপ্ন দেখা
ঘনপক্ষ্ম চোখ বুজে। তারপর আবার সংসার।
বৈকালী প্রস্তুতি ফের, বারান্দায় কিংবা ছাদে
বিনুনির দীর্ঘ ইতিহাস, একটু বা ঝুঁকে দেখা
কিবা যায় ফেরি, কারণ সেকালে ছিল নানান ডাকের
হরেক মালের নানাদেশী ফেরিওলা, কলকাতায়
পাড়া ছিল, পাড়ায় পাড়ায় গন্ধ ছিল স্বাদ ছিল,
ছিল বিশিষ্ট চেহারা, ছিল প্রতিবেশী।
তারপরে কিছুটা বা ঘষামাজা, ওরই মধ্যে
যাই হোক শাড়ির বাহার।

তোমরা দেখনি বুঝি এইসব, তোমরা করেছ দেরি
চাকুরে সে মরস্বর্গে, বাংলার বুর্জোয়ার রেনেসান্সে,
মধ্যবিত্ত বাঙালীর সুবর্ণযুগের মধুর জীবনে,
দীঘির মতো যা স্বচ্ছ, সীমা যার জানা।
এখন জীবনে বহু দূর স্রোত মেশে, তোলপাড়
নানা পাড়ে, বিষম ঝঞ্ঝাট, ভুলত্রুটি, জ্বালা ঢের,
উত্তেজনা, দুঃখও প্রচুর, আরেক গৌরব।
এখন তোমরা শুনি জঙ্গী, কেবল গৃহিণী নয়,
জীবিকার লড়ায়ে তোমরা রঙ্গিলারা
আমাদের পাশাপাশি, প্রতিবেশী, সহকর্মী
কিংবা বলো প্রতিযোগী, তোমাদের চলায় বলায়
জীবনের দাবিদাওয়া তাই তীব্রতর অন্তর্যামী হয়ে ওঠে,
তোমরা ভ্রূকুটি হানো, তাই আজকে আওয়াজে
অবশ্যম্ভাবিতার বিদ্যুৎ ঘনায়। সুখ-ও অনেক,
মাধুর্যের অন্যস্বরে অন্তরঙ্গ আপিসের ভিড়ে কিংবা ক্লান্ত রাত্রে
এমন কি মেয়েলি মিছিলে, শাড়ির বিন্যাসে,
তোমরা এনেছ আজ অমিত্রাক্ষরের
বিপদসঙ্কুল সমৃদ্ধির জের পয়ারের মিলে।

তোমাদের বৈচিত্র্য বহুধা। মুগ্ধ চোখে দেখি
দু-যুগের বাঙালী মেয়েকে। এপারে ওপারে গঙ্গা, বহু লাভ
কৃতজ্ঞ বৃদ্ধের ॥

১৫।১।৫৭

এবারের গরম

অনাবৃষ্টি অনিদ্রায় দিনরাত্রি কাটে, নিষ্পলক
শাদা চোখে চেয়ে থাকে আমাদের বিভক্ত আকাশ,
সৌভাগ্যবশত তবু ঘরে থাকি, বিজলী বাতাস
খাইদাই, কাজে যাই, চোখে পড়ে বহু পলাতক
বিহারী সংসার পাতা পথে শানে, করে বসবাস
বৃদ্ধবৃদ্ধা, দম্পতিও, সদ্যশিশু, যুবক, বালক,
মোতিহারি সীতামারি ছেড়ে আসে—কে প্রতিপালক ?

এদিকে আকাশ শাদা শুকনো চোখে কাঁপে রুদ্ধশ্বাস,
আকাশের আশা নেই পুনর্বাসনের আর, জীবনের শখ
কে তার মেটাবে ভাবে, দেউলিয়া উদ্বাস্তু অভ্যাস
সারাটা দেশের মনে চোরাবিষ, ধূর্ত নাগপাশ
ছিঁড়ে কেবা আনে মুক্তি বৈশাখীতে একটি ঝলক ?

হে সমুদ্র হিমালয়! অসহ্য এ শুকনো অবহেলা,
অশ্রু দাও বৃষ্টি দাও, বেয়ে যাব বেহুলার ভেলা ॥

পানিতে পিয়াসী মীন, কবীরের পেয়েছিল হাসি,
আজ আর হাসি নয়, আজ রাগ, হে সন্ত কবীর,
পানি আজ কাদা, ধুলা, যত নদী দীঘিতেই ভাসি
শুধু পাঁক, স্বচ্ছ জল কোথা পাব ? চৈতন্যে গভীর
কাদার প্রভাব লাগে। আজ শুধু কূপের প্রাসাদে
মণ্ডূকেরা পঙ্কমুখ। তাই মরি শতনদী দেশে
আমরা তৃষ্ণার্ত মীন পানিতে পিয়াসী ভেসে ভেসে।
কারো ছাতি ফাটে কারো পোয়া বারো বলেছে প্রবাদে

রাত্রিদিন একাকার, ঘুম নেই জলের প্রলাপে,
অস্থিসার কলকাতায় শোথাতুর মরুভূমি,
জল কেন গণ্ডূষ গণ্ডূষ, মারোয়াড় গ্রাম যেন ;
আকাশ বিবর্ণ, মনস্তাপে সূর্যোদয় রক্তহীন,
প্রত্যূষ অভ্যাসে প্রতিদিন আকাশে তাকাই ,
পথে গাছে সরসতা খুঁজে মরে মন
বৃথাই, বৃথাই নীল সমুদ্রের দাক্ষিণ্যে বাতাস।

আনন্দ বা যুগান্তর দিয়ে যায় সাইকেল পিওন।
চায়ের প্রভাতী স্নান তারপরে।
পশ্চিম বঙ্গের বসবাস
দুর্বিনীত বঙ্গবাসী কেন চায় জানো ?
নটা বাজে,
বাজারে যাইনা আর, মাছ আলু পটলের চাষ
উঠে গেছে ভঙ্গ রঙ্গভরা বঙ্গদেশে।
খাওয়া পরা ব্যাপারটাই বাজে,
সংসার অনিত্য অতি মঙ্গলময়ের দেশে,
জীবনকে মৃত্যু কি জীয়ায় ?

শীততাপনিয়ন্ত্রিত আইনে চালাবে নাকি জনতাসন্ন্যাস ?
ভবঘুরে ডাকঘরে আমাদের সকলেরই গতি নাকি শুনি বেতিয়ায় !

৪

আকাশে নীল নেই, বিবর্ণতা
যেন বা জামশেদ বার্নপুর ;
অথবা শ্বেতকণার প্রাচুর্যে
রক্ত যেন মরুভূ পাণ্ডুর ।

দুঃখে তো কান্না স্বাভাবিক,
দগ্ধ শাদা চোখে মেটে কি শোক ;
অশ্রু উবে যায় এ সূর্যে,
কেন এ প্রকৃতির অন্যথা ?

বেতিয়াপলাতক দেশের লোক,
সারাটা দেশ বুঝি বাস্তুহীন,
কবে যে বাংলার এ দুর্দিন
ক্ষান্তি মানবে ও নামবে জল !

নামবে কবে জল, বজ্রগান
বৃষ্টি করতালে শুনবে দেশ,
মেলবে লাখে লাখে চিৎকমল,
মুক্তি স্নান সেরে পরবে বেশ
নতুন জীবনের, সারাটা দেশ
সাবিত্রীর প্রেমে সত্যবান ॥

শত মুখ নদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড়

ব্যক্তির বয়স বাড়ে দিনে দিনে বছরে বছরে,
পৃথিবীর আকাশের সময়ের পরিক্রমা দীর্ঘায়িত থেকে যায়,
এই জানা ছিল এতকাল। আজ দেখি আমারই মতন
আকাশ জরিষ্ণু শাদা, ভাবি এতকাল
আনন্দে আনন্দে মন বেঁচেছে কেমন
প্রচুর আনন্দে, আর বিচিত্র বহুধা
আনন্দে বেঁচেছে মন, প্রকৃতির মতো, দুঃখেসুখে
শুদ্ধ প্রকৃতির মতো। আনন্দিত বছরে বছরে
গাছে ঘাসে ক্ষেতে মাঠে বাগানে প্রান্তরে বনে
পাহাড়ে সমুদ্রে আর নদীতে দীঘিতে
আকাশে আকাশে নিত্য প্রহরে প্রহরে,
শুদ্ধ প্রকৃতির মতো, আনন্দই দিয়েছে বসুধা,
মনে মনে, ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে, একা একা, নিস্তব্ধ মুখর,
কিংবা দুইচার প্রিয়জন অথবা প্রিয়ার
সাহচর্যে, গান বই ছবির আনন্দে উপলব্ধ।
অথচ জীবনে আজও মেলেনা আনন্দ,
ইংরেজি অথবা দেশী জীবনে যে একা নই,
সে কথা কি একদণ্ড ভোলা যায় ?
প্রায় সকলেই জীবিকার বাজারে বাজারে ক্রীতদাস,
চতুর্দিকে দাসত্বের গ্লানি আজও চতুর্দিকে দ্বার বন্ধ,
যদিও মর্যাদা আজ দূরের আকাশে আসন্নসম্ভবা,
এখনও জীবনে ব্যাপ্ত দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অপমৃত্যু,
অসত্যের অন্যায়ের নানা বিভীষিকা,
একদিকে অকর্মণ্য নানা খেলা, মৃত্যুময় অহমিকা।
অন্যদিকে অনাহার, অর্ধাহার।
জীবনের পৃথিবী কি এরা চায় হ'য়ে যাক্ ভিক্ষুক বিধবা,
আকাশ কি এরা চায় মরুভূমি—উন্মাদ লিঅর ?

আমার বয়স হল, মৃত্যুর গোধূলি ছাড়া
জীবন ও মন আজ এ জীবনে মিলবে কি আর ?

এখানে ঢেমনা ঢোঁড়া বৃথা ভাবে তারা বিষধর,
শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্তাদের ডুগডুগি বাঁশীর এ কী খেলা,
শৈশবে দেখেছি পথে খেলা করে ভালুক বানর,
এখনও শিশুরা দেখে মুগ্ধ চোখে দুদণ্ডের মেলা।
কিন্তু কার ভালো লাগে বর্ষে বর্ষে দপ্তরে দপ্তরে
অমুকের ভাগ্নে ছেলে তমুকের ভ্রাতুষ্পুত্রী ঢোঁড়া
দেশের দুর্ভাগ্য নিয়ে খেলে যাবে নির্বোধ স্বাক্ষরে,
মুরুব্বির জোরে, ভাবে—যেন শঙ্খচূড় চন্দ্রবোড়া ;

না, আমার মনে হয়
আশা আছে,
ঘুরেছি অনেক গ্রামে কিছু বা শহরে,
বেঁচেছি অনেকদিন,
আশ্চর্য করেছে বার বার
কুঁড়ে কোঠা মন্দির মসজিদ কেল্লা মাঠ ক্ষেত সমুদ্র পাহাড়
এদেশের মর্মভেদী অন্তরঙ্গতায়,
রক্তের স্পন্দনে অনেক নদীর ছন্দ
ভাঁটায় বন্যায় সমানে তুলেছে ঢেউ
চৈতন্যের রোমাঞ্চিত পাড়ে পাড়ে।
তাই তো বিশ্বাস আশা
মাঠের আকাশ যেন মর্মে মর্মে নীল,
মরিয়া গর্বের জোরে,
এদেশেও হবে জানি এদেশেই আমাদের রাত্রি হবে ভোর।
আজ বটে অবান্তর বিপরীত অশুভবুদ্ধির জয়-জয়,
আজ শুধু ভবঘুরে ডাকঘর মুদ্রার বিপ্লব-ব্যঙ্গ
মানুষের হাতে দেয়, অসহায় হাহাকারে
জনতার ট্রেনে আজ সিনেমার শীতল উৎসবে কঠিন ঠাট্টায়

মানুষের যাতায়াত পশুর ভিড়ের চেয়ে পরাধীন ;
এদিকে রাস্তায় লোক ঘর পাতে, বস্তিতেও ঠাঁই নেই,
অথচ জিরাফ ওঠে নয়াবাড়ি আকাশে তাকায় নির্বোধ তামাশা,
মনে হয় মানুষের আশা নেই,
এই দেশে ভাষা নেই সাধারণ মানুষের।

অথচ এ দেশে ইতিহাস দ্বৈতযুদ্ধ চিরকাল
শক্তি-শান্তি মালিকে-মানুষে
অবান্তর বাগ্মিতায় সেই সত্য বারে বারে
গৌণ মনে হয় আজ দিল্লীতে বা কলকাতায়।
অথচ সবাই জানে মূর্খেই ভাবতে পারে
এই মর্ত্য পৃথিবীতে শক্তিধর শুধ্‌ বুঝি কীর্তির মালিক,
কীর্তির ভাস্কর যারা কীর্তির মজুর যারা তারা নয়,
ভাবে মানুষ নগণ্য ভাবে মানুষ গড়ে নি
সংঘাতে সংরাগে।
নির্বোধ নিষ্ঠুর, ভাবে মানুষের সত্য নেই
সবার উপরে! আসমুদ্র হিমালয় এই দেশে বাংলায় মালাবারে।
আমরা দেখেছি দেশ দেখেছি মানুষ পারে
দেশের মানুষ দেশ আমাদের আমরাই দেশ,
বাসুকির শক্তি ধরি,
কুঁড়ে কোঠা মন্দির মসজিদ্‌ কেল্লা বাঁধ সাঁকো
মাঠক্ষেত আমরাই, আমাদের রক্তে হাড়ে সমুদ্র পাহাড়।

তুলে ধরো বাসুকির ঘাড়॥

আমার স্মৃতির মর্মে আহত বধির প্রতিভার
অবাক মনের অগোচর
তবু শ্রুতিধর সমগ্র সত্তার দুর্নিবার আনন্দ সঙ্গত।

কলকাতায় নিশুতি ঘুমের মধ্যে ঘর-মুখোর টানে

রাত্রির মায়ায় শুদ্ধ প্রশস্ত উদার পথে
জীবনের সচ্ছল ময়দানে
নিস্তব্ধ বাড়ির ছায়া পাশে ফেলে,
মনে হল চ'লে গেছি অথবা এসেছি
ঘরমুখোর টানে সেইকালে,
যেখানে সমস্ত আণবিক অতীতের স্বপ্ন মিশে যায়,
সেই দেশে যে দেশে সন্তত এ দেশের পৃথিবীর
দীর্ঘ ইতিহাস,
আমাদের হৃদয়ের গ্রানিটে যে গান
ইতিহাস গড়েছে ভাস্কর সত্তায় সত্তায় মানবিক
সংলগ্ন অথচ অন্তহীন আমাদের ভবিষ্যতে।

তাই অসঙ্গত ময়দানের ঘুম পাশে রেখে
মুমূর্ষু বাড়ির ভিড় পাশ কেটে বেঁকে
ঘরমুখোর বেগে চলি,
আর কানের গভীরে বাজে মনের অতলে
তূর্যে বাঁশরীতে আর নাকাড়ায়
বেহালার দীর্ঘ ভিয়োলার অস্থির স্পন্দনে
চেলোর গম্ভীর ছন্দে সেদিনের সজল আলোয়
গ্রাৎসিয়ার লাবণ্যের সহিষ্ণু দূরতা।

সজল পথের ক্ষিপ্র আভার ইস্পাতে বেগের বন্ধনে
মুহূর্তেরা মূর্তি ধরে সঙ্গীতের চিন্ময় ত্রিকালে,
স্থানের বিশেষ বিশ্বে,
আর, মনে হয় অর্থময়তার কঠিন প্রসাদে ঘরে ঘরে
ভ'রে দিলে অর্থহীন সাম্প্রতিক জীবনের গ্লানি ও মূঢ়তা,
মৃন্ময়ীর মধ্যরাত্রে, নিশিভোরে কর্মময় সকালে বিকালে,
কলকাতার এসকর্ণেটই আনন্দের রূপান্তরে
চৈতন্যের উন্মুখর অশ্রুর আভায়।

আমাদের পাহাড়ের শুকনো হাহাকার
রুক্ষ পৃথিবীর, অশ্রুহীন,
মাটিতে ফসলের নিয়ত চেষ্টার
সাধনা আমাদের রাত্রিদিন।
আমরা চাই জল বাষ্পময় বায়ু,
আমরা মানবিক অর্ধমানবিক
লড়ায়ে অস্থির, যদিবা ভুল দিক
ক্ষণিক সেই ভুল, ঢেলেছি সারা আয়ু:
পাহাড়ের পাথরের মর্ম থেকে কবে
তুলব জীবনের স্বচ্ছ জল,
শুকনো হাওয়া কবে মেদুর বৈভবে
নামবে বেড়া ভেঙে হাজার ঢল।

ক্ষুরধার পথে যেতে যেতে
প্রত্যহের যাত্রার সঙ্কেতে
কঠিন মননে উঠি মেতে
ভাবি তুমি আমার অতিথি।
ক্লান্ত তুমি পথের ধূলায়
তাই বুঝি করি হায় হায়,
অক্লান্তের লোভ যে ভোলায়।
আমার কাননে ছায়াবীথি
তুমি এসো, চিহ্ন দেবে এঁকে
গাছগুলি তোমাকে প্রত্যেকে।
স্বচ্ছ জল তুলি বাপী থেকে
পট্টবাস খুলি ঝাঁপি থেকে
তিলকরেখায় কাটি সিঁথি।
এইবারে পুরেছে সাধনা
ধন্য হল দীর্ঘ আরাধনা,
কেন্দ্রীভূত সংহত যন্ত্রণা,
যুগান্তে কি এল জন্মতিথি?

তোমাকে প্রত্যক্ষ ক'রে পাওয়া
আজীবন শুধু চেয়ে যাওয়া !

জাগো জাগো নিঃস্ব উপবাসী,
ভেঙে দাও অভাব শৃঙ্খল,
গর্জে ন্যায়বিদ্রোহের বাঁশী
ছিন্ন হোক্ যুগব্যাপী ছল,
চূর্ণ করো জীর্ণ সংস্কার,
জাগো জাগো ওঠে জনগণ,
দূর করো সব অত্যাচার
জীবনমরণ ক'রে পণ।

রাতের অঙ্গারে দিনের হীরাতে
কঠিন আকাশের পাহাড়ে প্রদাহে
দগ্ধ বালুচরে স্তব্ধ প্রবাহে !
পারব শ্রাবণের মায়া কি ফেরাতে ?
অথচ পাণ্ডুর রুক্ষ আকাশের
তলায় চেয়ে থাকে হাল্‌কা বাতাসের
একটু ছোঁয়া লেগে ফুলের সাতনরী
গন্ধে রঙে ভরে হৃদয় মরি মরি !
আকাশে কেন চাও নিজের তুলনায়,
কেন যে গ্রীষ্মের অজেয় ফুল নও !

যে ব্যথায় আমি জর্জর
চোখে জল নেই সে ব্যথায়
সে ব্যথায় শুধু মহাভয়
হারাব আস্থা নির্ভর
যত কিছু আশা আশ্বাস।

যতই পাকাক নাগপাশ
তবু তো এ নয় মরণের
গোপন ছোবল, শোক নেই
এ ব্যথায় নেই কাদাজল
হেলে ঢোঁড়া কেঁচে জোক নেই।

এ জীবনে তোমার আমার
বেঁচে থাকাটাই আকস্মিক,
জঙ্গী পথে সবাই পথিক,
সকলেরই এক খোলা দ্বার।
শুধু আজ ভেদ এক পথে :
নির্বুদ্ধিরা এদিকে নিড়বিড়,
অন্যদিকে একাকার ভিড়—
সমুদ্র যে মেলাবে পর্বতে।

সূর্যে আজ আনত পাহাড়
এদিকে পাথর গড়ে হাড়—
অগস্ত্যের ফেরা হবে নাকো,
বিন্ধ্য! যত আশা ক'রে থাকো।
অনিবার্য ক্রান্তিতে গম্ভীর
সমুদ্রের বেগে হিমালয়
উৎসারিত নবাগত বীর,
পরাবর্তে নেই পরাজয়,
ধৈর্যে সে যে শ্রমিকের মতো,
সহিষ্ণু সে প্রাণের গ্রানিটে
মাটির মজ্জায় তার ভিটে
একদিনে বর্ষ গড়ে শত।

আজ হোক্ হিমশিলাপাত
বিন্ধ্য হোক্ বিন্দু বিন্দু ক্ষয়,

এ জীবন তোমার আমার
এ জীবনে জীবন অক্ষয়।

মোহানার মুখে নয়, বিহারে বাংলায় বাঁধে নয়, সমগ্রের স্রোতে,
কিংবা স্রোতের অভাবে, পাহাড়ের উৎস থেকে দীর্ঘ ব্যাপ্ত
আমাদের দুর্ভাগ্যের ভিত্তি জেনো গোটা ইতিহাসে,
সিপাহী বিদ্রোহে নয়, বিদ্রোহের ব্যর্থ প্রয়োজনে,
নবাবী সূর্যাস্তে আর সাহেবীর কালো সূর্যোদয়ে
কলকাতায় জন্মগ্রস্ত আমাদের সন্ত্রাসে সংশয়ে,
বিদেশীর কবন্ধ শোষণে বিরাট দেশের
ছত্রভঙ্গ বিশৃঙ্খল যুগের মিশ্রণে এলোমেলো অদলবদলে,
ঐশ্বর্যে না, সাম্রাজ্যের কুম্ভীপাকে বহু ক্ষতিপূরণের
নানান্ সজ্জায়; তাই ধনীদরিদ্রের যোগ
এ দেশে হল না, ছোটোখাটো বেনিয়াব বণিকের
অবশ্য উদ্ভব হল; দারিদ্র্যের বিস্তারও হল
ব্যাপক গভীর; তাই গান্ধিজীর রামরাজত্বের
স্বপ্ন থেকে গেল মরীচিকা, ধনিকের দায়ে
দরিদ্রের হল না কিছুই রূপান্তর, সংখ্যা বা বিন্যাসে,
অনাবাদী ভূমি-দান হ'য়ে গেল গরু-মেরে জুতা-দান প্রায়!
দরিদ্রের অছিবাদ ভারতের অর্থের অনর্থে
জন্ম থেকে অসম্ভব, সাম্রাজ্যের আস্তাকুঁড়ে নিজ বাসভূমে পরবাসে
সে কোন্ কুকুর হবে অন্যদের অছি, হবে যন্ত্রের মালিক?
তাই একদিকে অনাবৃষ্টি এবং মড়ক,
অন্যদিকে বন্যা আর মারী আমাদের নিত্য সঙ্গী,
এদিকে অভাব আর অন্যদিকে অপচয়
কখনও বা লোভের স্বেচ্ছায়, কখনও বা অকর্মার অনিচ্ছায়—
এই আমাদের ছবি, বুর্জোয়া বিকাশে
লাভে আর লাভের দায়িত্বে আমাদের দেশ
ল'ড়ে গ'ড়ে চলেনি অনেকদিন, কয়েক শতক।
আজ তাই সকলের পাহাড় খোঁজার পালা

সময়ের চূড়ায় চড়ার, সাধারণ্যে সমুদ্রে ডোবার, অরণ্য গড়ার,
সঙ্গীত যেমন গড়ে স্বর পরস্পর, সেইভাবে
সমগ্রের সমতলে, মোহানার মুখে, যেমন গড়েছে
মালাবার উপকূলে শতমুখ নদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড় ॥

অস্বিষ্ট

অন্বিষ্ট

(প্রাণকৃষ্ণ পালকে)

আমারও অন্বিষ্ট তাই

আমি চাই সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে
প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক্ স্তরে স্তরে
বাঁচার বিস্ময়ে ছড়াক রঙের ঝর্না
সহাস জীবনে এনে দিক
সহজ আনন্দ দিক মানবিক দুঃখের করুণা
বাঁচার সরল ব্যথা বাঁচার সংরাগ
কর্মময় চৈতন্যে স্বাধীন সূর্যাস্তে রঙীন
কিংবা সূর্যোদয়ে দীপ্ত সত্ত্ব ও সজাগ

দিনান্তে আমার সঙ্গী সূর্যাস্ত আকাশ
কিংবা ভোরে আরম্ভের মুক্তির আভাস এই কর্মময় বেগার্ত সুনীলে
কাকে চিলে শালিকে টিয়ায়
ট্রামে বাসে পায়ে পায়ে গ্রামান্ত শহরে কলে মিলে
ঘনিষ্ঠ প্রহরে এই আনন্দ জঙ্গম
মেঘে মেঘে গতির স্থিতির মিলনে সন্তাপে
বাষ্পে বাষ্পে ছাপে রঙে রঙে আমাদেরও চিদম্বরম্

তাই তো দেখেছি নিভৃত বনের মৌনে
চৌমাথার মোড়ে দিনান্তের ছায়া নামে
বনস্থলী গ্রামে ঘরে ঘরে বস্তিতে বস্তিতে
কে কখন ফেরে গুণে-গুণে কে কখন যায়
আমারও আলোক মেশে আঁধারের উদ্ভিদ্ সাগরে

তাই, তেপান্তরে পাহাড়ের আড়ে
সূর্যের দেখেছি যাত্রা ফেরার বিদেশে
সেই লাল, সেই সাতরঙার সিম্‌ফনি
জাগায় অমর প্রাণ ম্রিয়মাণ রক্ত স্নায়ু হাড়ে,
মানুষের ইতিহাসে উদ্ভাসিত ঝঞ্ঝাময় চেতনায় ধনী
ক্ষেতে ও খামারে, কুটীরে, টিলায়, লাঙলের ঘায়ে

শ্রাবণের মেঘে মেঘে আশ্বিনের পান্নায় নীলায়
হেমন্ত হাওয়ায়, শীতের স্ফটিক দিনে হীরক সন্ধ্যায়
ফাল্গুনের চঞ্চল আবেগে
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ভালো লেগে লেগে
আমারও অন্বিষ্ট তাই
অণুর সংহতি
আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই
হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ
অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই।

আমার জীবনে তুমি দিনরাত্রি একান্ত আকাশ
হাওয়ায় হাওয়ায় সর্বদা নিশ্বাস
কখনও আষাঢ় মেঘে পুবালি বা শ্রাবণের সঘন
কোনো দিন কিংবা কোনো রাত্রে
উদ্দাম স্বেদাক্ত নৃত্যে উন্মুখর ঊর্মিল হাওয়ায়
তোমার উপমা
কিংবা মাঘে স্বচ্ছ খর নীল দিনে
কখনও বা সরল আশ্বিনে
হাওয়ায় হাওয়ায় করি অন্তরঙ্গ পরিক্রমা

তোমার জীবনে আমি আগন্তুক
আকস্মিক উৎসব কৌতুক
কিংবা এক উপহার জন্ম কিংবা মৃত্যুদিনে
এনে দাও যত্নে তুমি কিনে মহার্ঘ যৌতুক
তারপরে মুছে যাই সময়ের ভিড়ে
এদিকে ওদিকে কোথা ঝরে যাই দৈনন্দিন চিড়ে
কিংবা যেন বন্যা এক আসি
মহা আড়ম্বরে আর চলে যাই কোথায় প্রবাসী
চৈতন্যের কপিল সাগরে

কবে বলো প্রাত্যহিকে তোমার শরীর মনে ঘরে
আমার প্রাণের বাষ্প নীড় পাবে তোমার আকাশে
যেখানে হাওয়ায় ভাসে
কখনও একাগ্র ঝঞ্ঝা কখনও উন্মনা শুকতারা
নিদ্রাহীন আমার আকাশ ?

ঘুমাও, ঘুমাও তুমি, প্রাকৃত রাত্রির নীলে
নীলাকাশে মেলে দাও ভাস্বর ঘুমটি দাও মেলে,
কত না ক্লান্তির ম্লান মুক্তিস্নান নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
অস্ফুট স্রোতগ বাক্যে এপাশে ওপাশে ফেলে
ভেসে যাও চেতনার আশ্বস্ত নিখিলে

কত সূর্য নক্ষত্রের সমুদ্রব্যাপ্তিতে, সন্তত আভাসে
ঘুমন্ত তোমাকে দেখি, কান পেতে শুনি, তুমি ঘুমাও ঘুমাও
নিদ্রাহীন পরিক্রমা, ঘুরি ফিরি চাঁদিনী প্রান্তরে,
পাহাড়ে, পলাশবনে, ছায়াপথে, ঝর্নাধরা ঝিলে,
ঘুমন্ত সূর্যের নেভা বিদ্যুতের আহরণ-ঘরে

—দিকে দিকে ঘুরে দেখি নিস্তব্ধ তন্ময় একা, দিই না চুমাও
পাছে ঘুমে ওঠে ঢেউ, থরোথরো হৃদয়ের ঐকান্তিক স্বরে
চকিত সংবিৎ পাছে থমকায় আকস্মিক মিলে।
তাই সৌরকক্ষে শুধু অনির্বাণ আকাশ-আদরে
তোমার সত্তাকে দেখি, তোমার হৃদয় শুনি—এখনও ঘুমাও।

আমার কাজই হল দিন আনা দিন গুণে যাওয়া
সোনা-সোনা ধান ভানা, সাইরেনের গান শুনে যাওয়া

আমার হৃদয় এক আকাশের একটি হৃদয়
অনেকের এক পরিচয়
ধমনীতে শালের আবেগ লালমাটি রক্তে বয়
শিরস্ত্রাণ আকাশের হাওয়া
সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় আমার দুচোখে

শ্রাবণে সে সাতরঙা আবেগে আবেগে
পিকাসোর তুলিতে রেখায় রঙে রঙে রূপান্তর
রঙের সে-মুক্তি কেবা রোখে
মেঘে মেঘে লেগে ক্ষেতে ক্ষেতে ফেটে পড়ে
পাহাড়ে পাহাড়ে উতরোল দীঘির ছায়ায়
বানডাকা পাড়ে পাড়ে উদ্‌গ্রীব আকাশে
মাটির আসন্ন বেগে জলের ফলনে
গ্রামান্তের শহরের বিদ্যুৎমন্থনে

আশ্বিনের সন্ধ্যা জ্বলে
পাকাধানে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বনময় নীলে
সোনালি হৃদয়ে হালকা হাওয়ায় সহজ মেঘের গায়ে
উন্মুক্ত উদার স্বচ্ছ শরৎ নিখিলে

দেখেছি অকাল মেঘে কার্তিকের প্রশান্ত আকাশে
সূর্যাস্তের ঘোর বর্ষা রঙের হঠাৎ বন্যা তুরন্ত মেঘের দেশে
জবাকুসুমসঙ্কাশ সর্বনেশে ডাক
নিঃসহায় দেখেছি অবাক হাতে-হাত করেছি উপায়

আমার অনেকদিন হাতে হাতে দিন গুণে যাওয়া
প্রাণ ভ'রে গান ক'রে অনশনে গান শুনে যাওয়া
অনেক সূর্যাস্ত আর বহু সূর্যোদয় মৃত্যুঞ্জয়
অনেক হৃদয়ে দেখি অনেকের চোখে
সূর্যাস্তের অগ্নিবীণা সূর্যোদয় শীতল আলোকে।
তাই তো নিশ্চয় জয়
তাই তো অমরলোক রূপনারাণের পায়ে এই মর্ত্যলোকে

* * *

তোমার মুঠিতে গুচ্ছ বসন্তের একচ্ছত্র প্রাণ !
মেলাও আজ ও কাল দৈনন্দিন কাজের সূচীতে,
ফুলন্ত ফলন্ত হাওয়া মুক্তি পায় তোমার মুঠিতে,
বরণীয় তনু ঘিরে যে জীবন নিত্য স্পন্দমান
দু'চোখে তা উন্মীলিত স্বপ্ন এক, তাই বর্তমান
দিনরাত্রি জ্বেলে চলো ভবিষ্যতে—বিনিদ্র নির্মাণ।

ঘরে ও বাইরে তুমি জ্বেলে দাও আলো অনির্বাণ,
ঘরেরই প্রদীপ আনো, জ্বেলেছিলে যে শিখা দুটিতে
সে আলোয় দীপাবলী, দূর দুরান্তর সে সংগীতে
উন্মুখর উদ্ভাসিত চিত্তে চিত্তে উন্মোচিত গান
জীবনের বসন্তের নির্মাণের ঘরের স্বপ্নের গান গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে।

আর তুমি—তুমিই কি মরণের কূট-ভ্রূকুটিতে
পথের ধুলায় প'ড়ে ? বরণীয় তনু হিম প্রাণ-
হীন প্রাণহীন প'ড়ে পথের ধুলায় প'ড়ে রক্তময় বসন্তের প্রাণ ?

এ কিবা সূর্যাস্ত শেষ কোন সূর্যোদয়ে ?
ওড়াও ঊর্মিল বীজকম্প্র হাহাকার, স্মৃতি
পাতো মর্মে মর্মে ভিতে ঘনিষ্ঠ সংবিতে
তোমার নিথর দেহ প্রেয়সী জননী সখী সহকর্মী !
সৃষ্টিময় জীবনের সূর্যে সূর্যে পরাক্রান্ত গান।

এক ঘেয়ে দুপুরের পথ
ট্রাম বাস পায়ে পায়ে গাড়ি বাড়ি দোকান ফেরির ডাকে
সাধারণ রোজকার রোজগারের—কারো নয়, কলকাতার পথ
দুপুরের অভ্যাসের পাকে
আপিসের ব্যবসার ছেলেদের পড়াশোনা তামাশা নাকি ও বুঝি ধর্মঘট
মামলায় হামলায় চোরাই চোলাই একঘেয়ে নরকের অভ্যাসের জট

আকাশে ময়লা বর্ষা গোপন বাজারে
এক ঘেয়ে ভাদুরে ঘোলাটে
এক ঘেয়ে দিন
স্নায়ুর জ্বালায় তবু নেতির আস্তিক আবির্ভাবে
কিসের প্রতীক্ষা তবু কি এ অবসাদ

মধুরের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ মধুর তবু কি বিস্বাদ
—কোথায় জীবনে গান সমুদ্র-পর্বত
কোন্ দূরে পাথসাটে
কোথায় বিহঙ্গগুলি
ট্রাম বাস জীপ্ লরি দোকান ফেরির-ডাক
জীবনের স্রোত কোথা প্রত্যহের পাঁকে কাটে
দুপুরের পথ—
কোথায় শ্রাবণধারা আষাঢ়ের গান
আশ্বিনের সূর্যের কোথায় সে শরসন্ধান

তার মাঝে আসে ওরা
দিনের মজুর দিন আনে হাতে হাতে রুজির সংঘাতে
মেঘে মেঘে কলিজার প্রচণ্ড আবেগে কব্জিতে বাঁকানো বেগে
সূর্যে সূর্যে মুঠি মুঠি দিন
উড়িয়ে সোনালি পাখা সমুদ্রের হাসি পাহাড়ের ঘাড়
হেমন্ত আকাশে
ভাসিয়ে শরৎ ঝর্না ধানে গানে কিশলয়ে কাশে
ক্ষেতের আষাঢ় বন্যা সোনালি ফসলে
গ্রীষ্মের সন্ত্রাসে স্বাধীনতা ঘরে ঘরে হাতে হাত খামারের পাশে
ওরা চলে প্রবল গর্বিত সারে শান্তির কাওয়াজে আকাশে পাখির মতো
ওদের পায়ের তালে মাটির আবেগ
ওদের উন্মুক্ত চোখ নীরব সংহত
ওরা চলে সমুদ্রের চালে পাহাড়ের বেগে একমনে
ওদের ঘাড়ের বাঁকে দৃঢ়তার মেঘ
ওরা চলে বলিষ্ঠ আওয়াজে
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাওয়া ছুই ছুই কিতারে কিতারে

ওরাই কি ছিঁড়বে দিন একঘেয়ে রাজপথে
এনে দেবে জীবনের সমুদ্র-পর্বত
সূর্যে সূর্যে উল্লসিত স্বাভাবিক
নামাবে প্রাণের স্রোত সদ্যধোয়া ঢলে
নতুন ফসলে
কাজের বিরস দিন ক'রে দেবে বৈশাখের মেঘ
রচনার দিন
ঘরমুখো সন্ধ্যাগুলি সূত্রহীন হংসবলাকা
আমাদের ছন্নছাড়া স্বরে স্বচ্ছন্দ প্রচুর
ঘরে ঘরে ভ'রে দেবে আকাশের বাতাসের পৃথিবীর সুর ?

বিবর্ণ ত্বপুর জ্বলে উদয়শিখরে ঐকতানে সূর্য সূর্য অস্তাচলে।

আমি চাই ঘরে আনো সন্ধ্যাদীপে পৃথিবীর গান
চোখে আনো ক্লান্তিহীন সমুদ্রের মানসের নীল
তুমি ছোটো নীলাকাশে পায়ে পায়ে ছোটাও পাষাণ
দিগন্তে দিগন্তে খোঁজো তৃষ্ণার্ত নিখিল।

আমি একা একা ভাবি ছোটো ছোটো সুখে
বিস্তৃত হৃদয় মেলি তোমার হৃদয়ে
আমি চাই বিশ্বরূপ দোঁহার কৌতুকে
আপন হাতের মাঝে আপন সময়ে।

তুমি আজো আত্মদান চাও বৈশাখীতে
দূর সমুদ্রের গানে কর্মময় তীব্র অভিযানে
তোমার সময় নেই অনাগত আমার সংগীতে
শব্দের মিছিলে ছোটো আষাঢ়ের আসন্ন প্রয়াণে।

আমার শ্রাবণ চায় তোমার বাহুর মৃদু কোণ
আমার আশ্বিন চায় রঙে রঙে তোমার সন্ধান
বনস্থলী মন চায় স্তব্ধতায় মন্থিত কূজন
রোমাঞ্চে দুহাতে কবে তুলে' নেবে আমার অঘ্রাণ ?

তোমাকেই চাই তুমি দাও ক্ষিপ্র ঝন্‌ঝনা উপহার
আমি আনি প্রেম আজো নিঃসঙ্গের অন্ধকারে বিস্তীর্ণ সত্তার।

স্বপ্নে নয়, নরকের পরে এ রচনা।

দেখেছি অনেক পাপ অনাচার মূঢ়ক্ষতি লুব্ধ অত্যাচার
জেনেছি অনেক গ্লানি আমাদের বর্তমানে
প্রতিযোগী জীবনের জীবিকার কুটিল বিন্যাসে।
শিশুর প্রত্যুষ থেকে আনন্দের কণা

দেখেছি কেমন মরে তিলে তিলে প্রতিদিন
নির্মম নির্বোধ চক্রান্ত অভ্যাসে
হাজার হাজার মন যে কেমন চক্রবৃদ্ধি অভ্যাসের ঘায়ে
ঘায়ে হয় ছারখার
হাজার হাজার আমি নিজেই দেখেছি ভুগেছিও

নরকে আমারও যাত্রা অলকার গন্ধ গায়ে
আমিও শুঁকেছি শকুনের শিবার আহার
অমরার দীপ্তি মনে আমিও ধুঁকেছি, যাত্রীর খাতায়
মৃত্যুঞ্জয় মানুষের কমেডিতে হাজার হাজার দেহের মনের
অপঘাতে অপঘাতে টুকেছি এঁকেছি
নরকের বহু ছবি ছবি আমাদের।

নরকের পরে এ রচনা।
অনেক বছর ধরে অনেক রাজার রাজ্যে গাঁ উজাড় বাজারে বাজারে
জীবন তো সেকালের কড়িকেনা দাস কারো নয় কেউ
আর জীবিকা তো কুবেরে কোটালে ঠগে ঠগে ইঁদুরে শেয়ালে
দেশে দেশে দৈনন্দিন ইংরেজ মার্কিন যেহোক সেহোক অসহায়
পণ্যস্ত্রীর চেয়েও অধম।

নিঃসঙ্গতা জানি আমি দেখেছি তো ভিড়
আপিসে বাজারে ভিড় সোফায় চেয়ারে ভিড়
চশমে শেয়ারে ভিড় নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি নেমে
দিনান্তের ফ্রেমে এনে দেয় ভয়াল নিবিড় শূন্যতার ছবি।

পিছনে নরকযাত্রা, দীর্ঘ পটভূমি
নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসে
হে বন্ধু মিলাও হাত কলমে কোদালে লাঙলে লেখায়
যেন মিলে' যায় আমাদের আশা ও নৈরাশ
দুর্দম প্রাণের বহ্নি জ্বেলে দাও তুমি
আমার এ অন্ধকারে উদ্যত প্রদীপে।

আমার যাত্রার পথ দীর্ঘ ও ভঙ্গুর
সভ্যতার বহুদূর ঘিরে
আমার যে আশা সে তো চেতনার নরকের শেষে
মহিম মৃত্যুর নয় সহজ মৃত্যুর নয় অমানুষ ক্রুর মৃত্যুদেশে
সীমান্ত রেখার আশা, চরম মুহূর্তে শুধু ছাড়পত্র
ছাড়পত্রে নিরাশার নিঃশেষ ছবিতে রূপান্তরে নতুন আশায়
ছাড়পত্র নতুন ভাষায় নদীর যেমন ভাষা সমুদ্রের মুখে।
আমার যাত্রার পিছে দীর্ঘ পটভূমি
আমার সমুখে
তুমি।

আগুনে তুষারে নরকের শাদায় কালোয়
ভালো মন্দ জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্বময় স্পষ্ট যন্ত্রণায়
সত্তার সংহতি দিয়ে শরীর মনের স্নায়ুতে স্নায়ুতে আতত ছিলায়
একলব্য তীর সেধে সেধে বেঁচে বেঁচে
বেঁচে থেকে থেকে শূন্য তেপান্তরে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে
দৈত্যের পুরীতে গুপ্ত কঠিন গুহায়
দিন দিন বছর বছর হিংস্রলোভ পলাতক বঞ্চনার নরকের
শেষের টিলার নিঃসঙ্গ শ্রেণীর আপতিক রৌরব কিনারে
ব্যক্তির বিন্যাসে নব স্বতন্ত্র আশায় মানুষের আনন্দের আয়ুষ্মান রেশে

এসেছি যাত্রার শেষে ধনধান্যেপুষ্পেভরা
আমাদের এ বসুন্ধরায় তোমাদের দেশে শান্তির ঝঞ্ঝায় নিঃসঙ্গ উধাও
মানুষের পরম্পরায়, প্রেমে, বন্ধুতায়, কর্মে, রচনায়।
এ দেশ আবারও দেশ, দুহাত মিলাও।

আমি তো তোমায় বহুদিন চিনি,
তুমি জানো নাকো আছি
তোমার হাওয়ায় শ্বাস টেনে কাছাকাছি

তোমারই পসরা, তোমারই তো পটে
রং এঁকে বিকিকিনি
তোমার না-জানা আমার নিত্য আত্মদানের বটে,
হাটে অঙ্গনে হৃদয়ের সঙ্কটে।

তুমি চেনো নাকো তোমার পাশের কে সে
হাওয়ার মতন তোমাকে রয়েছে ঘিরে,
তুমি যাও ঘরে, রাখালের মাঠে কিংবা নদীর তীরে
পাশে পাশে চলে আলোর মতন
হাওয়ার মতন মেঘের মতন ভেসে
তোমার না-জানা সহচর, দিন গোণে
কবে যে তাকাবে জনতা কিংবা খুশি হয়, নির্জনে।

আজ শুধু রাখি তোমাকে দুবাহু ঘিরে
পায়ে পায়ে চলি হাওয়ার মতন ঢেকে
মেঘের মতন তোমার গন্ধ মেখে
তোমার না-জানা দিনরাত ঘুরি ফিরে'।
পড়োশীরা হাসে, জানে ভিন্-গাঁয়ে লোকে,
কত না বছর দেখেছে যে কৌতুকে
কেউ হাটে কেউ বটের তলায় কেউবা নদীর তীরে।

(বৌধায়ন-কে)
আমাদের স্থান আর কাল
আমরা রচনা করি হাতে
আমাদের সন্ধ্যাসকাল
হাতুড়ি-মুখর সঙ্ঘাতে।
তবু আমাদের ইলোরায়
স্থান কাল অলক্ষ্যে ঘোরায়।

আমাদের রচনা তো নয়
এক-ফোঁটা বাষ্প-চোঁয়া জল
আমাদের বিরাট সময়
বিশ্বগ্রাহী তাই কৌতূহল
আমাদের উপমেয় নদী,
স্রোতে স্রোতে চলে নিরবধি।

অতীতের শূন্য হাহাকার
শুনি না, গঙ্গোত্রী অতীত
স্রোতে ঢালি কপিলগুহার
সমুদ্রে মেলাই সংবিৎ
কিংবা গড়ি খোদাই পাহাড়,
নিজেরাই হাতুড়ি ও হাড়।

আমাদের স্থান আর কাল
আজ শুধু সন্ধ্যাসকাল
ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুরে
দেখো আছি আমরাই দূরে।
তোমাদের নৃত্যের নূপুরে
বুক পেতে কারা দেয় তাল
দেখো চেয়ে কালের মুকুরে॥

*　　　*　　　*

যাই ব'লো তুমি, পরগাছা নই, বটে
পিপুলে না হোক, শালে অন্তত উপমা।
পাথুরে মাটির লাল নীরসতা উৎসে
তবুও সবুজ মাথায় সরস পল্লবে।
এ ঋজু কঠিন জীবন নয়কো শূন্য।

শ্মশানঘাটের বটের ঝুরিতে তীর্থ
তোমার আমার মিলনে না হোক, তবুও

আমাদের হাত জীবনের চতুরঙ্গে
নেহাত মন্দ সঙ্গতে তাল দেয়নি—
এও তো সাধনা, নাইবা হলুম সংবাদ।

সাহস হয়তো কমই, ছাড়ি নি কো সংসার,
কঠিন ব্রতের কবচ বাঁধি নি হৃদয়ে,
ত্যাগ সামান্য, কর্মীও নই, তাও ঠিক,
তবুও জীবন এ বীরভোগ্য জীবনে
বহু উপভোগ করেছি তো—জানি দাবি নেই,

শুধু টলোমলো শ্রাবণদীঘির কল্লোলে
আস্বাদ পাই ভবিষ্যতের মোহানায়।
শুধুই জানাই শাল অরণ্যে পলাশের
গ্রীবায় বাহুতে আগুন-রাঙানো ফাল্গুনে
—আমাদেরই সন্ততিদের সেই অধিকার।

তোমার বাহু পেয়েছি বাহুডোরে
তোমারই চোখ নিজের চোখে জ্বালি
প্রতিটি দিন তোমাকে দিই ডালি
তোমারই ছবি বিভাস ঘুমঘোরে।···
বিজ্ঞ বলে, এ ছলনার জাল,
বলে, অসৎ স্বপ্ন-দেখা চাল।

তোমাকে জানি বিশ বছর বাইশ
কতকাল যে তোমার কানাকানি।
তুমি অশেষ, তোমাকে জানাজানি
দেশে ও কালে ব্যাপ্ত দশদিশ
তোমার আসা ইতিহাসের কাল।···
বিজ্ঞ বলে, এ বুর্জোয়া চাল।

শতাব্দীতে তোমার পদধ্বনি
মুহূর্তের হৃৎস্পন্দে তাল
তাই তো দাও, ত্রিকাল তাই গণি
আমার প্রাণে মুখর করতাল
তোমার ভাষা রচনা করি ধনী।…
বিজ্ঞ বলে বলুক্ না দালাল।

পরমাগতি! তোমার হাসি চোখে,
হৃদয়ে নীল ঢেউ বলো কে রোখে?
কুৎসা শুধু কুয়াশা, হবে ভোর
ঊষায় যাবে অসহিষ্ণু ঘোর!…
তোমাকে আজ জানাতে দ্বিধা লাগে
বিজ্ঞ বলে কত কী মূঢ় রাগে।

তোমার ছবি গড়েছি নীলে রবি
অন্ধকারে ঊষার ভৈরবী
তোমার দানে আমার অভিযান
তোমারই প্রেমে সাধনা অম্লান
তোমার হাওয়া সাগরে তোলে পাল··
বিজ্ঞ ঘাটে জমায় জঞ্জাল।

সুয়োরাণী সেজে রাক্ষসী জাল বোনে
তবু দুয়োরাণী পেয়েছে অমর ছেলে
তরুণ-কিশোর বনে যায় অবহেলে
আরেক রাজার কন্যা যে দিন গোণে

বন্দিনী রাজকন্যা যে দিন গোণে
মহলে মহলে ঘুরে' ফিরে করে গান
কখনও অশ্রু মোছে বা ঘরের কোণে
স্বপ্নে কখনও ভাঙে বা বর্তমান।

সূর্যকে তারা প্রাকারে বাঁধবে বলে
আলোর স্বপ্নে বলছে বানাবে কোড়া
বলে পরমাণু ফাটাবে স্বর্ণছলে
মারণ-মন্ত্রে মারবে প্রাণের ঘোড়া।

কুমীরপরিখা তবু পার হবে দেখো
কন্যা তোমার বন্ধুর দেখা পাবে
তোমার দুচোখে ভরসার হাসি রেখো
মাঠের সবুজ ঝল্‌সাবে কিংখাবে।

তাইতো জাদুর প্রাসাদে কন্যা হাসে
তাইতো আলিসা ধরে মেলে দেয় বেণী
কাঠকুড়ানীর ছেলে কখন যে আসে
দুই চোখে দেখে দীর্ণ দুইটি শ্রেণী

বৃথাই প্রহরী বৃথা রাত করা দিন
বৃথা সূর্যকে সোনার শিকলে গাঁথা
অনেক দিনের অনেক বনের ঋণ
খাক করে দেয় প্রাসাদের উঁচু মাথা

পরমাণু হল পরমান্নের ভোজ
মারণমন্ত্রে মায়াবী নিজেই মরে।
এবারে কন্যা মিলবে তোমার খোঁজ
লালকমলের খোলা আঙিনার ঘরে।

তাইতো প্রাসাদশিখরে কন্যা হাসে
বন্দিনী মেলে আকাশে আলগা বেণী
কাঠকুড়ানীর ছেলেকে সে ভালোবাসে
হৃদয় যে তার আগুনে মেলায় শ্রেণী

মানুষ দুটির নিশ্চিতসুরে সাধা
হৃদয় মানে না কোনো শাসনের বাধা
তাদের ঐক্যে নেই কোনো সংশয়
মুক্তি তাদের নিশ্চয় স্থির জয়

তাই এ এদিকে জ্বালানি কুড়ায় পাতা
কাঠ কাটে আর কখনও বা দেয় আগুন
আর ওদিকে ও একা গেয়ে গেয়ে মাতে
দালানে দালানে—ফেটে পড়ে ফাল্গুন।

*　　　*　　　*

তোমার সময় নেই, চলো তুমি ঊর্ধ্বশ্বাস রথে,
জয়যাত্রা পূর্ণ হোক। জেনো বীর এ যাত্রা বিরাট
বিস্তৃত ক্রান্তিতে চাই বহুবিধ কর্ম পানিপথে
আমরাও আছি জেনো তোমাদেরই কমিশরিআট্।

কিবা লাভ কুৎসা হেনে আত্মম্ভরী মণ্ডূকভাষ্যের
তত্ত্বকথা কিংবা মূঢ় মাৎসর্যের বর্জননীতিতে
অভিযান লক্ষ্যহীন, এ অন্ধতা শত্রুরই হাস্যের
খোরাক। আকাশ ছেঁটে নীড় চাও শুধুই মাটিতে

তোমার সময় নেই, রথচক্রঘর্ঘর ধূলায়
উদ্দিষ্ট ছবির স্বপ্নে থরোথরো তন্ময় সন্ধ্যার
ঐশ্বর্য ঢাকেই যদি, তবু জেনো শর্মীর কুলায়ে
প্রাণের বিহঙ্গ গায়, প্রত্যক্ষের দুস্থ অন্ধকার
সারথি! ঢাকে না যেন জীবনের ঊর্মিল আকাশ
জীবনে জীবন এনো দ্বন্দ্বে এনো সত্তার আভাস।

দেখ দেখ
তরুণ কুমার ঐ মাথা কোটে বার বার
মরিয়া আবেগে

চুল ওড়ে রক্ত লেগে লেগে
মাথা কোটে প্রাণের আশায়
সে যে ওগো উজ্জীবন চায় তরুণ কুমার ঐ
তোমার আমার।
মাথা কোটে প্রবল সাহসে
প্রচণ্ড আশার অন্ধ দুরন্ত আক্রোশে
নিজেরই মাথায় চায় বসুধার স্তম্ভিত ছাউনি
বাসুকীর ভার
সে তো নয় অপরাধী চোর কিংবা খুনী
সে শুধু প্রচণ্ড আশা ধরে
সে তো শুধু ভাষা খুঁজে মরে
সে তো শুধু রূপ দিতে চায় জীবনে জীবনে হাটে বাটে ঘরে ঘরে
জীবনের নূতন বৎসরে।
তাইতো সে শানে
মাথা কোটে যদি তার আর্তনাদে
যদি তার যন্ত্রণার ঘোঁটে ঘৃণার নির্ঝরে
পাষাণে পাষাণে প্রাণ জেগে ওঠে মহীয়ান
মৈত্রীর সংবাদে ক্ষেতে মাঠে মিলে মিলে মিছিলে মিছিলে।

এসো তবে প্রাণ দিই প্রাণে প্রাণে আমরাও
পাষাণে পাষাণে
চোখ দিই এ অন্ধ আবেগে
মন দিই আত্মদানে কর্মে গানে
উঠুক উঠুক জেগে আবিশ্বপাষাণ
কিশোর কুমার পাক প্রাণ
আমাদেরও পরিত্রাণে।

(অশোক সেনকে)

এখন সাপের বাসা ঐশ্বর্যের গৌরব গৌড়
কিংবা ফতেপুর কিংবা হরপ্পার বিস্তীর্ণ প্রাসাদ
ভূমিসাৎ ভগ্নস্তূপ, শিল্প আজ তুস্থের সংবাদ।
আর বুঝি আহার্যের খোঁজে নামে কালের গরুড়
ছন্দের বিপ্লবী পর্বে। আর, চন্দ্রবোড়া শঙ্খচূড়
সতর্কে এড়িয়ে এসে বিজ্ঞ লেখে প্রত্নের বিবাদ,
নিয়ে যায় মূর্তি, ছবি ; শিল্পের উচ্ছিষ্টে তোলে ছাদ।
আর জমে শীতকালে সপ্তাহান্তে টুরিস্ট্‌-খেউড়।

শিল্প আজ ভূমিসাৎ, পুনর্সংস্কারের অতীত,
চিড়িয়ার নীড়, তবে নেই বটে অরণ্যের স্বাদ,
তথ্য, তবে সত্তা তার দোলায় না কারোই সংবিৎ—
গ্রামগ্রামান্তের লোক যদি কেউ শিল্পের বিষাদ
ভেঙে দেয় সে তাহলে কুটিরের দেয়াল বা ভিৎ
ভাঙা ইঁটে দেবে বলে—শিল্পে দেবে প্রাণের প্রসাদ।

সাজাই ক্রটির মালা বুনি বাঁধি আমাদের অনেক তফাৎ
লিখি বহু মৌন বা সরব বাদবিসম্বাদ
তবুও স্মৃতির একী দৌরাত্ম্য, বাগান
তোলপাড় দুহাতে উজাড় করে শূন্য করে
ভূমিসাৎ মননের দৃঢ় বর্তমান।

ছিঁড়ে যায় হারের আড়াল ভিন্নতার জামেয়ারে হাড়
জীর্ণ বালুচর তিক্ততার
ভাঙা পাঁচিলের পারে বেয়ে চলে আদিগন্ত সবুজ প্রান্তর

লাল মাটি কালো টিলা নীলাকাশে সুনীল শিখর
ঝর্নাজল পাড়ে পাড়ে অরণ্য সবুজ

অবিরাম হানা দাও একান্তে সত্তায় তুমি
প্রাকৃত, অবুঝ,
স্মৃতির শিকড়ে নিত্য
জীবনের পরাগে পরাগে অনিবার্য হাওয়ার মতন।

*　　　*　　　*

এখানে চোখের আলো ঝিলিমিলি জীবনের অন্ধকার ঘরে,
মানসের পাখি ছেড়ে সভ্যতার কর্কটশৃঙ্খল,
কষ্টিপাথরের চূড়া ছুটে চলে স্বচ্ছন্দ নির্ঝরে
প্রতিভার আবেগে প্রবল।

ওকে ও সুন্দরী তন্বী শতধা যে হাজার মুকুরে
কত না দয়িত মুখ ত্রিনয়নে ছিন্নভিন্ন উরুবাহুহাত !
সন্ন্যাসী কি বুকে ধরে বধূকে এ বৈতালিক সুরে ?
বিজ্ঞানের নিষ্কম্পনিবাত

দৃষ্টি বুঝি পিকাসোর ? আল্‌হাম্‌ব্রার জ্যোৎস্নাও গের্ণিকার দহনে ভাস্বর,
ধ্বংসেই বাসর।
পিকাসো কি মহানদী প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর বারবার সমুদ্রের নিত্য অভিযান

নৈর্ব্যক্তিক সত্তা অনির্বাণ ?

একই হাতে কি দুর্জয় ভাঙা ও ভাসিয়ে যাওয়া, তুলে তুলে পলির প্রান্তর
শ্মশানে কবরে এ কী গেঁথে যাওয়া মৃত্যুহীন সাতনরী প্রাণ
যুদ্ধে যুদ্ধে ঘর বাঁধা করুণায় মাধুর্যে নির্মাণ
বিপ্লবীর তীক্ষ্ণ রূপান্তর !

*　　　*　　　*

নদীতেই নিশ্চয় প্রতীক
দুইতট উন্মুখর এক স্রোতে
শাদা হিম দূরে রেখে লবণাক্ত নীলের সন্ধানে
বালিতে পলিতে বানে
ঘাটে ঘাটে ডেকে ডেকে চর রেখে রেখে
সঙ্গীত দ্বান্দ্বিক।

তবুও হঠাৎ জাগে আকাশে মাটিতে মরুভূমি
আশঙ্কার উল্কার আকাল
সন্দেহ বিদ্বেষ অপঘাত
প্রত্যহের স্রোতে আসে ভূতত্ত্বের বিলম্বিত কাল।
আমি চলি দুঃস্বপ্নের শুষ্কতায়, তুমি

তুমি আর নয় কি আমারও
এই অরণ্যতিমিরে অলকনন্দায়,
সিন্ধু বুঝি পলাতক, ভগ্নস্তূপ শ্বাপদসম্পদ
সমৃদ্ধ মহেন্‌জো-দারো ?

নাকি এ হঠাৎ গ্রীষ্ম হিমানীর উৎস ধারাজলে
ক্ষণিক পল্বল ? নিঃস্ব মানসের হ্রদে
নামাবে আবার বৃষ্টি গলবে তুষার
তুমি অপরূপ পাবে সেই তটরেখারূপ পাহাড়ে পাহাড়ে
টলোমলো তোমার স্বরূপ ?

* * *

নিভে গেছে অনেক আলোই, এদিকে ওদিকে কয়েকটি লুকানো বাল্‌বে
উৎসব জীয়ানো শুধু। আমাদের মানুষের প্রাণের উৎসবে
তুমি রাখো চোখ দুটি ঐকান্তিক, যুগান্তের কখন কি কল্পে
শুরু হবে আমাদের স্বাধীনতা, সাবালক, মানবিক, মানুষের
আপন স্বভাবে।
আমার হৃদয় পায় তোমার শরীর ঘিরে মনের কিনার ঘুরে

অহরহ আপন সত্তাই, ভেদের মিলনমৃত্যু, দ্বৈতের একতা, বীজকম্প্র,
আমার দুচোখে তুমি দুইচোখ দেয়ালের ছবিসারি তোমাকেই ঘিরে।
বধির বিপ্লবী সুরস্রষ্টা বুঝি বিরাটসঙ্গীত রচে তোমারই ও নম্র
সত্তার সংহতি খুঁজে সমর্থন পেয়ে পেয়ে তোমার উত্তাপস্পন্দে
আমাদের কানে
পেশল আনন্দ-গাথা ঝন্‌ঝনিত অজেয় মধুর 'তেম রুসে' তোমার
একাত্মভাষে সহজিয়া গান তেম রুসে।
নিভে গেছে পর্সিলেন পরীজ্বালা আলো, কয়েকটি লুকানো আলো
একোণে ওকোণে
আর আলো তোমার দুচোখে স্মিত আমাদের বর্তমানে মাধুর্যে
পৌরুষে মানুষে মানুষে
এই গানে বেঠোফেন কোন্‌দিন পাহাড়ে পাহাড়ে তরলসঙ্গীত বোনে,
বুনে বুনে গোণে।

চাইনা তোমার কাব্যে দ্রুতলভ্য মিল।
এ অভাবে অনটনে নিষ্পেষিত দৈনন্দিনে
আমি খুঁজি মানসের সেই পরিক্রমা
যেখানে অচ্ছোদজলে সদ্যস্নাত তুমি
মেলে দাও চোখ, দুই পাখা
দুই মানসবলাকা
চলে যায় দিকচক্রবালে সবুজ শিখরে
যেখানে তমালতালীবনরাজিনীলে উন্মুখর সমুদ্রসলিল।

চাই না সংসারে বন্দী আপাতপয়ার
মলিন বাসরে বন্দী শুধু প্রিয়তমা।
মৈত্রী দাও সহচরী ছন্দে ছন্দে কর্মে প্রাণে
মোহানায় প্রেমের প্রয়াণে
মুক্তি দাও বৃত্তে বৃত্তে তোমার বাহুতে

মেরুতে মেরুতে দাও পাখার সঞ্চার
তরঙ্গে তরঙ্গ ভেঙে অন্ধকার ভেঙে সুরঙ্গমা
অত্যাচারে অনটনে তোমার স্বরের দীপে অমাবস্যা
দীপাবলী হোক পরিগ্রাহী শ্রেণীবন্ধহীন দীর্ঘকণ্ঠস্বর নেরুদার
দীর্ঘমাত্র অমিত্রাক্ষরের।

আমার অতীত দীর্ঘ, পশ্চিমের দিনান্তছটায়
দীর্ঘছায়া শালবন।

তবু লাল কাঁকরে মাটিতে
আস্বাদ ফুরায় নাকো সম্ভোগের আমর্ত্য ঘটায়।
বার্ধক্য পেশীতে শুধু
রৌপ্যকেশ বৃথাই রটায়
মুখে মুখে পাতাঝরা মাঘের খবর,
স্নায়ুর ধাঁটিতে
অম্লান পিপাসা আজও, হিরণ্ময় সত্যের বাটীতে
উন্মুক্ত নির্ঝরে মুখ
অতন্দ্র জীবন ব্যেপে আনন্দিত সুধা
মানুষেরই ইতিহাসে মানসের বাস্তব বসুধা।

কালো ছায়া পায়ে পায়ে, তবু ঘুরি মাটিতে কাঁকরে
নীলে নীলে সোনালি জলের স্রোতে স্রোতে
নশ্বরের অমর প্রত্যাশা দুই চোখে।
—শিশুর মতন নয় ঘুড়ি নিয়ে কিংবা ফানুস—
বিস্তৃত অতীত নিয়ে।
অস্তিমের তৃষিত পাথরে
খোদাই আমারও সেই ভবিষ্যৎ, মৃত্যুকে যে হৃদয়ের মৃত্যুকে যে রোখে!
তোমাকে তাই তো চাই, খুঁজি চলো পাহাড়,
মানুষ।

১৪ই অগস্টে

সেই ঘুরে ফিরে তার কথা বলি বুঝি ?
তন্দ্র-প্রান্তরে থামে নাকো যাওয়া আসা ?
হৃদয়ের দীঘি অবিরাম যে গো ডাকে
দগ্ধ দিনের তৃষ্ণিকা টলোমলো
তাই তার কথা বলা ছাড়া কাজ কৈ !

তোমরা চেন না, তাই কি মিথ্যা খুঁজি ?
তোমরা কি জানো সূর্যের সোজা ভাষা
চাঁদের আলোয় তোমরা কি পাকে পাকে
স্বপ্ন খুলেছ জীবনের ছলোছলো
চোখের আলোয় ? তোমাদের চেনা বৈ

মিথ্যা কি এই দিন ও রাত্রি বলো ?
আকাশ কি শুধু ঘরের কোণায় পুঁজি
তেপান্তরের বটে শুধু ভয় থাকে
দীঘি বুঝি শুধু মাৎস্যন্যায়েই ঠাসা ?
তার কথা শুধু অসার কথার খৈ ?

তবে শোনো বলি জীবিকায় বলো রুজি
জীবনের পথে তবে কেন বেঁকে চলো
চক্রবৃদ্ধিহারে দাও ভালোবাসা
খাজাঞ্চিখাতা কেন সংসার ঢাকে
আর কতকাল চালাবে মিথ্যা ঐ ?

সেই ঘুরে ফিরে তার কথা বলি বুঝি !
হৃদয়ের মাঠে থামে নাকো যাওয়া-আসা,
তালদীঘি নদী, ঢেউ তুলে তুলে ডাকে
প্রাণের গভীরে, নীলজল টলোমলো—
চেনো না এখনও, তাকে আমি চেনাবই।

দেখেছি মেলায় এক

শ্রাবণ সন্ধ্যার সেই মাতিস্ আকাশ
ময়লা চাঁদোয়া যেন এলোমেলো গোলমালে ও ভিড়ে
—কালেক্টরী দরবার বুঝিবা।

মহকুমা সদরের শিবা সব দল করে ঘিরে
শখের কনসার্ট তোলে।
চলে বেচাকেনা লোকে ভোলে
মেলার মদিরা ঢালে দোকানীরা সাজায় পসরা
সস্তার বিলাতী মালে জর্মান জাপানী
বেলোয়ারী টুকিটাকি, পুতুল, খেলেনা
চুড়ি, ছিট্ মনোলোভা, সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের
হরেক বিস্ময় তোবা তোবা
দারোগা কুড়ায় মালা, জিলাবোর্ড কুড়ায় মুনাফা
—বাবুরা কি শুধুই বাহবা ?

এদিকে ম্যাজিকে মজে, রেকর্ডসঙ্গীতে
ছাগল গিলেছে অজগর
ওদিকে বাঘের বাজি ঢোলক সঙ্গতে যুবতীর নাটে,
এককোণে চলে সারে সার আব্গারী, ও কোণে চালার পাশে
পণ্যস্ত্রীর বেসাতে রোজগারী ঠিকাদার খাটে।
সদরালা গাঁটকাটার পাশে আসে খেতের মজুর
চলে মারামারি
চলে সারে সারে ক্ষণিক সভ্যতা আসে তুস্থ দিলরুবা
গ্রামগ্রামান্তের খেতখামারের ভাটিয়ালী রাখালী বাঁশীর শত যুবা

দেখেছি মেলায় এক
সরল গ্রামীণ
সুস্থ যুবা, তরুণ কিশোর, গম্ভীর বৃদ্ধেরা

কুমারী, এয়োতি, সতী, গ্রামবৃদ্ধ শতশত জীবনে চঞ্চল
শিশুরা চলেছে সারাদিন
এলোমেলো বিশৃঙ্খল দুস্থ রোগদুষ্ট সভ্যতার
মুনাফায় ঘেরা
দুর্গন্ধ মেলায় হাজারে হাজারে
দেশের লোকের ভিড়
ভুলে যায় মাটি কোথা, দেখে নাকো আকাশের চিড় কোথা
শ্রাবণ আকাশে
বাতাসে বাতাসে শোনে না ঝন্‌ঝনা কোথা বাজায় শৃঙ্খল !
দেখেছি মেলায় এক তারই মাঝে গুটিকয় শিশু
উদ্‌ভ্রান্ত ঘোরে যে তারা ফিরে কে তাকায়
কোন্ গ্রাম, কোথা ঘর, খুড়ারা দাদারা কে কোথায় উদ্‌ভ্রান্ত শিশুরা
এ ওকে শুধায়, ভাই একেই কি মেলা কয় ? বাবুদের মেলা ?

তাদের গ্রামের মাঠে তাদের যে খেলা
তাদের ধানের মাঠে তাদের নদীর ঘাটে শ্রাবণের ভরা হাটে
আশ্বিন আকাশে
তার পাশে এই কি সে মেলা ?
শিশু জানে গ্রামের মাঠের মুক্তি
শিশু জানে নদীর ঘাটের আর আকাশের
আমরা ছিলাম শিশু
আমনের আউশের
শ্রাবণের আশ্বিনের পৌষের
মানুষের মুক্তি জানি, মানুষের মুক্তি জানে
শর্তহীন চুক্তিহীন ঠিকাদার নেই
মুক্তির আকাশ
নন্দিতের বন্দীদের
বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে মুক্তি আনে মুক্তি আনি
সুজলা সুফলা সেই মলয়শীতলা সেই

নিষ্কলুষ পৌরুষের নবীন হৃদয়
মুক্তির মানুষ
মেয়েরা, বধূরা, মাতা, ঠাকুমা হাজার
আর হাজার হাজার আমাদের নবীন হৃদয়
আমাদের, আমাদেরও।

আমরা ভেনেছি ধান, আমরা ভেঙেছি গম
জোয়ার বাজরা আর সর্ষে অড়হর
আমরা তুলেছি পাট আমরা বুনেছি শাড়ী গড়েছি পাথর
আমরাই ধরি হাল
আমরাই করি গান
আমরা দালাল নই মৃত্যুর চোলাই সোলা
স্নায়ুতে ঢালিনি আজও চোখে আজও জ্বালিনি ধুতুরা
তাই তো মড়কে তাই অপঘাতী মত্ততায় বন্যায় হৃদয়
আমাদের বিচলিত হয় আমাদেরই
আমাদের পৌরুষের গান
মানুষেরও, মানুষেরই
জীবনের আমাদের ব্যথার ব্যথী যে
আমরা সবাই নিজে সকল মানুষ সারা মানুষেরই বিরাট জগত
তারায় তারায় বাঁধা সূর্যে সূর্যে অণুতে অণুতে
চলিষ্ণু মুক্তিতে দীপ্র আমাদের জীবনের স্বাধীন আকাশ।

তবে তাই হোক্। হার মানিনি কখনো
খণ্ডিত অণুতে পাই সমগ্রের সচল মহিমা সমুদ্রের ঢেউ
সারা বিশ্ব ছেয়ে যাই কোথা যায় বিভেদের সীমা
ভেবেছ কি কোনো
আণবিক বোমার দানব ইয়াঙ্কি বা ইংরেজ কেউ
খণ্ডিত অণুতে এত প্রচণ্ড মহিমা ?
হার মানিনি কখনো
সেই রামের রাজত্ব থেকে রামরাজত্বের

স্বপ্ন আজও দেখি আজও শুনি সেই দীন এলাহির
প্রবল গম্ভীর স্বর।
প্রাণের স্বত্বের দাবি
কোটি কোটি চলিষ্ণু অণুতে কত রক্তস্রোতে কতনা অশ্রুতে
কত কাল নীলাকাশ সমুদ্রের নীল করেছে সুনীল!

কোথায় লুকাবে চাবি
কোন্ স্বর্ণসিন্দুকের নিচে? কোন্ চট্‌কলে বলো কয়লাখনিতে?
কিসের ধোয়ায়? কোন্ হুণ্ডি, কোন্ খতে? কিসের গদিতে?
কোনো কুচকাওয়াজেই রোখেনা এ প্রাণের আওয়াজ
মহারাজ! মহাজন! দেখ পিছে পিছে
আমাদের অনির্বাণ প্রাণের নদীতে ছুটে আসে কাল
ঐ মহাকাল মনপবনের নায়ে উদ্দাম উত্তাল
অমোঘ অব্যর্থ নিত্য একাগ্র করাল

ইন্দ্রপ্রস্থে
তুগ্‌লগাবাদের ধ্বংসে সাম্রাজ্যবাদের
নূতন দিল্লীর ছন্দহীন বিরাটবহরে
মৃত্যুহীন মহেঞ্জোদারোর বণিকস্বত্বের সেই মড়ক মৃত্যুতে
আমাদেরই বদ্ধমুষ্টি
কালের নয়নে
অগ্নি অণুকরকায় ঝরে গেল প্রয়োগের পাটলীপুত্রের অশোকের
অলৌকিক স্বপ্নের সে সিংহচক্র নিষ্প্রাণ পাথর।
আমরা মানুষ বাঁচি আমরা মাটির লোক মাটির লোকের
জীবনে মর্ত্যের
বংশে বংশে রক্তদানে আগুনে অশ্রুতে গানে গানে
আমরা রয়েছি নিত্য মানুষের প্রাণের মশাল
দেশকাল এনেছি মাটিতে বাহুতে মুঠিতে প্রত্যক্ষ ভাস্বর

আমরা বেঁধেছি ঐ নীলাকাশ বাহুর বন্ধনে
সমুদ্রে ধরেছি হাল পাহাড়ের ঘাড়
নামিয়েছি হলের মুঠিতে
সূর্যকে সন্ধ্যায় মধ্যাহ্নকে রাতে শত শত হাতে
বসিয়েছি কতো না শহর গ্রাম আবাদায় বাঘের জঙ্গলে
আমরাই দলে দলে

দেহমনে প্রেম ও প্রণয়ে মিতালিতে দ্বৈতের নন্দনে বেঁধে দিই ধুয়া
আমরাই কবি
আমরা খোদাই করি গান করি আমরা পটুয়া,
প্রেমিক, দোসর, মানুষের ছবি, মিল, হাজার বিন্যাস, তালে তাল
মুক্তির সম্বন্ধপাতে ঘনিষ্ঠ স্বাধীন
সৃষ্টিময়

তাই যদি হয় তাই হোক্ হার মানিনি কখনো
আমরা জনতা, জনসাধারণ, সাধারণ লোক
চাষী ও মজুর কবি শিল্পী স্রষ্টা
রাত্রি আজ করে দিই দিন তুড়ি দিয়ে শনিকে রাহুকে
হাতে হাতে মাটির সন্তান সব অমৃতসন্তান বুকে আশা
মুখে মুখে জীবনের ভাষা
শোনো বিশ্বে শোনো
কোটি কোটি মৃত্যুহীন তড়িৎ অণুর মতো বিরাট আকাশে
উদার আকাশে তাই আনন্দসঙ্গীতে গ্রহনক্ষত্রের ভিড়ে
আমরা স্বাধীন।

স্বপ্নে কাটে শ্রাবণঘন রাত,
প্রভাতে ফেরী, ক্লান্তি লেশ নেই,
স্বপ্ন বুঝি দিনকে করে মাৎ,
তোমার দেশ আমার দেশ এই!
জীবনই গান প্রাণের প্রণিপাত।

সোনার দেশ কোনো-ই ক্লেশ নেই
মরণপণ প্রেমের জয় জয়
রাতের বুকে ঊষার মালা বয়
সকাল-আলো, কোনো-ই নেই ভয়
আমাদের যে অবাক দেশ এই !

জানে না হার কাঁটায় ফুল তোলে
স্বপ্নে গাঁথে কর্মসূচী-মালা
প্রভাতফেরী চলে প্রাণের বোলে
মৈত্রী আর ঐক্যে রাত জ্বালা
রাত্রিশেষ নবজীবন রোলে

কী আনন্দ আনন্দ অসীম
রাহুর দল ভাবে মেরেছে শেষ
প্রথম ভোরে অবাক করে দেশ
মেতেছে মিলে হিন্দু-মুসলিম
জলে স্থলে অসীম তার রেশ ॥

যুযুৎসুর খেদ

শরশয্যায় উত্তরায়ণ গোণো
নাক্ষত্রিক লোকসঙ্গীত শোনো
কুরুক্ষেত্রে প্রশান্ত শয্যায়
তুমি তো রাখো নি ভীষণের ভয় কোনো
দীর্ঘ জীবন লম্বিত লজ্জায়
ধনুতূণীরের গায়ে।

বুঝি না তোমার পক্ষপাতের ন্যায়
ক্ষাত্রমহিমা যে কোন্ যুক্তি দেয়।
বিদুর নওতো, খুদকুঁড়া তোলো নাকো
সদসৎ ভেবে, তবু তুমি কেন থাকো
কুরুপ্রাঙ্গণে দুঃশাসনের ভিড়ে
শত শকুনির নীড়ে!

তোমার অমরপক্ষের কোথা মুক্ত আকাশে ভাসা
তোমার শুভ্র শিরের প্রসাদে ঢাকো
কেন এ সর্বনাশা
কাকতালীয়ের ভাষা

বলো মহারথী! সারথির ছেলে যাক্—
আদিম আধির কঠিন কুম্ভীপাক
হৃদয় যে তার কুঁকড়িয়ে করে খাক।
তুমি নও দ্রোণ আশ্রিত সেনাপতি
তোমার প্রসাদে দাক্ষিণ্যেরই ক্ষতি
কেন এ সর্বনাশা!

তোমার আনন আরণ্যকের দেশে
তুষারতুঙ্গ গঙ্গোত্রীতে মেশে

তোমার আশিস্ সপ্তমাতার রূপে
প্রবাহিত ছিল কেন বা হারালে কূরমণ্ডূক কূপে !

কোনও দিন তুমি বওনি রাজ্যভার
হৃদয় রেখেছ শুচি
কৌটিল্যের মদান্ধ সম্ভার
নিঃশেষ করে দেয় নি তোমার করুণা, স্বচ্ছরুচি
প্রজ্ঞা তোমার সিংহাসনের কুহকে অন্ধকার
হয় নি একটিবার।

তবু পিতামহ তবু পিতামহ কেন
দশটি দিনের দশবছরের দুঃস্বপ্নের কারা
গড়ে দিলে তুমি সারা
ভারতের প্রাণে সে কোন ন্যায়ের বলে,
কোন আধিয়ার ছলে
মুদ্রিত বামপাণির আড়ালে পেয়ে গেল—ঐ তারা
পক্ষপাত এ হেন
দাক্ষিণ্যের সর্পিল কৌশলে ?

শরশয্যায় নক্ষত্রের গানে
বিভীষণ বুঝি দেয় আজ হাতছানি ?
কিংবা হয়তো মরাগঙ্গার জলে মদ্যপ পল্বলে
বিষাক্ত মাটি ধুয়ে দেবে বানে চরম আত্মদানে ?

এ কোন্ দ্বন্দ্বে স্বেচ্ছামৃত্যু জানি !

ঘুরেছি অনেক

ঘুরেছি অনেক ভিড়ে, অনেক নির্জনে ফিরেছি তো,
চেনা সেই অন্বিষ্টের তবু আজও দেখ নেই ;
সিংহের নৈঃসঙ্গ্যে তথা শকুনের সংহতিতে ভীত
বারবার হয়েছে হৃদয়। জানি অন্বেষার খেই
নেই কোনও আকস্মিক, দৈবে কিংবা মুদ্রারাক্ষসের
হাতবদলের কোনও ক্ষেড়নাট্যে, রাজন্যবাহারে।
দেখেছি ক্ষমতা আর অক্ষমে ও কুযশের
নেই কোনও মূল্যভেদ। ভেদ শুধু দুর্ভিক্ষে আহারে
উলঙ্গে ও সুসজ্জিতে ভেদ শুধু শক্তিমদে আর
জিজ্ঞাসার স্বচ্ছ স্রোতে, ভেদ শুধু গৃধ্নু ও মিতায়—
জলে জলে যেবা ভেদ পল্বল ও সচ্ছল তিস্তায়,
কিংবা যেন বেহুলার বাসরে ও সর্পিল চিতায়।
ঘুরেছি অনেক, জানি নিরুদ্দেশ অন্বেষাউৎসবে
সতীকে মেলে না, মেলে পার্বতীকে কুমারসম্ভবে ॥

বিহঙ্গ সামুদ্রিক

পাহাড়ের ঢল ভেঙে নামে স্বচ্ছ শতস্রোতস্বিনী।
মাটির অমোঘ বাঁকে জমে তারা ; বিপ্লবীর ভিড়
দুরন্ত ঘূর্ণীতে ক্ষিপ্র, বেগবদ্ধ, হানে শত চিড়
তরল প্রগতি তার ; ভাবে, আজ প্রাণ দিয়ে জিনি
স্রোতের পরম ক্রান্তি ; কোন দূর সমুদ্রের ডাক
মর্মে মর্মে তোলে সুর। খড়্গাপুরে এই ভীমবাঁধে
হাভেলী প্রান্তরে মাতে লালজল স্বচ্ছন্দে অবাধে
সূর্যাস্তের রক্তাকাশে ওড়ে টিয়া, ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁক
হরিয়াল, এঁকে যায় হিরণ্ময় হৃদয়ের ঘটা,
শূন্যের প্রসাদ এক উষসীর মুহূর্তে প্রতীক।
ভাবি পাখি ? নাকি জল ? জলস্রোত, ঘূর্ণী, লালজল,
তরল গতির ছন্দ মাটির পয়ারে পায়দল।
ভেঙেছে জহ্নুর জানু, ছিঁড়েছে কালের ঘন জটা,
কর্দমাক্ত বর্তমান ভবিষ্যে বিহঙ্গ সামুদ্রিক ॥

এলোরা

আকাশে তোমার মুক্তি ; যে কৈলাসে বেঁধেছে ভাস্কর
তোমার ঊর্মিল নৃত্যে, নীলিমা সে নৃত্যের সঙ্গিনী ;
সেখানে নাইকো সোনা কৌটিল্যের নেই বিকিকিনি,
সেখানে শূন্যের চোখে সম্পূর্ণতা স্বাধীন, ভাস্বর।

সে দক্ষযজ্ঞের নাটে স্থিতি কাঁপে সংহারে সংহারে,
রাজসূয় অসূয়ার যুগ গত কুমার-সম্ভবে ;
নটরাজ সর্বহারা নীলকণ্ঠ গালবাদ্যরবে,
পায়ে পা'য় পৃথ্বী জাগে সতী ভোলে সর্বংসহারে।

সন্ন্যাসী, তোমার মুক্তি বাঁধা জড় পাথরে আকাশে
রৌদ্রেজলে ছায়াতপে বর্ষে বর্ষে উন্মুক্ত স্বাক্ষর
কঠিন কষ্টিতে লেখো নীলাকাশে, কালের ঈশ্বর !

আমরা ভাস্কর, নই মূর্তি, মুক্তি আনি কর্মে চাষে,
যন্ত্রের ঘর্ঘরে নিত্য আন্দোলনে, মুষ্টিভিক্ষা আসে
নীলকণ্ঠ আমাদের মুক্তি নিত্য। আমরা নশ্বর ॥

রামধনু

অন্ধ নইকো আলো আজও উৎসুক
নতুন সকালে শিশির ছড়ায় মরানদী প্রান্তরে।
বধির নইকো, হৃদয়ের কানাকানি
থেকে থেকে ঢেকে দেয় ঝরাপাতা মরাপাতাদের মুখর দিনের
গ্লানি।

আমের বউল কঙ্কালে ঝরে
জামরুলে মরে ফুল
তবু বৈশাখী কথা রাখে নাকো, তবু অভিসারে ভুল।
তমালের ডালে ঝুলাই হৃদয়, ঘাটে মড়কের বাসা।

তারা বলে ভালোবাসো,
কেউবা বণিক কেউবা গণক প্রাণের মানের চরে
সোনালি রুপালি চরে। ঘড়া ঘড়া তুলে ভরে
কালো কবন্ধ দস্তুর ভালোবাসা
কেউবা শুধুই বুলি দিয়ে যায় খাসা,
ভালোমন্দের ডালে আব্‌ডালে সাত-রাণী খেলে পাশা।

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?
ঘরে বসে কি যে লিখে যাস হিজিবিজি
ওরে নির্বোধ শুনিস্ না পথে গান্ধীজি গান্ধীজি ?
সেদিনও তাদের গবেষণা বৃথা, আজও বৃথা পথে খুঁজি।
বহুরূপী তারা, তারা জানে শুধু রংরেজিনীর খেলা।
তাই ঘৃণা, তাই যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে।

ধৈর্যের টানে জ্যাবদ্ধ রাখো ধনু
হে বীর অতনু আসন পূর্ণ করো
নয়নাভিরাম ছদ্ম আর কি সাজে

আকাশ বাতাস উত্তত থরোথরো
অনাহার আর অনাচার সহে না যে
হানা দিয়ে যায় বহুরূপী মহামারী
হানো বৈশাখী টঙ্কারো হরধনু
গুরুগুরু মেঘে দ্রিমিকি দ্রিমিকি বাজে
বিশ্বামিত্র সামগায়ত্রী ধরো।

দক্ষিণাপথে কল্কীর খুর গাজে,
তবু বামাচারে নেই সহজের আশা
গালভরা সুখে ম্যাজিকে মজে না মন।
বিন্ধ্য তোমার নোয়াই স্থাবর ঘাড়
ভূভারতে গড়ি পূর্বাপরের হিমে হিমে যে পাহাড়
পৃথিবীর মানদণ্ড সেই বিরাজে।

কোথায় পালাও ? কাতরে শুধায় নির্ভয় নির্বোধকে
নাটুকে ডাকের নামাবলী গায়ে বৃথাই বাঁচাও চামড়া
চাঁটি মেরে বলো চম্পট কোথা দেবে যত করো চোখ লাল,
কাকে শোধরাবে শাসিয়ে ? শুধায় মন মার্-মার্-কাট্-কে।

চুরি জুয়াচুরি জন্মে তার
খুলো বটে তবু রাজদুয়ার
সদা যায় আসে, উদোর পাপ
বুদো ভোগে—মজা এ দুনিয়ার।

কত না নহুষ দক্ষিণ হাওয়া ফাঁপায় ফাঁসায় ফোলে
কত উভচর, মাটি পায় নাকো, ঝোলে
তবু আশঙ্কা তবু সিন্ধুকে মরা!
একঘরে তবু স্বর্ণলঙ্কা ভরা!

ঐ বৈশাখী! দক্ষিণে তার চৈতী ঘূর্ণী চুপ,
কালবৈশাখী! দক্ষিণে তার উড়েছে সরীসৃপ
উত্তরে তার উমার আরাম কিংবা আনত সীতা
জনকদুহিতা আকাশে মেলায় মাটির জম্বুদ্বীপ
জামদগ্নের হরধনু বাজে পৃথিবী দীপান্বিতা।

হৃদয় আমার লাফ দিয়ে ওঠে খুশিতে
আমারও হৃদয়
শিশুর শুচি ও সুচির হৃদয়
আকাশে যখন রামধনু ওঠে রামধনু নীল আকাশে
ক্ষণিকপ্রাণের অক্ষয় বরাভয়
লাফ দিয়ে ওঠে খুশিতে
তোমার হাসিতে হে শিশু কুমার রাঙাসন্ধ্যায় আমারও হৃদয়

দিনান্ত

দিন শেষ হয় রোজ
দীর্ঘসূত্র যুগান্তের ইন্দ্রপ্রস্থে মরণের ভোজ সেরে
সূর্য ফেরে প্রত্যহই সহিষ্ণু আস্থায় উদয়-শিখরে।

বর্ণাঢ্য বিদায়ে তার ক্রান্তির বারতা
আকাশে আকাশে মুক্ত নির্বাচনে দু'হাতে বিতরে।
তার পরে ঘরে যায় অন্ধকারে
যেখানে দয়িতা পতিব্রতা
কিংবা কোনো সেবাব্রতা হৃদয়সম্ভারে
হৃদয় বিলায়
যেখানে ঠিকরে বিচ্ছিন্নের পরম একতা
ইন্দ্রনীল নয়নের ক্রান্তির বারতা
সংসারের শান্তিতে মিলায় আসন্নের উদয়-শিখরে।

দিন শেষ হয় রোজ
তবু পলায়ন কোথায় সম্ভব বলো
গ্রীস চীন ইরান কাম্বোজ
সব ঠাঁই একই দিন আজ সারা ভূভারতে দেশে দেশে
সূর্য ফেরে দিন-শেষে মধ্যাহ্নের মল্লের আখড়ায়
রক্ত-বস্ত্র রুদ্ধশ্বাস তাপ ফেলে প্রত্যহই উদয়-শিখরে
ছায়াস্নিগ্ধ ঘরে যায় সে নিষাদ
কপোতকপোতী সম ক্রৌঞ্চমিথুনের মতো আপন কুলায়ে

দিনান্তে বিষাদ আনি হে শাশ্বতী তোমার প্রসাদে
তোমার প্রবাহে
ধুয়ে দিই প্রতিবাদে
সহিষ্ণু তোমার প্রতিষ্ঠায় হে সরযূ, প্রাণ-অবগাহে ॥

এক জল্‌সায়

বন্দেমাতরম ব'লে যাঃ যাবে জীবন চ'লে

এক ঝাঁক গতিশুভ্র বলাকা
এদিকে এ কোন পারিজাতভুক্‌ পাখি !
এ কে গান করে !   আহা শোনো শোনো এ কী
অশরীরী প্রাণদান !
আকাশে এ কার পাখা ঝিকিমিকি
নীল নাস্তিক আখরে ভরাট তান
উপল স্রোতের এই আঁকাবাঁকা, এই বুঝি ঋজু
তুষারচূড়ায় স্বচ্ছ হাওয়ায় কৈলাস নির্মাণ।

কখনো নিথর হাওয়ায় সমান নীল নির্ভরে ভাসা

কখনো বা পাখা ঝাপটে ঝাপটে
চমকায় হাওয়া গতির দাপটে
সোনালি ঈগল কী দ্বন্দ্বে দোলে প্রাণ !

হে চক্রবাক্ !   হে আমার যৌবন !

সন্ধ্যা সোনালি বয়ে আনে নদী
সাগরের স্রোতে দক্ষিণ হতে শাদা ঝাঁকে ঝাঁকে
ফিরোজা আকাশে কষায়িত মেঘে সুনীল আকাশে
চংক্রমণের তুরঙ্গ পাকে উত্তরঙ্গ পাতি—
এক ঝাঁক আলো, আলো করে গান—

দিনে রাতে করে কে মাল্যদান !
আরও এক ঝাঁক বকের বলাকা !
আহা একী গান মিলিয়েছে পাখা
হৃদয় আমার বিলিয়ে দিয়েছে আমারও হৃদয় তাই

এই আনন্দ এই ভৈরবী স্বরে
এ কোন দোয়েল ডাক দিয়ে যায় এই শহরের ঘরে
হাওয়ায় ওড়ায় কুরুবক মন্দার
তাকেই তো খুঁজি এই জনতার হাটে বাটে বন্দরে
সেই চেনা স্বর চিনি নাকো মুখ যার।

হে চক্রবাক্ হে আমার যৌবন !
জননী জন্মভূমিতে মানুষ মন ॥

অবিচ্ছিন্ন কাব্য

পল এলুয়ারের জন্য

শুনেছি সেকালে নিরাপদ কবিগানে
কোনো কোনো কবি নিরালা মনের ঘরে
বেঁধেছিল নাকি কমল বনের এঁকে
কিংবা ওঁকেই—কোনো এক বীণাপাণি।
আজকাল আর ব্যক্তিগত সে স্বর্গের
স্বপ্নও মনে সহজে আসে না কবিদের।

আজকাল ঘরে পাঁচিল ভেঙেছে, যাতায়াত
বিশ্বের যত বাস্তুহারার, কান্না
এবং হাসিতে নিভৃত আলাপও একতান;
দিন আজকাল অনেক রৌদ্রে দীপ্ত,
সন্ধ্যা একালে আরো ঘনঘটা অন্ধকার,
সুপ্তিও ছেঁড়া দুস্থ রাতের কবিদের।

মালবিকা সেই যক্ষকান্তা মেঘম্লান—
তারাও একালে ঝকঝকে দিনে তলোয়ার
কিংবা সন্ধ্যা মেঘজর্জর যুগান্তে
তাদের বাহুতে কালবৈশাখী বিদ্যুৎ
তাদের নয়নে ফসলমাতানো বন্যা,
ক্ষুরধার স্রোতে গান ভেসে যায় কবিদের

সুতরাং নাও একটি কবির স্বীকৃতি
ঘর ও বাহির এক, তুমি তাই ঘরনী,
বাসা বাঁধো প্রিয়া বিশ্বব্যাপ্ত ব্যারাকে,
তোমার বাহুর পটভূমি গ্রীক ফাঁসি কাঠ,
নয়নে ঘনায় ছায়া স্বদেশের জনগণ,
আমি একজন সেই আসন্ন কবিদের॥

ঘুরে ফিরে সেই স্বপ্নেরা পথে ঘোরায়।
রাত্রি আজকে মধ্যদিনের আগুন।
স্বপ্নে কেবলই রাত্রির বিধিনিষেধ
ছেঁড়ে আর ঘোরে—নয় নয় কোনও ঘোমটায় ঢেকে নয়—
শীর্ণ নগ্ন পিষ্ট চূর্ণ পথ
শুধু রাজপথ

পথের মানুষ
পথের পুরুষ, মেয়েরা, শিশুরা
পথে পথে চলে অসহায় চোখ
মরামুখে জলে শাদা কালো চোখ
নিভন্ত চোখ, জীবন্ত মুখে জ্বালাভরা চোখ, মরিয়ার চোখ
স্বপ্নের চোখ স্রষ্টার চোখ

ভিখারীর চোখ, গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথের বৃদ্ধের আর
বৌমানুষের বিধবার আর ত্রিকালদর্শী শিশুদের চোখ
ঘরহারাদের, কারখানাছাড়া ছেলেদের আর মেয়েদের
যেন লাখো লাখো চোখে অগ্নিবর্ষী জঙ্গম পর্বত।

আকালের ভিড়, দাঙ্গার ভিড়, বঙ্গভঙ্গ স্বাধীনভারত
ট্রেড্‌মার্ক ভিড়
আর প্রতিবাদী ছাত্রের ভিড় ছাঁটাইয়ের ভিড় ধর্মঘটের
ধর্মধ্বজের প্রতিবাদে ভিড়, দুস্থের ভিড়,
স্বপ্নের ভিড়ে শত রাজপথ শত শত ঢেউ চোখে চোখে নামে

আজ কেউ কাল কেউবা সেদিন
পাহাড়ের নীল নামায় নিবিড়
স্বপ্নের অতলান্তে
রক্তে এবং রক্তহীনের হাড়ে ঝলসায় রাজপথ
সমুদ্রে পর্বতে

দান্তে নরকে এ জীবন লেলিহান অনেক চোখের
স্বপ্ন আজকে মধ্যদিনের আগুন।

তুমি ভাবো ওরা করবে কণ্ঠরোধ ?
দ্বন্দ্বে তুলিবে মন্থিত হলাহল ?
কত না চাতুরী কতই না কোলাহল
জাগায়, কখনো কাকুতি কখনো ক্রোধ
শতেক খেউড়ে নরমে গরমে রূঢ়।

ওরা তো জানে না ওরা যে কার পুতুল
ত্রিভুবনে আজই ওদের রাজার বাজি
কত সাধুকথা বেভিনের কারসাজি,
ট্রুমানের যত সত্যাসত্যে ভুল
বুঝি না আর যে তাও কি বোঝে না মূঢ় ?

এর কানে দেয় ওর বিরুদ্ধে শলা,
ওকে গিয়ে বলে এরা কেটে দেবে গলা,
ওদের কুলে তো ওরা নয় প্রহ্লাদ
দেশ জুড়ে আজ খুঁজে ফেরে জল্লাদ
বৃথাই, বৃথাই এত মন্ত্রণা গূঢ়—

সমুদ্রে আর ওদের তো ঠাঁই নেই—
সে নীল এ দেশে এই নীলকণ্ঠেই।

হারিয়ে সে তো যায় না, সে তো
কোনও মতেই মানে না হার
দিগ্‌বিদিকে আঁধি ঘনায়—
কোথায় এখন গেল কুমার।

দৈত্যদানো দিচ্ছে হানা,
ডালিমডাল ছিঁড়ল বুঝি,
তারা কি শোনে মুখের মানা !
জীবন দিয়ে মরণ যুঝি ।

কোথা কুমার ? পক্ষীরাজের
হ্রেষায় কবে ঘুমের দেশে
জাগাবে প্রাণ, সেই আওয়াজের
আভাস আসে, হাওয়ায় ভেসে ?

তাই কি কড়ির পাহাড় ভাঙে
হাড়ের ডাঙা ভিজে সবুজ,
হাজার মেঘে আকাশ রাঙে ?
জানি কুমার নয় অবুঝ

হারিয়ে সে যে যায় না জানি,
কোনও দিনই সে মানে না হার ।
ঘুমের দেশে দানোয় হানে,
ভাবছে তারা ঘুমিয়ে কুমার !

তুমি কি নামাও মুখ ? কেন ঢাকো মেঘময় চোখ ?
তোমার যন্ত্রণা সে যে ক্ষুরধার জীবন আমারও
দিনরাত্রি, অপমান ব্যর্থতার নিদ্রাহীন ক্রোধ
আমার কপালে জ্বলে, কেন ঢাকো বিদ্যুৎ আলোক !
বিস্তৃত বিশ্বের কাব্য মানুষের দীর্ঘ সভ্যতার
চেতনা বিনিদ্র জ্বলে দিবারাত্রি, তাই এই রোখ্,
তাইতো আমার চোখে দৈনন্দিনে এই প্রতিরোধ
আমাদের হতমান ম্লানমুখ ভাঙাঘর নিষ্পিষ্ট প্রত্যহে ।

তাই তো অতীত জলে, ভবিষ্যৎ তাই তো ন্যগ্রোধ
পল্লবিত। তুমি জানো এ তো নয় অভ্যাসে বা মোহে
মিনারের খেলা, এও ইতিহাস, প্রচণ্ড রচনা
জীবিকাবিজয়ী বাঁচা, প্রতিবাদ, বাঁচা, ভালোবাসা—
অভিমান কাকে বলো? তুড়ি দিয়ে তাই কাঁদা হাসা,
প্রেমেই জীবন গড়া—জীবনই তো প্রেমের ফাল্গুন—
সমতলে ভিৎ গড়া, আজ তাই জ্বালাই প্রেরণা
তোমার দুচোখে চোখ, অন্য চোখে কৈলাসই আগুন॥

চেতনে অবচেতনে খুঁজি মিল।
মনে জীবনে শরীরে মনে দ্বন্দ্ব
ছেয়েছে আর সমস্ত নিখিল
স্বপ্ন আর মানে না বাধাবন্ধ
পূর্বরাগে মেলাতে চায় ক্রান্তি।

চেতনে অবচেতনে বাঁধি মিল।
মনে জীবনে একে অনেকে বিচ্ছেদ
তবু আহত সমস্ত নিখিল
প্রত্যক্ষে প্রতীকে তবু ভেদ
রক্তে কাঁদে সৃষ্টিময় শান্তিই।
তাই তো ভাঙে আজকে বিধিনিষেধ
কুলত্যাগী তাই তো সাধে ক্রান্তি।

স্বপ্নে আজ চেতন অবচেতন
যুক্তপাণি, মনে জীবনে দ্বন্দ্ব
রক্তে তবু নীল গোলাপ বন।
স্বপ্নে আর মানে না কারাবন্ধ
বাগানে আর বাদায় বোনে ক্রান্তি
ত্রিকালে নাচে মুহূর্তের ছন্দ
মুঠিতে বাঁধে ঝঞ্ঝাময় শান্তি।

শুশুনিয়া

বিরাট মৃত্যুর ডাঙা, এক ফোঁটা জল নেই, প্রাণ এক ছিটে :
না জানি কী অন্ধকারে কঙ্কালী কোটরে করে গৃধ্নুর মন্ত্রণা
স্বর্গহীন লুসিফর, বীল্‌জেবব, ম্যামনেরা ; মাটির যন্ত্রণা
থেকে থেকে ফেটে পড়ে বালিতে কাঁকরে অভ্রে লাইমে গ্রানিটে
নিরন্ন নীরস নগ্ন, শুষে খায় তিলে তিলে নিসর্গ নিষাদ ;
একটু সবুজ নেই, শুধু সোনা, পোড়া, নেই কীটেরও আভাস,
শ্যাওড়াও মরে যায়, তারও কাঁটা মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের আশ্বাস।

বন্দী তুমি তেপান্তরে, হে বন্দী পাহাড়। বুঝি তোমার বিষাদ।
রুক্ষ কালো পাথরের মিরিয়ম কি শবরী তোমার প্রতীক্ষা,
স্বর্ণলঙ্কার দাহে পাবে তুমি প্রেম দেবে দূর্বাদলে হিয়া,
নবজলধররাম বনরাজিনীল তালীতমালের দীক্ষা
শালতোড়ায় পূর্ণ, খাদে শৈবালে ফাটলে বাঁধা সজল আকাশ
অক্ষয় মানবগর্বে। দুখজাগানিয়া ওগো ঘুমভাঙানিয়া !
মৃত্যু গুহাহিত স্বপ্ন শালবনে পাথরে সবুজ শুশুনিয়া !

শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব

শিল্পী জানে, কবি জানে, যেহেতু প্রেমিক তারা, তাই জানে
দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা ;   জানে সমাধা দুরূহ, তবু আশাও দুর্মর,
বস্তু ব্যক্তি বিশ্ব ব্যক্তি বিষয় বিষয়ী রূপে রূপে
রূপেরই জীবন্ত দ্বন্দ্বে শত জিজ্ঞাসার রূপান্তরে আশা,
তবু নির্বাহের শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব উপমা পেয়েছে
হৃদয়ের অভিযানে কারখানার বসতিতে খামারে গদীতে
ব্যারাকে ব্যারাকে।   কাব্যের যুদ্ধের মিল আজ মেলে
অশ্বমেধ তীর্থযাত্রায় না, বারিকেডে, কলমে না, মিছিলে মিছিলে,
সংগঠনের স্রোতে গঠিতের সংহত সংঘাতে।

কথাকে যে রূপ দেবে গণ্ডীতে অধরা
তীব্র অনির্বচনীয়ে বেঁধে দেবে নির্দিষ্ট নিশ্চিত
ঐতিহ্য যেখানে জীব্য সচল মুষ্টিতে,
বর্তমান ঐকতান ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুরে—
গলির মোড়েই, তবু অফুরান কোথা সেই সাধনার সীমা
সেই গলির সীমানা ?   শব্দে শব্দে প্রতিযোগ
সাযুজ্যের স্বাতন্ত্র্যেই যোগাযোগ, উভয়ত সমতায়
বিলুপ্তি তো নয়, সেই গলির সীমানা, পায়ে চলার পথের
শেষ কোথা, ম্যাকাডাম রাজপথ নয়।   শব্দে শব্দে প্রতিযোগ,
ঘাটে ঘাটে ভাবো নদী, বাংলার ঘাটে ঘাটে
একই শব্দে শত রূপ শত প্রতিবাদ জমে শত ব্যবহারে,
কিছু তার ভেসে যায়, কিছু ধুয়ে, কিছু রয়ে জীবনে জীবনে
ঘরে বাইরের স্রোতে মুখের আলাপে।
অক্ষরে অক্ষরে স্বত্বের সংগ্রাম, দায়ভাগের বিন্যাসে
যোগে ও বিয়োগে আর নব আগন্তুকে, অভিধা ও ব্যঞ্জনায়
দ্বৈতাদ্বৈত বিরোধের পালা, স্বরে সুরে সংঘর্ষ সংযোগ।
একটি বাচনে কাঁপে একটি ভঙ্গীতে সমস্ত ভাষার
বাংলার, ভারতের, মানুষেরও সমস্ত অতীত (অবশ্য একটি ঢেউ)

সম্মুখীন মোহানার ঘোরে ফল্গুস্রোতে ভবিষ্যতে—
অথবা বন্যার তোড়ে বাঁধের সংস্কার—নাকি কেটে দেবে খাল ?

একটি কবিতা তাই উৎসারিত মর্মান্তিক আততিতে
মুখোমুখি বর্তমানে মুহূর্তে সঙ্গীন—
রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন
সন্ধ্যারাগরক্তসম তন্দ্রাতলে হয়ে যায় লীন
কিন্তু যা যাবার আগে উঁচায় সঙ্গীন
সেইরকম মুহূর্ত,
অনার্য আর্যের, কৃষক ও শাসকের, বৌদ্ধ আর ব্রহ্মণ্যের
গৃহস্থ ও ধনিকের, স্মার্ত আর লৌকিকের, শ্রমিক ও ধনিকের
স্থানে কালে প্রায় অন্তহীন দ্বন্দ্বের বিন্যাসে
অনন্য ও অন্যোন্য সূচ্যগ্র মুহূর্ত এক,
তবু তার আততির ভাষা একাগ্র সন্ধানী চূড়া
বিস্তারিত পাহাড়ের, শেষ যার অগোচরে,
তবু তার লক্ষ্যভেদ অভ্রান্ত অমোঘ
কৌরব রাজন্যে নয় অর্জুন বা একলব্যে জ্যামুক্ত সার্থক।
খুঁজি সেই একলব্য চোখ, মন, হাত ! দেখা যায়
সেই মন সেই চোখ হৃদয় রাঙায়, সে আঙুল বেঁধেছি মুঠিতে।
সেই সাধ্যে গেঁথেছি সাধনা। কাব্যে সে সন্ধান জীবনের।
একটি জীবন বটে, অনন্য, তবুও সমস্ত ভাষায়, অন্যোন্যও।
তাই জাঠায়, মিছিলে, শোভার সন্ধানে যাত্রী মিটিঙের মুখে

কাব্যের যমক, অনুপ্রাস, উপমা বা উৎপ্রেক্ষাই
যে দাবি জানাতে হবে, যে জুলুম বন্ধ্ করনে হাঁক
সে দাবি কবিতা, সেই জুলুমের জ্বালানি আমরা
সবাই, মানুষ, শিল্পী, কবি। অস্তিত্বের মর্মে মর্মে
জীবনের রক্তে রক্তে, চৈতন্যের অস্থিতে অস্থিতে
জুলুম ও দাবি লড়ে অতলান্ত আততিতে,

তাই তো দ্বন্দ্বের স্রোত কোটালের বান আর
এদিকে স্বপ্নের কূপও, আর্তেসীয় কাব্যের নির্ঝরে
তাই তো হাজার শিলা, যন্ত্রণার অস্থির সংস্থান।

শব্দের অর্থের ছন্দের স্বরের দ্বন্দ্বে রূপান্তর চাই
শব্দে শব্দে আপতিক ভেদাভেদ অতিক্রমে
কবিতায় কবিতায় স্বাতন্ত্র্যের অনন্য ও অন্যোন্যের
যোগাযোগ অর্থের বিন্যাস। তাই অত্যাচার
ধ্বংস হোক গাই, অভিধার স্বত্ব-নিপাতনে
ধ্বনির মুক্তিতে গাই, ধ্বনি খুঁজি পথের ধ্বনিতে
জুলুমের প্রতিবাদে, দাবির সম্বাদে। জীবনের দাবি।

তাদের চোখের ব্যঞ্জনায় আমি যে দেখেছি
উত্তোলিত বাহুর মুষ্টিতে, প্রবল আওয়াজে
সম্মিলিত পদক্ষেপে সমাহিত অতীত জীবন
বর্তমান জীবনের বিন্যাসের যোগাযোগে উৎসারিত
ত্রিকালের মুহূর্ত-চূড়ায় চূড়ায়িত, লক্ষ্যভেদে তীর কিংবা বর্শার ফলক এক!
মৃত্যুঞ্জয় তাই তো জীবন, জীবনে মরণে একাকার।
কবিতার সমাধান জীবনে গোচরে আজ কবিতার
আত্মদানে, যেন মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে পর্বতশিখরে।
হয়তো শিখরও ডোবে ঊর্মিল কল্লোলে, হয়তো বা
প্রাণ দেয় গুলির জুলুমে, হয়তো বা মাথা তোলে,
জেগে ওঠে উপলক্ষ্যে, ভাষণের দাবি কিংবা প্রয়োজনে,
মুখ্য নয়, হাতিয়ার, একাগ্র সঙ্গীন।

শব্দ ভাষা ছন্দ ইত্যাদির মুষ্টিমেয় গঠনের
সংবেদন দ্বন্দ্ব জীবনের ঢেউয়ে ঢেউয়ে মুষ্টিবদ্ধ,
গৌণ কিন্তু অকৃত্রিম, চালিত এবং আন্তরিকও,
একতার বহুধাসাধনে মুঠি মুঠি প্রতিবাদ
জুলুমের দাবির সম্বাদ। সর্ব কাম ত্যাগ ক'রে

এই তবে।   বাকি সে তো একান্তে তোমার
অদ্বৈত-নিশ্চয় কিংবা দ্বৈতাদ্বৈতে সম্ভোগ-দ্বন্দ্বের
বিলাস, সে তোমারই দায়, তোমার হৃদয় মনে কি মাত্রায়
মিলনের কিবা রূপ দেবে, সে জানো তুমিই
পায়ে চলা দীর্ঘ গলি নাকি দ্রুত প্রশস্ত এস্‌ফল্ট রাজপথে,
রূপ তোমার জীবনে কবিতার নব কলেবরে রূপ
বিশ্বরূপ জনগণে, প্রত্যক্ষে ও অগোচরে যেদিকে তাকাও।
ক্লৈব্যে নয়
রচনায় সংগঠনে শিল্পে কর্মে আততির সচেষ্ট সংযোগে ॥

প্রতীক্ষা

তুমি করো গান,
তুমি আঁকো ছবি,
কর্মে রচনা করো তুমি নব প্রাণ,
তুমি তো আমার ভোরের স্বপ্নে আনন্দভৈরবী।

আভাস পেয়েছি।   তবু নীলাকাশে আসে না নেমে,
নানান রঙের মেঘমালা আজও দু'চোখে ধাঁধে।
ঊষসী!   সে কবে ধরবে হৃদয়ে এ ঊষা হৃদয়?
কবে স্বাধিকার-প্রমত্ত দাবি ছাড়বে বলো
কাকতালীয়ের অন্ধ-যযাতি কার্যকারণে রাজজীবিকা?

তবুও দেখেছি রুদ্ধ মেঘের অনেক ফাঁকে
সূর্যোদয়ের মিছিলে মিছিলে সূর্যাস্তের
ইন্দ্রধনুর রঙে রঙে শুরু আলোর ডাকে
নবজীবনের সন্ধ্যাভাষায় আকাশসভায়
রঙের সপ্তসমুদ্রপারে স্বচ্ছ আকাশ।

উষসী। সে কবে মেলাবে হৃদয়ে এ উষা হৃদয় ?
কবে খুলে দেবে হেমন্তিকা ও ঘোমটাখানি ?
তিন-পাহাড়ের চূড়া ঢেকে দেবে চোখের ছায়ায়
খর চন্দনা কবে ধেয়ে যাবে পায়ের মায়ায়
আশ্লেষে বাহু খুলবে বিরাট সুনীল আকাশ ?
আভাস ! পেয়েছি হে অনামিকা।

তারার দীপাবলী নীলে নীলে,
দেয়ালি গাঁয়ে গাঁয়ে দীপাবলী
পাহাড়ে আঁধারের কোলে কোলে !
তোমার ছায়াপথে আমি মেলি,
চাঁদিনী ! আজ তুমি কি অমাবস্যা
তোমাতে এ-তমসা যাক্ মিলে

মশাল ঘোরে মাঠে হাট-পথে
ছেলের দল চলে মেয়ে কত
দেয়ালি দিলদার কার সাথে
কে মেলে হাতে হাত, আজ রাতও
ঝুলন, নাকি রাস ! হে অমাবস্যা
তোমার নীলে নীল স্বপ্নাহত

আমার নীলাকাশে, তোমারই যে
প্রাণের দীপ জ্বালে শতশত।
হৃদয় জ্বলজ্বলে, আশাহতও
ভাষায় জেগে ওঠে, ঢোল বাজে
নাচের ফুলঝুরি, এ-অমাবস্যা
তোমার দেয়ালিতে পায় নিজে।

জ্বালাও দীপাবলী, অমার রেশ
স্বচ্ছ উষা বটে মুছবে কাল—

আমার প্রেম জ্বালো, আঁধার দেশ
আঁধার পৃথিবীতে ক্ষেতে কলে
খামারে কারখানায় এ-অমাবস্যা
মিলাও দেয়ালিতে বিলাও শেষ ॥

গান গেয়ে গেলে, মনপ্রাণ সুরে সুরে
ছড়াল হাজার ধারে,
সন্ধ্যা-আকাশে ছড়াল যেমন মেঘুর চূড়ার পারে,
হাজার আলোর ঝর্নায় সুরে সুরে
মধুর তোমার দূরবিদেশের সুরে
দাক্ষিণ্যের ভারে ।

শোনো ওগো শোনো সিন্ধুপারের পাখি
এ রাঙামাটিতে হৃদয় মেলাবে নাকি
এ নীল আকাশে দুবাহু কি বাঁধবে না
বালি-ঝিরিঝিরি সোনা-ঝলোমলো জলে
করবে না পারাপার
আঁচলে কি তুলবে না
চেনা চামেলি বা হেনা ?

তুমি কি কেবল স্বপ্নেই দেবে ডাক
বেহাগে বাজাবে বীণ ?
সূর্যোদয়ের রক্তে কিংবা সূর্যাস্তের মেঘে
পূবপশ্চিম রাঙা
আকাশ শিকলভাঙা
ঘুমভাঙানিয়া
তোমার গানের সুরে সুরে ঘুরি ক্লান্তিবিহীন জেগে ।
এ পূর্বরাগ পাবে না ক্রান্তি ?
দিন তো রাত্রি, রাত্রি করেছ দিন ।

এখানে কঠিন মাটি, পাথর কাঁকর লালমাটি
উৎরাই খাড়াই, রুক্ষ মাঠে মাঠে তরঙ্গিত ঢেউ
জল নয় শুষ্কতার, তারই মাঝে এরা কেউ কেউ
আউষ কেটেছে, কেউ বুনেছে আমন, কয়ে আঁটি
পাটও দেখি এক ঘরে, সর্ষে কেউ কেউ অড়হরে
এনেছে ক্ষেতের রং প্রাণের রঙের সোনালিতে,
কঠিন মাটির তারে এরা সুর জীবনের গীতে,
এরা কেউ হার মানে নাকো আজও বাঁচে ঘরে ঘরে
জন্ম প্রেম দ্বন্দ্ব আর মরণের অমোঘ আকাশে,
এদের নক্ষত্র-গান ক্ষয়হীন আকালে অসুখে।

গাঁতায় করাও চাষ সম্মিলিত মরাই খামারে
মিলুক ধান ও বাহু, রাত্রি আনো চেরাগের পাশে
চোখে জ্ঞান বদ্ধ হাত সুরে সুরে এক সুখে-দুখে,
যেখানে ফলন্ত মাটি বর্ষফল ছড়াবে সবারে॥

ত্রিকূটে যে সেই ভোরের আগুন লাগ্‌ল
সে আলো কি আজ দিঘারিয়া বেয়ে সন্ধ্যা?
নীল পশ্চিমে ফেরার মেঘেরা জাগ্‌ল
জবা চাঁপা সোনা ফিরোজা হাজার ঝর্না।
দুচোখে ঝলসে ভাঙে বুঝি কারাবন্ধ।

জ্বলে দিগন্ত, রঙের মুক্তি, তুমি বিদ্যুৎপর্ণা,
তার মাঝে যেন প্রাণের প্রতীক ছন্দে
তোমার স্বচ্ছ যাওয়া-আসা, যেন প্রাণের হরিণ মাগ্‌ল
তোমার পায়ের কুরঙ্গ মিল কিংবা বুঝি বা লাগ্‌ল
ঝিরিঝিরি স্রোতে হাতে-হাত বাঁধা দ্বন্দ্ব!

ত্রিকূটে যে সেই ভোরের স্বপ্ন লাগল
সে-আলো কি আজ তোমারও হৃদয়ে জাগ্‌ল?

সে-আলো কি আজ জাগে পূর্ণিমা চন্দ্রে
হাজার তারায় ?   ভোরাই স্বপ্নে সন্ধ্যা ?
আমারও স্বপ্ন ইন্দ্রধনুকে ভাঙল
ছড়াল আকাশে রঙের বন্যা !   তুমি সে মুক্ত ঝর্না ?
আমার চামেলি আকাশে আঁধারে গোলাপবন কে হানল ?
কার গানে জাগে ঘুম-ভাঙানিয়া বনশিউলির গন্ধ ?

গাঁয়ের ওপারে নদী বেগে প্রায় ঝর্না,
পাহাড় ডিঙায়, পাথরের ঘায়ে পাথর ভাঙে,
শত বাহু চলে শুভ্র, রুপালি, বালিতে ধোয়া
আলোকে স্বচ্ছ, ছড়ায় করকা, যেন অপর্ণা
হিমানীর ঘরে ডাক শুনে রাঙে
ছুটে চলে কোথা লেগেছে আগুন ধোঁয়া
কি দক্ষ-নাটে, ভস্মে সে কোন্ !

অবাক শালের পলাশের বন !
চলে নদী বেঁকে অমোঘ গতিতে গাঁয়ের পাশে
দুর্বার গতি বাঁধ ভেঙে ভেঙে বেঁকেছে গাঁয়ে।
তবু কে বিলাসী নহুষ লোভে
টানবে নদীকে বাগানে বানাবে সখের সেতু
জাপানী বাগানে নকল কাশে
বিলেতী কাঁকরে কারারা-য় গড়া মেয়ের গায়ে
ফোটাবে ফোয়ারা, চায় সেহেতু
মরে যাক্ নদী থাক্ হোক্ গ্রাম তবুও বাঁয়ে
জলে টানো রাশ, মরিয়া রাগে
পাথর চাপায় মূঢ় শান্তিতে চাঙড় চাঙড়
যেন পেয়াদার অন্ধ চাপড়।

তবু নদী চলে সফেন মুখর
তবু জলে জলে ঘূর্ণী জাগে

ট্রামের তড়িতে ট্রেনের আগে।
আরো আনো আরো পাহাড় পাহাড়
কড়ির পাহাড়ে আছে যত হাড়
সিপাই সান্ত্রী যত অনুচর
দাগাও দালাল লাগাও কামান কোটালের বান নদীর বাঁকে।

নিস্রোত নদী, চলে না ধারা!

তবুও নিথর পাখির ঝাঁকে জলের বাঁকে
চলুক চাবুক, তবুও সারা
ফল্গু অচল, দিক্‌বিদিকে
একদিক তার যাবেই গাঁয়ে
যাবেই বাঁয়ে সে, নিয়েছে শিখে
ধর্মঘট কি? নদীর ধারা
ইতিহাস যেন, ব্যর্থ করেছে সর্ব পাহারা
চঞ্চল প্রাণ পাহাড়ে ঝর্না
তাই হিমহ্রদে গোপন কি আজ পূর্বরাগে
স্তব্ধ তাপসী তাই অপর্ণা?

পঞ্চবটী

তুমিই মালিনী, তুমিই তো ফুল জানি।
ফুল দিয়ে যাও হৃদয়ের দ্বারে, মালিনী,
বাতাসে গন্ধ, উৎস কি ফুলদানি,
নাকি সে তোমার হৃদয়সুরভি হাওয়া ?

দেহের অতীতে স্মৃতির ধূপ তো জ্বালিনি।
কালের বাগানে থামে নিকো আসাযাওয়া,
ত্রিকাল বেঁধেছ গুচ্ছে তোমার চুলে,
একটি প্রহর ফুলহার দাও খুলে,

কালের মালিনী।   তোমাকেই ফুল জানি,
তোমারই শরীরে কালোত্তীর্ণ বাণী,
তোমাকেই রাখী বেঁধে দিই করমূলে,
অতীত থাকুক্ আগামীর সন্ধানী—

তাই দেখে ঐ কাল হাসে দুলে দুলে।

এখানে ঢেকো না সূর্য, এখানে যে একটি হৃদয়
দুহাতে শীতের রৌদ্রে ছড়িয়েছে অনেক—আমারও
জীবনের মাঠে-বাটে নদীপথে পাথরে বাগানে
প্রাণের আরাম আলো ছড়িয়েছে, সে প্রসাদ কারো
আকাশে আনেনি ছায়া, নির্বিশেষ সে হৃদয়দানে
তুলাদণ্ডে রাখেনি সে দাবিদাওয়া ভীরু বিনিময়—

যদিও বা রেখে থাকে, তবু তার হৃদয়ের আলো
ফুলে ফুলে প্রজাপতি, কিংবা বুঝি ফুলেরই প্রতিমা,
সূর্যঘট ছেয়ে তার বর্ণচ্ছটা যেন ইন্দ্রধনু,
হরধনুর্ভঙ্গে নয়, বরদা সে, ঐশ্বর্য বিলাল

হাসিতে ভঙ্গীতে মিত্রাক্ষরে তার, তার স্বচ্ছ তনু
বিরহে যা রৌদ্রে নয়, মানি, কিন্তু ঝুলনপূর্ণিমা।

কি জানি তোমাকে হয়তো বা ভুল জানি,
তবু প্রকৃতিতে রূপায়িত মনপ্রাণ।
সে ছবিতে এক হয়ে গেলে তুমি রূপকে,
হৃদয়সংবেদনে ভরে দিলে গান।

হয়তো বা ভুল, বৃদ্ধে কিংবা যুবকে
তোমার কোমল হাতের সঠিক বাণী
বুঝবে, আমি কি শুনেছি নিজেরই ভাষা ?
আকাশে মাটিতে জীবনে যে কানাকানি
মনে মনে শুনি সে কি শুধু অনুমান ?

জানি না, তোমাকে হয়তো বা ভুল জানি।
তোমার জীবনে দিগন্ত পটভূমি
শুক্লপক্ষ কতদিন দেবে তুমি
সে জানো তুমিই, আমার রাতের আয়ু
নাক্ষত্রিক, নিত্য সেখানে বায়ু
আলো উত্তাপ—আর অতন্দ্র প্রাণ।

এখানে নতুন পাতা, সাইরেনে সাইরেনে
আরেক বছর এল রাত্রি ভেঙে বারোটায়!
কে জানে স্থবির সময়ের দুরন্ত ছোটায়
পরাগ ওড়ায় কে ও! কিবা হবে তাই জেনে ?
উদ্বৃত্ত কুড়াই, কালের ফুলের বাগানের
মালিক বা মালীর দাক্ষিণ্যে, মালিনী খেয়ালে
যা দেয় দুহাতে নিই, বাঁধি গতির দেয়ালে।
দান যদি ঝরে, থাকে রেশ কালের গানের,

ছবি থাকে। হে কাল হে মহাকাল। তাই চাই
আনন্দমর্মরে সাধারণ্যে দুঃখী সুখী দিনে
দৈনন্দিন তোমাকেই। ভবিষ্যের উৎস স্থির,
অতীত তো বনভূমি, পূর্বাপরে জীবনের তৃণে
চাই না খোদাই ঝর্না সুরসুন্দরীর নৃত্যে।
কিংবা চাই, মূর্ত ইতিহাসে ত্রিকালেশ্বরীর
গতির ত্রিভঙ্গ তীব্র পঞ্চবটী এই চিত্তে।

পঞ্চবটী ডাকে আজ পান্থজনে, উদ্দাম উধাও
কালের যাত্রার ধ্বনি শোনা যায়, হাওয়ার মর্মরে
শৈশবের হাসি ছোটাছুটি কলরব আজ পাও
শুনতে কি পাও কিছু কালের পাথরে

নতুন ব্যঞ্জনা? আজ প্রতীক কি প্রত্যক্ষ নির্ঝরে?
হেমন্তের দোলা পেল নিদাঘের স্তম্ভিত সন্তাপ?
দম্পতি—চালশে আর বাইশেও, প্রেমের প্রতাপ
মেনে আসে পদচারে অসঙ্কোচ ইতস্তত সবুজবাসরে,

সাইরেনের পরে স্নাত শ্রমিকেরা শুভ্র অবসরে,
নানারঙা ভিড়ে আসে সুরসুন্দরীর পাশে নানান বিন্যাসে।
গুন্ঠিত বৃদ্ধের মতো, যারা আসে রৌদ্রের প্রত্যাশে
মাথায় জড়ানো গল্প, সেকালের দূর অভিশাপ!

দিনে দিনে সন্ধ্যায় সকালে বৎসরে বৎসরে
কালের প্রাচীন মূর্তি হাসে তার অম্লান অভ্যাসে?
মালিনী! দেখেছ ঐ খেলায় মেলায় কাল সম্পূর্ণ সন্ন্যাসে
আকণ্ঠ তৃপ্তিতে হাসে, খেলেনা ও সাপ!

তোমার মালাটি আজ নিয়ে যাব আমাদের ঘরে॥

এল্‌সিনোরে

এ কী বৈশাখী সারাদিন আজ ধাবা
এখানে, এখানে শীতল বন্যা বজ্রে ও বিদ্যুতে
আজ এই, আর কাল হয়তো বা শ্মশানকালীর জ্বালা,
একফোঁটা জলকণা নেই, চোখ
এমন কি চোখ অশ্রুবাষ্পহারা !

তোমার হৃদয়ে ঘরভাঙা পাক ঠাঁই
তোমাকে আজকে হাওয়ায় হাওয়ায় চাই
বটের ছায়ায় চৈতালী নিশ্বাস ।

এখানে যখন প্রসাদ ওখানে প্রতিবেশী উপবাসী
ও দিকে আকাশ মুক্ত অথচ এল্‌সিনোর তো কারা
দানেমার্কের রাজাসনে লাগে ঘুণ
হাওয়ায় কলুষ লুব্ধপাপের খুন ।
তুমি আনো আজ জীবনের বিশ্বাস !

দুইতটে এসো বাঁধি বৈশাখী বন্যা
পাগলা হাওয়াকে গড়ে তুলি এসো দৈনন্দিন দ্বৈতে
আমার মরুভূ আমার অকালবৃষ্টি
বাঁধব দুজনে পাহাড়ভাঙানো তটে তটে গড়া ঝর্না
পরস্পরের সাধারণ্যেই তোমাকে চাই অনন্যা ।

চিন্তা আমার গুহাহিত, উদ্দেশ
রাজায় পায় না, হন্তারকের হাতে
অধরা চিন্তা, এদিকে হৃদয় হৃদয় আমার মাতে
পাহাড়ে সাগরে রাজপথে পথে দুর্গের দৃঢ় ছাতে ।
হোরেশিও শুধু চেনে সে ছদ্মবেশ ।

শোনো ওফেলিয়া দোঁহার আত্মদানে
তোমার শরীরে সারেঙীর গানে গানে
জীবনের মহামৃদঙ্গে নাচে অর্ধনারীশ্বর।
মন দাও প্রাণ দাও সারা দেশে অনাচারে জর্জর

তোমার মুখের আশ্বাসে পাই আশা
কূটচক্রের অন্ধ আঁধারে ভাষা
তোমার উৎসে যদি পাই উচ্ছ্বাস।

ওরা কি সবাই দেখেনি বিরাট ছায়া
বধির কালের অতন্দ্র অধিপতিকে ?
এ প্রেতলোকের দুর্গন্ধে কি আমি শুধু দিশাহারা
এল্‌সিনোরের অলিতে গলিতে শিউরে ওঠে নি সাড়া ?
শপথ জানাই আমি তো জানাই শপথ।

পিতৃপুরুষ আমিই বইব জীবনের দায়ভাগে
বন্ধু আমার মানবতা তার স্মরণে দীর্ঘকাল মানবসভ্যতার।
আর আছ তুমি হে তন্বী সংহতি
মেলাও অতনু-রতিকে।

বন্ধু আমার বিশ্ব মিলায় হাতে।
তোমার প্রভাত বিলাও আমার রাতে
আশা হতাশার অগম প্রত্যাশায়।

তুমি যৌবন জীবন মূর্তিমতী
ভাস্বর তনু তুমি আগামীর সতী
তুমি নির্মাণ দুতারার গান
আমার ঘৃণাতে প্রেমে দাও দিক
তুমি সখী বধূ মাতা হে প্রেয়সী তুমিই প্রাকৃত গতি।

তোমার সত্তা প্রগতি মেলাও আমার আকস্মিকে
হঠাৎ মেঘের অকাল ধারায় মেটে না আমার তৃষা

দিশাহারা ঘোরে আমার শপথ এলোমেলো চৌদিকে।

নবীন তোমার দুবাহু আমারই পিয়ালগাছের শাখা
বৃদ্ধ পিতার বৃথাই অন্ধ দাবি
(মাটির কি দাবি কুরুবক মন্দারে ?)
কে বাপ কে ভাই জীবনের দাবি ধুয়ে দেয় যারা পদলেহী চাটুকারে।

তুমি জয়গান আষাঢ়ের গান মেঘে মেঘে একাকার
এসো দুইজনে মৃত্যুর পূতি দূর করি খরস্রোতে
জুঁই-চামেলিতে সুবাস ছড়াই স্বচ্ছ হাওয়ায় হাওয়ায়
জীবনের তটে তটে বিস্তারি নবজীবনের পলি।
এল্‌সিনোরের নরকে দিয়ো না বলি
তোমার এ দিনেমারে।

হাওয়ায় হাওয়ায় হাতে হাতে নীড় দাও
দ্বন্দ্বমুখর অবসাদ ছিঁড়ে নাও
মুখে এনে দাও প্রস্তুতিঘন ভাষা।

কালের বাগানে মিনতি আমার শোনো
ওফেলিয়া তুমি মিথ্যা হিশাব গোনো
এনো না কো চোরাগলি
বাঁচবে না তবে গ্রামের মরাই মরবে শহরতলি।

পিশাচেরা আর পিশাচসিদ্ধদলে উদ্বায়ু সন্ত্রাসে
ছেয়ে গেল দেশ
এবারে তো হবে ভাঙতে এ বিকিকিনি দীর্ঘ আশার বলে
এই প্রেতলোক জীয়াতে তো হবে স্বপ্নের হলাহলে।

সে সূর্যোদয়ে তুমিই তো ফুল
কিংবা কালের বাগানে আমার ঘুমভাঙানিয়া মালিনী।
ঘোচাও আমার অধীর ছদ্মবেশ॥

জল দাও

ফাল্গুন আরম্ভে তার
এক হিশাবে অবশ্য মাঘেই,
কিংবা তারও আগে,
ও বছরে—বা আর বছরে
বছরে বছরে দীর্ঘ প্রকৃতির কর্মসূত্রে অথবা নিয়মে
ছোটো ঘেরা মাটির সংযমে
হাওয়ার মুক্তিতে গাঁথা সরল সজল সংকল্পে গম্ভীর
গন্ধের আলাপ তার বাজে
পাপড়িতে পাপড়িতে তার পরাগের পাখোয়াজে

ও বছরে বর্ষার সজল মিছিলে
কিংবা তারও আগে বুঝি পাঁচ বছরের দীর্ঘ দূর অভিযানে
প্রাণের প্রয়াসে আজ প্রচুরতা তার
তাই আজ
যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ
অন্ধকার পরোয়ানা শিমুলের লালে
গোল্‌মোরের সোনাও পাণ্ডুর
শালিকের ঐকতান থেমে যায় জামরুল বাগানে
কলকাতার কাক আর সমুদ্রের বকের বলাকা বহুদূর
তখনই কুঁড়িতে লাগে অধরা আবেগ কোন্‌
বসন্তবাহারে লাগে সহিষ্ণু হৃদয়ে থরোথরো
প্রচণ্ড যন্ত্রণাস্পন্দে একাগ্র নির্দেশে
আনন্দে নিমেষহীন রূপান্তরে সৃষ্টিতে আকুল

তারপরে আলো জ্বালি
বন্ধু কিংবা বইয়ের আশ্রয়ে
কিংবা খবর শুনি দাঙ্গার কোথাও
ক্লান্ত সন্ধ্যার প্রান্তরে এসে নিঃস্বার্থ আকাশে দেখি

ফুটে আছে শান্ত শুচি
সময়ের জড়ো করা ভুল একটি মুহূর্তে ধুয়ে
বিনীত পদ্মের মতো নিশ্চিন্ত অথচ দান্ত
কর্মের সংবিতে স্তব্ধ
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
একরাশ সাদা বেল ফুল।

গরমে বিবর্ণ হ'ল গোলমোরের সাবেক জৌলুষ—
কৃষ্ণচূড়া চোখে আনে জ্বালা
রৌদ্রের কুয়াশা জলে ঝরা মরা পোড়া লেবার্ণমে
এখানে ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কের ধারে শানে পথে পথে গাড়িবারান্দায়
ভাবে ওরা কি যে ভাবে! ছেড়ে খোঁজে দেশ
এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ বা ঢাকায়

গরম হাওয়ায় ঝরে নীল আর বেগ্‌নি ফুরুষ
কৃষ্ণচূড়া নির্নিমেষ টেনে চলে টেনে মালাবদলের পালা
খুঁজে খুঁজে যমুনার স্নিগ্ধ ছায়া হিংস্র গরমে
এখানে ওখানে দেখ কত ঘরছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কে ছাউনিতে পথে ম্যানসনের বারান্দায় শানের শয্যায়
কি যে ভাবে ঘর ছেড়ে খোঁজে বুঝি দেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে হাওড়ায় নাকি সে ঢাকায়

আমাদের ঘরে ঘরে আমরাও নানান মানুষ
গেয়ে চলি চুপি চুপি আমাদের পালা
কিংবা গাই না আর মাথা নাড়ি পোড়া মাথা গরমে নরমে
থেকে থেকে হয়তো বা আমাদের কেউ কেউ মরীয়া হাঁপায়
জীবনে মৃত্যুতে কিংবা মৃত্যুতে জীবনে ভগ্ন ব্যর্থ অসহায়
কি যে ভাবে কর্মহীন অর্থহীন অচেনা স্বদেশ

কোথায় যে যাবে ভাবে কোন দেশ শীতল বর্ষায়

কারণ দেখেছে সব গোবি মরুভূতে এক যাত্রা কত সহাস পুরুষ
যাত্রী অভিযাত্রী চলে দেখেছে তো তুষারের দেশে জয়মালা
গলায় দুলিয়ে চলে বিজ্ঞানের মৈত্রীর মরমে
মানুষের প্রেমে বীর দগ্ধমেরু কিংবা দীর্ণ মধ্য এশিয়ায়
গমের ধানের ক্ষেতে প্রাণের আশ্বিন আনে স্টেপে ও তুন্দ্রায়
বিজয়ী বসতি আনে সচ্ছল বসতি আনে উন্মুখর দেশ
কত চেলিউস্‌কিন ! হাওড়ায় চাটগাঁয় বাঁকুড়ায় চলেছে ঢাকায়।

হয়তো বা নিরুপায়
হয়তো বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস
বালিচড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার
অথচ বৈশাখী হাওয়া বাংলার সমুদ্রের
আমের মুকুলে ফল
রাশি রাশি বেলমল্লিকায়
বাগানে বিহ্বল আজ কালেরই বাগান
তবু লুব্ধ রুদ্রের মাঘের
পাতাঝরা পাতাঝরানোর ক্ষোভের রাগের
তবু সেই বাঁচার-মরার চরম যন্ত্রণা চলে
আমাদের দিনের শিকড়ে রাত্রির পল্লবে

যদি বা হতুম ফুল, বইতুম দক্ষিণের হাওয়া
রইতুম নিষ্পলক রূপান্তরে দ্রুত নিত্য চাঁদ
কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ
আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ
একূলে ওকূলে আমাদেরই বর্তমানে
কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও—বৃষ্টি কিংবা আর্তেসীয় জলে !

কমিষ্ঠ যন্ত্রণা—না হ'লে বলব তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষায়
আততির আবর্তসেতুতে ঘেঁষাঘেঁষি

আমাদের উত্তরাধিকার আমাদেরই ক্রতুক্রতমের
প্রাত্যহিক পদক্ষেপে
আমরা কোপাই গাঁথি বুনি আর আমরাই ভানি
নিজে নিজে এবং সবাই যদি ধানে মই
দিই নিজে নিজে কিংবা সবাই বেশি বা কেউ কম
সদসৎ তার নিজের সবার কম কারো বেশি

আমাদের ইতিহাস মুহূর্তে মুহূর্তে গোণে
তরঙ্গিত আয়ু তার জীবনে মৃত্যুতে
আমাদের জীবিকায় জীবনযাত্রায় দেহমনের বিন্যাসে
কর্মে অপকর্মে কর্মহীনতায়—কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও
এক পাত্র জল জ'মে যেমন বরফ পাত্রটি ফাটায়।

এবারে উঠেছে হাওয়া ধোঁয়া নেই দোলা দেবে চাঁদ
চৈত্রের সন্ধ্যায় হাওয়ায় হাওয়ায়
নাকি কোনো দোলাই দেয় না সে ?
পূর্ণিমার চাঁদ বটে বাঁধ ভেঙে তবু কি সে হাসে
প্রকৃতি কি অপ্রাকৃত মূঢ়তায় ?
হাসবে কি একাই নিষাদ ?

নির্বাক নিমেষহীন সন্ধ্যা পূর্ণচাঁদের মায়ায়
হেমন্ত বিষাদ এ কি বসন্তে এনেছে ?
তবু সন্ধ্যা চৈত্রসন্ধ্যা সমুদ্রের বার্তাবহ
দগ্ধ দিনে মৃত্যুর শহরে
তবুও পূর্ণিমা আসে পথে ছাতে প্রত্যক্ষ কায়ায়
ডুবিয়ে দিনের ছায়া কূট দুর্বিষহ
ভেঙে দিয়ে অন্ধ বিসম্বাদ
উন্মাদের ব্যবসাও
চূর্ণ করে শুভ্র দানবিক সিংহকণ্ঠ

হয়তো বা শুনিনিকো হাসি
তোমার পূর্ণিমা ! তবু আমি শুধু খুঁজিনি বিষাদ
সোনালি চাঁদের এই নীল নির্বিকার আলোর বন্যায়
বরঞ্চ শুণেছি দেশে দেশে লক্ষ্মীমন্ত সচ্ছল সুঠাম
গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে, বিস্তৃত শান্তির বর্ষা
দেখেছি সবাই যেন ভাসি
দুলি যেন জ্যোৎস্নার সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে, নদী কিংবা
আলোর ঝর্নায়
আকাশের সমতলে মৃত্যুও যেখানে পুত্র ও কন্যায়
সম্পূর্ণ বার্ধক্যে স্থির মানবিক যেখানে বাঁচাই আর
বাঁচানোই স্বাভাবিক।

হয়তো বা যন্ত্রণাই সার
দেখে যেতে হবে আজ ঠেকে শিখে
সত্তার অক্ষরে লিখে লিখে
অত্যাচারে অনাচারে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান
নিজে নিজে এবং সবার কৃতকর্মে শুনে যেতে হবে
কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম যেন কিংবা সেই বিরাট প্রাসাদে,
অজ্ঞাতবাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনের গান
কিংবা যেন ফাল্গুন চৈত্রের প্রস্তুতির
পাতাঝরা নতুন পাতার আঁকশিতে অঙ্কুরে
শিরায় শিরায় শিকড়ের প্রচ্ছন্ন উৎসবে
অধরা অথচ তীব্র প্রাণের স্তুতির
অনিবার্য যতির স্তব্ধতা
শ্রুতির আক্ষেপস্পন্দে
কবিতার ছন্দের মতন
কিংবা যেন উত্তোলিত পদক্ষেপে
যখন সামনে দেখি সেতুর ফাটলে
অতলের প্রত্যাখ্যান এবং আহ্বান

কিংবা বুঝি মোহানার গান
হুগলির নিস্তরঙ্গ সঞ্চয়ী মধ্যাহ্নে
পিছনে অনেক স্মৃতি বহুস্রোত
রূপনারাণের
দামোদর কাঁসাই হলদি রসুলপুরের
দূরের মাৎলা মাথাভাঙা আরো দূরে পদ্মার বানের

অথচ নিস্রোত মনে হয় একা কর্মহীন
প্রতিবেশী নেই
থাকলেও নিঃসঙ্গ সে, কারণ সর্বদা
পরধর্ম ভয়াবহ ভাঁটায় জোয়ার
সমুদ্রের আন্দোলনে বানডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ
তাই প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল্ ছড়াবার
আগের মুহূর্তে আভঙ্গআতত
বালাসরস্বতী কিংবা রুক্মিণী দেবীর মতো—
আসন্নসম্ভবা অন্তর্মুখী জননীর মতো
বৈশাখীর বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর—
কিংবা যেন বল্গা ধরে তাতার সওয়ার একাগ্র সংহত
পামীরে আরালে কিংবা বুঝি কৃষ্ণ কাশ্যপ সাগরে
তারপর লাগে দোলা লাগে দোলা
খরশর স্রোত
কল্লোলে মুখর
সমুদ্রে সমুদ্রে ওঠে তালে তালে
সমুদ্রে নদীতে নীল মহাসমুদ্রের কান্নায় হাসিতে
সাগরউত্থিতা সেই অধিষ্ঠাত্রী সুন্দরীর আবিশ্ব আভাসে
ঊর্মিল জোয়ার

একাকার মুহূর্তে তখন চূড়ায়িত ক্ষণে সাম্প্রতিক
অতীত ও আগামীর গান

প্রাত্যহিকে প্রাত্যহিকে
পলিতে উর্বর দিকে দিকে মানসে শরীরে
জীবনে জীবন।

তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই, জোয়ার ভাঁটায়
এদেশে ওদেশে নিত্য উর্মিল কল্লোলে
পাড় গ'ড়ে পাড় ভেঙে মিছিলে জাঠায়
বন্যার অজেয় যুদ্ধে কখনও বা ফল্গু বা পল্বলে
কখনও নিভৃত মৌন বাগানের আত্মস্থ প্রসাদে
বিলাও বেগের আভা

আমি দূরে কখনও বা কাছে পালে পালে কখনও বা হালে
তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি ভোলো তুমি পাছে
তাই চলি সর্বদাই
যদি তুমি ম্লান অবসাদে
ক্লান্ত হও স্রোতস্বিনী অকর্মণ্য দূরের নির্ঝরে
জীয়াই তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই হৃদয়ে

তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে।

জল দাও আমার শিকড়ে॥

১৯৪৬-৪৭

সন্দ্বীপের চর

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-কে

সন্দ্বীপের চর

(লালমোহন সেনের উদ্দেশে)

প্রকৃতির মায়া
আহা বনরাজিনীলা।
হে তমালতালীবন।
সমুদ্রবীজনস্নিগ্ধ সফেন কল্লোল।
বালিয়াড়ি হীরা জলে ছোট ছোট টিলা,
শান্ত মৃদু খাড়ি—যেন তনুকায়া
অষ্টাদশী। প্রকৃতির মায়া—
জীবনমরণে গাঁথা জীবনের আয়ুষ্মান রূপে
কাটে না এবার ছুটি
সচ্ছল ভূস্বর্গ সুখে—কবে চুপে চুপে
হয়ে গেছে জীবনের হার—
আজকে সবাই প্রতিবেশী ভাই, হে প্রকৃতি, ভুলে যাই
জীবনের মরণের হারে বাঁধা জীবনের ছবি
আজ শুধু মারি, মরি, পুড়ি ও পোড়াই, ক্ষেপি আর লুটি।

এ মরণে প্রাণ নেই, এ তো নেশা উন্মাদের,
শক্তিমদমত্ত অন্ধ পাগলের অপ্রাকৃত আঁধি!
হে প্রকৃতি আমরা মানুষ, এই মরণস্বাদের মদিরায়
আমরাই কবি, নই তালীবন
সারি সারি তালগুপারির
সমুদ্রবীজনস্নিগ্ধ ঢেউয়ের জীবন নই,—ছায়া-ঢাকা খাড়ি
নই, হীরাজ্বালা বালিয়াড়ি নই, হে প্রকৃতি,
আমরাই মরি আজ আপন পাশার ছকে
তবু স্থির জানি, তবু মন দৃঢ় সত্যে বাঁধি

এই রোগে এ মরণে প্রাণ নেই, প্রাণ ন্যায়ে, সমান সুযোগে
নিকটে সুদূরে কাশ্মীরে ও ত্রিবাঙ্কুরে রক্তাক্ত গোল্ডেন রকে

অনেক হাসনাবাদে প্রাণের আবাদে, নয় বনিয়াদী হত অপঘাত,
হে প্রকৃতি আমরা মানুষ, নই বনরাজিনীল তালীবন তটরেখা নই—
আমাদেরই কর্মে লেখা আমাদের দুর্গত জীবন
আমাদেরই ভবিষ্য ও স্মৃতি।

*　　*　　*

উষার নীলিমা নামে, থেকে থেকে পিঙ্গল প্রবাল
ছেয়ে যায় হে প্রকৃতি দিক্‌চক্রবাল
তোমার প্রভাতস্বপ্নে পূর্বাপরহীন
বকের মুক্তির স্বপ্নে আকাশের পাখা
মেঘে মেঘে মুখরিত, নীল লাল পিঙ্গল প্রবাল
ছেয়ে যায় প্রতিবেশী অশ্বত্থের শাখা
ঘরোয়ানা কত স্বরে

পূর্বাপরহীন আকাশে সমাজ নেই, স্মৃতিহীন উদাসীন প্রাকৃত আকাশ
হে প্রকৃতি আমাদের ঘটাকাশে তোমার আভাস ব্যাপ্ত ইতিহাসে
তুলে দিক হিরণ্ময় ঢাকা, এ রক্তাক্ত বিদূষণ
ঐশ্বর্য-মাতাল শক্তি অন্ধ এই স্বর্ণনাগপাশ
ছিন্ন করো সত্যে সত্যে বিশ্বরূপে হে সারথি হে সূর্য পূষণ

শান্ত হোক্ রঙ্গমঞ্চ, ক্ষান্ত হোক কাজীর বিচার
আলো জাগে থরে থরে নীল আর ফিরোজা উষায়
পিঙ্গল প্রবালে পড়ে পূর্বাপরহীন সেই সোনা
শেষ হোক্ গোনা
মোহরের খতিয়ান্ গম্ভিয়ান্ লোভের বহরে কবন্ধ জাবেদা
সদসতে একাকার, প্রাণের শিকার
আর নয় এ উষার স্ফেড়নাট্য রাজন্যভূষায়
ইন্দ্রপ্রস্থে সাজে না এ খেদা
এ প্রাকৃত কবিতার মানুষের সবিতার ভার্গব প্রহরে

আকাশের পেশী নেই, সে স্বদেশী পেশীতে চাপড়

দেয় না, লড়াই নেই, বড়াই-এর মঞ্চ নেই, দেয় নাকো রড়
জারজআশ্রয়ে কেউ সেলুকাসপাশে
চতুর আশ্বাসে কেউ তোলে নাকো কেউ
জীবনের প্রকাণ্ড আকাশে
তমসার জ্যোতির্গামী ঝড় আকাশে আকাশে

গ্রাম্য নাট্য থেমে যায় জীবনে কোথায় খেলা
গদিয়ান মোড়লে কোটালে যে খেলায় আমাদের করে বানচাল
আকাশে কুবের কৈ ?   কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতি নেই
ডেকে আনা খালে

হিংস্র স্রোত বয় নাকো, দুঃশাসন সকালে বিকালে
আনে না শকুনপাল, পায় নাকো খেই
সে আলোয় শকুনিরা, মুদ্রারাক্ষসের অষ্টম রসের
রঙ্গমঞ্চ নেই এই পিঙ্গলে প্রবালে নীলে আর লালে
সূর্যের চোখের মতো বুদ্ধের চোখের মতো মৈত্রীতে করুণ
প্রজ্ঞাপারমিতা
নিভে যাক চিতা এই বিরাট সকালে
উল্টাডিঙি কাশীপুরে পাটনায় আলোর অঙ্কুশে
হে আদিজননী সিন্ধু অয়ি শুচিস্মিতা
তোমার চোখের আলো ক
তেলাঙ্গানা বাংলায় কত গাঁয়ে দূর রুশে
বেল্‌গ্রেডে প্যারিসে প্রাগে রক্তরাগে
হে মৈত্রেয়ী প্রজ্ঞাপারমিতা ।

*   *   *

সে কথা আমিও জানি, এ যাত্রা অশেষ !
অসীম শূন্যের পথে ধাবমান নীহারিকা নক্ষত্রের ভিড়
বিরাট মিছিল ছোটে সংগীতের সংহতিনিবিড়
সেদিনের ভিড় যেন লালদীঘি যাদের উদ্দেশ
তাই চলে আন্দ্রমিদা সহস্র সূর্যের বাহু

প্রসারিত দ্বিধাশূন্য বেগে
হাজার ঘরের টান ঘরছাড়ার বিদ্রোহী আবেগে
সূর্যে সূর্যে তারায় তারায় সহস্রধারায় লেগে লেগে
গতির আপন লক্ষ্যে অশেষ যাত্রায় ওঠে জেগে
পদে পদে অন্তহীন যাত্রার উদ্দেশে।

কালের সমুদ্রে শেষ কাল নিরবধি।
তবু জাগে পাহাড়িয়া নদী
আপন সীমার তন্বী খরস্রোত তুলে দেয়
খুলে দেয় জীবনের গতি পাথরে পাথরে
দেওদারে শালবনে মুক্ত তেপান্তরে
হাজার বাঁকের পাকে গতির আবেগে
দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে ওঠে জেগে জীবনে তিস্তার
প্রাণের বিস্তার

মুহূর্তের প্রচণ্ড উদ্দেশ
জীবনেই বেঁধেছে রাগিণী
তাই নটী, তাই বৈরাগিণী তাই তার সংসারের বেশ,
সে কি জানি সুদূরে কোথায় কোন্ সমতলে তার
কালের সমুদ্রে নীল নীল জলে পার্বতীর
নীলকণ্ঠ সংগীতের সে ভয়রোঁর শেষ ?

কাকে বলো নিরুদ্দেশ ?
হৃদয়ে যে ইতিহাস অনির্বাণ রেশ বৈদেহী বিদিশা
প্রেমের মাধুরী জ্বালে ধাবমান তারায় তারায়
অমাবস্যা পূর্ণিমায় তৃতীয়ায় পঞ্চমীর চাঁদে
গুঞ্জরিত নিশা
ফিরোজা উষায় সন্ধ্যার গোলাপে চিলেকোঠা ছাদে
দিনান্তের মুখোমুখি অলস আলাপে
প্রত্যহের ঈষৎ তফাতে অন্তহীন বন্ধনের খাতে প্রেমের শয্যায়

মিলন-প্রবাহে জাগে প্রতিদিন বিস্ময়ের রেশ
সেও নয় নিরুদ্দেশ বাধাবন্ধহীন
সত্য তার আমাদেরই, আমাদেরই সম্মিলিত
জীবনের হৃদয়ের শরীরের আমরণ দুইতটে
শুচিস্মিত তার গান
শেষ শেষ তার কাল শেষ তার দেশ

তাই তো করুণা, তাই ভয়, তাই মৈত্রীর প্রসাদে
সন্ত্রাস্ত বিস্ময় জাগে প্রাসাদে বস্তিতে
তাই তো মুক্তির স্বাদ জীবনের জয় চাই, মৃত্যুর মস্তিতে
নৈরাশ-আশায় নয়, শিশুর উদাস
নির্বিকার খেলেনার ক্রান্তিস্রোতে আপন বিকাশে
তাই চাই অবকাশ, প্রাণের উল্লাসে, প্রেমে, দীর্ঘ মিতালিতে
ক্ষণিকের সহচর অক্ষম প্রতিমা।
মনের মহিমা মানি একাধারে মানি এ নশ্বর সীমা
রহস্যবিশ্বের স্রোতে আমাদের ঘরে ঘরে
এ সমাজে আমাদের এককালি চরে তাই মনের মুক্তিতে
শেষহীন জীবনের স্রোতে লিখি প্রাণের অক্ষরে প্রেমের স্বাক্ষরে
জীবিকার ভিতে গড়ি মানুষের প্রত্যক্ষ মহিমা।
ফেব্রুয়ারী খুঁজে পায় নভেম্বরে সীমা

* * *

ঘৃণার সমুদ্র নীল নীল জল আকণ্ঠ ঘৃণায়
নিশ্চিহ্ন সবুজ, লাল, হরিতের নয়নাভিরাম
শুধু নীল নীল অবিরাম নীল ঘৃণা সমুদ্রের মেঘ্‌নার
সরীসৃপ নীল

যদিবা শুভ্রতা ওঠে, সে তো নয় সূর্যালোকে, চর
সোনালি হরিৎ শুভ্র গতশোক শুভ্রতা সে নয়
পিঙ্গল জটার বন্ধে বয় না সে ধূসর জাহ্নবী
শুভ্র বক্ষ বেয়ে বেয়ে প্রাণগঙ্গা সহস্রধারায় মৃত্তিকাধূসর

অক্ষয় প্রাণের বরাভয় মৃত্তিকা সে নয় সে নয় নিখিল
স্রোতের দুরন্ত ছন্দে তটে তটে দ্বন্দ্বে উন্মুখর
শুভ্র বা ধূসর লাল মাটি হরিৎ

এ ছবি

তুষারের নীল শুধু গরলের পাণ্ডুর নীলিমা
ঘৃণাকে বিধান এ তো, দ্বীপ শুধু শত শ্বেতদ্বীপ
প্রচণ্ড ঘৃণার দ্বীপ উপদ্বীপ বদ্বীপেরা হিম ও কঠিন
আপন হিমেল সীমা ভু'লে যায় দ্বীপে দ্বীপে মত্ত আলোড়নে
কঠিন ধাক্কায় ভেঙে যায় পাক খায় আবর্তের অমর্ত্য উল্লাসে
ডুবে যায় দ্বীপে দ্বীপে সন্দ্বীপের চর
উবে যায় শুধু ভাসে প্রাণহীন অগণন তুষারকরকা

দ্বীপ সব উপদ্বীপ আমরা সবাই দ্বীপ একফালি চর
যেখানেই বাঁধি ঘর আমাদের সীমা
আমরা ছড়াই বিশ্বে আমরা যে দ্বৈপায়ন
আমাদের মন বিরাট ভারত ছায় আমরা যে অসহায়
বিরাট বিশ্বের স্বরে আমাদেরও নীড়
আমাদের কাজ পদে পদে আপনপরের বাহিরঘরের
নতুন নতুন মীড় আমাদের মুক্তি নেই সাপের একক স্বর্গে
আমরা মানুষ

আমাদের মিল সে গ্রাম্য ঈডেনে নেই, শূন্যচরা পাখি
নই, আরণ্য শ্বাপদ নই, আমাদের খেই
আমাদের মিল শুভ্রবক্ষে নীলকণ্ঠে যেখানে নিখিল
দ্বীপে দ্বীপে একাকার আমেরু মৃত্তিকা আদিগন্ত নীলে
ঘূর্ণ্যমান এ পৃথিবী ঘুরে ঘুরে খোলে
মৈনাকের শতপাকে, সূর্যাবর্তে সূর্যালোকে শূন্যজোড়া কোলে
কোটি কোটি দ্বৈপায়ন নক্ষত্রের ঐকতানে অগণন পদক্ষেপে

যেখানে একটি শিশু প্রাণের আপেক্ষে
চেয়ে আছে ত্রিনয়নে সম্মিলিত কালের কল্লোলে।

*   *   *

তোমার আমার মিল, সেই সত্যে জীবনের ঝোঁক
প্রেম সে তো দ্বৈতের বিস্তার
তিস্তার সেতুর মিলে পাহাড়ী দ্যুলোক
উপরে আসন্ন শিলা তুষারে পাইনে প্রখর সুন্দর
স্রোতের প্রলাপ নিচে, কঠিন পাথর আর ধারালো জলের খরতর
মায়ায় তো নেই কো নিস্তার।
তোমার আমার মিল, সেই সত্যে আমাদের একান্ত বিস্তার
যে কথা যায় না বোঝা, যেটুকু যায় না পাওয়া
সেটুকুতে কবিতাই, তাতে চলে গান গাওয়া
তৃপ্তিহীন সে চাওয়ায়, আমাদের মিলের উপমা
সেতুবন্ধ পার হয়ে অসীমে মিলায় শেষে
হৃদয়ের অন্তহীন নীলে
পুষ্পকের পবনআবেগে তাই পরিক্রমা দেশে দেশে
কালে কালে বারংবার শেষ হয় এক খাদে বিরাট নিখিলে।
তুমি তাই সামান্যের এক নিরুপমা।

হৃদয়ের হ্রদ কবে খুলে গেল বন্যায়
যাত্রা হল শুরু তটে তটে পাড়ভাঙা চরজাগানিয়া
গঙ্গার, তিস্তার ?
—এ উৎক্ষেপ ব্যর্থ মানি প্রিয়া,
সে হৃদয় কার ?   তোমার আমার ?   সির্‌দরিয়ার ?   আমুদরিয়ার ?
দুইস্রোত জীবনের বালুকাকাতর
মরুর সান্নিধ্যে কাঁপে ভয়ে থরথর
মনে ভাবে আরালের প্রশান্ত সাগরে
যৌবনসরসীনীরে নিরাপদ যৌথসরোবরে দোঁহার নিস্তার
স্বতন্ত্র সত্তার মোড়ে সম্মিলিত ঘরে আরেক রেখাবে।

আমাদের ঘরে বাঁধি পরিক্রান্ত মিল
পুনরাবৃত্তিতে নয়, নতুন আখরে নব নব শ্লোকে
তবু দেখি দোহারের ঘনঘটা থেকে থেকে ছিঁড়ে যায়
দুরন্ত হাওয়ায়, ভেঙে যায় খিল
উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে বালিয়াড়ি দূরের সিমুম
ডোবায় আপন-পর
বিশ্বব্যাপী আমাদের ঘর ছড়ায় ভূলোকে
ছত্রভঙ্গ কালের হাওয়ায় আমাদের মিল সম্বাদে ও প্রতিবাদে
আরেক যতিতে বাঁধি আকাশের বিস্মিত বিস্তারে
বারেবারে বাইরে ও ঘরে তোমার সুষমা
ছড়ায় উপমা ॥

বৈশাখী

বৈশাখীতে শুনেছ ঘোষণা ?
অঙ্গীকার প্রাণের পাতায়।
পঞ্চাশের গতস্ত শোচনা
দূরে যায়, প্রাণের ঘোষণা
জীবনের নূতন খাতায়।
অমর্ত্য সে রচনা মাতায়।

মুক্ত ঋষি কাণ্টের শহর
মুক্তি নামে স্লাভ দেশে দেশে
ঘরে ফিরে পোলিশ্ বহর
চীনবার্তা ব্রহ্মে এসে মেশে
ফ্রান্সে শুনি প্রাণের লহর
আবর্ত ভেঙেছে আজ হেসে।

বৈশাখীর ঘোষণা প্রবল
হৃদয়ে জাগায় তাই আশা ?
বাংলায় মারীর কবল,
অনাহার, মানুষের দল
চীরবাস, মরণের ছল
আড়তে আড়তে খোঁজে ভাষা।

একাল পাপের ভরা কলি
তবু কোথা দেবতার রোষ ?
দেবদেবী কবে চায় বলি ?
পুরাণ বাতিল খোরপোষ
আমরা মানুষ, করি দোষ,
আমাদেরই লোভ, দলাদলি

কল্কি আজ পৌরাণিক ঘোড়া
চড়ে না, ফ্যাসিস্ট সাজে আসে
দুর্ভিক্ষবাহন সোনামোড়া।
রাম আজ জনতায় ভাসে,
উত্তোলিত বাহু হাতজোড়া
পাঞ্চজন্য বৈশাখী সম্ভাষে।

স্বর্গ সে তো চেতনার সিঁড়ি
নরক সে গৃধ্নু প্ররোচনা,
ইষ্টদেবতারা চায় পিঁড়ি
মানুষেরই সমাজে, ঘোষণা
জানাই, মৃত্যুর জাল ছিঁড়ি,
ফেলে দিই গতস্থ শোচনা ॥

আইসায়ার খেদ

And he looked for judgement, but behold oppression
For righteousness, but behold, a cry.

বয়স হয়েছে ঢের, পেন্‌সন্‌ই তো পঁচিশ বছর।
সবুজ সবুজ নদী আজ প্রায় নীলিমা ভাস্বর।
কর্ম সবই পণ্ডশ্রম, চাকরি সে তো পেটের চাহিদা,
গর্বের বিষয় কম—কখনো নজর তথা সিধা
নিই নি, সান্ত্বনা তাতে যেটুকু এ পঁচিশ বছর।

বয়সে পেন্‌সন্‌ নিই, জন্ম থেকে পঞ্চান্নে হুবহু,
জীবন উঠতি ছিল ছোটোখাটো ব্যর্থতার মাঠে
করি নি তছনছ কারো প্রাণমান রাজদণ্ডধর
মুরুব্বি পাকড়ি' বক্ষে উচ্চাশার অন্ধ পাখসাটে,
কৃষ্ণপদে নেত্র-বুজে ফেলি নিকো থিয়েটারী লোহু।

সেকালে শুনেছি গল্প ব্রহ্ম শিখ সিপাহী বিদ্রোহ,
আতঙ্ক উল্লাস আর উত্তেজনা—কন্‌ পিতামহ।
সুদূর গল্পের রেশ, মনে পড়ে বুওর সমর,
অসহায় পক্ষপাত, তারপরে আবার আবহ
ঘনাল পশ্চিমে, সেই এম্‌ডেন জাহাজের মোহ!

সবুজ সবুজ নদী আজ নীল সুনীলে ভাস্বর
তবু ভাবি যন্ত্রণায় মাথা কুটে একান্ত অসহ-
যোগের সে আন্দোলনে ব্যর্থ হাকিমের রূঢ় স্বর!
নদীতে মোচার খোলা কাঁপে কোন বেগে ভয়াবহ—
মাথা তুলে পথ চলি, চৌরঙ্গির ফুরাল সম্মোহ!

শুনেছি অমাত্য মন্দ, তবু তো সে অমাত্যউৎসবে
আমার ঘরেও সাড়া পড়েছিল, পেন্‌সনের ঘর !
চাষীরা চালায় কাস্তে, মজুরেরা মুষ্টিবদ্ধ খাটে।
তারপরে কালযুদ্ধ মৃত্যু আর মৃত্যু মন্বন্তর
ক্রমান্বয়ে মহামারী নরকের নবান্ন উৎসবে।

নরক কি এ রকম ? বাংলার গ্রাম ও শহরে
লক্ষ জন দগ্ধগৃহ, কারো বৃদ্ধি ওসারে বহরে,
নরকে জানে না শুনি আছে তারা দুরন্ত নরকে,
রৌরব প্রাসাদে হাসে শাদাকালো গৌরব-প্রহরে !
দধীচির হাড় জ্বলে, কী দেয়ালি বিবস্ত্র মড়কে !

কি জানি ; বৃদ্ধ যে দন্তনখহীন, আশিটি বছর
জরিষ্ণু মানসে ভাসে, সামান্য চাকুরে চিরকাল।
বাড়িতে অশান্তি ঘোর, সন্তানের সন্তানেরা শত
মতামতে ভাঙে ঘর, একজন কারবারে লাল
অকালে, আবার দেখি ছোট-জন অসিধারব্রত

যুদ্ধে দেয় পক্ষপাত, বলে আজ কালের ঘর্ঘর
এ যুদ্ধে এনেছে ফের পাঞ্চজন্য, দাবি পক্ষপাত,
বলে, বিশ্ব এক, বলে, শনিগ্রহদের কক্ষপাত
সেও নাকি মানুষের হাতে ; দেখি নয়নে ভাস্বর
তার নীল নদী বয়, দুই তট সবুজ উর্বর।

আমার বয়স ঢের, দেখি তার পঁচিশ বছর ॥

৮ই আগস্ট

আমাদের মাটি কালের প্রগতিস্রোতে
সেরা আউওল অনেক শ্রাবণজলে
অফুরান প্রাণ প্রবল গঙ্গামাটি
স'রে যায় চর ভরাটির মুখ হতে
বাঁচে না কো গদি ছলে বলে কৌশলে
পদ্মার স্রোতে জাগে আমাদেরই মাটি।

শেয়ালের বাপ বৃথাই তোলে দেয়াল
আগ্‌ডোম আর বাগ্‌ডোম তোলে মাথা
কুমোর কামার যত ছুতোরের পো
রক্তের হিমে কাল করে বান্‌চাল
শেয়ালের ঘরে লাঙল, গদিতে গাঁতা
চালায়, পালায় কায়েমী জোরের গোঁ।

কিছুটা কপাল, কালের প্রগতিস্রোতে
আমাদেরই পাড়ে আউওল ফলে সোনা
কিছুটা কিন্তু কড়া পড়া হাতে গড়ি
ভাঙি গড়ি, বৃথা কল্কি যে ঘোড়া জোতে—
অণুবোমা দিয়ে করি না কো তুলোধোনা,
কল্কির পিঠে আমরাই তবু চড়ি॥

কাসাণ্ড্রা

বলো কাসাণ্ড্রা, এত দুর্যোগ ছিল কোথায়
সকলে ভাবছি—প্রায় সারা দেশ, কয়েকজনাকে
বাদ দিই। মুখ খোলো কাসাণ্ড্রা, সূর্যালোকে
ঝলসিয়ে চোখ বলো কি পাপের শাসন এ হায়;
সূর্য তোমার হানে আমাদের—কয়েকজনায়
বাদ দিই, তারা হিরণ্ময়েরই পাত্রে ঢোকে।

আমরা কখনো হেরিনি হেলেন, সে মায়ানেনে
আমরা খুঁজি নি মর্ত্যরূপের ঐশী সীমা,
ইথাকায় কভু কলাকৌশলে কিনি নি নাম
তবু কেন মরি ঘরে ব'সে লোভী ট্রয়ের রণে
রাজরাজড়ার বাজারে বৃথাই মাথার ঘাম
পায়ে ফেলি, দেশে ছার জীবনের নেইকো বীমা।

উন্নত দেশ নই কোনোদিন, দিন আনি খাই,
আমরা কখনো ঘামাই নি মাথা দেশশাসনে,
বিশ্বের কথা দূরে পরিহার করি এ যাবৎ,
বিশ্বের ভার এ ঘাড়েই পড়ে প্রাণের বালাই
ঘর থেকে টেনে আনে সংক্রাম দুঃশাসনে,
সূর্যালোকের নগ্নতা পায় তার যত ক্ষত।

বলো কাসাণ্ড্রা, সূর্যপূজাই করা স্বভাব,
বংশে বংশে শেষটা ধ্বংস সূর্যালোকেই ?
মন্ত্রতন্ত্র সবাই পড়েছি ঘরের কোণায়,
ভালো মানুষের সারাটা জাত—সে কয়েকজনায়
বাদ দিই, তাই মরবে না খেয়ে আর মড়কে ?
সূর্যের দেশে মনুষ্যত্বে কিছু অভাব।

শালবন

সে বন্য উৎসব শেষ, পড়ে আছে ভুক্তঅবশেষ
ছেঁড়া তাঁবু, ভাঙা খাট, কারখানার পাত কয়খানা,
জীবনমৃত্যুর মদে আজ আর দেয় নাকো হানা,
গ্রামগ্রামান্তের ঘরে, গেছে সব যে যার স্বদেশ,
রেখে গেছে আযোজন প্রশস্ত পথের দীন বেশ,
বাঁকা টিন, কজা, কাঠ, চূর্ণ বোতলের কাচ, নানা
হাওয়াই জাহাজ-দীর্ণ টুকরা, কিছু সিনেমাশেয়ানা
যুবতীর ছাপা ছবি, রেখে গেছে বিশ্বব্যাপী রেশ
আবিশ্বসমরে অগ্নিপরীক্ষিত জনসাধারণ।

মরণের বনভোজে মৃত্যুঞ্জয় ঋজু শালবন
অমর উৎসাহে তোলে আকাশের নীলে ঐকতান
জীবনের উল্লাসের সঙ্ঘবদ্ধ সুস্থ সমারোহ—
প্রচণ্ড শান্তির পর্বে সাম্রাজ্যের সন্ধ্যায় প্রত্যহ
জীবিকার মুষ্টি তোলে দেশে দেশে মৃত্তিকাসন্তান॥

বন্ধ্যা সন্ধ্যা

নিশ্চিন্ত এ ফাল্গুন সন্ধ্যা
নেমে আসে দক্ষিণা হাওয়ায়,
রাঙা মেয়ে মায়ার খেলায়
ছুটে যায় রঙের মেলায়
আকাশে বাতাসে পাখি গায়,
ভুলে যাই এ মাটিই বন্ধ্যা।
ইন্দ্রধনু সূর্যাস্তে অশেষ,
সমাহিত গোধূলির রেশ,
তন্দ্রালসা সন্ধ্যা নিরুদ্দেশ
মনে নামে হর্ষ আর ক্লেশ
সেখানে মেলায় শিল্পী সন্ধ্যা।
থরে থরে সূর্যাস্তের মেঘ
উৎসাহে কি প্রাণের আবেগ—
রুশ তুর্কী তাজিক উজবেগ,
রঙের কি শতধার বেগ
বসুন্ধরা সে বিচিত্রা, বন্ধ্যা
নয় সে প্রবল শতধারা,
সে জানে না শৃঙ্খল বা কারা,
সেখানে দুচোখে জ্বলে তারা
আকাশে মাটিতে একতারা
নিশ্চিন্ত ফাল্গুনের সন্ধ্যা।
যেখানে কানার দলাদলি
ধনিকে বণিকে গলাগলি
সরকারী দরকারী ঢলাঢলি
সেখানে কেন যে উচ্ছলি
নেমে আসে এ আশ্চর্য সন্ধ্যা
অলৌকিক সুন্দরী যে বন্ধ্যা!

মধ্যবয়সী

মধ্যবয়সী, তবুও তনু তোমার
আশ্বিন-আলো ছড়ায় আমার মনে।
ফেলে দিই ভয় ফেরার পীত বোমার,
জীবন ঘনায় তোমার আলিঙ্গনে।
তোমার বাহুতে আমার জীবনস্মৃতি
দ্বৈত রচনা, গত-অনাগত প্রীতি।

উপমা তোমার খুঁজি নি কো আকিতেনে
এলেওনোরের সহজিয়া ত্রুবাতুর,
হেলেন-কে চাওয়া উদ্বায়ু ফাঁকি জেনে
দেহমনে মনজীবনে ভেদ-আতুর
রোমাঞ্চ-গান করি নি, প্রেম তোমার
অলকনন্দা, অনন্ত গতি তার।

একাগ্রতাই সত্তা, জীবনতটে
বয়ে যায় দেখি তোমারই সে মহানদী,
আমার প্রাণের অশ্বত্থে বা বটে
অচিন্ পাখির গান শোনা যায় যদি,
গঙ্গোত্রীতে জেনো তার নীল বাসা
কিংবা হয়তো আনে সাগরেরই ভাষা॥

ছড়া

কে দিয়েছে বিয়ে যে তাঁর, পাই না রে ভাই ভেবে
তিন কন্সের মান অভিমান, বৃষ্টি আসে নেবে।
এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা মধ্যিখানে চর
তারই মধ্যে বসে আছেন শিবসদাগর।
আমাদেরই সে আপনজন তো, দেখলে কষ্ট হয়—
ভরাডুবিতে নৌকা গেছে, প্রাণটা রইলে সয়।
সগররাজার জোয়ার আসে, ঘরে নেইকো ধান
বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর তার ওপরে বান।
মাস্তুতো ভাই উধাও সবাই, উঠছে কালাপানি,
এই বিপদে জলে কুমীর, ডাঙাতে বাঘ জানি
ওৎ পেতে রয়, শিবসদাগর নাম্‌বে কপাল হেনে
আমাদেরই সে আপন জন তো কেমনে আনি টেনে।
এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা মধ্যিখানে চর
তারই মধ্যে বসে আছেন শিবসদাগর।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান,
খেয়ে দেয়ে বিলেত গিয়ে জমান পেনসান।
এক কন্যে গোসা ক'রে বাপের বাড়ি যান,
বাপের বাড়ি মেসোর বাসা, নদেয় আসে বান।
যে কন্যেটি রাঁধেন বাড়েন, তিনি বলেন সেধে
সিন্ধুকটা ভেঙে, এসো ভেলা বানাই বেঁধে।
মহাজনী তক্তা আহা! সদাগরনন্দন
শিউরে উঠে ভাবেন কোথায় দিল্লী রে লণ্ডন!
দেখ কন্যে কেঁদে, যদি গলে সোনার প্রাণ,
আকাশ জুড়ে মেঘ ডাকে ঐ নদেয় এল বান॥

২

কে জান্‌ত পোড়া দেশে এত বুলবুলি!
বানচাল দেশ ধান-চালে ঘুলঘুলি
কোণঠাসা করে করেছে বোঝাই
শিস্‌ দিয়ে করে দুহাত সাফাই
যত পারে খায় প্রাণ আইঢাই
শুনেছি মাথার খুলি
সেও ঠাসা, গান ভুলে গেছে বুলবুলি।

ট্রামবাস ভরে বুলবুলিদের শিসে
বড়ো বড়ো গাড়ি বাড়ি ভরে ফিস্‌ফিসে
বর্গীর দল জানায় বাহবা,
উজাড় গ্রামের ঠগ্‌ বলে তোবা!
গৃহিণীরা নাড়ে উৎসাহে খোঁপা
বণিকরাজের বিষে
নীল হল দেশ, কাল-সাপ উষ্ণীষে।

খোকাকে আজকে কি সাধে যে বলি, ঘুমা!
কালো কালো ছায়া! থেকে যায় মুখে চুমা,
সুর কেটে যায় বাহুর বাঁধনে
মনে হয় যত খোকার সাধনে
বর্গীরাজার ঠগ জনে জনে
বহু জুজুমানা হুমা
বুলবুলি শেষ হোক্‌, তবে খোকা ঘুমা॥

মৌভোগ

জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কৃষাণের বউ পইছে বাজু বানায়।
যাত্রা তাদের কঠিন পথে রাখীবাঁধা কিশোর হাতে—
রাক্ষসেরা বৃথাই রে নথ শানায়।

নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে
তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল,
লাল তিলকে ললাট রাঙা, ঊষার রক্তরাগে
—কার এসেছে কাল ?

চোরডাকাতে মুখোস্ পরে, রাক্ষসেরা ছাড়ে
চোরাই মাল, ঢাকে কালো কানায়।
মরিয়া যত রাণীর জ্ঞাতি কঙ্কালী পাহাড়ে
মড়ক-পূজা নরবলিতে জানায়।

এদিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে
ভায়ের মিলে প্রাণের লালনিশান।
তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামারশালে মজুর ধরে গান ॥

উত্তরা-সংবাদ

হায় উত্তরা কিবা সান্ত্বনা সমুখ শোকে ?
বর্তমানের যন্ত্রণা তবু ক্ষণিক জেনো
জীবনের মহাঅরণ্যে, প্রতিজীবন যেনো
মহার্ঘ, তবু একটি সে ক্ষতি মর্ত্যলোকে।
ভাঙুক পাহাড়, নদীর মুক্তি যে বিপরীতে,
শোনো উত্তরা সান্ত্বনা চাই পরীক্ষিতে।

হস্তিনাপুরে সাজুক হাজার অক্ষৌহিণী
অতীতে সপ্তরথী, নিশিপাওয়া বর্তমানে
থামে না কো মন, চলুক্ পাশার ও বিকিকিনি
প্রাণের মানের লোভের অন্ধ শর্তদানে।
অলকানন্দা নামবে সাগরে, তুষারশীতে
কোথা উত্তরা সান্ত্বনা, খোঁজো পরীক্ষিতে।

বৃথা পিতামহ শরশয্যায় তুহিনে ভাসে,
এ আনুগত্য সাজেনা কর্ণে, সাজেনা দ্রোণে,
বৃথাই বিদুর চোখ চেয়ে কাঁদে বিবরকোণে,
ধৃতরাষ্ট্রের আকাশকুসুম রচে কি দাসে!
পাঞ্চজন্যে কান দিয়ে শোনো কালের গীতে
গঙ্গাসাগরে সত্তার মাঝে পরীক্ষিতে ॥

সহিষ্ণুতা

তোমাকেই দিই এই ক্লান্তির ভার
দীর্ঘ আয়ুতে উদ্বায়ু গত, ক্ষমা
তুমি ছাড়া কেবা করবে অঙ্গীকার ?
পূর্ণিমা তুমি, তোমাতে মেলাই অমা,
ঘৃণার আঁধার তোমাতেই প্রিয়তমা
সহিষ্ণু আলো জ্বালুক পূর্ণিমার।

ঘৃণা ঘৃণা নয়, ক্ষমা প্রেম আর ঘৃণা
দীর্ঘ আয়ুতে তুলুক্ অমোঘ ঢেউ।
জীবনের পাপ চলে না জীবিকা বিনা,
তাই দস্তুর হুঙ্কার তাই কেউ,
তাই তো ইতর, তাই নির্বোধ কেউ
অনেক ক্রূরতা প্রতিযোগিতায় কিনা।

ধৈর্য আমার তোমার সাগরে নীল,
অস্থির ঢেউ তবুও অতল জল।
অমাবস্যায় তাই কোজাগরে মিল
তোমাকে দিলুম—জীবনের নানা ছল
মূঢ় স্বার্থের অন্ধ বা চঞ্চল
লোভের মাৎস্যে উড়ুক না গাংচিল।

তোমার সাগরে ছড়াই আমার ক্ষমা,
বাজারের কালো পাহাড়ের গুরুভার,
ধুয়ে যাক্ আজ নীলে নীলে সে সুষমা
হৃদয়ে আসুক সাগরের দুর্বার
অতল ধৈর্য, ক্রান্তির উদ্ধার
সংক্ষেপে নয়, জানি আজ প্রিয়তমা ॥

ভিড়

নানামুনি দেয় নানাবিধ মত মন্বন্তর আসে !
তবুও শহরে ওসারে বহরে জড়কবন্ধ ভিড় !
বহু সাপ্লাই উঠে গেল শুনি, তবু আজো লাগে চিড়
পদাতিক পথে, ট্রামে বাসে কারে ট্রাকে করে বিড়বিড়
দরকারী বিনাদরকারী কেউ সরকারী চোরাকারবারী ফড়ে
আমীর ওমরা মজুতদারের পাশে
আমরা সবাই—তুমি আর আমি মৃত্যুর প্রতিভাসে
মিশে যাই,—না না মিথ্যা নেহাৎ ; দুর্বার জীবনের
অবাধ প্রগতি, মন্দাকিনী কি বালুচরে মরে ঘাসে।
কখনো ঝর্না সহস্রধারা, কখনো ফল্গু মীড়
কখনো প্রাণের প্রবল বন্যা, দুর্বার জীবনের
লাখো লাখো হাতে তরঙ্গঘাতে দ্বন্দ্বের উচ্ছ্বাসে
ভেঙে দেয় পাড়, ওড়ায় প্রাসাদ, বসায় নতুন নীড় ;
অর্কেস্ট্রার মিলিত জোয়ারে মাসতুতো ভাই ডুবেছে খোঁয়াড়ে,
হস্তিনাপুরে রাজার মস্তি, মন্ত্রিরা দেখে ভিড়—
অগণন চাষী পলিমাটি চষে, কামার কাস্তে হাতুড়িতে কষে,
রেলপথে পথে আকাশে নদীতে বজ্রের গান পাতা।
কোথায় দিল্লী কোথা কলকাতা মহেঞ্জোদারো ইতিহাসে গাঁথা
মৃত্যুর পাশে জীবনের ভিড় বদ্ধমুষ্টি সঙ্ঘনিবিড়
মৃত্যুবিহীন আমাদের এই ভারতের ইতিহাসে ॥

কঙ্কালীতলা

অরণ্যে রোদন শুধু, কঙ্কালেরা বদ্‌লিয়েছে ভেক্‌,
বর্ষার মেঘ তো নয়, বজ্রে বজ্রে জাগে নাকো জীবনের
মেদুর আবেগ।
নদীতে ওঠে না স্রোত, ইচ্ছামতী
জীবনের বেগে বর্ষভোগ্য ঘুম থেকে ওঠে নাকো জেগে
আমনের বিপুল ইঙ্গিতে
গ্রামান্তের পিপুল-ছায়ায়।
এ তো শুধু গ্রামছাড়া অসম্ভব অরণ্যের মরণ-উল্লাসে আর মুমূর্ষু রোদন
ছিন্নমস্তা জীর্ণ গুল্মবন
খাণ্ডব নয়কো, নয় বন কেটে জমির সন্ধান।
এ উন্মাদ গান শুধু কঙ্কালীতলার
অরণ্যের বীভৎস রোদন।
বনস্পতি নেই, ক'টা আছে জীর্ণ বজ্রাহত শাল
দাবদাহে ধ্'সে পড়ে মুমূর্ষুর পতনে বিশাল।
কাঁটাঝোপে শ্যাওড়ায় মনসায় ধুতুরায় লোলুপ আগুন
শ্বাপদসঙ্কুল বনে শৃঙ্গী ও দন্তুর যত মরণ-মাতাল
নখে নখে থাবায় থাবায় কঙ্কালে কঙ্কালে ঠোকে।
সে হিংসায় জিঘাংসায় বৃষ্টি নেই মেঘ নেই
আবাদের আশা নেই অরণ্যপ্রান্তের
গ্রামে গ্রামে গ্রামান্তের, তাতে নেই জীবনের বজ্রের আবেগ
সে রোদনে দূরাগত শিকারীরা শুকুনিরা দূরে পাখা ঝাড়ে
নীল শূন্যে উষ্ণ হাওয়া শোঁকে
অশ্লীল ক্ষুধায় শূন্যে ধোঁকে
সে আদিম অরণ্যরোদনে
কঙ্কালীতলার দীর্ণ বনে॥

*   *   *

যন্ত্রণার অন্ত নেই, জীবনের মরণে মাতাল
নীলে নীল যে আকাশ প্রহরীর মিনারে তোরণে।

মরণের যন্ত্রণাই নির্নিমেষ উৎকর্ণ শিকারী
গবাক্ষে গবাক্ষে চোখ, মোড়, গলি, রোয়াক, চাতাল
গুপ্ত মন্ত্রণার কাঁপে যন্ত্রণায়, তবু ক্ষণে ক্ষণে
রুদ্ধশ্বাস নীল শূন্যে হাওয়া ওঠে, হৃদয় ভিখারী
ঘনিষ্ঠ সঙ্কট ফেলে, ভবিষ্যতে অতীতে পৌঁছায়।
নিঃসঙ্গ বাউল খোঁজে হৃদয়ের সঙ্গীকে কোথায়
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সত্য স্বপ্রকাশ নদীর গতিতে
দুই তীরে বাহু বেঁধে জীবনের গ্রীষ্মে আর শীতে
ভিখারী হৃদয় চলে একই ঘরবাহির যাত্রায়,
দিনের আতঙ্কে চলে, চলে শঙ্কাকলুষনিশীথে,
মানে না সে আশুসত্য অর্ধমিথ্যা, মানে না পাতাল
পৃথিবীর পরিণতি, আকাশের সেতুবন্ধ চোখে
অলকনন্দার গান কানে দুই তটের গতিতে,
নীলকণ্ঠ প্রাণ পায় বারম্বার উমাতে সতীতে।
তাই ইন্দ্রধনু ওঠে জীবনের মরণের শোকে
ভিখারী হৃদয়ে কোথা অরণ্যের শিকারী মাতাল?

* * *

তোমাকে নন্দিত করি, হে কিশোর, তুমি তো ভোলো নি
মত্ততায় বীর্য নেই, মল্লবীর অকালে লাফায়।
তোমার দুহাতে ছিল প্রলাপের বহু সম্ভাবনা,
বেঁধেছ মনের শৌর্যে, ভুলক্রমে কখনো খোলো নি
প্রচণ্ড ঘৃণার ভাণ্ড, যেইখানে গোখুরা হাঁপায়—
পশু নয়, বন্য নয়, উন্মাদের ভয়ক্ষিপ্র ফণা
অন্ধ ঘায়ে ঘায়ে মারে, মানুষের সুদীর্ঘ সাধনা
স্বার্থে ভোলে, প্রাণ নিয়ে মুনাফার মঞ্চ তোলে যারা
সেই ব্যবসায়ী ছলে প্রাণ ভোলে, ভয়ে হয় সারা!
নও সেই ভীরু বীর! তুমি জানো অন্যের ছিদ্রের
সঞ্চয়ে সম্পদে নেই, সুতরাং হৃদয় বাঁধো না
মূষিক আশায়, মনে চিরজীবী করো নাকো কান্না।

মনুষ্যত্ব চোখে জ্বলে, একমাত্র ধনী দরিদ্রের
ভেদাভেদ মানুষের শত্রু যে তা তুমি তো ভোলো নি—
তুমি জ্বালো দীপাবলী অন্ধকারে ভীত বিনিদ্রের॥

*　　　*　　　*

থেকে থেকে হাওয়া দেয়, বর্ষার সজল চোখ
বুজে যায় হিম দীর্ঘশ্বাসে।

মরিয়া শহরে জাগে পৃথিবীর মুমূর্ষু বাতাসে
মরা বাড়ি, মরা পথ,
কোন নরকের ত্রাসে জেগে থাকে ছাদে ছাদে
বারাণ্ডায়, জানালায় বিনিদ্র প্রহরে টহলায় পাড়ায় পাড়ায়
মহল্লায় ইসারায় ইঁটে বাঁশে চোরা ডাকে নকল সেনার ফিস ফাসে
ভয় আর সন্দেহের জিঘাংসু হৃদয়।

খুঁজে মরে রাত জেগে রাতকানা কানামাছি কলকাতার কল্পনার
স্নায়ুদগ্ধ জয় পরাজয়
আকাশে না, তাকায় রাস্তায়

অলিতে গলিতে
নরকের পায়ের ছায়ায়, শব্দে। আর হিম দীর্ঘশ্বাসে
বর্ষার সজল চোখ বুজে যায়।

যে প্রাকৃত ব্যবধান
তোমার আমার আজীবন দেহের মনের
কবে তার আমরণ সম্মিলিত গান
মরিয়া শহরে বর্ষার আকাশে জীবনের মরণের নরকের প্রান্তে তবু
আমাদের দুও-কনচেরতান্তে
প্রাণের তরঙ্গে গায় বাদী প্রতিবাদী চরণে পরানে বাঁধে ফাঁসি
একান্ত সম্বাদে তোমার আমার! আর
থেকে থেকে হাওয়া দেয়
বাংলার বর্ষার দাঙ্গার বাংলার হাওয়া।

*

আমরা দেখেছি সেই বৈতরণী আর দগ্ধপারে

সপ্তদ্বার সিংহদ্বার নরকের কারা শাসকের শোষিতের
হাহাকারে তার থরথর সারাটা আকাশ
স্তব্ধমরু স্রোত দিকে দিকে অন্ধকারে
আপন ব্যথায় মারে আপনাকে মানুষকে জীবনকে পৃথিবীকে

তবু শুকতারা
তোমাকে জেনেছি চিত্তে পৃথিবীর মর্ত্য পারিজাতে
বেঁধেছি হৃদয়ে দুইহাতে
বিভেদের পাহাড়ে নদীতে আমাদের মিল মীনকেতু
আপন আপন সত্তা আনে কড়ি-কোমলের গানে
আমাদের সেতু এপারে ওপারে
দুইতটে আমাদের স্রোত জলে স্থলে আকাশে উদ্ভিদে
সহস্র নিবিদে ক্ষণে ক্ষণে স্বতই উৎসারে
প্রাণের জোয়ারে।

শ্রাবণের ঢেউ ওঠে আকাশে কোথায়
প্রাণের জোয়ার
থেকে থেকে হাওয়া দেয় নরকের ত্রাসে গড়া
মরিয়া শহরে তাসের কেল্লায়
দীর্ঘশ্বাসে হাওয়া দেয়
নানান্ গলায় নানাস্বরে মৃত্যুচড়া
ল্যাম্পপোস্ট-সিগনালিং হাততালি থেমে যায়
জোড়াতালি শহরের উলঙ্গ জেল্লায় জীবনের কুৎসিত উন্মাদ ব্যর্থতা
নেমে যায় থেমে যায় জল পড়ে
পাতা নড়ে চিকিমিকি গলিতে রাস্তায় গাছের পাতায়
মন্দাকিনী নির্ঝরিণী শীকরে শীকরে জল পড়ে
তারপরে জেগে থাকে অতন্দ্র আকাশ
মেঘের জটায় লেগে থাকে স্নিগ্ধ হাসি
ভ্রূকুটির ঝড়ে ত্রিনয়ন ছড়ায় প্রসাদ প্রেমের ছটায়

আমরা উভয়ে বারেবারে দেখেছি সে সম্মিলিত বাদ প্রতিবাদ ॥

হাসানাবাদেই

মাস্‌তুতো কোটালেরা হল হিমশিম।
আকালের দেশে এল দৈত্যদানো,
রাক্ষসী মায়া হানে ঘুমে জাগে সব
মাতাল আঁধারে হাঁকে সবাকে হানো।
কঙ্কালে কঙ্কালে জাগে কলরব।—
লালকমলের হাতে নীলকমলের
রাখী বেঁধে অতন্দ্র রাম ও রহিম।

হাজিগঞ্জ কাজীগঞ্জ রামগঞ্জ খাস
আকালের দেশে বহু অরাজক গাঁয়ে
রাক্ষসী মায়া হানে, ঘুমে জাগে সব।
কুহক আঁধারে নোয়াখালি ত্রিপুরায়
কঙ্কালে কঙ্কালে জাগে কলরব।—
হাটে বাটে নৌকায় খালে সারে সার
অতন্দ্র ঘোরে হরি ঘোরে আব্বাস্‌।

মানুষের দানোপাওয়া হিংস্রপশুর
হন্যের চেয়ে ঢের ভীষণ আঁধার
মরিয়া সে মায়া হানে করে দেয় চুর
শতশতকের ঘর, অনেক সাধার
জাগ্রত মুক্তির আভাস পেয়েই
রাক্ষসী রাণী বুঝি ভয়ে হল হিম—
মরণ কাঠি যে তার হাসানাবাদেই
এক হাতে ভাঙে শত রাম ও রহিম॥

এঁরা ও ওরা

কি ভীষণ বীর! কান করি ঝালাপালা
কুস্তির হাঁকে, হুম্‌কির নেই শেষ।
জনসাধারণ অতি সাধারণ! দেশ
তটস্থ বটে, গরীবরা তবু কালা
ছেচল্লিশেও মালিকানা-বিদ্বেষ

ভোলে নাকো দেখি। অতি-অভাগ্য দেশ!
জনসাধারণ অতি সাধারণ জন
সর্দারী বরদাস্ত করে না, পণ
আজ ধরে টানে বিয়াল্লিশের রেশ।
দাঙ্গার গানে ঘুমপাড়ানির ক্ষণ

কেটে যাবে নাকি? ধর্মঘটের জ্বালা
কবে যে চুকবে! মালিকানা-বিদ্বেষ!
এর চেয়ে আহা দাঙ্গাই ভালো বেশ।
আমলারা পাশে, সবাই ধরেছি পালা—
গদিয়ান্, তবু হাতছাড়া হবে দেশ!

নেতার আসনে আমরাই সর্দার,
তবু শোনে নাকো অতি-অভাগ্য দেশ!
ভায়ালোরে কাশ্মীরের রাগের রেশ
পৌছায় দেখি, ত্রিবাঙ্কুরের মার
নিজামেও কাঁদে, হাসানাবাদের তার

গাঁয়ে গাঁয়ে যায়, চেঁচায় খবরদার!
গদিয়ান্, তবু এ তো হল বড়ো জ্বালা!
হুম্‌কি তো দিই। কুস্তির নেই শেষ,
তবুও যায় না রাজার উপরে দ্বেষ!
অদ্ভুত দেশ, আমাদেরই বলে, পালা,
বলে নাকি, সুখীসচ্ছল হবে দেশ!

ছড়া : লালতারা

জন্মে তোমার উঠেছিল লালতারা,
বাহু তুলেছিল মৃত্তিকা অম্লান,
আকাশে আকাশে উচ্চৈশ্রবা হ্রেষা,
কালপুরুষেরা ধরেছিল এক তান।

রুদ্রের হাসি প্রেমের বহ্নি উমার
তোমার বাহুতে মুদ্রায় টলোমলো,
তোমায় জানে না এরা তো কেউ কুমার!
কত রাক্ষসী মায়া না ছড়ায় বলো।

বাধাক্ দাঙ্গা, রাঙাক্ রক্তে মাটি,
গর্দান দিক গাঁয়ে গাঁয়ে ঘাটে হাটে,
শহরে পাহাড়ে বাঁধুক না শত ঘাঁটি
ধূমকেতু যত তারার লালেই কাটে।

আকাশে বাতাসে ঘুরুক গুপ্তচর
তাই কি পক্ষীরাজের থামবে ওড়া?
মাঠে বাটে ঘোরে বরকন্দাজ শত
তাই থমকাবে তোমার প্রাণের ঘোড়া?

যুগ যুগ ধরে কালের সাগর সেঁচে
বীরের রক্তে মাতার অশ্রুজলে
জয়যাত্রাকে রুখবে কে ছলে বলে
অন্ধ চোরায় গড়খাই কাদা যেচে?

শুনেছি বিদেশে মেতে উঠেছিল নদী,
রাজার সেপাই কাদা দিয়ে তাকে রোখে,
ভেঙে ধায় বান, ইতিহাস নিরবধি
টেমসেরই মতো ছুটেছে, কে তাকে রোখে?

পড়ুক না গুলি, উঠুক না শত কোড়া
বাংলায় গাঁয়ে পাহাড়ে কলকাতায়,
তবুও কুমার ছুটেছে তোমার ঘোড়া
তড়িৎ ট্রামের চেয়েও ত্বরিত পায়ে।

দু চোখে তোমার ধিকিধিকি লালতারা,
উত্তোলবাহু আগুনবাঁধানো মুঠা,
দেশবিদেশের রাক্ষস দিশাহারা
ছুটেছে মরিয়া ইল্লিদিল্লি ঠুঁটা।

বৃথাই ছড়ানো রক্তের লালধারা
গাঁয়ে ঘাটে হাটে জন্মের লালতারা
জ্বলে যে তোমার পদক্ষেপের ছাটে
দেশে দেশে জ্বলে দুরন্ত পাখসাটে।

খোলেনি খোলে না তোমার ঘোড়ার খুর
প্রাণে ইস্পাতে পিটানো সে অভিযান।
তোমার বাহুতে তাই ভীরু বন্ধুর
দেশে দুর্জয় গরজায় জয়গান ॥

স্বর্গ হইতে বিদায়

(মিলটনের অনুসরণে)

তখনও হয়নি বিতাড়িত মিলটনের লুসিফর,
তেত্রিশ কোটির প্রাণে সাধ হল জীবনে দুর্বার
স্বর্গের একতা প্রমাণের, শয়তানির বিরুদ্ধে তাই
দেব দেবী গন্ধর্ব কিন্নর মিলাল অসংখ্য বাহু,
নির্ধারিত একতা দিবস। উদ্‌ভ্রান্ত শয়তান ভাবে,
গুপ্তমন্ত্রণায় শয়তানবাদীরা ভাবে, মশামাছি ভাবে,
রোগবীজাণুরা ভাবে, বেলিয়াল, ম্যামন্‌ চিন্তিত
—শয়তানের দিন তখনও হয়নি গত, তবু কিনা
তেত্রিশ কোটির এত স্পর্ধা, শয়তানী শাসনে থেকে
অসহ্য সাহস! ধীরে জানায় ম্যামন্‌, ধীরে ধীরে
বিরাট উদরভাণ্ড দুই হাতে ধরে ধীরে ধীরে
খর্বকায় পায়ে উঠে: প্রভু কি উপায় বলো,
নরক কি অবশেষে স্বর্গ থেকে হবে নির্বাসিত,
তোমারই শাসনে, সর্পকৌটিল্যের যুগে হবে অনুষ্ঠিত
তেত্রিশকোটির মিল! বেলিয়াল ম্যামন্‌ নচ্ছার,
তোমারই শয়তানবাদ ভেঙে যাবে দুস্থ হরতালে?
নীরব আঁধার চোরাকুঠুরি ক্ষণেক, আয়ু থরো থরো
বিদ্যুৎ মুহূর্তে সেই. তারপরে অজগর যেন
উত্থিত বিরাট মাথা, হাজার সাপের বিষ
মুখরিত দীর্ঘশ্বাসে, ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর আলোয়
ধূমকেতু উল্কাজ্বালা ছড়িয়ে, রসনা রুধিরে ভিজিয়ে
নরকাধিপতি বলে, শয়তানবাদীরা হার কাকে
বলে তা জানে না, এখনও স্বর্গের ভার আমাদের
হাতে আছে, তবুও তেত্রিশ কোটি ঘোর স্পর্ধাভরে
শয়তানবাদীর শেষ কি সাহসে চায়, হে আমার
শয়তানবাদীরা, বলো; আমাদের ত্রুটি স্বীকারের

দিন আজ, আমরা সজাগ শয়তানিতে গাফিলতি
করেছি অনেক, তাই জেগেছে তেত্রিশকোটি শক্র
এক সম্মিলিত ধর্মঘটে। ছাড়ো এ স্বর্গীয় পথ,
সংনীতি ; দৃঢ় ক্রুর সর্পিল পাপের ক্ষিপ্র পায়ে
ছড়াও বিভেদ, হিংসা, বীভৎস সন্দেহ ফিস্‌ফিসে
মুহূর্তে মুহূর্তে সব। অলকার পারিজাতবীথি
স্বাধীনে স্বর্গের স্বপ্নে উন্মুখর অলকনন্দার
প্রাণস্রোত, মন্দারমালায় রাখী-বন্ধনের গান
ছিঁড়ে যাক্, পুড়ে যাক্, ভেসে যাক্ গুপ্ত রক্তস্রোতে,
অন্ধ ভয়ে, জিঘাংসায় ছিন্নভিন্ন তেত্রিশকোটিকে
পাঠাও পাঠাও দ্রুত জাহান্নমে, দাবি করি আমি,
হে শয়তানবাদী, আত্মরক্ষাকল্পে, জরুরি আদেশ
চুপি চুপি দিই। শোনো, দেবলোকে জনতাবহুল
বহু স্থানে পথে ঘাটে মোড়ে মোড়ে তোমরা ছড়াও
দারুণ খবর ভাই শুনেছ এদিকে, রক্তারক্তি
ছোরাছুরি ইটা-ইটি—ইত্যাদি রটনা অতিদ্রুত
ক্ষিপ্র পায়ে বাসে জীপে গাড়িতে বা হেঁটে টেলিফোনে
সারা অলকায় সারা শহরের মুখে মুখে চালু
করে দাও। হে আমার গুপ্তচরদল, বেলিয়াল্
তোমাদের নেতা এই বাতাসে বাতাসে রটনায়।
আর শোনো শয়তানের সেপাই বাহিনী! ছোটো সব
এলো মেলো এদিকে ওদিকে উন্মাদ জন্তুর মতো
ক্ষণিক হুঙ্কারে, ক্ষণিকে উধাও এপাড়া ওপাড়া,
তেত্রিশ কোটির দম্ভ দূর করো বিষনিষ্ঠীবনে
আমার দুলাল এই ম্যামনের কৃতদাস সহ।
শুধু এক কথা—শক্র হার মানে যেন সন্ধ্যাশেষে
স্পর্ধা হয় চুর।

কাঁপে বিরাট মন্ত্রণাসভা মিশ্র
সমর্থনে যবে শয়তানেরা উৎসাহে দাঁড়ায় উঠে,
মুহূর্তেক, তারপরে উদ্দাম উধাও গতি ছোটে

হাঙরের বেগে সর্পবেগে উন্মত্ত শৃগাল পাল
অলকার পথে পথে চৈতালির দক্ষিণ হাওয়ায়
যে যার নির্দিষ্ট কাজে নারকীয় কর্তব্য পালনে।
অন্ধ হত্যা হল শুরু, এদিকে ওদিকে দুচারটা
গুম্‌খুন, হাওয়ায় খুঁদে শয়তানেরা
সে খবরে তিলকে বানায় তাল, দ্রুত বেগে হানে
শহরের মোড়ে মোড়ে; উদ্‌ভ্রান্ত দেবতা যত
গন্ধর্ব কিন্নর ভিড় ক'রে চেয়ে থাকে আশঙ্কায়
অসহায় শিশুর মতন, পরস্পর বিক্ষুব্ধ সন্দেহে।
দৌত্যের উৎসাহাধিক্যে বেলিয়াল্‌ চতুর শেয়ানা
টেলিফোন করে দেয় বাগদেবীকে এক চৌমাথায়
চলেছে ছোরার খেলা মর্মান্তিক বীভৎস হত্যার।
জিব্‌ কাটে, একী ভুল! ঘটনার বিশমিনিট আগেই
রটনা বেতারে গেল! বেলিয়াল্‌ উন্মাদ আবেগে
ছোটে চৌমাথায়, তার রটনা ঘটনা করা চাই॥

সমুদ্র স্বাধীন

(অন্নদাশঙ্কর রায়-কে)

'কলমের গতি দেখ? মনের গভীর কল্পনার
কি গতি' শুধাও?
মনের ফল্গুতে বন্ধু, একই স্রোত, অদ্বিতীয় মহিমায়
উধাও চলেছে জেনো উপছি উপছি
গ্রামগ্রামান্তের দীর্ঘপথচারী কুম্ভধারিণীর
বাজুর নিক্বণে দুই হাতে খোঁড়া সদ্য বালু-জলে।

মনে লেখনীতে নেই ভেদাভেদ, অথবা বলব
ভেদ যথা দেহে মনে, ভেদ যথা প্রিয় ও প্রিয়ায়,

আবেগে ও আলিঙ্গনে ভেদ যথা, মানুষে মানুষে,
অতীতে ও ভবিষ্যতে, সেই ভেদে অস্থির কলম
কত্থক নাচের কৃচ্ছ্রে, মনের গুহায় ঘুরে
বাহিরায় মনেরই আবেগে
লোহার খনির মতো, ধরিত্রীগুহার।

কিংবা যেন মাতার রহস্য, সদা স্বপ্রকাশ
জঠরসন্তানে, তবু স্বসম্পূর্ণ নিজ নারীত্বের রূপে
রূপসী সে মাতা ও প্রেয়সী, আমাদের ডাকে অনির্বাণ
যৌবনপ্রপাতে, প্রৌঢ় খরস্রোতে, এমন কি
বৃদ্ধেরও শুষ্ক মানসের সরোবরে স্মৃতিস্বপ্নে রতি
কুমারসম্ভবে যথা বারে বারে মননে বহায়
প্রশান্তপ্রবল মোহানার মোহ।

অথবা বল্‌ব

এই মন ও কলম : এ যেন বা মহানদী, গঙ্গা বা কাবেরী
নর্মদা বা গোদাবরী, সিন্ধু বা শতদ্রু, তিস্তা বা যমুনা,
টেনেসির নদী, ভাবো ভল্‌গা, নীপার—
প্রাণস্রোতস্বিনী নদী, বিরাট জীবন
দীর্ঘ তটে তটে চলে প্রাচীন পৃথ্বীর
অতল মাটিতে জল ছলছল গতির কল্লোলে ;
কবিতা সে খাল-কাটা, গঙ্গার, তিস্তার,
কানানদী, দামোদর, আদিগঙ্গা, ময়ূরাক্ষী, মাৎলা, অজয়,
ভল্‌গা, নীপার কিংবা মস্কভাই, প্রাণের প্রণালী সব
চৈতন্যের পাথরে পাথরে ; মানুষের হাতে গড়া। কিংবা ভাবো
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
চল্লিশশতাব্দী ধরে’ কত না চল্লিশকোটি এক বাণী
গায় কত সুরে কত স্বরব্যঞ্জনের ভিন্ন ভিন্ন
বিন্যাসে বিন্যাসে কত ধ্বনি ব্যঞ্জনায় কত না মৃত্যুর
হ্বয়ামি তে মনসা মন
সে পূর্ণে পূর্ণের যোগে পূর্ণ রয় পূর্ণের বিয়োগে

পূর্ণই একাকী
তাই সাম সত্য, সত্য সাম্যের সঙ্গীত।

তুমি বলো যুদ্ধ নয়, বৈয়াকরণিক দ্বন্দ্ব শুধু,
তারা বলে দ্বন্দ্ব নয় নিপাতনে ধর্মযুদ্ধ, বলে আর কাতারে কাতারে
পশু নয়, বণিকের বঞ্চনা আশায় লুব্ধ ভোলে মরে আর মারে
স্থাবর বিচারে অতীত ও ভবিষ্যৎহীন,
অপঘাতে অপঘাতে পুড়ে যায় ধুধু
দেশে দেশে কুম্ভীপাকে এদেশের তুস্ত ইতিহাস।

গ্রীক নাটকের নির্বিকার দেবদেবী নয়
এরা লুব্ধ ছলনার অনর্থক মৃত্যুর দালাল
সদসংহীন, আকস্মিক স্বর্ণমারীচের কৌটিল্যে বিশ্বাস
এদের করেছে অন্ধ অতীত ও ভবিষ্যৎহীন,
পাশা খেলা প্রাণের শ্মশানে পিশাচসিদ্ধেরা।

গঙ্গোত্রী এদের কানে বৃথা ছন্দনির্ঝর জাগায়
কপিলগুহায় জীবনের শেষ ধারা বয়
সে কথা ভুলেছে এরা, ভাবে শেষ চাল
তাদের ঘাটেই বাঁধা মহল্লায় দেশ,
আকস্মিক বর্তমানে অতীত ও ভবিষ্যৎ ভাবে নিরুদ্দেশ
অন্ধকারে লগির আগায়, পশু নয়, উন্মাদ মানুষ
কাপুরুষ শক্তির নেশায় ভাবে বন্দী মন্দাকিনী
রাজজীবিকার শূন্য পেশাদারী ঘাটে মুষ্টিভিক্ষু বর্তমানে
অসহায় অপঘাতে দায়িত্বের দ্বৈতাদ্বৈতহীন শয়তানের ঘাটে ঘাটে
নরকের প্রচ্ছন্ন ময়দানে
কবন্ধ জীবিকামাৎস্যে ঘৃণ্য চোরাহাটে।

জানে না তাদের বৈতরণী, গুপ্তচর বাঁধাঘাট, কূপমণ্ডুক হামাম

মাটির গভীর টানে কালের বিরাট স্রোত
ন্যায়ের অমোঘ স্রোত, জীবনের জনতার আলোকিত অলকনন্দায়
পদ্মায় গঙ্গায়, প্রাণের অনন্ত স্রোত।
এই আকস্মিকের পুতুল হিন্দু ও মুসলিম এদেশ ওদেশ
অতীত ও ভবিষ্যৎ মুক্তি পাবে অসীম সৈকত
এক সহস্র প্রাণের মুখর সাগরে
মুহূর্তসত্তায় যেথা স্বাধীনতা কার্যকারণের দীর্ঘসূত্র চৈতন্যে আরাম
তবু এই আকস্মিকে আকাশকুসুমে শশবিষাণে বিশ্বাস !
বিপ্লবী সহিষ্ণু চোখ জ্বলে, এই ভ্রম
ক্ষণিকের ভয়ে বুঝি পণ্ড করে জীবনের উদাত্ত আকাশ
পল্বলে ঘোলায় বুঝি কালের কল্লোল, ধর্মঘট তেভাগার
জীবনের স্বচ্ছ আলোদীপ্ত নীল সাগরসঙ্গম।

*   *   *

বাক্য স্রোত, শব্দ চলে জোয়ার ভাঁটায়
খাড়াই উৎরাই পদক্ষেপে পদক্ষেপে দক্ষিণে ও বামে
অস্থির ও একাধারে ভাস্কর্যগম্ভীর, কোণার্কমন্দির যেন,
খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ডিত নৃত্যের সমগ্র স্তব্ধ ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় সমাহিত,
যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ একেকটি তড়িৎস্তবক।
আশে ছেড়ে, মিড়ে ও গমকে, হাজার দোটানা
কথাকে যে করে বিড়ম্বিত, অর্থান্বিত হাজার শ্রুতিতে,
আঘাতে বিরামে, তালের গতিতে আর লয়ের স্থিতিতে, ঠেকা আর বোলে,
লোহায় পিতলে নিষাদের খাদে বাঁধা অনন্তের আনন্দমন্দির
সংযোগের জ্যাবদ্ধ ধনু, উদ্যত, অধীন।
সুভাষিতবলী মেশে অনির্বচনীয়ে, বাক্যে বাচ্যের সীমানা।
কবিতার খাল স্মৃতিতটের মুখর
কর্মিষ্ঠ স্বপ্নের রূপান্তর, বৃষ্টির নূতন জলে
বনেদী নদীর তরল দ্বন্দ্বের, কাঠের তক্তায়
কাদায় বালিতে পাথরে প্রাকারে
কংক্রিটের প্রতিভাস. সত্য তার প্রতিভাসে, বিজ্ঞানী ও সহজিয়া
প্রতিমায় অতি-কে বর্জনে, আত্মত্যাগে, আলেখ্য প্রস্তরে আরোপণে,

রহস্যের বিশেষ নির্দেশে, অসীম গণ্ডীতে, উমার উদ্বাহে
গণ্ডীবদ্ধ সত্য আর সত্যের অসীম দোঁহে
যে প্রতীকে প্রত্যক্ষের অর্ধনারীশ্বর।

অথবা উপমা দেব
নীলকণ্ঠে ; শিবের জটায় মন্দাকিনী সহস্রধারায়
অলকনন্দায় গঙ্গায় পদ্মায় ভাগীরথী স্রোতে
বঙ্গোপসাগরে ধরা অধরার বেগ
অতল অতল মাটির পাতালে সগরমুক্তির
অগম্য সে কপিলগুহায়।

কিবা সত্য ? শেখো অবগাহনের গানে
সহস্রধারার মিশ্র অঙ্গাঙ্গী গতিতে
হাজার দৈত্যের নিত্য চলমান অদ্বৈতসাধনে,
অধ-ঊর্ধ্ব হিমউষ্ণ ছত্রধর বাতাসের মতো
বৃষ্টির ধারায়, বজ্রে স্বচ্ছনীলে,
মেঘে মেঘে বিদ্যুৎবিলাসে, প্রলয়সৃষ্টির
চিরমিলনের এক হুঁহু করে হুঁহু কাঁদা সপ্তপদীগানে :
এ ভরা ভাদরে বঁধু লাখলাখ যুগ
হিয়ে হিয়া রাখনু যে—

সাগরসেঁচানো মেঘ
সাগরমন্থিত মেঘ মেঘের আবেগে ধারাজলে
মৃদঙ্গগম্ভীর নৃত্যে ভরতনাট্যমে, যমুনার নীলে
সুনীল সাগর।

সাগরেরই গান করি,
সাগরমন্থনে মেঘের মৃদঙ্গ শুনি, মানসহ্রদের
স্তব্ধ নীলে যাত্রা শুরু, দেশকালসন্ততিবিহীন গৌরীতে কেদারে
উন্মুখর মানসবলাকা, পর্বতের মতো সেও

হতে চায় বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
বৈশাখীতে, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে
মেঘমাশ্রিত সানুতে !

অথবা নদীই ধরো

গণ্ডোয়ানা পর্বশেষে আমাদের দেশে
শতাব্দী শতাব্দী শত মন্দাকিনী কপিলগুহায়
বিপ্লবের সমাধিতে, যেখানে মানুষ মুক্ত
মানুষের অতীত প্রাকৃতে মানুষের মনে
প্রেম মৈত্রী মননের পরস্পর নিঃসঙ্গ আশ্লেষে
বার্ধক্য মৃত্যুর করুণায়, লোকায়তে অবসরে
লোকোত্তরে সম্পূর্ণ মানুষ।

* * *

মাটির মুক্তি জলে বৃষ্টিতে গেরুয়া বানের জলে
তামার মাটিতে সোনা
নদীর মুক্তি দুইতটে শত গ্রামের বটের তলে
যেখানে নিত্য মানুষের আনাগোনা

পাহাড়ের গান হাল্‌কা মেঘের ক্ষিপ্র চপল তালে
রুশ বালে যেন, পাহাড় হাওয়ায় ভাসে।
আস্তিকঅণু প্রাণ পায় জুড়ি নাস্তিক জটাজালে
বিদ্যুৎ উল্লাসে।

তুমি তো প্রেমিক, তোমারও হৃদয় বৈপরীত্য খোঁজে
তন্বীর বাহুডোরে।
সংসারী তাই যায় দুর্গম বহ্লীকে কাম্বোজে,
স্টালিনাবাদে বা সমরকন্দে ঘোরে।

আজ খোঁজে কাল, অতীত ও ভাবী চিরন্তনের ছকে,
চিরন্তন সে প্রাত্যহিকে খোদাই।

রজনীগন্ধা ঝ'রে যায় ভোরে অম্লান কুরুবকে,
রাজা প্রজা সাজে তাই।

তোমার বাউলে মিলাই বন্ধু কান্তের মেঠো স্বর
মানব না বাধা কেউ,
ঘৃণা আর প্রেমে ক্রান্তিতে চাই জীবিকার অবসর
জীবনের তটে জোয়ার ভাঁটার ঢেউ।

* * *

জীবনে জীবন গড়ি, শতশত খাল,
কলমে কবিতা গড়ি জীবনে কবিতা,
শতশত তালদীঘি, খাল নদী, দুপাশে সোনালি খেত,
হাজারে হাজারে দেখ জমির মালিক
কৃষাণ, কৃষাণবউ ভূস্বর্গইন্দ্রাণী যারা
সুস্থ বাল্যে, সচ্ছল যৌবনে, বার্ধক্যপ্রসাদে আহা রূপসীরা
প্রত্যহের সুচির লীলায় কর্মে অবসরে
যে যার সংসার করে, এখানে ঠাকুরগাঁয়ে,
ওখানে বালুরঘাটে, কাকদ্বীপে, সুসং পাহাড়ে, সারা বাংলায়,
দেহ মনে দুই তটে, খেতে খেতে খামারে খামারে, রৌদ্রে জলে
দীপ্ত বাহু, দৃপ্ত উরু, পূর্ণসাধ মানুষ মানুষ
সত্য যারা সবার উপরে।
কাঠ খড়, কাদা মাটি, জোয়ার ভাঁটার
উৎরাই খাড়াই, পৃথিবীর পৃথুল শরীরে শতেক বঙ্কিমা
বিড়ম্বিত কলমের উপবৃত্ত ; অক্ষম কলম ; কিছুটা বা
স্বধর্ম শব্দের। চূড়ালা বোঝাও, শেখো রাজা শিখিধ্বজ
রাজত্ববিহীন স্বপ্নেরা সুষুপ্তি নয় জাগর সত্যও নয়,
তবু জাগর জীবন সত্য হয় সবাই যে রাজা সেই রাজত্বেই
স্বপ্নাভাসে, স্বপ্নে ও জীবনে, দুই তটে উথলি' উছলি'
নিয়ে চলো জীবনের নিয়ে চলি উত্তাল ঊর্মিল
প্রতিশ্রুত স্বপ্নবীজ অবিশ্রাম ভাঙনের সাগরসঙ্গমে
সহিষ্ণু ঘটনা স্রোতে, রুদ্র সমুদ্রের, সংগঠন, স্বাধীন সমাজে

স্বাধীন মানুষ স্বচ্ছ জীবনের, জীবনের উন্মুক্ত পত্তনে
সমুদ্র স্বাধীন ॥

চৈতে-বৈশাখে

(অমিয় চক্রবর্তীকে)

I would instead like you to bury it here—

গান্ধীজী, এশিয়া সম্মেলন

চিরকাল নিঃসঙ্গ হৃদয়
রাত্রির আঁধারে একা জাগে নির্নিমেষ মহাশ্বেতা
নিঃসঙ্গ হৃদয় চিরকাল
কত সন্ধ্যা গোধূলি সকাল
হৃদয় নিঃসঙ্গ
চিরকাল এক পূর্বরঙ্গে শেষ
স্নায়ুর তিমিরে শেষ নির্নিমেষ বিনিদ্র রাত্রিতে
সবারই উদ্দেশ
হাজার যাত্রাতে তাই মুখর হৃদয় শবরী শর্বরী জাগে নিঃসঙ্গ আশায়
চিরকাল নিঃসঙ্গ হৃদয়
শূন্য এক প্রত্যক্ষের প্রতীক্ষায়।

সে প্রতীক্ষা কার ? সেই প্রত্যাশা কিসের
নিঃসঙ্গের ফের বাঁধে নিঃসঙ্গ হৃদয়
শ্যামলী শবরী কিংবা গৌরী মহাশ্বেতা
কিংবা অহল্যাই
নিঃসঙ্গ পাষাণ চিরকাল
তাই রুক্ষ আরাবল্লী, বিন্ধ্য, সাতপুরা, মাইকাল্
খুঁজে মরে আপন দোহার

বৃথা সান্ধ্যভোজ বৃথা বিশ্রন্ত আলাপ
মেলে না দোসর
সান্নিধ্যে সাযুজ্য নেই ওজনে মহিমা
ঊষর হৃদয় একা স্টক এণ্ড্ শেয়ারে
নিঃসঙ্গ পাহাড় শুধু ঊষর পাথর ধূসর পাথর—
ঘোচে নাকো অভিশাপ, প্রাণ কোথা
দপ্তরে চেয়ারে শুধু অহল্যা পাষাণ।

চিরবিপ্রলব্ধা শোনো ছাড়ো পাহাড়ের চূড়া
চূর্ণ হোক সে উপমা
উপত্যকা বেয়ে এসো নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে, তরমুজের চরে চরে খরস্রোতে
সমুদ্র কল্লোলে
নিঃসঙ্গ সমুদ্রে এসো
এসো জনসমুদ্রের জোয়ারে জোয়ারে
উদ্বেল সফেন জলে অসীম একাকী
মাতৃ-সমা প্রতিমায় অগণিত তরঙ্গে তরঙ্গে ঘৃণা আর ক্ষমা
নীলে নীলে একাকার জীবনে জীবনে কামনায় কামনায়
মাছে ও শুশুকে মাছে কাছিমে শালিকে
শত শত মাছ শত শুশুক কাছিম শত পাখি
নিঃসঙ্গ সমুদ্র প্রাণকল্লোলে একাকী
দিকে দিকে তরল মুখর ক্ষিপ্র তরঙ্গে তরঙ্গে নির্নিমেষ
সমুদ্রেই তোমার উদ্দেশ।
সমুদ্রেই ডাকি।

অনন্ত মন্থর দিন দগ্ধ দিন বৈকালী বৃষ্টির দিনগুলি
ভাঙা আয়নার দিন, বেচাল চালুনি আর বিচ্ছিন্ন সুতার দিনগুলি
মুদিত চোখের দিন সপ্তসমুদ্রের পারে দিগন্তে বিলীন
একঘেয়ে মুহূর্তের দীর্ঘ দিন বন্দীর শৃঙ্খল দিনগুলি

আমার হৃদয় সেও এতদিন দীপ্তি পেয়েছিল ফুলে ফলে
পাতায় পাতায় আজ আমারও হৃদয় নগ্ন প্রেমের অঙ্গার
কোথায় উষসী উষা মাথা তার নুয়ে পড়ে মধ্যাহ্নের আগ্নেয় ভৃঙ্গারে
পরাধীন দেহ তার নুয়ে পড়ে অর্থহীন বাহুল্যে গরলে

অথচ দেখেছি আমি এ বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর নয়ন
তুষার দেবতা তারা ইন্দ্রনীলমণি জ্বলে দুচোখে যাদের
প্রাকৃত দেবতা তারা বিহঙ্গম তারা মৃত্তিকার
এবং জলের পাখি দেখেছি তাদের

আমি যে শুনেছি সেই ঠাকুরগায়ের ছোট কুটিরপ্রাঙ্গণে
দম্পতির মৃত্যুহীন দৈবী প্রেমে তীব্র আলোচনা
যে প্রেমে গ্রাম্য সে ইন্দ্র ইন্দ্রাণীরা জীবনমৃত্যুর ব্যবধান
মুছে দেয় জীবনের ঐক্যে। আমি সেদিন দেখেছি

জকের খালাসা এক ভিক্ষাপাত্র বয়, চোখে দুচোখ রেখেছি,
সে চোখে ভিক্ষার লেশমাত্র নেই, উদার নয়নে
উন্মুক্ত মৈত্রীর ভাষা, সহজ নির্ভরে
সে যেন সন্তান কোনো অলকার গন্ধর্ব কিন্নর
কিংবা কোনো দেবতাই

তাদের পাখার ঝড় আমার পাখায়
তাদের উড্ডীন গতি
আমি জানি শুধু এই যন্ত্রণা প্রহরে
তাদের উধাও গতি নক্ষত্রে নক্ষত্রে আর আলোর ধাক্কায়
তাদের সে মর্ত্য গতি কালবৈশাখীর গতি পাথরে পাথরে
তাদের পাখার ঢেউয়ে ঢেউয়ে গতির প্রয়াণ
আকাশের ঘাট ধুয়ে ধুয়ে

আমার ভাবনা বাঁচে জীবনমৃত্যুতে দুইতটে বলীয়ান।

আমার ভাবনা বাঁচে জীবনমৃত্যুতে দুইতটে বলীয়ান।

*　　　　*　　　　*

(এ মৃত্যু মৃত্যুও নয়, সেকথা শেখালে তুমি
হে প্রাজ্ঞ লেনিন! ভুলি নি, চূড়ালা!
অবীচিকর্কশ শুধু পঙ্কক্লেদে ভেসে যায় ডালা
মরণের শূন্যমরু অগ্নিস্রোতে), নিরানন্দভূমি
নরকের অট্টনাদে আকস্মিকে অমানুষ পরম্পরাহীন

পড়ে থাক্ এ আত্মঘাতীর অনাদ্যন্ত খেয়োখেয়ি
ঘেয়ো কুকুরের মতো অন্ধকারে উচ্চকিত দিন
শুধু স্বর্ণপদলেহী রাজন্যের ভাগবাঁটোয়ারা শত শিখিধ্বজ
দুঃস্বপ্নগৌরবে কল্পনার ফোয়ারায় বিদেশীর পায়ে দেহি দেহি
স্বদেশের রক্তপঙ্কে নির্লজ্জ রৌরবে।

চলো যাই জীবনের তরঙ্গমুখর সমুদ্রসৈকতে
নীলে নীলে মুক্তিস্নানে, বালুকাবেলায়
শিশুর খেলায় স্বচ্ছ সমুদ্রের নীলামরকতে
স্ফটিকে পান্নায় মুহুর্মুহু রঙের খেলায়
হে তন্বী চূড়ালা! ঊর্মিকলরোলে
জীবন মুখর যেথা সুস্থপ্রাণ সচ্ছল ভেলায়

যেখানে রাত্রিরা স্তব্ধ রাত্রি নীল রাত্রি নীলে কালোয় অসীম
যেখানে দিনেরা দীপ্ত দিন
সূর্যের নয়নে জ্বলে হীরক অম্লান শান্ত শীত জলে
ইন্দ্রনীল আকাশের বিস্তারে বিস্তারে,
বালিয়াড়ি জ্বলে যেথা স্ফটিক প্রভায়,
এমন কি মন্থর কাছিম
সমুদ্রশালিক সেও খাড়ির কিনারে কোনো নির্বাচনহীন
নিজে নিজে ডিম পাড়ে
বালির পাহাড়ে যেথা স্বচ্ছন্দ দম্পতি প্রাণের উৎসবে

পূর্ণরতি চেয়ে থাকে জীবনের আকাশের নীলে
কিংবা নীল সমুদ্রের সমান সুযোগে
মুক্তিস্নাত সামগান উন্মুখর ঊর্মিল বিপ্লবে
উন্মুক্ত সম্ভোগে।
চলো যাই, হে চূড়ালো! বঙ্গোপসাগরে
মৃত্যুহীন সন্দীপের চরে ভারতসাগরে চলো মামল্লপুরমে কোনার্কবন্দরে
কিংবা চিল্কা সরোবরে কোকনদে রামেশ্বরে
ত্রিবাঙ্কুরে হস্তীগুম্ফা কাম্বে কিংবা কচ্ছোপসাগরে
জাভায় বলিতে মার্তাবানে ওদেসায় আস্ত্রাখানে
বাটুম বা বালখাসে আরালে বা কারাকোলে কেউ
একই একই সব বাংলার ভারতের গাঁয়ে গাঁয়ে শহরে শহরে
চল্লিশকোটির প্রাণে দোলে
(দশকম চল্লিশকোটির নরকবর্জনে) জীবনের নীলে
সংহত নিখিলে
আসমুদ্র হিমাচল সমতল সমুদ্রের গঙ্গার পদ্মার সিন্ধুর ভল্‌গার
স্বাধীন স্বাধীন জলে জীবনের ঢেউ।

*　　　*　　　*

বৃষ্টি পড়ে
পাতায় পাতায় দগ্ধ পথে গলাপিচে ইঁটে
বৃষ্টি পড়ে আকাশে মাটিতে
মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে ছাতে ও ছাতায়
ভিটেয় মাথায় ভিতে বৃষ্টি পড়ে
বাংলায় ভারতেও বুঝি
দগ্ধদিনে বৈশাখীর বৃষ্টি পড়ে
ঈশানহাওয়ায় পড়ে ঝড়ের শান্তিতে পড়ে
বৃষ্টি পড়ে জলস্রোতে খানায় ডোবায়
বৃষ্টি পড়ে

নৃশংস নিগড়ে বাঁধা বৃদ্ধা মাতা বসুন্ধরা
ঝলকে সজল হাস্যে।

স্বচ্ছ স্মিত শান্তিজল ঝরে
ঝরত যেমন ধারা বাল্মীকির যুগে ক্রৌঞ্চমিথুনের স্বরে
বড়ু চণ্ডীদাসের প্রাঙ্গণে
ঝরত যেমন বৃষ্টি যশোদার চোখে শিশু গোপালের গালে
ঝরত যেমন বৃষ্টি পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে
বিগলিত চীর অঙ্গে রিমি ঝিমি শব্দে শব্দে
রাত্রির আঁধারে ঝরে স্বচ্ছ শুভ্রধারা
লক্ষ লক্ষ মানসবলাকা
বার্তা আনে ঝাঁকে ঝাঁকে
অনরোনীয়ান্
কিংবা যেন বঁধুয়ার হাসি
আমার আঙিনা দিয়ে যবে ভিজে যায়।

সহজিয়া মানুষের মনের মাটিতে
বৃষ্টি পড়ে
শান্ত বৈশাখীতে দগ্ধ বিশ্বে একই কথা বলে বলে বারে বারে
জীবনের বিরাট সেতারে
সপ্তকের তারে বাজে উদারায় অনস্থির
দেহে মনে পথে ঘাটে অন্ধ আইনের সান্ধ্য এলাকায়
ধুয়ে যায় প্রাণ পায় একই সুর সমুদ্রের বৈশাখী বৃষ্টিতে।
বৃষ্টি পড়ে শুধু পোড়ে কংসের নিরেট মাথা
রাষ্ট্রবিদ ভ্রষ্ট মাথা
বৃষ্টি বুঝি পড়ে নাকো স্বর্ণলঙ্কাপুরে
দুঃশাসন উজীর কোটাল শুধু বৈশাখের দাহে জ্বলে
এদিকে বৈশাখী ধারাজলে
ছেয়ে যায় বাংলার বুঝি সারা ভারতের মানচিত্র থৈ থৈ
তবু অত্যাচারে আর অনাচারে
অসুরে অসুরে কুৎসিত কুস্তির হাতাহাতি হৈ হৈ
তপ্তকুম্ভে বৃথা বৃষ্টি পড়ে
বৃষ্টি পড়ে বাংলার বৈশাখী ধারায়

তবুও বিস্ময়ভরে বারেক না থমকায়
রাজস্বের উন্মাদ উত্তাপে নরকের ভাগবাটোয়ারা

তবুও অশান্ত সেই পাপে
বৃষ্টি পড়ে
সারাজীবনের মাঠে
জীবনের পথে ঘাটে গাঁয়ে গাঁয়ে জীবনের ঝড়ে
প্রাণের ফোয়ারা
শহরে সদরে অফিসে অন্দরে বৃষ্টি পড়ে
সমুদ্রের মন্দারে মন্দারে ঝড়ের দাক্ষিণ্যভারে
মানসের কুরুবকে হৈমবতী করকায়
ট্রামে বাসে কলের চোঙায়
আগুনে ধোঁয়ায় মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে
বন্দরের ডকে ॥

মে-দিন

মে-দিনের গান অক্ষয় প্রাণে
দুর্গত দেশে বঞ্চিত ত্রাণে
তোলে চৈতালী সুর

ওরা ভাবে ঢাকে কাল-বৈশাখী
মরণভিখারী শ্মশানের পাখি
মশানে পোড়াবে মেঘ

মে-দিনের গানে আসন্নত্রাণে
হে লালকমল হে নীলকমল
নাগপাশ ছেঁড়ো প্রাণ সন্ধানে
স্বর্ণলঙ্কা চুর

ওরা কি বাঁধবে সমুদ্রশ্বাস
বৈশাখী মেঘ ঝড়ের বাতাস
রুধ্‌বে বজ্রবেগ ?

যে-দিনের গান কালবৈশাখী
ঝড়ে ডানা ঝাড়ে শ্মশানের পাখি
মরণই মরণাতুর

হাজার শকুন ওড়ে পথেঘাটে
মরিয়া ছলায় শত পাখসাটে
ঢাকে নাকি ঝোড়ো মেঘ ?

হে পৃথিবী আজ এরা উন্মাদ
তোমার সত্যে বৃথা সাধে বাদ
যুগান্তে ভঙ্গুর

কুটিল ! ভেবেছে কেউটে কামড়ে
কোটালে শকুনে পাখায় চাপড়ে
রুধ্‌বে বজ্রবেগ !

হে পৃথিবী মাতা ! বিশ্বজননী
দৃঢ় পদে কড়া হাতে দিন গণি
আশ্বাসে ভরপুর

বিশ্ব-মাতার এ উজ্জীবনে
বৃষ্টিতে বাজে রুদ্রগগনে
লক্ষ ঘোড়ার খুর

বিশ্ব-মাতার কোটি সন্তান
দেশে দেশে তোলে তুরঙ্গ গান
অমোঘ নিরুদ্বেগ

কোটি জলকণা এই জনতার
কালবৈশাখী রোখে বলো কার
মেশিনগান বা চেক্ ?

হে পৃথিবী মাতা নীল ধারাজলে
বিদ্যুতে বাজে পুড়ে খাক্ জ্বলে
হে লালকমল হে নীলকমল
পোড়া চোখ শত্রুর

দুই হাতে ডাকে স্বাগত স্বাগত
পথে ঘাটে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে শত
উত্থান-বন্ধুর

মিলিত হাতের মে-দিনের মেঘ
তাজিক কাজাক্ রুশ উজবেগ
হে লালকমল হে নীলকমল
হাজার কসাক মেঘ ॥

জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস

মাছি ভন্‌ভন্‌ ওড়ে ভন্‌ভন্‌!
শতেক ডায়ার্‌ শত ডনোভন,
শত ডায়ারকি, খাচ্ছি চরকি
প্রাণহন্তার বাজি, প্রাণমন

পুড়ে ছাই সব হল, যাও কোথা
কোথায় পালাও ? চারিদিকে গুণ্ডা,
এদিকে চোরাই বাজার, চোর যে
নিয়ে যাবে তুলে ঘর যে দোর যে !

তার চেয়ে শোনো মাছি ভন্‌ভন্‌
নরকের জ্বালা দেখ জনগণ !
তুলো নাকো হাত মুণ্ডনিপাত
নরকের মাছি কে মারে কখন !

পাড়ায় কয়লা নেইকো ? ময়লা
প্রচুর প্রচুর হাটে ও বাটে
তেলের সর্ষে চোখেই ঝরছে
ময়দা ফয়দা জাহাজঘাটে ?

কোথায় পালাও দেশে যদি যাও
উপোসীর হাড়ে পাহাড় গড়ে
দাঙ্গা বাধাতে পারে রে, পালাও
কোথায় ? চড়কে কে কোথা চড়ে !

তার চেয়ে শোনো নেবাও উনুন
পশ্চিমে নুর গাও শত গুণ
বাঁচতেই হবে ? ভাতে ভাত খাও
বসন্ত টিকা টি এ বি সি নাও

পাকিস্তানে ও বঙ্গভঙ্গে
খালিপেটে নাচো পিশাচরঙ্গে
যেয়ো নাকো গাঁয়ে তেভাগাকুহকে
চেপো নাকো ট্রাম, যেয়ো নাকো ডকে

ভদ্রলোকের নরকেই থাকো
নেহাৎ না হয় থেকে থেকে ডাকো
কোথায় ভায়ার কোথা ভনোভন্
মুখে মাছি চোখে মাছি ভন্‌ভন্ ॥

আমরা

জুল্ সুপেরভিএই

আমরা যে আত্মহারা প্রব্রজ্যায়,
বাহুতে যে প্রতিষ্ঠ স্বদেশে,
প্রত্যেকে ধরেছি ইষ্ট সঙ্গোপনে,
ভাবি কেউ পায় না উদ্দেশ।
দুর্লভ শ্রেয়সী হাতে, কি উদ্বেগ
জন্মমৃত্যু মুহূর্তে উচ্ছ্বসি'—
আবির্ভূতা—একি সেই জন্মভূমি
স্বর্গাদপি সেই গরীয়সী ?
প্রত্যেকে ধরেছি মূর্তি—যথাশক্তি,
প্রত্যেকেই বাহুর তর্পণে
প্রত্যেকে আপন বিম্ব দেখি বুঝি
অন্তহীন অতল দর্পণে ॥

নীরদ মজুমদারের জন্য

হিরুনার টিলা লালে লাল হল মেঘডম্বরু নীলে,
সবুজ ও লালে লাল।
বাবুডির আঁকাবাঁকা লাল পথ মেঘে ও পলাশে শালে
একাকার প্রায়, পিসারোই নাজেহাল।

চিৎকাটে আজ উত্রিল্লো-ঘন গ্রাম্য গলির মায়া
শরৎ মেঘের হঠাৎ বাংলা-ঘেঁষা অশ্রুর নীল,
থরো থরো কাঁপে ফিরোজা সমুখে বিল
সহৃদয় নীলসঘনঘটায় দিঘারিয়া দূর, দূর
ত্রিকুটে জড়ায় দোঁহায় পূবের হাওয়ায় হারায় কায়া।

উৎরাই আর খাড়াইতে চোখে জুটেছিল আস্বাদ
মুক্তির নীল শ্যাম মরকত শুচি কাঁকরের লাল।
ধানের সবুজ নেমে যায় স্মিত মাঠের পান্না টানে—
সপ্তদশীর স্বচ্ছের জের তিরিশে শ্যামলে খাদ,
পাহাড়ের নীলে সিরিয়ার কালো বাধে না বিসম্বাদ—

মানুষেরই বাধা, চুরাশি মৌজা, একগাঁটি জোটে ধুতি।
তবুও অসীম ধৈর্য হৃদয়ে, বাহেঙ্গা প্রাণ বাঁচে
অমর বাহুতে, আউষের খেদ আমনের আশা যাচে,
বাজরা ভুট্টা যা হোক্, থাকুক্ হিম্মৎওয়ালা প্রাণ,
চাষীর ঘরে যে অবিনশ্বর অক্ষয় সে বিভূতি।

ছড়ায় নীলিমা, ছুটে আসে জল, গেয়ে ধায় ওতাল
চন্দনা পারে শালবনঘেরা সান্ধ্য ঘরের দিকে
ত্বরিত গায়ক গাড়োয়ান ভাঙা হাট ছেড়ে চলে, শাল
বনের কিনারে, দুরন্ত টানে ছুটে চলে অনিমিখে
বেগের বন্যা রাখালের মেয়ে, আমরুয়া দেয় ডাক।

জীবনের কোন্ ইন্দ্রনীলের কোন্ গভীরে যে ঝাঁকে ঝাঁক
বলাকারা জাগে, নীলিমার আগে ভাসে মানসের স্রোতে
মনে হয় জয় কাপড় চাহিদা ফসলের দাবি দাওয়া।
কালো বাজারের মূঢ় স্বার্থের দাগ ধুয়ে মিঠা হাওয়া
লাল পথে মাতে দের্‌'্যার সবুজে ত্রিকুটের নীল হতে।

স্বচ্ছ হরিতে জেগে ওঠে ঋজু শাল
আকাশ পৃথিবী ব্যেপে দানছত্তরে
ভেড়োয়াটাড়ের অন্ত্যজ গ্রামে গেয়ে যায় মেলা সুরে
রক্তিমপটে পিকাসোর পেশীসচ্ছল সাঁওতাল॥

গোপাল ঘোষের জন্য

দুরন্ত ঢেউ খাদে খাদে তুমি অক্ষয়যৌবনা
লাল মাটি তুমি একি তিরিশের খেলা।
বর্ষণান্তে কার্তিকে আনো পরিণত স্বেচ্ছায়
উৎরাই আর খাড়াই অশেষ তরঙ্গঘন বেগ—
ক্ষণে ক্ষণে সংসারে কল্যাণী ক্ষণেকে বা উন্মনা
উর্বশী বুঝি, তিরিশ বছর তোমাতে খুলেছে মেলা।
চপল হাস্যে লাস্যে মুখর কখনো বা স্বেচ্ছায়
সংহত সতী পাহাড়ের নীল, তরঙ্গঘন বেগ
চানোনের স্রোতে কখনো ত্রিকুট কখনো বা দিগ্‌রিয়া
বিন্ধ্যে যুগের নগ্ন মাটিতে তোমাতে বিলাই হিয়া॥

সঙ্গীত

শান্তি আকাশে জ্যোৎস্নায় মেঘে নম্র আবেগে আর
শান্তি তোমার হৃদয়ের নির্ঝর
ঘুম নয়, নয় অস্থির দিন পাহাড়ের পরপার
গভীর সাগর প্রশান্ত সরোবর।

স্তব্ধ আকাশ পাহাড়ের সার মৌন পৃথিবী দোলে,
নিগূঢ় ছন্দে সংহত সত্তার
ঘন তিমিরের নীলিমা নিথর মহাশূন্যের কোলে—
তোমার মেদুর শরীরে কণ্ঠহার

প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণিনৃত্য মধ্যমণির চূড়ে
মুহূর্তে পায় গভীর আহত যতি
শিল্পসৃষ্টি এই ক্ষণিকের ব্যাপ্ত কেন্দ্র ঘুরে
নটরাজে থামে, উজ্জীবিত যে সতী।

অতন্দ্র চাঁদ জেগে ওঠে আলো তোমার ললাটে জাগে
নিহিত অগ্নি স্তব্ধতায় তুষার
শেয়ালের ডাকে ভাঙে না এ মায়া দূরের গ্রাম্য রাগে
সম্বাদী সবই তোমার পূর্ণতার।

এ নীল আলাপে কাটে না প্রাণের মীড়
আমার সত্তা তোমার মূর্ছনায়
দীর্ঘ সে মিলে তারে ও আঙুলে চিড়
লাগেনি, আকাশে মীড়ে মীড়ে দেখ ছায়॥

স্কেচ

দুচোখ ধাঁধায় বাঁধ জ্বলে যায় লাল ঢলে জ্বলে হীরা,
দুটি ছোট বোন ছবি আঁকে, তারা ইরা।
রিখিয়া পুথুল পুড়ে খাক হল শ্যামাঙ্গী দিঘারিয়া
সবুজে ও নীলে দূরের তন্বী প্রিয়া।
প্রখর মেঘের স্ফটিক বেগের উড়ন্ত জটায়ুরা
শরতের নীল আকাশে পাহাড়ী চূড়া।
বর্ষার ধসা লাল খাদ চলে অবিরাম উঁচু নিচু,
প্রবাল দ্বীপের হঠাৎ আবেগে হারায় সামনে পিছু।
এ আলোছায়ার ইন্দ্রপ্রস্থে দিশাহারা চোখ—ইরা
তারাকে শুধায় মাটির মায়ায় শালে ও পলাশে হীরা
চুনিপান্নায় কে বসায় জানি, অসংখ্য রেখা টানে!
মেদুর তন্বী টিলাগুলি নীলে মেলে অগম্য হিয়া
বিলায় হৃদয় দূর ত্রিকূটের সংহত সম্মানে
ত্রিকালের মতো কঠিন ত্রিকূটে চেয়ে থাকে দিঘারিয়া॥

পারুলের ছড়া

তুমি ভাবো ভাঁড়ে ফুটো হবে নাকো বটে
সুয়োরাণী তুমি চেনো না তোমার দুয়ো।
তোমার প্রতাপ কোটালের চালে রটে
তুমি জানো নাকো তোমার রাজাও ভূয়ো।

লুটপাট করো দাঙ্গাহাঙ্গামাতে
তোমার প্রতাপ কোটালের চালে রটে
লুটে পুটে খাও যতো পারো দুই হাতে
সে পচা মরাইয়ে সে কার মরণ ঘটে ?

কলকারখানা চালাও থামাও ভাহা
চোরাই খেয়ালে মরিয়া ধর্মঘটে
নিমকহালাল দালালরা ডাকে আহা
সুয়োরাণী ডাকে জুয়া খেলে সঙ্কটে।

মরিয়া ছড়াও নানা দুর্যোগে যাতে
ছোরাছুরি আড়ে জুয়াচুরি পড়ে চাপা
ভেঙে দাও দেশ ছিঁড়ে দাও নুন হাতে
জাহান্নমের লোভে দেশ করো ধাপা।

ভাবো কি তোমার ক্ষণিক মিথ্যা দিয়ে
চিরকাল তুমি চাল দিয়ে যাবে ভাহা ?
শেষ হাসি যেন আমাদেরই, ডুকরিয়ে
কাঁদবে তো কাল, আজকেই দেখি আহা !

জেগেছে চম্পা, সাতভাই ভাবি বসে।
তোমার কাহিনী ছেলেমেয়েদের চোখে
রটবে কেমন রাক্ষসে বর্গীতে
রূপকথা যেন, সে দিন কেই বা রোখে ?

দেশের কপালে তুমি দিনেকের সাজা
স্বয়োরাণী তুমি জানো না তোমার দুয়ো
জানো কি আমরা আসলে তোমারও রাজা
আমরাই সাতভাই ! কাল তুমি ভূয়ো ॥

১৫ই আগস্ট

মুক্ত বর্ষভোগ্য শাপ, মুক্ত হল কলকাতার বেড়ী

চণ্ডীমণ্ডপের পাঠে, পঞ্চায়েতী বটে
গৃহস্থ সন্ধ্যায় কিংবা মুদীর চালায় শোনা যায় সেই রাবণের
স্বর্ণলঙ্কাপুরে ছিল বন্দী সীতা মাটির দুহিতা
চারপাশে ঘিরে রাখে রাক্ষসের সৈন্য কিংবা চেড়ী
শ্রাবণের সন্ধ্যা থেকে রটে পথে পথে শ্রাবণের
কলকাতার মুক্তির বন্যায় সন্দেহ শঙ্কার
মৃত্যুর মারীচদের তড়িৎ ত্বরিত শেষ, নিঃশেষ অসুর

জেগে ওঠে দেশ, জেগে আমাদের বিদ্যুৎ শহর
আশ্চর্য শহর, প্রাণের তুরঙ্গী তূর্যে
শহর শহরতলি হাতে হাত পাতা
কোটি লোক মাটির মানুষ বিভেদের নেই অবসর
জনাব কসুর—
মৃত্যুর সে খাঁই
ভুলে যাও ভাই শ্রাবণের প্রাণসূর্যে

আশ্চর্য শহর এই আমাদের প্রাণ
অলিতে গলিতে এরা ধুলা জানি, প্রাণের সন্ধান
মেলে এই জীর্ণ দীর্ণ নোংরা এলোমেলো,
—ভয়ঙ্কর থেকে থেকে দেয় মাথা চাড়া—

বজ্র ও মানিকে গাঁথা মধুর মধুর
এই কলকাতার পথে পথে ঘরে ঘরে
নিদ্রাহীন জয়ধ্বনি, চারণের গান
তীর্থযাত্রা এপাড়া ওপাড়া, একান্ত নির্ভর চোখে
লক্ষ লক্ষ কি দরাজ প্রাণ এ তীর্থশহরে দরগায়
আশ্বিন পূজার মিল হল বুঝি ঈদমুবারকে
আনন্দনিষ্যন্দন প্রাতে বিরাট ঈদ্‌গাতে

এ আনন্দ বন্যার আবেগে
বন্যার সমান
লক্ষ লক্ষ মানুষের খোদাই বাঁধের জল মানুষেরই হাতে
ছাড়া আজ কেবা রোখে
খুলে দিলে চাবি আজ ময়ূরাক্ষী দামোদরে
মাথাভাঙা তিস্তায়—সির্‌দরিয়ায় বুঝি বুঝিবা নীপারে

বন্যা নয়, এ বুঝিবা অভিনব ভাগীরথী প্রাণের বিন্যাস
ঠেলে তোলে পলিমাটি সচ্ছল ভরাটি
অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড প্রবল ক্ষান্তি
মৈত্রী, শান্তি, প্রেমের উচ্ছ্বাস
যার তলে প্রাণের গভীরে ধীরে ধীরে চলে চির
সংহতির সুদৃঢ় আশ্বাস, নূতন আবাদ

ঊনত্রিশে জুলাই বুঝি ফিরে এল ভাই
মুক্তির আস্বাদে আগামীর জিন্দাবাদে
সৌজন্য অশেষ তাই অসীম সংযম
বিরাট দায়িত্ব নেয় স্বতই জনতা
চৌমাথায় চৌমাথায় আনন্দের গাথা
ট্রাফিক শৃঙ্খল চলে ট্রামে বাসে কাতারে কাতারে
মানুষের ঝড় চলে
স্বদেশে জগৎ দেশে

অনাবৃষ্টি অনাহারে
আশশেওড়ার দেশে
শ্মশান গোরের দেশে আগ্‌ডোম বাগ্‌ডোম
জীবনের ঝড় চলে
শ্রাবণের ধারাজলে
সুজলা সুফলা দেশে
মলয়শীতলা দেশে সোনার বাংলায়
কলকাতায় হাওড়ায়, বস্তিতে গম্বুজে
বেলেঘাটা কলুটোলা মুচিপাড়া কলাবাগানের
তালতলা চিৎপুর লালদীঘি বেনেপুকুরের,
বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ কালিঘাট চড়কডাঙ্গার
অলিতে গলিতে
শ্যামপুকুর আলিপুর মেটিয়াবুরুজে
রাস্তায় সড়কে আশ্বিনের পূজা মেলে ঈদমুবারকে

শ্রাবণের ধারাজলে বৃষ্টি যেন মড়কের দুর্ভিক্ষের দেশে
লোক চলে, হাতে হাত, নিশানে নিশান,
গানে গান, কোলাকুলি, সেলামে হাসিতে
ট্রামে বাসে ট্রাকে ট্রাকে সৌজন্য অশেষ
হে আশ্চর্য শহর আমার এ আমার মৃত্যুঞ্জয় দেশ !
বন্যা নয় প্রাণেরই বিন্যাস
বিরাট দায়িত্ব নেয় স্বতই জনতা
শত শত নেতা আসে
গান্ধীজীর প্রতিভাসে

এতো অন্ধ প্রকৃতির বন্যা নয়, নয় দাবদাহ,
চাটগাঁর বীরত্বের পাহাড়ে প্রান্তরে
এতো ধূর্ত রাবণের মুখে তুড়ি
শ্রাবণের ফুৎকার
মানুষের মনের প্রবাহ

শাসকের শোষকের কূট চাল বানচাল
মহারাজাধিরাজ নবাব
তোমাদের কঠিন জবাব হানে বান্দা লাখো বান্দা বন্দী নয় আর
অবাক্ বিস্ময় ভয় স্বর্ণলঙ্কাপুরে
অমর্ত্য শহর এই আমাদের, অমর বাংলাদেশ
মরেও মরেনি রাম কী ভীষণ ধান্দা
আমাদেরই গান যায় গঙ্গায় পদ্মায় যার যার
এ সারি জহাঁসে
আচ্ছা আমাদের সুরে
উল্লাসের গান যায় লক্ষ লক্ষ জন্মদিনে উচ্চকিত রোলে
আকাশে আকাশে অতুলন
কলকাতার ঐকতান
খুলে দেয় রাত্রি শেষে সকালের প্রখর আশ্বাস,
অমর হিম্মৎ,
দুর্জয় শপথ
দেশব্যাপী ইমারৎ রাত্রিদিন স্বাধীন সমাজ সচ্ছল আকাশ
সাগরসঙ্গমে দিনভোর বিনিদ্র নির্মাণ ॥

সাত ভাই চম্পা

১৯৪১-৪৩

শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যকে

সাত ভাই চম্পা

২২শে জুন, ১৯৪১

পথে আজ লোক কম, মধ্যবিত্ত ল্যাম্পপোস্ট প্রাণভয়ে ক্ষীণ,
পলাতক উদরের উনুনের ধোঁয়া নেই, স্বচ্ছ চন্দ্রালোক !
অন্তহীন নীল আলো ঝরে যায়, গাঢ় নীল আকাশে সঙ্গীন
পূর্ণিমার ভয়াবহ চন্দ্রালোক ! শত্রুদের পুষ্পকচালক
শুনেছি হদিস্ পায় গৃহস্থ এ পূর্ণিমায়, তবু দেখি ঝরে
স্তরে স্তরে অবিরাম প্রাণান্তিক নীল আলো। প্রাণের চূড়ায়
মৃত্যুর মহিমা চাই, অজ্ঞ অপঘাত নয় ; আবিশ্বসমরে
অসহায় কলকাতার মধ্যবিত্ত কুরুক্ষেত্রে করুণা কুড়ায় !

জনগণমনে অধিনায়কের শূন্য স্থান, পূর্ণ করো বীর !
শেয়ানে শেয়ানে হোক্ কোলাকুলি সঙ্গোপনে ; তবু চীন, রুশ্‌
দেশে দেশে কৃষাণ মজুর যত ঢেলে দেয় তাদের পৌরুষ
স্বার্থের বর্ধিষ্ণু ছিদ্রে, বনেদীর বনিয়াদে, মুমূর্ষু অস্থির
জলে স্থলে যুদ্ধ চলে, ভারতেরও ভিৎ টলে, প্রাণের নির্দেশে
কলকাতার পূর্ণিমাও জটায়ুর পাখা ঝাড়ে দূর দেশে দেশে ॥

পলাতক

(কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে)

হৃদয়ে থামে না আর ভিড়,
হাজার ভয়ের পায়ে পায়ে
তোলপাড় অরণ্য নিবিড়
আঁধারসঙ্কুল, আসে যায়,
সত্তার গভীরে লাগে চিড়।
বাংলোয় অজ্ঞাত প্রবাসে
ভিড় করে তারা যায় আসে।

নিঃসঙ্গের নিরাশার ভয়
বিশ্বের ব্যক্তির লয়ে
স্বপ্নের ইশারায় ভাসে।
চাই তবু দুরাহত আশা,
ভয়হীন নির্মাণের ভাষা।
নিদ্রাহীন দুঃস্বপ্নের ভিড়ে
বাংলোয় দিন গুণে গুণে
দেখে যাই বালু-নদী-তীরে।
প্রান্তরের অশ্বত্থের প্রাণ
ঊর্ধ্বমুখ, মৃত্যুঞ্জয় ভাসা
বারে বারে পায় সে ফাল্গুনে,
বিপ্লবী শিকড়ে তোলে গান
মৃত্তিকার মৃত্যুহীন প্রাণ।
সমাজের সমে কাটে গান,
দেশে দেশে থেমে যায় মীড়।
সত্তার গভীরে লাগে চিড়।
মরুদেশে বিড়ম্বিত নীড়,
কে আমার তেপান্তর প্রাণ॥

তোমাদের সনেট

তোমাদের জানি। জানি উন্নাসিক ও উপত্যকায়
নিত্য করি আনাগোনা। তোমাদের সহিষ্ণু শিখরে
পিচ্ছিল বুদ্ধিতে পটু তোমরা মাখো না কিছু গায়ে,
নির্বোধের পণ্ডশ্রমে বড়ো জোর হাসিই ঠিকরে।
মরিয়ার তুচ্ছ আশা জানো ইচ্ছাময়ীর ছলনা,
আশ্বাস বিশ্বাস মাত্র, রূপান্তর যুক্তির অভাব।
অলস সৌজন্যে কিন্তু সে কথাও সরবে বলো না।
উপত্যকা যাদুঘর, অঙ্গারিত অশ্বত্থ-স্বভাব।

বিহ্বল আকাশ দেখি। ঊষায় আসন্ন সান্নিধ্যের
আভায় আনত স্নিগ্ধ আদিগন্ত গাংটার মাঠ
প্রতীক্ষাউষর দেখি প্রত্যাশা-নিস্পন্দ বৃদ্ধের
আমৃত্যু-সম্পূর্ণ প্রেমে প্রাণায়িত ঘনিষ্ঠ লোহিত
বিজয়ী অশ্বত্থ এক ঊর্ধ্বমুখ মৃত্তিকা-মোহিত,
আশে পাশে ঝোপঝাড়, খর্ব শুষ্ক জ্বালানির কাঠ॥

ভারতীয় বিমানবাহিনী—

বেণুর জন্য

কৈশোরের ঘোর
এখনো ছড়ানো চোখে।
জীবনের স্বপ্নলোকে
অবিশ্রাম আনাগোনা তার ;
অবজ্ঞাকঠোর
মৃত্যুর স্বার্থের দ্বিধা
জাতি, বর্ণ, শ্রেণী—যত হিশাবীর বিবিধ কৌশলে
ঠগ আর বণিকের দলে
তাকে তো টানে নি।
প্রাণের উল্লাসে
তাই তো সে ভাসে অখণ্ড আকাশে,
সত্তার সুনীলে তার মুক্ত আনাগোনা।
মৃত্যু আজ আত্মঘাতী মৃত্তিকা-বিলাসে,
প্রাণ তার স্বতঃই উদ্ভাসে,
মেঘ হতে মেঘান্তরে উন্মুখর যাত্রা তার ;
সূর্য জানে মাত্রা তার, সূর্য হানে গায়ে তার
উল্লসিত লাবণ্যের ভয়শূন্য সোনা।
সে কি জানে, কিশোর কুমার,
নবজীবনের আশা অঙ্কুরিত আকস্মিকতায়
হয়তো বা অন্ধ অপঘাতে ?
সে কি জানে স্বেচ্ছাবরে প্রেয় আজ শ্রেয় ?
মৃত্যুহীন চিদম্বরে সে তো জানে আদিগন্ত
জীবনের অনির্বাণ গতি,
সে কিশোর বীর।
ভঙ্গুর দুঃখের স্তূপে
নূতন চেতনাচৈত্য রচনা করে কি, দুই হাতে,

বিপ্লবী পাখাতে, সোনালি ঈগলে তার,
চোখে সূর্য, পায়ে তার কর্ণফুলি মৌন, ইরাবতী
প্রতীক্ষায় স্থির ?

মফস্বলে

চাষীরা ফিরেছে ঘরে, শূন্য ক্ষেতে খামারে ইঁদুর
সোনালি সূর্যাস্ত শেষ, গোধূলির বিচ্ছিন্ন বিষাদ
পাহাড়ে জমাট, ছোট নদীপথে গ্রামের বধূর
রোমান্টিক ছবি নেই, থেমে গেছে গানের নিখাদ।
পাহাড়ের দিকে ওড়ে শব্দময় অদৃশ্য বাদুড়।
বাংলোয় ব'সে একা নামহীন প্রত্যাশাবিধুর।

সামনে ছড়ানো রাত্রি, অন্তহীন অন্ধকারে নীল :
অস্পষ্ট আলোকসত্তা, অন্ধকারে মরমী মূর্ছনা
আঘাতে আঘাতে প্রেমে প্রচ্ছন্ন বিলাসে হানে মিল,
সংহত পুলকে হানে নক্ষত্রের কতই গুচ্ছ না!
সামনে রাত্রির নীলে ছেয়ে যায় বিরাট নিখিল,
এ বিরাটে নিঃসঙ্গের ডুবে যাওয়া বুঝিবা তুচ্ছ না !

নিঃসঙ্গ স্বার্থের রাত্রি মিশে যায় বাহির বিরাটে।
আকাশে আকাশে দেশে দেশান্তরে দিন রাত্রি রটে
দরিদ্র ব্যর্থের গ্লানি অন্ধকারে স্তিমিত আভায়।
পরিপূর্ণ জীবনের রক্তপ্লুত বিচ্ছিন্ন নিশান।
স্বপ্নেরা চরম ভয়ে দীপাবলী কখন নিভায়—
জেগে থাকে স্মিতনেত্র নীলকণ্ঠ নির্মম ঈশান ॥

১৯৪২

রাজা রাজায় লড়াই চলে,
উলুর বনে প্রেমই ভালো,
বৃন্দাবন গঙ্গাজলে
ম'রেই আজ করব চালু,
এমনি আশা পুষেছি মনে,
ঘরোয়া লোক, সঙ্গোপনে।

রাজা রাজায় লড়াই চলে,
কালের তীর ক্রমেই ঢালু,
বাজার চড়ে, মজুর বলে,
বড়োর প্রেম নেহাৎ বালু।
তবুও আছি, ছড়াই মনে
শান্তিজল সঙ্গোপনে।

রাজা রাজায় লড়াই চলে,
মৃত্যু হানে উলুর বনে,
বৃন্দাবনে মড়ক জ্বলে
ভূগোল কাঁপে অগ্নিবাণে।
উধাও রাজা উলুর ভিড়ে;
এবারে বুঝি ভিজ্‌বে চিঁড়ে!

এ জনতার

কতবার এল কত না দস্যু। কত না বার
ঠগে ঠগে হল আমাদের কত গ্রাম উজাড়
কত বুল্‌বুলি খেল কত ধান,
কত মা গাইল বর্গীর গান,
তবু বেঁচে থাকে অমর প্রাণ
এ জনতার—
কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি, তাঁতি আর কামার।

অমর দেশের মাটিতে মানুষ অজেয় প্রাণ,
মূঢ় মৃত্যুর মুখে জাগে তাই কঠিন গান।
দীর্ঘকালের ধারাজলে জলে
চেতনার পলি সোনালি ফসলে
এ দেশে বন্ধু কতকাল ফলে।
মাটির টান
দিকে দিকে জ্বলে, পুড়ে ছারখার তাণাকা-সান্‌।

হে বন্ধু জেনো, আজ যবে খোলে মুক্তিদ্বার,
দেশে আর দশে ভেদাভেদ শুধু ভীরুতা ছার।
এই যে প্রবীণ হিন্দুস্থান
কত সভ্যতা আকণ্ঠে পান,
অসিদুর্গম লক্ষ্যে প্রয়াণ
কত না বার
করেছে, আজকে ধরেছে চেতনাধর কুঠার॥

(১৯৭১-এ টিক্কা খাঁন ?)

বুড়ো-ভোলানো ছড়া

(ইরা-কে)

আয় বৃষ্টি হেনে,
ছাগল দেব মেনে,
বোমা যাবে ডুবে
ডাকাতের দল উবে।

সুন্দরবনে ভীষণ বাঘ
তাদের চোখে দেশের রাগ
নখে তাদের বেজায় ধার,
খাঁড়ার মতোই দাঁতের সার।

আয় বৃষ্টি হেনে,
ধান বিছালি মেনে
জবাব দেব বোমায়
ডাকাত যেথা ঘুমায়।

মরা গাঙেও যা কুমীর,
নৌকা হবে চৌচির,
গোখরো সাপের দেশ রে ভাই
মারবে শেষে ফণার ঘা-ই।

আয় বৃষ্টি হেনে,
চরকা দেব মেনে,
বোমা যাবে ফেঁসে,
এ দেশ সর্বনেশে।

সূর্যে আছে অগ্নিবাণ
হিমালয়ের কঠিন গান,

সাগরঘেরা বালির বাঁধ,
হাতের দড়ি চোখের চাঁদ।

আয় বৃষ্টি হেনে,
পরমায়ু দিই মেনে,
কামান দাগার বাজে
চোরা পালায় লাজে।

উড়ো জাহাজের নোঙর তোল্,
ডাকাত ডিঙির ফাটক খোল্,
এগিয়ে চলি হুঁশিয়ার
তিরিশ কোটির হাতিয়ার!

দুনিয়া দেখে অবাক আজ,
তিরিশ কোটি তীরন্দাজ,
সঙ্গে আছে নানান দেশ,
ঘরের খেয়ে বনেই শেষ।

ঘরের ছেলে ঘরেই যা,
দো-দো-আনা ভাত ঘরেই খা।
ছ' পণ ছ' কুড়ি
নিয়ে পালায় বুড়ি।
বৃষ্টি আসে হেনে
সব দিয়েছি মেনে॥

আজকে এসেছি দুর্গ-শিখরে

বিমানে বিমানে ছিন্ন ভিন্ন স্বপ্নপালক ওড়ে।
আকাশের নীলে শকুনের লোভ এলোমেলো উদ্দাম।
গৃধ্র গৃধিনী ভিড় ক'রে আসে অলকার মোড়ে মোড়ে!
কেলিকদম্ব নির্মূল করে এ কোন্ পরশুরাম!

স্বদেশ আমার! আমরা দেখেছি রামের রাজ্য আর
কুরুক্ষেত্রে পৌরুষ ঢেলে দিয়েছি দু'হাত ভ'রে।
অনেক অতিথি বহু অনাহূত এসেছে বারম্বার,
শত্রুমিত্র সবাকে নিয়েছি বিরাট বাহুর জোরে।

আকবরশাহী দীনএলাহিতে আমাদের ইতিহাসে
একে ও অনেকে কালোয় শাদায় উর্ধ্বায়মান সুর।
আজকে এসেছি দুর্গ-শিখরে যুগান্ত উল্লাসে—
বহু সাধনার গৌরীশৃঙ্গ ডাকাতে করবে চুর!

হে ভারতী! খোলো চল্লিশ কোটি প্রাণের প্রাচীন দ্বার।
চেতনার মহাসহিষ্ণুতা যে মৃত্যুতে সঙ্গীন—
তুচ্ছ খর্ব বর্বর যত আমাদের ক্ষুরধার—
বিশ্বজনের পর্বত খর সমুদ্রে হবে লীন॥

প্রতিরোধ

(টিখোনভের ১৯২২ নামক কবিতা)

ভুলেছি আজকে ভিক্ষাদানের মধ্যবিত্ত পুণ্য,
সাগর তীরের হোটেলে লবণ-আঘ্রাণ বিলাসিতা,
হিমালয়ে নেই সূর্যোদয়ের শান্ত-শীতল সুখ,
ভুলেছি দুহাতে কেনাকাটা আজ দোকানীর নানা পণ্য।

আজকে নেহাৎ কদাচিৎ দেখি জাহাজের আনাগোনা,
রেলপথে তবু চলে বটে কিছু ওয়াগনের লেন্‌দেন্‌,
তবুও বিরাট ভারতের পথে গ্রামে ও শহরে গোনো
—হাজারে হাজারে আধমরাদেরও মাথা ঝেড়ে ডাক শোনো-

অমর প্রাণের অবজ্ঞা হেনে আমাদের জয়হাস্য,
ভাঙা ছুরি জানি অকর্মণ্য, অসহায় হাতিয়ার,
তবু জানি এই দধীচির হাড়ে এই ভাঙা হাতিয়ারে
ইতিহাসে আজ পাতা কেটে দেব, লিখব প্রাণের ভাষ্য ॥

I am Cinna the poet, Cinna the poet

আল্‌গা মাটির হালকা হাওয়ায় কেটেছে অনেক কাল
মানসলোকের বাসিন্দা যত তনুহীন গম্বুজে।
মরাল দীঘির পদ্মকাননে ঢোকে যে হাতীর পাল,
অর্থগৃধ্নু অন্নগৃধিনী ছিঁড়ে খায় অম্বুজে।

বানপ্রস্থে বৃদ্ধ যযাতি, উধাও উজীর পিছে,
কোটাল পিটায় কপাল নিজের, কোথা কোটালের বান!
মূষিকবিবর খোঁজে সদাগর, চোর ঘুরে মরে মিছে,
আমাদের কাণা ক'রে সব পুরসুন্দরী গ্রামে যান।

দুর্দিন আসে লেলিহরসনা। পাগলা হাতীর পাল
ছুটেছে অর্থগৃধ্নু অন্নমাতালের অঙ্কুশে।

যুগান্তে আজ ছিঁড়ে যায় বুঝি আল্‌গা মাটির কাল-
নবজীবনের বীজবপনের প্রাণ হারানোর ক্লেশে।

ভেঙেছে আসর, কুঞ্জ শূন্য, আসন্ন ঝঞ্ঝাতে
কাস্তে লাঙলে হাতুড়ি হাপরে তোমরা গড়েছ হাল।
জীবনের বীজ তোমরা ছড়াও, মৃত্যুঞ্জয় হাতে
ভীরু হাত পাতি, মৈত্রীমুখর তোমরা যে মহাকাল॥

২২শে জুন, ১৯৪২

They, like Antæus, are strong because they maintain connection with their mother, the masses, who gave birth to them, suckled them and reared them—Stalin.

শতাব্দীরা উর্ধ্বশ্বাস জটায়ুর পক্ষপাত নীল
আকাশে মুখর হল, প্রাতঃসূর্যে রক্তাক্ত লড়াই
প্রাণে আজ আভা ফেলে, মৃত্যুঞ্জয় জনতার মিল
মিলায় বাহির ঘর, ছিঁড়ে যায় বর্ধিষ্ণু বড়াই।
মানুষে মানুষে আজ হাত বাঁধে, হয়ে যায় ছাই
শ্রেষ্ঠীর খাতাঞ্চিখানা, সামন্তেরা দ্বারে তোলে খিল,
পরস্বক্রিমিরা আজ বুদ্ধিভ্রংশে করে কিলবিল।

নীলকণ্ঠ ইতিহাসে বহুদীর্ঘ উৎরাই-চড়াই
কৈলাসে হয়েছি পার। চোখে জাগে নবীন সভ্যতা,
অজেয় প্রাণের অগ্নি রক্তাক্ত সে জনতার হাতে
মৃত্তিকাসন্তান যারা, মৃত্যুহীন, যুগান্তসাক্ষাতে
নির্ভীক, কর্মিষ্ঠ যারা। তাই আজ উচ্ছ্বসিত কথা
আমাদেরও, মৃত্যুহীন সমাজের করি জয়গান
উজবেক্, তাজিক্, তুর্কী, কাজাক্—ও দূর হিন্দুস্থান॥

ইস্কুল

তখন ছিল ছুটির পরে লোভ,
এখন ভাবি খুলবে কি ইস্কুল!
হায় জাপানী! তোমার হবে ক্ষোভ
লেখাপড়ার শখ জাগানোর ভুল!

শত্রুদেশে ক্ষান্ত ফাঁকির নেশাও
দেখছ তো আজ তোমার লড়াই-লোভে,
ভাঙছে দেখ দুষ্টু ছেলের পেশাও;
সূর্য তোমার বাংলাদেশে ডোবে।

আর রোচে না লুকিয়ে আমপাড়া,
ঢুকেছে আজ পালিয়ে যাবার নেশা,
ক্ষেতখামারে শুনি মরণ-হ্রেষা,
ছেলেমেয়েও তুলছে দেশে সাড়া।

শহুরে ছেলেমেয়েরা ব'সে ভাবি
দেব তোমার বোমার মুখে তুড়ি,
সঙ্গী বহু, জানায় বহু দাবি,
ওড়ে উড়ুক তোমার চোরা ঘুড়ি।

এ ছুটি নয়, পড়ার মাঝে বুড়ী
ছোঁয়ার মতো ছুটি আসুক ছুটে।
পার্কে ট্রেঞ্চ, ভয়ের খুনসুড়ি
বুড়োর মুখে: জাপান নেবে লুটে॥

রুমিকে

কন্যা ! তোমাকে জানাই প্রবীণ প্রাণের আশা,
নিশ্চিত জেনো মুক্তি, হবেই শ্রেয় জীবন,
মরণান্তিক জয়-ভাষায়
তোমরা গড়বে সমান সুযোগে প্রেয় জীবন।

কন্যা ! তোমাকে ঈর্ষা জানাই শুভার্থীর।
নবীন জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ ন্যায়ে ধ্রুব
ছড়াবে তোমরা কত শুভ !
থাকব না, তবু ভেবো ব্যর্থতা এ-প্রার্থীর ॥

ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকায় ছায়ায়

হে কমরেড, মৃত্যু দাও স্বাভাবিক শয্যায় সহজে
সাচ্ছল্যে স্বচ্ছ ও সমসমাজের কঠিন কোমল
শিরস্ত্রাণ শিরোধানে। যেখানে নির্বিত্ত মাথা গোঁজে
অপ্রস্তুত অপমানে, আকস্মিক ছুরিকার ছল
যেখানে বণিক বোনে রাজস্বলোভীর দলে মিশে,
প্রাণের মর্যাদা পদে পদে লণ্ডভণ্ড, মৃত্যু আনে
বাঘের ক্ষুধার্ত বেগে, হাঙরের আক্রমণে, হানে
কেউটের কৌটিল্যে ; সেখানে যে মনুষ্যত্ব বিষে
নীলকণ্ঠ নিমেষে নিমেষে। নয় সেই অপঘাতে ;
কারখানায়, গার্ডারচূড়ায়, ক্রেনে, মাস্তুলে, ফানেলে,
হাপর-ফার্নেসে মৃত্যু জীবনের প্রসারিত হাতে
সার্থক সে মৃত্যু, তুঙ্গ নদীপুলে, রেলের টানেলে
স্রষ্টা মৃত্যু শূন্য নয়। তুচ্ছ নয় সম্পূর্ণ সমাজে
সত্তরে সহজ মৃত্যু নির্মাণে সবল সুস্থ কাজে ॥

এ ভয়া বাদরে স্বদেশী প্রেম

গুজব রটে, নাজি-র দল আসে!
বম্বে ছাড়ো, ব্যাঙ্কে রাখো চোখ।
কলকাতায়ও জাপানী লোভ ভাসে!
হায় বিধাতা, এ কি তোমার রোখ্!

পূবের ঘোড়া, পশ্চিমের হাতি
মত্তহাতি দুদিকে করে তাড়া।
কার মাথায় পাঁচবাহিনীর ছাতি
খবর ভেবে গুজবে ঠাসি পাড়া।

নেহাৎ ফাঁকি সন্দেহটাও জানি
রুশরা শুনি আবার নাকি হারে
বর্মা থেকে ফেরার কানাকানি
করছে, যাব ওয়ার্ধা একেবারে।

মধ্যদেশে বাঁধব চলো বাসা,
ব্যাঙ্কে জমা করি দেশান্তরী।
ভূভারতের নাভিপদ্মে আশা—
হরির জন বাঁচাবেন শ্রীহরি।

জনযুদ্ধের বন্ধু হেসে বলে,
তার চেয়ে তো অপরাজেয় কাজ
পামীর থেকে ছাতাখোলার ছলে
তাজিক-দেশে লাফটা দেওয়া আজ।

॥

নিরাপত্তা খুঁজে বেড়াই, প্রিয়ে,
স্বাধীনতা যে চাই না, তাও নয়,

কিন্তু সেটা হোক কিছু না দিয়ে,
বড়ো সাহেব পাক্ না আরো ভয় !

যাক্ গে, প্রিয়া খিচুড়ি আজ যোগান্।
কেঁচোর ঘরে ইঁদুর খুঁড়ি স্লোগান ॥

সংসার

আজকে যেখানে জীবন মরণে বাঁধে সেতু
দিকদিগন্তে প্রাণহন্তারা চক্রচর,
শিবিরকিনারে নীড় বাঁধে সেথা মীনকেতু !
মরণের তীরে জীবনোল্লাস অগ্রসর !

জনসঙ্ঘাতে খেচর আঘাতে যবনিকায়
ক্লান্তিই মানে প্রেমের প্রবল প্রাকৃত গান,
তবু জানি তুমি চিরায়ুষ্মতী ! প্রাণশিখায়
হিংস্র লোভের শ্মশানে জ্বালাও আমার প্রাণ।

প্রেয়সী, যখন তূর্য ভাঙবে তোমার ঘর,
জানি সে বিদায়ে ঘর ও বাহির দ্বন্দ্বহীন,
প্রাণের নীলিম দীপ্তি নয়নে, মন্দ্র স্বর ;
তোমার মধুরে নীর উভয়ত ছন্দলীন।

বন্ধন নয়, বিশ্বব্যাপ্তি তোমার টানে,
ভাবী সমাজের অজেয় ইশারা তোমার গানে ॥

জঙ্গী

দূরে যদি যাবে যাও, মুহূর্তের মুহ্যমান গানে
আকস্মিকে থেমো নাকো, নৈর্ব্যক্তিক আমার প্রয়াস
আশা করি হবে নাকো অস্থির যাত্রার অবকাশ
তোমার ক্ষণেক-ও। তাই বলি হেসে, তোমার প্রয়াণে
যৌবনবেদনাভরে উচ্ছল তোমার দিনগুলি
রেখে যাবে জীবনের আনন্দের উচ্ছিষ্ট আবেশ
আমার প্রাণের পাত্রে। হৃদয়ের অনশ্বর রেশ
ছড়াল যে স্বচ্ছ সুখ, অক্ষয় সে উদ্ধত অঙ্গুলি।

আকাশে শ্মশানে হাঁকে, একএক্ কামানের গানে
স্বপ্ন বুঝি হতভঙ্গ আমার বারেক। তবু জেনো
মৃত্যুহীন জীবনের স্বার্থহীন স্বচ্ছ সুখ প্রাণে
ভবিষ্যের অঙ্গীকার ছড়ায়। তোমার দিনগুলি
জঙ্গী হাতে সমাজের প্রাণায়ামে বারংবার এনো,
মুমূর্ষু পীতের পাশে হেনো শ্যাম উদ্ধত অঙ্গুলি॥

এক টিকেটহীন সহযাত্রী

হৃদয়ের অনাবৃষ্টি, বুদ্ধির অকালে
অসমঞ্জ বৃদ্ধি, রুগ্ন অস্থির যৌবন !
শৈশবের কোন্ কীট কূটগ্রন্থিজালে
ঘোরে, উচ্চ অভিলাষে ক্ষিপ্ত দেহমন।
মামুলি সংসার তাই হল নাকো পাতা।
দাম্পত্য দোহার বুঝি দেশে মেলা ভার।
সংস্কৃতির উচ্চমঞ্চে তাই ধরো ছাতা
আজ একে, কাল ওকে। তোমার আশার
বহুধাভঙ্গুর মনে স্পষ্ট দেখি ঘুন।
তোমার বিহার যবে আজ দেখি চলে
সম্মানিত সাম্যবাদে, চল্‌তি উকুন
দেখি বেছে যাও তুমি ঊর্ধ্বশ্বাস ছলে,
জানি এ কুহক কার। হে বিকল-মতি,
চৈতন্যের মৃত্যু আত্মবঞ্চনার গতি ॥

এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীপতি-কে

তোমার যে পরিচয়, সে নয় তোমার।
সে বিরাট জনতার আন্দোলনে ভাসে।
ব্যক্তি নয়, বক্তা তুমি, গুরু কর্মভার
তোমাকে চারিত্র্য দেয় বিপ্লবী প্রয়াসে।
তোমার গৌরব জেনো আজ অনেকের,
দায়িত্ব অশ্বত্থ যেন আকাশ-প্রসারী,
দিনে রাতে অন্যে নিজে ওঠে তার ঘের।

ভবিষ্যতে জলসত্র হবে সারি সারি।
আপাতত স্বাভাবিক কর্মিষ্ঠ আবেগে
গোঁড়ামি প্রশ্রয় দেয়, হয়তো অজ্ঞান।
গোষ্ঠীর গর্বের ধারে পাছে মরি লেগে
উন্নাসিক তোমাদের সঙ্গ রাখি দূরে।
নূতন ব্রহ্মণ্যতেজ বিপ্লবমুকুরে
আত্মসাৎ ক'রে বলো কবে দেবে টান॥

শেষ রোমান্টিক

কে জানে এলো হঠাৎ প্রেম বুঝি
আজকে যবে চরম প্রাণে যুঝি,
দেশ-বিদেশে মিতালি আজ খুঁজি
ভারতে দোঁহে বিশ্ব-জনতায়।

হয়তো প্রেমে, হয়তো পথ চলায়,
চেনাশোনায়, প্রাণের কথা বলায়,
শ্রাবণমেঘে স্বপ্ন হানো গলায়,
হৃদয় ভরো পথিক মমতায়।

তোমার ঘরে আমার নেই চাবি,
তোমার মনে জানি নেইকো দাবি,
অতীত যেথা বর্তমানে ভাবী
সেখানে শুধু ক্ষণিক আনাগোনা।

নানান কাজে তোমার কাটে দিন,
প্রাত্যহিকে আমার তৃষাহীন
জীবন চলে, অবকাশের ক্ষীণ
গলিতে মোড়ে ছড়াও তুমি সোনা।

সোনালি হাসি, সোনালি গানে ভরি
তাই বিরল সন্ধ্যা, সহচরী,
কাজে অকাজে তোমাকে আজ স্মরি,
মরণজয়ী প্রাণের মমতায়।

হয়তো এই আহুতি শেষ হ'লে,
নব-সমাজ গড়ার কলরোলে,

শান্তি যেথা সমান সুখ খোলে,
হারিয়ে যাব সেখানে জনতায়।
সেখানে নেই বোমাতাড়ানো দেয়াল,
পথিক প্রেম মৈত্রী, নয় খেয়াল ॥

চা

জনরক্ষার জনতায় নামো, জীবন-মরণ
প্রশ্ন যেখানে, সেখানে না হয় সময়হরণ
করবে বলেই নেমে এসো দেখি, তোমরা সবাই
হাত মেলাও তো বাজারের ভিড়ে, সমালোচনায়
যোগ দেব তবে, চাল পাবে দেখো জনায় জনায়—
—পার্টির স্লোগানে যোগান দেব তো, কিউ করো ভাই।

—কথাটা কি খুব নতুন ঠেকছে, তোমার হৃদয়
অনেক দিনের ছবিঘর জানো ?   জয়পরাজয়
প্রথমেই ওঠে টিকিটের ঘরে, তারপরে না
স্বয়ম্বরার সম্মুখে আসা কপালজোরে!
কত প্রজাপতি কতকাল বলো হাওয়ায় ঘোরে,—
—শুকনো হাওয়ায় কিউ ভ'রে যায়, পেট ভরে না ?

হাসি নয় লিলি।   পাহাড়তলির বাহারে নীড়ে
যে মূকবধির শান্তিতে আছ, কালের চিড়ে
সারা দেশ ছেয়ে ভাঙন ঘনায়, হে স্বদেশিনী
তার গুরুগুরু হৃদয়ে কি শোনো—
                                        হাসব না কি ?
আজকে প্রথম ডাক শুনিয়েছে হৃদয়টা কি ?
চা দিই ?   চোরাই বাজারে পেয়েছি দু মন চিনি ॥

কর্মী

বাধাবিপত্তি অনেক, তবুও মুহ্যমান
বারেকও নয় সে, প্রবল ঢেউয়ের লবণাঘাত
অবিরাম চলে, অসীম ধৈর্যে বেঁধেছে গান
জোয়ারে ভাঁটায় রৌদ্রে রাত্রে হানে দুহাত
পাহাড়ে পাথরে বালির চড়ায়, সাগরজল
অতি প্রত্যয়ে হঠাৎ হতাশে নয় বিকল,
আশ্বিন-মেঘে ভাসে ভাদ্রের বৃষ্টি জল
চেতনার নীলে গত-আগামীর গভীর গান ॥

থার্কভ

শয়ান রয়েছি স্থির
শুভ্র স্তব্ধ কাফুনের মাঝে।
আমার নিঃশ্বাস ধীর
শুধু কি আমারই কানে বাজে ?

প্রাণের মিলিত ছন্দে
আজ বুঝি উপাড়ে না ঘাস,
ছেঁড়ে না কো ক্ষেতের আগাছা
ট্রেঞ্চ-কাটা বনানীর গন্ধে

আকাশের অসীম হাওয়ায়
কাঁপে নাকো মাংসল নিশ্বাস ?
কখনো কি শেষ হয় বাঁচা
স্বচ্ছ স্রোতে সবুজ ছায়ায় ?

সাঁকো আর ভাঙে নাকো বাহু
গড়ে নাকো ত্বরিতে পন্টুন ?
তবু অবিনশ্বর আয়ু,
সূর্যের রক্তাক্ত আকাশে

ডুবে যায় বিবর্ণ শকুন
প্রাণের সমুদ্র থেকে ভাসে
প্রথম রাতের লাল তারা।
ফসলের সোনালি প্রহরে।

অবকাশ কণ্ঠরোধ করে
প্রেমের আবেশে দিশাহারা
জীবনের চরম বিশ্বাসে
সম্পূর্ণ আমারই নিশ্বাসে ॥

আত্মজিজ্ঞাসা

নব জগতের নির্মাণে
কর্মীরা মেলে মৈত্রীতে।
শত্রুর মুখে তীর হানে
একাগ্র বেগে, সংবিতে
একটি লক্ষ্য স্থির জানে।

অনেক শত্রু চেনা অচেনা,
শোধ দেবে তারা প্রাণের দেনা।
কালবৈশাখী হানবে, হয়
ফাল্গুনী নয় চৈত্রীতে
শত্রুর মুখে হানছে ভয়।

ভাবি আজ বীর এই যে ভিড়
কারো মনে হেথা নেই কি চিড় ?
লক্ষ্যভেদের সন্ধানে
জিজ্ঞাসা কারো মন টানে
ক্ষণিক দ্বিধার বন্ধনে ?

মানুষ এখানে যায় চেনা ?
মিত্রের নাম যায় কেনা ?
কখনও কি কোনও সংশয়ে
তাকায় বারেক ভয়ে ভয়ে
মনের গভীরে যেইখানে

ঘরোয়া শত্রু ভিড় করে,
নিজের স্বভাবে চিড় পড়ে
শত্রুশিকারী জয়-গানে ?
পথ কি গম্যসন্ধানে
গম্যের ঘাড়ে ভিৎ গড়ে ?

এখানে দ্বিধার ঠাঁই তো নয়,
শত্রু কখনো ভাই তো নয়,
কর্মক্ষেত্রে বীর জানে
নিজ প্রত্যয়ে অকুতোভয়
নব জগতের নির্মাণে ॥

এক বিবাহে

(মণীন্দ্র রায়কে)

যখন পৃথিবী প্রাণের দুর্বিপাকে
দুইহাতে আজ আমাদের সব ডাকে
তখনই জেনেছি রচনার প্রয়োজন।
তাই তোমাদের ঘর আমাদেরও ডাকে।

জানি এই গান আজকে পাবে না যতি।
দ্বৈত রচনা, একাকার তার গতি
সারা জীবনের প্রাত্যহিকের শেষে,
রেশ রেখে যাবে আগামীকালের প্রতি।

তন্ময় তাই আমরাও শুনি গান।
তদ্গত হোক তোমাদের দেহ প্রাণ,
দুহাতে ছড়াক প্রাণের দুর্বিপাকে
প্রেমের বিজয়ী মৈত্রীর আহ্বান।
ঘরে-বাইরের মিলে খুঁজে পাবে যতি,
আশ্রিত যেথা অনেক পথিক গতি॥

৭ই নভেম্বর

আকস্মিক ঘটনায়, দৈবচক্রে, অর্থের উৎপাতে
পুরুষার্থ নির্ণীত যে সমাজের উঁচু-নিচু স্তরে,
সেখানে জুয়াড়ী স্বার্থ সঞ্চয়ী গৃধ্নুর ভিড়ে মাতে,
মানুষ সেখানে শুধু ছিনিমিনি কড়িকেনা দরে।
যুগে যুগে ইতিহাস এই বাহ্য ভ্রান্তির নিষ্ঠুর
অপচয়ে অন্ধকার, মনুষ্যত্ব-তুচ্ছ সে বৈভবে।
সেই তিক্ত বঞ্চনার, বাণিজ্য-লক্ষ্মীর রক্তাতুর
সাম্রাজ্যের অভিসার ধূলিসাৎ প্রাণের বিপ্লবে।

স্বাধিকারে মুক্তি আজ, ন্যায়যুক্তি-প্রতিষ্ঠ জীবন!
এবারে আরম্ভ হল মনুষ্যত্বে প্রাণের মনের
ক্ষুরধার দ্বন্দ্ব আর সমাধা-সাধনা, ভেদহীন
সমাজের বিশ্বব্যাপী ভূমিকায়। শ্রমিকজনের
সাগরসঙ্গমে আজ উৎসৃজিত রুশ জনগণ!
তোমাদের ভগীরথ—বিশ্বব্যাপী সবারই লেনিন॥

কোডা

(ডোডা-কে)

পাঁচ পাহাড়ের অগম চূড়ায় প্রাণের মায়া !
সান্ধ্যসভায় রক্ত-আভায় বাড়ির ছাদে
একাকার দেশবিদেশের গান, হারায় কায়া
তিস্তার স্রোত সাহারায়, দূর স্তালিনগ্রাদে
বাংলাদেশের প্রান্ত মিলায়, মাটির ছবি
মরণের টানে গৃধ্নু রেখায়, বিসংবাদে
উজ্জীবনের সমাধান হানে, অস্তরবি
রক্তের মেঘ ছড়ায় উষায়, প্রবল আশা
ভগ্নদূতের মুখে জাগে, তাই প্রাণের কবি
অতীতের সিঁড়ি ভাঙে আর গায় ভাবীর ভাষা :
ছিন্নভিন্ন ঐকতান, উৎসবের ভিড়
অন্ধকার আলোড়নে দিশাহারা নক্ষত্রের বেগে,
প্রাণের জোয়ারে লেগে
বাংলার সমুদ্রের উন্মুখর ঢেউয়ের মতন
শাদা—শাদা ফেনায় নিবিড় উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের মতন,
ছত্রভঙ্গ পলাতক নীড়মুখী পাখির মতন,
পূর্ণিমার নীল স্রোতে
দিশাহারা কলকাতার উচ্চকিত অচল শরীরে।
ঐকতান থেমে যায়, ছিঁড়ে যায় গানের চাঁদোয়া,
প্রেক্ষাকাশে নেমে যায় সুর,
বিস্ময় ছড়ায় জাল, অস্পষ্ট ভয়ের ধোঁয়া
পাশ ঘেঁষে বসে,
অদৃশ্য আকাশে কোথা বিড়ম্বিত জ্যোৎস্নায় দূর
জাপানের লুব্ধ দূত ভাসে
একএক কামানের অমর সন্তাষে।

অন্ধকার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তায় গলিতে
পূর্ণিমার নীল নম্র শীতে
মরণের আসন্ন ভঙ্গিতে
থেমে যায় সুসজ্জিত পশ্চিমা সংগীত।
নীড়মুখী পাখির মতন
মৃত্যুহীন সমুদ্রের রক্তহীন প্রাণের আবেগে
কলকাতার শূন্য পথে, উর্ধ্বশ্বাস নেভানো ট্যাক্সিতে
প্রাণের মর্মরে থরোথরো নৈর্ব্যক্তিক বেগে
বিদ্যুৎআবেগে জাগে উদ্ভাসিত দেশ,
(আসন্ন সমাজে কাঁপে ঘুমন্ত জনতা),
অদৃশ্য আঁধারে কাঁপে
অবশ্যম্ভাবিতায় বীজকম্প্র সুনীল আঁধারে,
বর্শার ফল মতো, পাহাড়ের চূড়ার মতন।

কলকাতা গায় আসামের দূর নীল আঁধারে,
চোখে জাগে যেবা উৎসব, সেই সভায় পাশা
খেলেনাকো কেউ, মাথা কোটেনাকো লোভের দ্বারে,
মানুষের মনে কার্যকারণ স্বাধীন সেথা,
জীবিকার শূলে চড়ে না জীবন অত্যাচারে।
সে জনারণ্যে পলাতক আমি বিদুর যেথা
খুদের কণায় ক্ষুধাকে মেটায় পরমজ্ঞানে।
হয়তো সেখানে ঘটেছে ভ্রান্তি, ভেঙেছে কেতা
জানি যুযুৎসু প্রাবল্যে, হঠকারীর ধ্যানে ;

উজ্জীবনের রীতি কি এখানে ভিন্ন ?
ছড়াও এ ভিড়ে আত্মদানের ইশারা।
অভিমানী রাগ ক'রে থাকে ভীরু শিশুরা,
স্থিতপ্রজ্ঞ কি ভেদবুদ্ধিতে ক্ষুণ্ণ ?
ভেদাভেদ হোক আমাদের হাতে অস্ত্র,
প্রাণসত্রের ক্ষেত্রে সবাই মিত্র,

মানসে আস্থক বিরাট বিশ্বচিত্র,
না হ'লে মানুষ পাবে কি অন্নবস্ত্র ?

তবু এ জীবন শুধু হানাহানি নয়।
তবে কেন আজ শেষ শ্রেণীসংঘর্ষে
নেতি-প্রতিষ্ঠ সন্দেহ আর ভয় ?
লোকায়তে দাও লোকোত্তরের তীর্ণ
প্রসাদ, গোষ্ঠীদম্ভ যেখানে দীর্ণ।

রাত্রির এই নীলের বিরাটে বিমানগানে
তারায় তারায় ছড়ায় প্রাণের যে সংহতি
সেই একতার অর্কেস্ট্রার সমসমাজের
সংগীতে ডোবে অন্তমনারও আত্মরতি,
পাঁচ পাহাড়ের অগম চূড়ায় প্রবল বাজের
পাঞ্চজন্তে পড়ে না যে তাই বারেকও যতি।
দ্বৈতাদ্বৈতে কম্বুরেখায় প্রাণের কাজের
ইতিহাস চলে অমোঘ আবেগে, ছড়ায় বাধা
পাইনবনের বাতাসের মতো, হিংস্র বনে
কাঠুরিয়া চলে, বসতি বসায়, পাহাড়ে সাধা
নগরগ্রামের পত্তন গড়ে, তাই জীবনে
জীবিকার গ্লানি ছিঁড়ে ফেলে গায় নূতনা রাধা :

তবু তারা বেঁচেছিল কড়িকেনা দাসদাসী নামহীন চাষী ও মজুর

বিশ্বামিত্র স্বষ্টি করে আল্‌কেমির নববিশ্ব
ভূঁইফোড় গায়ত্রীর বরে।
ইরার প্রণবছন্দে পুরোডাশে লালায়িত তাপসের সোমরস ঝরে।
যজ্ঞের জ্যামিতিছকে আত্মজ্ঞানে আত্মরত
পুরুষের অঙ্গহানি ফলে
নাভিস্থিত প্রজাপতি স্মিতহাস্তে বারে-বারে

বুঝিবা দক্ষিণে বামে টলে।
বরুণ ফিরায় মুখ, বারুণীও রোগে ক্লান্ত, মহামারী হাসে
অনাহারে অনাচারে দস্যু আসে আর্যাবর্তে
বন্যায় ধূসর মর্ত্যে
কুসীদজীবীর শর্তে
অত্যাচারে দুর্ভিক্ষের রক্তাক্ত আকাশে।

তবু বাঁচে দাসদাসী চাষী ও মজুর যত
আশ্চর্য জীবন।

তার পরে বিশ্বসাজে প্রকৃতি, প্রপঞ্চ, ঝুটা,
মায়া মরীচিকা,
জ্বালাহীন ছলা শুধু, অর্থের অনর্থমাত্র।
সে দায়িত্বহীন
তুরীয় আশ্রমে লোভী শিখা
নেড়ে নেড়ে ঘাম ঝরে আর ক্ষরে
অবিরাম বিশ্বের শূন্যতা,
দ্বিধান্বিত ঘোরে
দেশে-দেশে তীর্থে-তীর্থে বীতরাগ পরিব্রাজকেরা।
এদিকে চলেছে রাজ্য,
পরিচারিকার ভিড়ে তাম্বুল চামর বয় বণিকেরা,
কেউ বয় স্থূল রাজোদর।
দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা, সসাগরা সাম্রাজ্য-ভাণ্ডার
প্রতিদিন হয় ভাজ্য পারিষদ, প্রিয়সখী,
কোটাল, কুটুম, চোর, রাজগুরুদের মাঝে।

তবু বাঁচে দুস্থ ও বর্বর
যারা ছিল দাসদাসী—আর নেই আজ নেই নামহীন
চাষী ও মজুর।
কবে থেকে বেঁচে আছে নামহান দাসদাসী

কত শতবার
মরিয়া না মরে রাম নামহীন এই সব চাষী ও মজুর—
উত্থানে ও পতনে বন্ধুর চূড়ায় প্রতিষ্ঠ আজ বর্শার ফলার মতো
আশ্চর্য জীবন !

রাত্রি গভীর এখানে, তবুও অনুরণনে
তারায়-তারায় ভরেছে আকাশ মন্দ্‌ভার
মর্মবিহারী সুরের আবেগে পূর্ণ রেখা
অগণন মনে ছবি এঁকে দেয়, জনসভার
আবেগে আমার সত্তার পটে কালের লেখা
বিছায়। আগামী ঘটনায় তুলি জীর্ণ কভার,
প্রাণের কেতাবে প্রেমের আলোয় পালায় ছায়া—
শাণিত বর্শা পাঁচ পাহাড়ের চূড়ায় দেখা
জনারণ্যের জীবনে দীপ্ত প্রাণের মায়া।

মরণ মানে শরণ যার, হে দূর পূর্ণিমা !
মরণে হানো পূর্ণতার নীলিম তরবারে,
সঙ্গীহীন রাত্রি পায় যেখানে তার সী[illegible]
সেই অগম আঁধারে [illegible] খরতারে—
ভীরু [illegible] ঝলকে ওঠে কৈলাসের দ্যুতি
আত্মহন হিংসা সেথা ভবিষ্যতে মৃত—
সেখানে শুধু মৈত্রী আর ঐক্য ভরে শ্রুতি।
নীলিমা ! তুমি নীলকণ্ঠ উজ্জীবনে বৃত।
একের নীলা অন্যে দাও, তোমার আমার সীমা
প্রতীক হ'ল মরণজয়ী সমাজে, পূর্ণিমা !

এক পৌষের শীত

দু-চোখ ছায় বাংলাদেশের মাটি
নদী ও খাল খামার তেপান্তর
পৌষমাসে বাঁধি সোনার আঁটি
অনেক পরব, দেশ যে উর্বর।

তবুও কোন্ মরিয়া পথভুলে
এসেছি সব কলকাতার পথে ?
কোথা সমাজ ? প্রাণ শিকেয় তুলে
ছুটছে লোক আপন ধন্ধায়

নানান্ রীতি, নানা রকম রথে
[illegible] কাজে আপিস ঘরে কেউ।
রুপার টানে স[illegible] [illegible]ায়
মজুতদারে চোরা বাজারে ঢেউ।

লণ্ডরখানার শান-বাঁধানো ভিড়ে
দেখি রে ভাই কলকাতার কেতা,
রাজা উধাও টাঁকশালের চিড়ে,
কোথায় লীগ মহাসভার নেতা!

লঙরখানায় উলঙ্গ সব ছেলে
ভাঙা ঘরের নোঙর-ছেঁড়া মেয়ে
দোকানঘরের কাঁচের বাহার ফেলে
সভ্য দেশের ধারার মুখে চেয়ে

থাকে যে, তা অনেক দিনের ফল,
অনেক কালের অনেক সভ্যতায়

মাটির মানুষ উগারে হলাহল
কোন অমৃতের কি সম্ভাব্যতায় ?

সোনার দেশ, গরম হাওয়ায় মাটি
আকাশে তোলে মানুষ দুই বাহু,
নদীর মায়া ঘন সবুজ পাটি
বিছাই ঘরে, অনেক কাল-রাহু

অনেক কেতু আদিম কাল থেকে
দেবদেবী ও ভূতপেরেতের নামে,
বেদবেদান্তে অনেক ছলায় ঢেকে
ডাইনে মারী, দুর্ভিক্ষ বামে

অনেক কাল বৃথায় ছিল চেপে !
অজেয় প্রাণ সজল বাংলায়
চোর ডাকাতে যতই ছোটে ক্ষেপে,
সোনার মাটি মানুষকে সামলায়।

আমার মাটি সোনালি সমতলে,
ফিরেছি গাঁয়ে, চষি আপন মাটি,
বিশ্ব ছেয়ে প্রাণের আগুন জ্বলে,
ফসল বেঁধে বাঁধি প্রাণের ঘাঁটি ॥

২২শে জুন ১৯৪৪

তোমাদেরই ঐকতানে বিলম্বিত মেলে বহু তাল
বিশটি বছর বিশ্ব দেখে গেল বিস্মিত নির্মাণ
সাম্রাজ্যচণ্ডীর মুখে, চতুর্দিকে বাণিজ্য-দালাল
তারই মাঝে সভ্যতার শ্রেণীহীন মনুষ্যত্ব দান !
বহুভাষী বহুধর্মী ছিন্নভিন্ন বর্বর যে রুশ
বিশটি বছরে হল শুভবুদ্ধি বিজ্ঞানে প্রবীণ !
তারপরে রক্তস্নাত প্রাণোৎসর্গে যে হাজার দিন
তোমরা দিয়েছ, বিশ্বে ছেয়েছে সে অমর পৌরুষ ।

দেশে দেশে সাড়া পড়ে, মিত্র জাগে শত্রুর শিবিরে
মিলটনের ভ্রষ্টস্বর্গ শৃগালশিকারী ছোট দ্বীপও
সোভিএট্ গান ধরে, সৈন্যদল সাজে অবশেষে,
জেগেছে ফরাসী হাস্ত আলজীরের ঊষার তিমিরে,
তিতোর পতাকা বয় সাম্রাজ্যপুতলি বহু নৃপ,
মানবমর্যাদা শোনো ঐকতানে এ উপনিবেশে ॥

চতুর্দশপদী

বুঝি নাকো সব এত যে মৃত্যু, বৃথা এত অপচয়,
জাপানীরা দায়ী শুনি, মহাজন মজুতদারেরই জয়,
রামরাজত্ব বহু দূরে, দলাদলি গলাগলি বেশ।
এইটুকু বুঝি বাংলা আমার ভারত আমার দেশ।

খাস ইংরেজি কাগজের টাকা জাপানী ফানুসে লাল
বিস্তর লোক, বেচে দেয় বটে কাস্তে হাতুড়ি হাল
জাল দড়ি মাকু, বিস্তর লোক ভিখারী সেজেছে বেশ;
তবুও তোমার অবারিত মাঠ সভ্য আমার দেশ।
উপরের দেনা তলায় মেটায়, একদিন সব লাল
হো যায়গা জানি তাইতো আমরা মরেও ছাড়িনা হাল

দুর্ভিক্ষের বঞ্চিত হাতে বানাব বিজয়ী বেশ
লক্ষ দুস্থ মুমূর্ষু হাড়ে নরকের ভিড় ভেঙে,
আমাদেরই ক্ষীণ হাতে বলবান নাড়াব কালের চাকা,
অমৃতের ঢাকা খুলবে মুক্ত হিরণ্ময় স্বদেশ॥

সাত ভাই চম্পা

চম্পা! তোমার মায়ার অন্ত নেই,
কত না পারুলরাঙানো রাজকুমার
কত সমুদ্র কত নদী হয় পার!
বিরাট বাংলাদেশের কত না ছেলে
অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই—
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে।

চম্পা, তোমার প্রেমেই বাংলাদেশ
কত না শাওন রজনী পোয়ালো বলো।
গৌরীশৃঙ্গ মাথা হেঁট টলোমলো,
নিষিদ্ধ দেশে দীপঙ্করের শিখা
চীনে জ্বলে, হয় মঙ্গোলিয়ায় লেখা,
চম্পা, তোমায় চিনেছিল সিংহলও।

তোমাকে খুঁজেছে জানো কি কৃষকে নৃপে
অশ্বের খুরে, লাঙলের ফলা টেনে,
হাতুড়ির ঘায়ে, কাস্তের বাঁকা শানে,
ভাটিয়ালী গানে, কপিলমুনির দ্বীপে ;
কলিঙ্গে আর কঙ্কণে গুর্জরে
চম্পা, তোমার সাত ভাই গান করে।

শ্যাম-কাম্বোজে তারা বুঝি টানে দাঁড়,
নীলকমলের দেশে রেখে আসে হাড়
বহু চাঁদ বহু শ্রীমন্ত সদাগর,
চম্পা, তোমারই পারুল মায়ার লোভে
বাহিরকে ঘর আপনাকে করে পর,
বলী হাসে, আসে যবদ্বীপের সাড়।

তোমার বাহুর নির্দেশ দেখে ক্ষোভে
কত প্রাণ গেল, কতজনা নিশি ডেকে
অন্ধ আবেগে বৈতরণীতে ডোবে।
চম্পা, তোমার অবিনশ্বর প্রাণ
এ কোন হিরণ মায়ায় রেখেছো ঢেকে,
খুলে দাও মুখ, রৌদ্রে জ্বলুক গান।

কড়ির পাহাড়ে চম্পা, তুমি তো নেই
কাঞ্চনমালা জানে না তোমার খেই ;

তবুও তোমায় খুজে মরে সারা দেশ—
ঘোচাও চম্পা, দুস্থ ছদ্মবেশ,
এ মাহ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে
চকিতে দেখাও জনগণমনে মুখ।
মুক্তি! মুক্তি! চিনি সে তীব্র সুখ,
সাত ভাই জাগে, নন্দিত দেশ-দেশ॥

১৯৪৩ অকাল বর্ষা

শহরে অকাল বর্ষা, আকাশের নীল কণ্ঠরোধ
সকাল না হতে কাঁপে ক্রন্দসী ও চালের আড়তে
অনাহারে অসহায় কাতারে কাতারে কোনোমতে
কুইনীন্‌হীন দেহ ঢেকে কাঁপে ক্ষুধার্ত নির্বোধ
ভিখারী দেশের লোক আমাদেরই সভ্যতার ভার
যারা বয় আস্থাভরে, যারা মরে' জীবিকা যোগায়
মৃত্যুঞ্জয় আমাদের, দধীচি সে ভিখারীর সার
বাংলার পথে পথে—বুঝি সারা হিন্দুস্থান ছায়
আবিশ্ব অনন্ত সাপ, প্রাণের সর্পিল গতিভরে
মৈনাকে বিপ্লব আনে, যুগান্তের বিষলালা ক্ষরে।
কাব্যে খ্যাত বাংলার বর্ষার আকাশ যে আভায়
ভবিষ্যতে স্পন্দমান, সেই রৌদ্রে নীল কণ্ঠরোধ
প্রচণ্ড কালের হাস্তে, ইতিহাসে উত্তোলিত ক্রোধ
বাংলায় গ্রীসে, রোমে, ফ্রান্সে, চীনে, আংকোরে, জাভায়॥

পল এলুয়ারের অনুসরণে

প্রেয়সী তোমার দুর্জয় অভিমান।
তোমাকেই জানি তোমাকেই জানতাম,
বারেক ভুলেছি, বুঝি চাও তার দাম।
স্বাধীনতা তুমি স্বাধীনতা চায় প্রাণ।

স্বাধীনতা ছাড়া কেই বা বাঁচতে চায়!
স্বাধীনতা শুধু স্বাধীনতা ধরি পায়ে
হে প্রেয়সী কবে করবে আত্মদান?
জীবনে মরণে লিখেছি তোমার নাম
স্বাধীনতা প্রিয়া স্বাধীনতা লিখলাম
হৃদয়ে বাহুতে বুদ্ধিতে একতায়।
স্বাধীনতাহীন কেই বা বাঁচতে চায়

মজা নদী মরা খাল ও তেপান্তরে
তালদীঘি আর পোড়ো নারকেল বনে
আমবাগানের পাতা-পচা প্রতি গাঁয়ে!
হৃদয়ে বাহুতে বুদ্ধিতে একতায়
সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা গাঁয়ে
স্বচ্ছ নদীর স্রোতে একাগ্রমনে
কোঠাবাড়ি আর নিকানো মাটির ঘরে
সব ছেয়ে গেল তোমার মধুর নাম
নিশিদিন ধরে তোমার নামটি বলি
দেহমন ঘিরে তোমারই তো নামাবলী।

আমার প্রেমের তোমার নামের গান
স্বাধীনতা। শুধু একটি ঐকতান
হৃদয়ের দেয়ালে কাগজে রাত্রিদিন
প্রেয়সী তোমায় চাই, স্বাধীনতাহীন

আলপনা শুধু তুমিই সারাটা দেশে,
জীবন মরণ তোমাকেই ভালোবেসে ॥

সূর্যাস্ত

বেগার্ত নদীর বাঁক, নর্তকের পেশীবহুলতা,
বর্তুল ছন্দের টানে থরোথরো হরধনু বেগ
তরল সমুদ্রপানে ভেসে যায় পার্বত্য স্থূলতা,
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা যেই নীলে মেলায় আবেগ।

বেগে বেগে চর জাগে, খরমুজের দূর হাতছানি
শরতে ঘুমন্ত আজ, আজ শুধু শূন্য আকুলতা
স্মারক দেয় যে, নিঃস্ব জলে স্থলে উন্মুখর বাণী
মিলিত বিশ্বের বেগে—শিবনেত্রে উমার ভ্রূলতা!

নদীর রক্তিম বেগ সূর্যাস্তের ইন্দ্রধনুচ্ছটা
পাহাড়ের ঢেউ-এ লেগে চূর্ণ চূর্ণ ছড়ায় আকাশে
নোনা ক্ষিপ্র জলে স্থির দূর বনরেখায়, বিলাসে
ছন্নছাড়া চলে যায় ত্রস্তস্নায়ু আঁধারে কুলটা
রাত্রির আসরে অন্ধ, ভুলে যায় নিঃসঙ্গ আবেগে
বেগসত্তা কৈলাসের প্রাত্যহিক সূর্যোদয়ে জেগে ॥

পূর্বলেখ

উৎসর্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হ্বয়ামি তে মনসা মন ইহেমান গৃহান্ উপজুজুষাণ এহি।
সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেন স্যোনাস্ত্বা বাতা উপবান্তু শগ্মাঃ॥
ইহৈবৈধি ধনসনিরিহ চিত্ত ইহক্রতুঃ।
ইহৈধি বীর্যবত্তরো বয়োধা অপরাহতঃ॥

বিভীষণের গান

(জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-কে)

আহা! আজ যদি পুষ্পকে হানো অগ্নিবাণ
মন্থিয়া নীল অগ্রচক্রঘর্ঘরে,
লুকাব না কেউ প্রাকারছায়ায় গহ্বরে।
স্বাগত গেয়েছি স্বগতে নাচার দীর্ঘকাল,
হে বজ্রপাণি! স্বধর্মে মোরা সন্দিহান।

কবে কোনকালে শ্যামাঙ্গী মাতা স্বর্গগত।
আত্মহনের আত্মরতিতে স্বর্ণহীন,
অতিপুষ্টির অতিসাররোগে বর্ণহীন
স্বর্ণলঙ্কা শোথাতুর, সব ধূমলকায়।
ভর্গে তোমার, বরেণ্য! করো খড়্গাহত।

জানি জানি তুমি শকুনের পালে পুলক আনো,
তবু তুমি আনো মড়কের বনে দাবদাহের
মুক্তির আশা, শ্যাম জলধর! প্রাণপ্রবাহের
সঞ্জীবনীর তৃষায় কাতরে গোপনে গাই :
নয়নাভিরাম! প্রবলমরণে এ রোগ হানো।

বাহুবল তব বিঘটনে দেশে প্রাণ বিথারে,
উদ্বায়ু জানি অবনত তব নির্গমে।
ক্ষাত্র দয়ায় বীরোচিত দানে ধীর দমে
ছত্রপতিরা জলসত্রই মোচন করে
বৈশাখী ঝড়ে, বিদ্যুৎকাঁপা নীল ঈথারে।

কবে যে ছেড়েছি স্বর্গজয়ের দুরাশা যত!
বক্ষে আঁকড়ি' ধরেছি স্বর্ণসীতারেই,

তেত্রিশকোটি ছেড়ে সসাগর পিতারেই
পাকড়ি, বিষম রুদ্রের বিষ উগারি দেখি
ঊষার আকাশে শ্মশানগোধূলি কুয়াশাহত ॥

১৯৩৬

চতুর্দশপদী

(বুদ্ধদেব বসু-কে)

নাট্যকাব্যে সাঙ্গ হল নেপথ্যবিহার।
ভগ্নদূত ফিরে এল চংক্রমণ-শেষে।
তুষারকৈলাসে ক্ষান্ত ভ্রমণস্পৃহার
কেলাসিত অভীপ্সাও পরিক্রান্ত দেশে।
শান্ত হল কৈশোরের নিঃসঙ্গ বিচার,
বলিষ্ঠ বিলাসে ক্লান্ত স্বয়ম্বর মন।
যাযাবর অহঙ্কারে আপন ইচ্ছার
নিরালম্ব সীমা পেল বিহঙ্গ যৌবন।

হে আদিজননী, আজ তীর্থযাত্রী ফিরে
তোমার সহস্রবাহু নীড়ে খুঁজি বাসা।
অজানা অম্বুজদল আছে বটে ঘিরে,
তবুও অতীত স্মৃতি, ভবিষ্যৎ আশা
তোমারই আননে দেখি, বিশ্বরূপমাঝে।

অগ্নিকুক্কুটের মুখে তাই স্তোত্র বাজে ॥

২

হাইকোর্ট পাড়ায়

চারিধারে সরীসৃপ ধূর্ত নাগরিক
অর্থকামস্বর্গ-ছিদ্র খোঁজে ঘুরে ফিরে।
ধর্মরাজ্য লণ্ডভণ্ড, সহস্র শরিক।
অধিকার-ভেদে আর ভেজে নাকো চিঁড়ে!
দিকে দিকে বক্রগতি উদ্ধত কৌরব
চলে সূর্য-বিতাড়িত অন্ধকার ঘরে।
নীরন্ধ্র অবীচি আর দুর্গন্ধ রৌরব
মর্ত্যে এ কে কালকেতু জনতায় ভরে!

হে প্রকৃতি! এ কি মায়া! দৈব অভিলাষ!
আত্মরক্ষা রুদ্ধ, চণ্ডী, বেঁধেছ খঞ্জ-রে।
তোমার ভ্রূকুটিভঙ্গে ভাঙে ইতিহাস
নৃত্যময় পদক্ষেপে ঈশান-পঞ্জরে।

ছিন্ন ভিন্ন শবমাত্র বিরাট পুরুষ!
অতীত-কৈলাসে তাই ছুটি কাপুরুষ॥

ডালহৌসির দিকে

গ্রীষ্মের আকাশ হল ম্লান নিঃস্ব নীল,
দানোপাওয়া ময়দানের দগ্ধ শ্যামলিয়া।
আগ্নেয় ঈথারে কাঁপে গুটি তিন চিল।
দারোগার ভয়ে পথে গোরু মোষ ঢিমা।
ডালহৌসির ডালে ডালে তবু আনাগোনা!
ক্লাইভের পুণ্য নামে দিবানিদ্রা ভুলি,
হিরণ-মধ্যাহ্নে যদি খুঁজে পাই সোনা,

গায়ত্রীস্মরণ ক'রে ভরি তবে ঝুলি।
লটারি ডার্বিতে আশা গ্রহের ছলনা।
মনকোকনদ শেষে কচুরিপানার
পাঁকে মজে, বাঁধা পড়ে অর্ধাঙ্গ-গহনা।
বিধি বিরূপাক্ষ হ'লে কি থাকে কানার ?
প্রাতে মঠে স্বস্ত্যয়ন, দিন হাওড়াতে,
লিবিডো জোগায় তার রাত্রে স্বকীয়াতে ॥

লায়ন্‌স্‌-রেঞ্জ

দুর্দিন, সন্দেহ নেই। গ্রহ-দুর্বিপাকে
অথবা কলির চক্রে ইতিহাস-বলে
স্বার্থপর অনাচার গড়ে থাকে থাকে
বেবেল্‌-শিখর। স্পর্ধা যবে ভূমিতলে
ঝরে যাবে, মরে যাবে লেলিহ-রসনা
উগ্রোদর নহুষেরা, সর্বনাশা মুঠি
খুলে যাবে, ধূলিসাৎ হবে স্বর্ণকণা।
ধ্বংস-স্তূপে, দেখো সখা, শুধু রবে ফুটি'
অশ্রু-বাষ্পে প্রাতঃসূর্য আমাদেরই চোখে।
আপাতত বলুক্‌ না শুধু ঝরাপাতা,
দরিদ্র দুর্বোধ বলে' ছাড়ুক না লোকে,
মনস্তাপে মরি না হে, যদি বলে যা'তা'।
রয়েছে স্বভাবদুর্গ, চৈতন্যশম্বুক,
সে আঁধারে গুপ্ত ভ্রষ্টা লক্ষ্মীর উলুক ॥

৫

শুমোট

তুঙ্গী মেঘ শুভ্রকেশ মাথা নাড়ে নাকো,
বঙ্গোপসাগর তাই কর্তব্যবিমূঢ়,

বাতাসেরা রুদ্ধশ্বাস আর লাখো লাখো
স্বর্ণসূর্যরশ্মি হানে মর্মভেদী রূঢ়।
লাগে বুঝি উচ্চে নিচে সঙ্ঘর্ষটঙ্কার!
জলস্থল দ্বন্দ্বে মাতে বাদীপ্রতিবাদী!
হল বুঝি ন্যায়যুদ্ধে দিগন্তে সঞ্চার
অগ্নিকণা সরীসৃপ, ছোঁড়ে মেঘনাদই।

আহা! এ যে লঙ্কাজয়ী নবজলধর!
মাতলির বেগে আসে শিরস্ত্রাণ মেঘ!
চাতকউদ্বেগে চাই ঊর্ধ্বে হলধর,
অষ্টাবক্র মনে হয় সঞ্চিত আবেগ।
রক্তস্রোত দ্রুত চলে বিদ্যুৎসঙ্গীতে
শহরের শিরে শিরে, গ্রাম্য ধমনীতে॥

রেড রোডে

ধুয়ে' গেল রক্তস্রোত, পাণ্ডুর সন্ধ্যায়
নেমে এল মৃত্যুহিম মৌন গাঢ় নীল।
তবু কেন অবিশ্রাম আপন ধান্ধায়
বিবর্ণ খেয়ালে করো অস্থির নিখিল?
বিত্তের দুরাশা রাখো; কর্তব্য ছলনা;
জ্ঞানের সোপানমার্গে বৃথা আরোহণ;
মন্দিরে মানৎ, অন্ধ, তুমিই বলো না,
ভক্তিক্ষেত্রে অজাচার ছদ্ম উচাটন।
তাই বলি, অতিকশ স্বার্থের বল্‌গায়
রাশ টানো, নাভিশ্বাসে ক্লিষ্ট দেশাচার
মায়ায় মিলাক্। এই নীল অকল্কায়
নিজব্যক্তিবিম্ব দেখ নাকাল নাচার।

ব্যক্তির কৈবল্যে সখা, বাহুল্য ব্যক্তিও,
[illegible] জীব্য তোমার ব্যষ্টিও ॥

কার্‌পোর সামনে

সূর্যঘটে ছায়া নামে, পরশ্রীকাতর
বিশ্বব্যাপী দুঃস্বপ্নেরা নিঃশব্দ সঞ্চারে
বাদুড় পাখায় নামে আঁধারে প্রখর,
ছড়ায় যন্ত্রণারশ্মি প্রবল বেতারে।
দিন হয়ে এল শেষ, আত্মম্ভরী কাজে
আর বুঝি চলে নাকো স্বয়ম্ভু প্রকাশ।
নির্বিকল্প নির্বিদের নাগপাশমাঝে
পুরুষসিংহেরও হল ব্যক্তিত্ববিনাশ।

ট্র্যাফিকের ভিন্নস্বর, বিজলীআলোয়,
সিনেমা দোকান পথে কোলাহল ভরে।
প্রাণের মায়ায় হাসে শাদায় কালোয়,
আদিম নিঃসঙ্গ পাছে বুক চেপে ধরে।
মৃত্যুনীল আলো শোষে মানুষের রিপু।
শব্দসঙ্গী খোঁজে ভীরু হিরণ্যকশিপু ॥

৮

চৌরিঙ্গী

সন্ধ্যাতারা ডেকে আনে শ্যামশান্ত ঘরে
সূর্যের শাসনে ক্ষিপ্ত ছত্রভঙ্গ যারা—
চৌরিঙ্গির গোষ্ঠ হতে ধেনু, আত্মহারা
কর্মবীর কেরানি ও পেরাম্বুলেটরে
শিশুকে মায়ের বুকে।

এ ঘন প্রহরে
ইশারা বিছায় পথে কোন্ ধ্রুবতারা !
উদ্‌ভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন মন ঘুরে মরে সারা
নির্নিমেষ নির্বিকার বিরাট শহরে।
সহে না দুর্বহ এই নিঃসঙ্গ মাথুর।
স্নায়ুতে অরণ্যভীত আদিম ক্রন্দন।
সিনেমা, দোকান, কাফে, অলিগলি-মোড়ে
লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ পাণ্ডুরোগী ঘোরে
নষ্টদৈব ছিন্নভিন্ন একতাআতুর—
বুঝিবা ভূকম্পে আসে কংসের স্পন্দন ॥

সন্ধ্যা

বিরাট নীলিমা চিরে' খুঁজে ফিরি প্রিয়া।
ভ্রূকুটিকুটিল শূন্য সময়ের ভয়ে
নিঃসঙ্গের অনুচর স্বপ্নজাগানিয়া
ঈশ্বর পাকড়ি, যদি পাই পাপক্ষয়ে।
ইতিহাস পথ জোড়ে, দ্বাপরের লয়ে
ঈশ্বর মুণ্ডিতশির, মাৎস্য হিস্টিরিয়া।
সন্ধ্যার স্বপ্নালু নীলে, উদাস মলয়ে
পরশপাথর তাই খুঁজি পরকীয়া।

বিপুল পৃথিবী আর নিরবধি কাল !
ভেদাভেদে ছিন্ন ভিন্ন চতুর্বর্ণ বুঝি !
স্বার্থের প্রবল বেগে বিচ্ছিন্ন করাল
আপনার ভারে মরি আত্মীয়াকে খুঁজি।
হয়তো-বা অন্বেষণ পরিক্রমা-সার—
আত্মবাহী খুঁজি আত্মদানে অপস্মার॥

১০

হাওড়ায়

বৈরাগিণী চলে নিচে চঞ্চল জোয়ারে;
পণ্টুনের দিকে দিকে দুরন্ত স্টীমার।
সেতু টলোমলো বাসে, পদাতিকে, কারে,
দলে দলে চলে, যেন পালায় সওয়ার।
স্টেশনে বেগান্ধ যন্ত্র আকণ্ঠ চীৎকারে
ছত্রভঙ্গ আকাশের অনুরেণু ছোটে।
বন্ধুরা যাত্রার ঝড়ে ভুলেছে আমারে!
বিজলীতরঙ্গ চোখে লবণাক্ত ফোটে।
মুহূর্তে বিষুবরেখা ক্রান্তিমাঝে লোটে,
দণ্ডপলে হয়ে' যায় বিশ্বপরিক্রমা।
পৃথুল পৃথিবী আর সূর্য একজোটে
অক্ষৌহিণী সাথে ছুটে ছুটে চায় ক্ষমা।
সানুকম্প চিত্ত মোর কেন্দ্রীভূত-গতি
স্তব্ধ মেরুবিন্দুটীতে খুঁজে ফেরে যতি॥

১১

খিদিরপুর

নিজবাসভূমে পরবাসী হল যে, সে
বৃথা চায় সনাতন কেন্দ্রে পরিস্থিতি।
প্রজাপতি নাভিচ্যুত! আদিমেরুদেশে
গলেছে নিবিদ্-বেদী, ভেঙেছে জ্যামিতি।
অন্তরবিহবি যদি পাই জলপথে
এই ভেবে, ভগীরথ! চাই আজ বর।
মনপবনের চেয়ে ক্ষিপ্র মনোরথে
হায়! নীল শূন্যে ভাসি চাঁদসদাগর।

কোথায় স্লুপ ? পালযুগধর্মে নত।

মুক্তপক্ষ খালাসির বাসনাউদ্বেল
গান কোথা ? ঊর্মিচারী ক্রৌঞ্চ শরাহত!

আল্‌কাৎরা, কয়লাকুচি, ধোঁয়া আর তেল !
দূরদেশী গন্ধবহ ফিরে গেল, আর
কপিলা বসুধা হল বাসুকী-আহার ॥

১২

মানিকতলা খাল

মৃত্যুর তমসাতীরে, কীটদষ্টশিরে
তোমার মুক্তির বাণী ঝরে চক্রবাক !
উন্মোচিত, হে বাচাল ! শূন্যক্ষরা নীরে
বিড়ম্বিত জিজ্ঞাসার বক্র জটাপাক।
ব্যর্থ বটে মাধুর্যের সাধনা নিবিড়,
ব্যক্তিত্বের রক্তহীন দরবারী বিকাশ,
স্বয়ম্বশ ধর্ম বৃথা, হায় নষ্টনীড় !
অশ্বত্থে বজ্রাগ্নিপাতে বৃথাই আকাশ !
মৃত্যুর তমসাতীরে তীব্র আত্মদানে
শূন্যের বিরাট নীলে মেলে দাও পাখা।
প্রাণসূর্যে স্তব করো, যদি আর্তগানে
খুলে যায় আদিগন্ত হিরণ্ময় ঢাকা,
যদি তব শূন্যে স্থূল জনতাসঙ্ঘাতে
আনন্দতড়িৎ নৃত্যে অণুসূর্য মাতে ॥

১৩

তোমাকে খুঁজেছি আমি। পদক্ষতে ভিজেছে প্রান্তর,
সমুদ্রে কমেছে জল, হিমানীর বিহঙ্গ তুষার
হয়েছে ঘর্মাক্ত ম্লান। চোখে আর উর্বসী-উষার

নামে রূপে পরিচ্ছিন্ন ভেদাভেদ হল অবান্তর।
তোমাকে খুঁজেছি আমি, হে অধরা অলখ সুন্দর।
দরিদ্র অস্থি-র লাজে, লোভে স্ফীত বাণিজ্যভূষার
স্বার্থের চুনটে, ক্রূর গর্বে। তবু জগৎপূষার
অত্যন্ত মাথুর হায়! হে সুন্দর প্রচণ্ড সুন্দর!
অক্লান্ত প্রণাম তবু। নই স্বর্ণ-রাক্ষস রাবণ,
সুগ্রীবদমন বালি নই পেশীস্থূলত্বে অধীর।
ছেয়ে দিল সর্বজয়ী তোমারই যে আনন্দসঙ্গীত
বিরাটপক্ষের ছায়ে ঢেকে দিল আমার সম্বিৎ।
পরিত্যক্ত শূন্যজীবী বেটোফেনী বিকল বধির,
তোমারই সঙ্গীত শুনি হিরণ্ময়, হে সূর্য পাবন্।

১৪

পিতা তার ছিন্নভিন্ন, শকুনি ও শিবার আহার,
যাযাবর দস্যুদল-দমনের ব্যর্থ শ্রমে হত।
পূতিগন্ধ ভিড়ে শুধু নতমুখে পরিব্রজরত
সুভদ্রা বা সত্যভামা।
উৎসবের বসন্তবাহার
অশ্রুজলে সুরহীন। ধ্বংসবহ তুষার-ভৃঙ্গার
ঢেলেছে নৃশংস ঝড়ে কংস বুঝি প্রেতলোকগত।
মথুরার মৃত্যুহীন স্মৃতিভারে ক্লিষ্ট পরাহত
দ্বারকার দীর্ণ পথ, জীর্ণ শীর্ণ পল্লব বৃন্দার।

মাতা তার পথচারী, অন্নের আদিম অন্বেষায়।
দুর্ভিক্ষ এসেছে রুদ্র মড়কের রাসভবাহনে।
ঠগে ঠগে গাঁ উজাড়, বর্গী এল শ্রাবণপ্লাবনে।
গলিতবলভী ঘরে মুক্তদ্বারে যুগান্ত-হ্রেষায়
নির্বোধ নির্বোধ শিশু হাসে একা আনন্দিত মনে!
বসুন্ধরা দেখে তাই, হয়তো বা বাসুদেব শোনে॥ (১৯২৭)

মুদ্রারাক্ষস

আমাকে আজ বিদায় দাও ভাই
ঢুকেছে যত কৌটিল্য-ঘেঁষা
মারণাচারে ইষ্টঅন্বেষা।
মেনেছি হার, তুলেছি দেখ হাই।
ঘরের খেয়ে রাজনীতি কি পেশা ?

মার্কস্ না মথি শুনেছি নাকি বলে,
কল্কি যবে বৃহন্নলা-বেশে
চালাবে রথ, মাড়াবে দলে দলে,
শুনবি তাতে ইতিহাসেরই হ্রেষা।
তাইতো ভু'লে রাজনীতিকে পেশা।

কুহকী আশা, হারাই ভাষা, ছলা
কতই তার, সে চিরচঞ্চলা!
অর্থ যে রে অনর্থেই মেশা!
ধর্না দেওয়া আশ্রিতের পেশা!
রেষারেষিতে ইতিহাসের নেশা

ছুটল বুঝি, ফুটল ত্রিলোচন।
মন্ত্রী খুঁজে' তবু বেড়াস মন ?
নানা মুনির নানাদলের বন
হায়েনা আর শিবার দলে ঠাসা
সেখানে কিবা অমাত্যের পেশা ?

যেখানে যাই মৌরসী পাট্টা রে!
নগরপাল হবার চাল নেই।
ধারে তো নয়, আশ্রিতের ভারে

রাজন্যেরা গুপ্তচরে মেশা।
বিদ্যালয়ও বংশগত পেশা।

তোমাতে, মাগো, ইষ্ট খুঁজি তাই,
নির্বিকার সোঽহমে যাবে মেশা।
নির্বিচারে হৃদয়ে ঢালো নেশা
বাহুতে তুমি শক্তি, মাগো, তাই
ছেড়েছি আজ গণেশঘেঁষা পেশা।
একান্নটি প্রণাম করে যাই,
আমাকে আজ বিদায় দাও ভাই॥

Oisive jeunesse A tout asservie
Par delicatesse J'ai perdu ma vie—Rimbaud

(চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়কে)

থেকে থেকে দেয় মুখর বিরস প্রহরে হানা
ধূসর দিনের রেষারেষি আর নির্জনতা,
কর্মকাণ্ডে বিবশ শহরে মানে না মানা,
রেখে যায় ঘরে অনিদ্রাজীবী নির্মমতা।

প্রত্যহ হানে অত্যন্ত যে অভাব রোজ,
প্রত্যহ সে তো চলে অনন্তকাল ধরেই।
মূর্খ মানব! নির্বোধ মরস্বভাব! ভোজ-
বাজির আশায় মরিয়া ঝুলছে ডাল ধরেই।

জাগে অনর্থ প্রত্যহ! চোখে নিদ্রা নেই,
কালের কেরানি টোকে যতো ছোটোখাটো বাকি

সহৃদয়ও তাই ভুল বোঝে, আর ছিদ্র নেই,
পুনর্মূষিক বুদ্ধির পথে তাই ফাঁকি।

বাইরে কোথায় মেলাবে তোমার বেতালা সুর
হে নিঃসঙ্গ শামুক। তোমার কুটিল মন!
কথা শোনো, করো ঘরকে বাহির, আপন পর,
হৃদয়কে করো আকাশের নীলে উন্মীলন,

যে আকাশে চলে প্রাজ্ঞ বটের নীলবিহার,
শঙ্খচিলের মিছিল ওড়ে যে আকাশ জুড়ে,
সূর্যমুখী যে শূন্যে পেতেছে হৃদয় তার,
নক্ষত্রের আবেগে পথের ধূলাও ওড়ে,

বৈশাখী সেই ঝড়ের আকাশে কান পাতো আর
বিরাট শূন্যে মৈত্রীর গানে মেলাও স্বর
দুহাতে হৃদয় মেলে দাও আজ ভীরু গোঁয়ার।
বিনয়ের জালে আঁধার তোমার শূন্য ঘর।

অনিদ্রাঘেঁষা স্বপ্নসাগরকিনারে ঘর
আকাশে বন্দী সে গজমোতির মিনারে ঘর—
বৃথাই লজ্জা, বৃথা ভয় আজ স্বয়ম্বর
বারণাবতের ছদ্ম ছিন্ন দগ্ধ দীর্ণ হে বর্বর॥

নিরাপদ

অন্ধকার ইন্দ্রপ্রস্থ
বনানীর বৈদেহী মর্মরে
ভ'রে ওঠে রোমাঞ্চ কণ্টকে।
সঙ্গীহীন বন্ধদ্বার
আকণ্ঠ আমারে জানি ঘরে
নিরাপদ সুখে দুঃখে শান্তিতে বা শোকে
কেটে যাবে কাল যাবে এ নৈমিষকাল।
দুরগম্য কর্কশ শহরে—
অরণ্যের দুশ্ছেদ্য বহরে সঙ্গোপন প্রশান্ত প্রহরে
আমি আছি দীনহীন সাংখ্যের পুরুষ, বলি,
হে ঈশ্বর! বলি বারবার—
দুঃশাসন দুরন্ত শহরে
জোটে বটে দিশাহারা ছোটে পালে পাল
হে ঈশ্বর! ছোঁড়ে বটে, ওড়ে বটে শকুনির পাল
খোঁট করে, কেটে কুটে খুঁটে খায় নেশা করে
পেশাদার পাশা খেলে শকুনির পাল।
তবু বলি বারবার, হে ঈশ্বর! বাঁচাবে তোমার
নির্বিরোধ নিরীহ বঞ্চকে
সঞ্জয়ের শ্লোকে,
ইন্দ্রপ্রস্থে অন্ধকারে
সর্বংসহা বনানীর বৈদেহী মর্মরে,
শালপ্রাংশু সঙ্কটকণ্টকে॥

আবির্ভাব

(প্রভাসচন্দ্র ঘোষ-কে)

কানে কানে শুনি
তিমিরদুয়ার খোলো জ্যোতির্ময় ।
কাটে ভয় যত সংশয়, ফোটে ভাষা,
আশা বলে যত অতীতের টান মরণের গান
সমাজের আর রাজকীয় মান

ভোলো ভোলো ভয় ।
বলে মৃদুস্বরে ।
চলে আর চলে টলমল টলমল পদভরে
যত যাত্রী, শতশত যাত্রী
কিষাণ ঈশান
দিবারাত্রি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পায়ে পায়ে ফেলে,
আলোর তরঙ্গে ঠেলে লক্ষ পদক্ষেপে
ঘোড়া, রথ, মোটর আর লরি,
ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান,
জাগো জাগো সীতা,
উনপঞ্চাশ পবনে পঞ্চভূতের ঐকতানে
নবসাম নব্যসংহিতা ।
চলে রথ, চলে ঘোড়া,
বায়ান্ন জোড়া হাতী আর ঘোড়া, পাঁচশো আর পঁয়ত্রিশ হাজার
পদাতিক আর রাজদূত, চলে উট, ট্র্যাক্‌টার্, অর্গ্যানাইসার্,
এঞ্জিনিআর্, ডাক্তার, সমবায়-সর্দার
পাঞ্জাবসিন্ধু উৎকল মারাঠা দলে দলে চলে বুঝি জাঠা
দেশদেশ নন্দিত করি
অবতার সাক্ষাৎ

সবিতুর্বরেণ্যম্
ধীমহি প্রচোদয়াৎ

মনে আছে সাধ
প্রভু ফুটে উঠি ফুল
শরতের পদ্মবনে,
তেপান্তরের স্থলকমল,
উপত্যকার নীলোৎপল,
গোচারণের লালকরবী,
তারা খাটে না, বোনেও না, তারা মাথা কাটে না কোটেও না
অনুকূল সুযোগের সবুজ ঘাসে
সূর্যালোকে বিহ্বল সামান্য মানুষ,
চেয়ে থাকে তারা স্বল্প সার্থকতার অধিকারে
স্বয়ম্বশ সম্পূর্ণ সবল।
সাধ হয়—
অবসাদহীন আদিম অপরাধ—
পদ্মভুক্ দেশে যাব ভেসে
সাধ হয়
নীলে নীলে হই অবাধ স্বাধীন
ভেদাভেদহীন নীলে পক্ষলীন
নীল পাখি, শ্যেন, বাজ
ঝিকিমিকি লাল সোনালি ঈগল সামান্য মানুষ
মনে সাধ যায়
সেলাম সরকার
উমেদার ভিখারি বেকার
ক্লান্ত চাকুরিয়ার
সবান্ কামান্ পরিত্যজ্য
সাধ হয়
সম্বরো সম্বরো বজ্র

এ যে মৃত্যু মৃগের শরীর
অথবা তিত্তির
কিংবা চড়াই কিংবা মানুষ
করি না বড়াই প্রভু
চড়াইএর ভার
সেও তো তোমার সেই তো তোমার
কানে কানে শুনি
আর দিন গুণি।

অবতার সাক্ষাৎ
করে দিলে মাৎ!
দূরবীণে, দেখি আর কানে কানে শুনি জনগণমনে ওঠে ঢেউ।
আর দিন গুণি।

ভাংচি

তারার আলো যাক না ওরে নিভে।
বিজলিবাতি আছে তো পথজোড়াই।
মরে মরুক্ আদিম বুনো ঘোড়া!
স্বপ্নলালা ঝরাবে তবু জিভে
এঞ্জিনের মাতানো হুঙ্কার।
মাভৈ তাই গেয়েছি, সর্দার।

পরকীয়াকে কেআর্ করি থোড়াই,
প্রেম না হয় পালায় রে অতীতে!
পেয়েছি ঘর শহুরে বসতিতে,
মরুভূমিতে ডুবে মরুক্ ঘোড়া!

আমার ভালো ওঅগন সারে সার,
মজুরি জোটে, মা-বাপ সর্দার।

চাঁদের আলো, তারার চির মেলা
আমার পথে ঘরের চারপাশেই,
দিনরজনী চলে মেঘের খেলা,
বাজের ডাক ক্ষণে ক্ষণে আসে,
দাবদাহের গা-সওয়া হাহাকারে
ভুলেছি শীত, ফাগুয়া সর্দার।

কাঁচা মাটিতে ফলে না আর সোনা
মরেছে নদী, আকাশ দিওআনা,
বাস্তুঘুঘু করে যে আনাগোনা,
ভাগ্য করে দুহাতে তুলোধোনা,
নিজের বাসভূমে অস্থিসার
হয়ে কি লাভ, কি বলো সর্দার ?

এখানে দেখ চকমিলানো ঘর,
বন্দী হাওয়া গ্রীষ্ম করে দূর
কন্যাহীন শিবসওদাগর
শান্তি আর শৃঙ্খলার সুর
কচিৎ ভাঙে, হাঁকে খবরদার
প্রবলস্বরে পাইক সর্দার ॥

১৯৩৭

রসায়ন

সোনালি গোধূলি এল, তবু এই শূন্য চিদম্বরে
মধ্যাহ্ন পিঙ্গল রুক্ষ। নীলে লীন হৃদয় আমার!
পাণ্ডুর বিহ্বল হল প্রাণদীপ্ত ক্ষেত ও খামার
আকাঙ্ক্ষায় আসক্তিতে তবু চিত্ত বিড়ম্বিত মরে।

সজ্জিত মদির প্রেমে পাল তুলি, দগ্ধ বিগলিত
দেহ তবু, বৈতরণী জলহীন, গোষ্পদেরও জল!
হে গ্রাম্য রাখাল, রেললাইনের কুলি! জীবনে চঞ্চল
করো সরস বন্যায়, করো সাধারণ্যে প্রচলিত।

দেহ ও মনের দ্বন্দ্ব, এই দ্বিধা—ব্যক্তি ও বিশ্বের,
সর্পিল দ্বৈতের স্তূপে প্রাণধর্মে রসালো কঠিন
ঋজু বনস্পতি হোক্ মৃত্তিকায় ঘনিষ্ঠ আকাশে
সমাহিত! ঢেলে দিক্ টাইমনেরা পলাতক ঋণ,
হেগেলের আত্মশ্লাঘা ভূমিসাৎ কারখানায় চাষে,
মাতিসের আল্পনায়, সংকীর্তনে মালার্মে-শিষ্যের॥

১৯৩৭

বৈকালী

অরুণ মিত্রকে

মর্মর নিথর
নিস্রোত ঢাকুরিয়ার দীঘি
ঘাসে ছাওয়া পাড় শুধু আগ্নেয়গিরির
গলিত উপত্যকায় তেরো নদীর পারে শূন্য শুকনো তেপান্তর।
ক্ষমা নেই আর।
অবিশ্রাম ঘোরে
মোটাসোটা ধামাচাপা গাড়ী ঢাউস্ নহুষ
এমেরিকান্ কার
এক আধটা নির্লজ্জ টুরার্
সাইকেল বা ফীটন
বাদাম আর হ্যাপিবয়
এসকিমো পাই সাইকেল চড়ে'।
কদাচিৎ যদি হাওয়া দেয়
ম্যাকাডামে যদি ধুলো ওড়ে!
বেজায় গরম
হগ্ মার্কেটে ভিড় কম।
কৃষ্ণচূড়ার নিষিদ্ধ বিলাসে
গুল্‌মোরের বিবর্ণ সোনায়
শোনা যায় নাভিশ্বাস
দিকে দিকে চৌরিঙ্গীর উদ্বায়ু ট্র্যাফিকে
পড়ন্ত বাজার
পড়ন্ত রোদ্দুরে চিকচিকে
ঘোলাটে নদীর জল
সাইরেনের ডাক ছাড়ে নাকো
ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই যেখানেই থাকো

সিনেমায় নরম শীতেই
যদি ব'সে বাঁচি
নিনোচ্‌কার হাসি দেখি, হাসি
আর শেষে হাঁচি।
ক্ষমা নেই মৃত্যুঞ্জয় কঠিন সময়
ক্ষমা নেই তার।
গ্রাম তো হাপর
হাঁপ ধরে সেই মরা ঝ'রে পড়া বাগানে ভাগাড়ে ঝোপে ঝাড়ে
ঘুঁটের ধোঁয়ায় শ্যাওলায় আগাছায় নোংরায় ভাঙাপথে
মড়াখেকো কুকুরের বিবর্ণ রোঁয়ায়
জীর্ণ মঠ বিদীর্ণ মন্দিরে
ঝির্‌ঝিরে মরা নদী, মজা খাল, কচুরিপুকুরে
দুই হাটে মারামারি, মেলা নিয়ে জেলা বোর্ডের ব্যবসায়
টিউব্‌ওয়েল্‌ কেই বা বসায়!
প্রকৃতির কোলে আর শান্তি নেই, পাটকলে যায়!
দূর থেকে নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
ক্ষমা কোরো ক্ষমা কোরো তুমি দুর্মর জীবন ভরো গানে:
গান আমার ছড়ায় মাঠে ধানের ক্ষেতে বর্ষাজলে
আউষের বীজবপনের উতোল হাতে ছন্দে চলে
জ্যৈষ্ঠের আশ্‌কারাতে আড়ংজমা জয়জয়কার
ভেসেছে আষাঢ়ধারায় রেলের বাঁধের ডুববে দুপার
বাজের হাঁকে শমন ডাকে ছড়ায় গানের বীজ মাটিতে
গাঁয়ের জমি উথলে ওঠে, নদী উছল ভরাটিতে।
নদীর পাকে বাজের ডাকে চিকুরজ্বালা এই বরষায়
ভাঙবে যদি ভাস্‌বে বানে গানের সুরে এই ভরসায়
শালিজমির মাটি চষি, একলা ভাবি দলে দলে
বীজবপনের ছন্দ কবে কাস্তে চালার ছন্দে চলে।

এ গরমে ক্ষমা নেই, মৃত্যুঞ্জয় কঠিন সময়
নীলকণ্ঠ ক্ষমাহীন। ইতিহাসে বিরাট প্রাসাদে

মহলে মহলে ঘোরে সময়ের ক্ষিপ্র গুপ্তচর
অবারিতগতি, চুপিসাড়ে সুয়োরাণী ভাবে
তারই ঘরে মেটে বুঝি মিতালির শখ অন্তরঙ্গ
সে রাজদূতের, সাতমহলের সেরা সন্ধ্যফুল
অসহায় সুয়োরাণী ভাবে, কোটালের দূত তবু
আপন ধান্দায় চলে দিশাহারা একাগ্রসন্ধানে।
অম্লান সে ব্যাজহাস্তে মর্মভেদী আসন্ন আঘাতে
ক্ষমা নেই। অনাগত সসাগরা ধরিত্রীর এক-
চ্ছত্র দণ্ডধর সময়েরই হাতে। জানি জানি, তাই
শান্তি নেই ঘর্মাক্ত গুমোটে, সদাগর গোমস্তারা
ঘোরে শ্রান্তিহীন স্বার্থের ব্যসনে মরীয়াপ্রহরে
আপন মৃত্যুর পথে বৃদ্ধ বন্য পশুর মতন।
ক্ষমা নেই! ফিরে যাই ঘরে, উল্টাডিঙির প্রান্তে
আঁধার খোপের টানে সর্দার কলের সরকার
ফিরে যাই সাথে লয়ে মৃত্যুহীন প্রাণ
দূর থেকে ভেসে আসে ভাঙাসুরে বেকসুর গান;
তবু চলে বুঝি বীর নয়, শুধু
লাখো কৃষাণ
ধুসর আকাশে দুর্মর শিরে
ওড়ে নিশান।
প্রখর তাপের আগুনের গোলা
সেজেছে মাটি
বিলাসী বর্ষা পাহাড়ের শীতে
পেতেছে ঘাঁটি।
সূর্য হেনেছে পক্ষপাতের
লাখো কৃপাণ।
চলে বীর নয়, হাজারো মজুর
লাখো কৃষাণ।
আঁধার খনির বুকচাপা তাপে
তারাই ঘোরে

চিমনির ধোঁয়া তারাই টেনেছে
কলিজা ভ'রে।
বহু বঞ্চনা বহু অনাচারে
অমর প্রাণ
বীরদল চলে হাজারো মজুর
লাখো কৃষাণ।
হে সূর্যদেব সাজেনা তোমার
এ অভিমান
শাণিত আকাশে উগ্র নিশানে
শোনো বিষাণ॥

২

কুমার-কে

পশ্চিমে দূর রাহুর কোটরে গত
জ্যৈষ্ঠের পোড়া দিন।
সূর্য তোমার কোমল শরীরে যত
ঢেলে গেছে তার ঋণ।

অক্ষের সীমা আঁধার, দ্রাঘিমা ক্ষীণ
দিগ্‌বলয়ের মতো।
দিগ্‌বধূদের বাষ্পে গোধূলি লীন,
দৃষ্টি শূন্যাহত।

মৌন কাকলি, বিরাট তেপান্তর
বিরাট, বর্ণহীন।
আজকে তোমার পৃথিবী অবান্তর
আকাশ যে সঙ্গীন।

সন্ধ্যাকাশ ঢেকে কালবৈশাখীর নবধারাজলে
গলিত পিচের পথে, নীপবনে, ছায়াবীথিতলে।

সর্ জি-পি-র গান

বেগোনিয়া-ঝরে, ক্ষীণ পদভরে দোলায় শাখা
কৃষ্ণচূড়া ও পাতাবাহার ও শুপারিতাল,
ম্যাগ্‌নোলিয়ার পাপ্‌ড়ি খসায় রুপালি আঁকা।
বাতাসের পিঠে চেপেছে সিন্দবাদী বেতাল।
গায়ে কোটে যে এ স্পানিশ গরম, গীটার্‌-গীতে
নরম দেহের ইশারা বিছায় আঙুর-ক্ষেতে।
আল্‌হাম্‌ব্রার জ্যোৎস্নামদির সন্ধ্যামায়া!
গরম হাওয়ায় টোলেডো ছড়ায় গ্রেকোর ছায়া।

চীনে জুঁই কবে ফুটবে কে জানে স্বদেশী বেল!
রজনীগন্ধা, উজ্জয়িনীর মধ্যে-ক্ষামা!
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে দগ্ধ ঝামা
আকাশে ছড়াও হাব্‌সী মেঘের কঠিন শেল।

হে পর্জন্য! ঐরাবতেরা দোলাক শাখা
কৃষ্ণচূড়া ও আম্‌লকি আর নিমের ডাল।
ভেঙে যাক্‌ ঝড়ে ল্যাম্পপোস্টের কাচের ঢাকা।
হে ত্রিশূলপাণি! কোথায় বিশপঁচিশ বেতাল!

৬

এমার্সন-দের

আকাশে উঠ্‌ল ওকি কাস্তে না চাঁদ
এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে!

জুঁইবেলে ঢেকে দাও ঘন অবসাদ,
চলো সখি আলো করো ভাঙা নেড়া ছাদ,
শুকাবে ঘামের জ্বালা মলয়প্রসাদ,
মরা জ্যোৎস্নায় চলো ভাস্‌তে।

ভয় কিবা ? কিছুতেই গণি না প্রমাদ
হাতে হাত দোঁহে উঠি আস্তে।
কৈলাসসাধনায় কত শত খাদ!
কষ্টে কেষ্ট-লাভ জানো তো প্রবাদ!
আকাশে উঠ্‌ল কাস্তের মতো চাঁদ—
এ যুগের চাঁদ বুঝি কাস্তে!

সুখে নেই, তাই ভূতে কিলানোর সাধ!
কল্কির দেরি আছে আস্‌তে।
অনাচার অনাহার চলুক্ অবাধ
টর্‌পেডো চষে যাক্ নীলিমা অগাধ,
আজ আছি, কাল নেই, কেন সাধি বাদ
নগদবিদায়ে আজ হাস্‌তে ?

আপাতত নেই শিরে বোমার ফেঁশাদ,
অভাবেও আছি বেশ স্বাস্থ্যে,
বর্গীর দলে ভেড়ে যত প্রভুপাদ,
ঠগেরা বেনেরা পাতে চশমের ফাঁদ।
স্বার্থ ছিটায় মুখে মৃত্যুর স্বাদ,
চাঁদের উপমা তাই কাস্তে ?

নৃসিংহ চিনি নাকো, নই প্রহ্লাদ।
শুধু চাই শেষ ভালোবাসতে।
পোড়া ক্ষেত, সাইরেনে ক্ষীণ হল নাদ,
পিশাচের মুখে নামে মুখোস্ বিষাদ,

হৃদয়ে হাতুড়ি ঠোকে প্রেম, ওঠে চাঁদ,
এ যুগের চাঁদ বাঁকা কাস্তে ॥

৭

ক্ষিতীশ রায়-কে

দেশে ও বিদেশে শুনি ঘুরে ঘুরে শিবের গাজন,
রাজন্যসম্পদ শুধু ছদ্মবেশী বিদ্বেষ-ভাজন।
দেশান্তরী প্রাণভয়ে ছিন্নভিন্ন সগরসন্তান
খোঁজে প্রায়শ্চিত্ত তীর্থ, মরুভূমি খোঁজে মুক্তিস্নান।
উন্মত্ত স্বার্থের শক্তি, অর্থ আনে অট্টহাসা বায়ু।
সর্বনাশে শুষে নেয় বর্ণহীন্ বণিকের আয়ু।
বসুন্ধরা সর্বহারা, ক্ষুধার্তের ঘর্মে শূন্য খনি,
স্তূপাকার রসদের বস্তা পচে, খুঁজে মরে ধনী।
ধামাচাপা ধর্মঘটে, নির্মনন শূদ্রচল রথে।
ধর্মধ্বজ লোভ ঘোরে সৈন্যকণ্টকিত রাজপথে
জলেস্থলে অন্তরীক্ষে ক্ষাত্রমৃত্যু খুঁজে' পায় মিতা
রক্তবীজ ব্যাসিলাসে, নিত্য শুনি মরণসংহিতা।
জনতায় আর্তনাদে অস্বাস্থ্যে ও কোলাহলে ভরে
ধোঁয়ায় মলিন ধূম্রলোচনের পীঠস্থান ঘরে।
ক্লান্তদেহে কর্মবীর— সর্বনাশা অর্থাভাব ঘরে,
ভাবে গৃহস্থের সুখ বন্ধ্যা স্ত্রীতে, পুন্নামেরই তীরে,
নিদেন বধিরমূক সন্তানে বা লটারি বা রেসে,
নিদ্রার সাধনা আছে, কাল মেল, তাগাদা আপিসে।
হতাদর ঘরে, মনে আত্মগ্লানি জীবিকাপন্থায়।
ঘোড়া কি কুকুরে পাটে আশা নেই মলিন কন্থায়।
ক্রসওয়ার্ড্ রেখে দেয়, আজ কিসে কিবা যায় এসে?
স্বস্তি দেবে কি কেউ বিশ্বব্যাপী দেশে কি বিদেশে?

শ-অডেন-কে

পাহাড়তলীর গোপনগলির ফর্নবনে
ছোট ছোট আলো লুকোচুরি খেলে ক্ষণে ক্ষণে
পাহাড়ধসার শঙ্কাবিহীন স্বচ্ছ মনে।

সূর্যমুখীর সন্তাপে কবে ঝরল চেরি
সিরিঙ্গা তাই পসারিনী হাসি করছে ফেরি।
দাবদাহ হতে অনেক দেরি।

ভূর্জের গায়ে রূপালি আলোর উপমা লাগে
ঝাউবীথি তাই নবযুবতীর শিহরে জাগে।
শিলীভূত হিম স্তম্ভিত বুঝি এ সংরাগে।

ডেজিভায়োলেটে সচ্ছলসুখে বনস্থলী
মন্দাকিনীর নির্ঝরে ধোয় রূপের বলি,
পঙ্গপালেরা সানু-প্রান্তরে, মুখর অলি।

তুষারহ্রদের নিলোৎপলের গন্ধ ভাসে
মুহুর্কম্প দেওদারে, লঘুহরিৎ ঘাসে।
কোথায় কিরাত? বৃথা সঙ্কোচ মিথ্যা ত্রাসে

ছুটি তো ফুরাবে নৈনিতাল বা দার্জিলিঙে,
দিনযাত্রায় গলাবে মহান্ হরিৎহিমে,
হাল্‌কাহাওয়ায় খরবেগ হবে ক্রমশ ঢিমে।

হিংস্র শহরে ফিরবে হৃদয়ে মধুর স্মৃতি
ঘোর অভ্যাসে শিখবে জীবনযাত্রা-নীতি,

মানসবলাকা ফেলে দেবে পাখা এই তো রীতি।

অতএব এসো পাইন-মুখর ঝর্ণাতীরে
লাইম-ছায়ায় থাকুক আপেল গাছটি ঘিরে—
তাকিয়ে মরুক্ কালের দূত সে ধূর্ত চিতি ॥

অ-বন্দ্যোপাধ্যায়-কে

সূর্য হানুক তাপের বর্ষা
ক্লান্ত দেহে,
যাক্ না পাহাড়ে বিলাসী বর্ষা
অলকা-গেহে,
মড়কের পালা চলুক নাচার,
জেলায় জেলায়
বাধুক দাঙ্গা, চলুক প্রচার,
কালের ভেলায়,
স্বার্থপরের উৎসবও হবে
নৌকাডুবি?
মহাজন তার মাহাত্ম্য তবে
কি মুলতুবি
করবে কখনো, কখনো তরুবে
সব বকেয়া?
কখনো ফসলে জাঁকিয়ে ভরবে
কালের খেয়া?
তবু আছে মাটি, আর আছে ঘর,
দুর্মর প্রাণ,
কত কাল বলো পাশায় হারাবে
লক্ষ কৃষাণ?

১০

অডেনজা-কে

সোনালি সূর্য যুগসন্ধ্যার লগ্ন
তোমার জন্মে সে কোন্ আদরে পাতল।
হোক্ না আঁধার, জহ্নুর জানু ভগ্ন,
কালান্তরের হ্রেষায় জগৎ মাত্‌ল,
তবুও তোমার জন্ম শুষ্ক গ্রীষ্মে
স্বল্পখুশিতে স্বল্পলোকের বিশ্বে।

জানি শেষ হবে রোষকষায়িত সন্ধ্যা
নাম্‌বে রাত্রি, হয়তো ঘুমের শান্তি
ভেঙে দেবে এই স্বার্থপরের বন্ধ্যা
জীবনপ্রতিমা, বুদ্ধিহীনের ভ্রান্তি।
তাই তো তোমার জন্ম ভয়াল গ্রীষ্মে
স্বল্পখুশির ইশারা গৃধ্নু বিশ্বে।

তোমার জীবনে নূতনকালে সূর্য
হাসি কান্নার সুস্থ আলোয় হাসছে।
সে আলোর প্রাণ মুক্তি-প্রবল তূর্য
তোমার কণ্ঠে হাসিকান্নায় ভাস্‌ছে।
তোমার জন্ম বরাভয়ে এল গ্রীষ্মে
পূবপশ্চিমে, প্রাসাদকুটীরে, বিশ্বে॥

কোনো বন্ধুর বিবাহে

নবঅলকার স্বপ্নমায়া
উল্কা ছড়ায় তারায় তারায়।
রচনায় তবু পড়ে তো ছায়া—
হৃদয় যদিই তোমায় হারায়!

চোখ মেলে দেখি ভাঙা ও গড়া,
মেলাই মেলায় আপন সুর।
আগত পুলকে ক্রমেই চড়া
মিলিত কণ্ঠে প্রাকার চুর্।

আগত সিদ্ধি! খোলে রে দ্বার!
জনতাদীপ্ত চলি সবল।
তবু দ্বিধা, ভাবী অন্ধকার
যদি দূরে যাও, কালের ছল!

নবঅলকার স্বপ্নমায়া
জানি খুলে দেবে আলোকদ্বার।
তবু পাশে চাই এ প্রিয় কায়া,
হৃদয় আমার! হৃদয় যার॥

কোনো বন্ধুকন্যার জন্মে

কন্যকাদানে ধরাকে করেছে ধন্য
পিতা যে তোমার, তাই তো সন্ধ্যা রাঙবে।
থাকবে না জানি সেদিন এ জনারণ্য,
কাঁদুনিতে নয়, সহজে হৃদয় ভাঙ্‌বে,
রূপসীর মেয়ে! চড়া জয়গান গাও রে
নবজাতকেই নূতন আলোক পাও।

জানি হে নবীনা! তোমার যুগের কর্মে
আত্মগ্লানির ব্যর্থতা থেকে বাঁচবে;
শূন্যের নয়, পূর্ণের প্রাণধর্মে
হাহাকারে নয়, সম্ভাবনাই আঁচবে।
অতএব দায়ভাগে জয়গান গাও রে
ভাবীসৃষ্টিতে জীবনধর্ম চাও।

সূর্যাস্তের সোনাকে হানবে লাস্যে,
সূর্যোদয়ের হাল্‌কা আলোয় হাসবে,
পিতৃলোকের স্বপ্ন তোমার লাস্যে
সমসুযোগের সহজ জীবনে আসবে।
প্রৌঢ়ত্বের ফেরানো ঘাড়েও গাও রে
যদি আসে প্রাণ, মৃত্যুকে কেন চাও রে॥

যামিনী রায়ের একটি ছবি

স্থবিরের স্থিতি চাও, স্বভাবজঙ্গম,
আত্মঘাতী স্থাবরের আশা!
ঋতুচক্রে চংক্রমণ, নীল শূন্যে ভাসা
ছেড়ে চাও শান্তি, বিহঙ্গম!
মিলাক্ সে আশা।
নীলিমার শূন্যস্রোতে যত, বিহঙ্গম!
খোঁজো সত্য, সুন্দর ও শিবে;
পাখায় যতই ঝাড়ো তড়িৎ জঙ্গম,
তবুও নদীর তটে,
তেপান্তরে, ধূমাঙ্কিত মৃত্যুঞ্জয় বটে
কিংবা কোনো প্রতীক্ষামধুর সলজ্জ কবাটে
তীব্র পাখসাটে
বিরাট ত্রিদিবে
মেলেনা যে পৃথুল পার্থিবে।
ছাড়ো সব আশা,
ভাগ্যে আছে নীল শূন্যে লীন হয়ে' ভাসা
—যদি না জটায়ুভাগ্যে একদিন থেমে যায়
পক্ষবিধুনন আর অকস্মাৎ নেমে যায়
উর্ধ্বগ্রীব আশা! হায় রে আমার
স্বভাবজঙ্গম ভীরু বিহঙ্গম!

১৯৩৭

প্রেমের গান

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কে)

বনে বনে দেখি বসন্তের
যাওয়াআসা চলে ফুলে ফলে।
বাগানের ফুলই ফোটে না আর,
কেয়ারি ঢেকেছে জঙ্গলে
বন আর ক্ষেতে ফুলে ফলে।

নীল নব ঘনে গগনে সেই
আঁধার ঘনায়, বৃষ্টি ঝরে,
মাটির গন্ধে, ভিজে হাওয়ায়,
মজা পুকুরেই মজা করে,
মরা নদী সেই ঘুরে মরে।

মাঘের সকালে সূর্য ছড়ায়
দুই হাতে সোনা মুঠি মুঠি।
তবুও কোটরে অন্ধকার,
হিমে হিহি হাড়, বন্ধদ্বার
ভাঙা ঝর্‌ঝরে নীল কুঠির।

পথে পথে পালে পালে কুকুর,
ভিখারিরা করে নালায় ভিড়।
সুখী দম্পতি, প্রণয় কিবা!
ঘরোয়ানা নেই, নিশা কি দিবা।
আমাদেরই প্রেমে লাগ্‌ল চিড়।
রাজপথে চলে প্রজার ভিড়॥

সোনালি ঈগল

(প্রজ্ঞান রায় চৌধুরী-কে)

তবু আজ মেলে ডানা
তোমার স্বপ্ন যত।
নেভানো তন্দ্রাহত
শহরে দিচ্ছে হানা
সোনালি ঈগল যত।

মৌন আলোর থামে
ক্ষণিকক্ষিপ্র ট্র্যাফিকে
পথে পথে দিকে দিকে
চঞ্চু কি তার নামে
তোমার ঘুমের দিকে ?

ঝাপটে পাখা পাথরে
জানালায় শার্শিতে
ছাতে, দরজায়, ভিতে
পাখা হানে সকাতরে
নিরালা রাতের শীতে।

চুপিসাড়ে ঐ মরণ
ছড়ায় বামন চরণ
স্বার্থের ইশারায়
মানে নাকো ব্যাকরণ
ইতিহাসের ধারায়।

সোনালি স্বপ্ন তবু
নেহাৎ ব্যক্তিগত

বেদনায় জবুথবু
জটায়ুর পাখা ঝাড়ে
মরীয়া মর্মাহত।

শূন্যের নীলিমায়
আকাশও মৃত্যুনীল,
ছিঁড়ে গেছে সব মিল,
তবুও খুঁজি তোমায়—
যদিও আয়ু ঝিমায়,
স্বপ্ন সত্য যদি
হয়ে ওঠে সাবলীল ॥

চতুরঙ্গ

(অশোক মিত্র-কে)

সারা জীবন খুঁজেছি তাকে। ঘন অন্ধকারে
হয়তো কোনো স্বপ্নকালো মরণঘন রাতে
দেখেছি তার নীলিম চোখ, শীতকুয়াশা-প্রাতে
চাঁদের মতো দুচোখ তার, বন-অন্ধকারে।
কী মায়া তার জানি না নাম, জীবনে তার টান
চাঁদের মতো, জোয়ারে টানে পূর্ণিমার মায়া।
অমাবস্যা আঁধারে তার মর্মভেদী বান
উৎসবের ভিড়ে ছড়ায় বরতনুর ছায়া।
জানি না কিসে তাতে আমাতে তনুমনের মিল!
মিলনে দূর, বিরহে তারই অস্তিত্ব ছায়।

শরৎমেঘে আকাশ তারই আলোছায়ায় নীল।
সারাজীবন ডেকেছি তাকে স্বপ্ন ইশারায়॥

২

তুমি আছ কোন্ সাতসাগরের পার,
বাতাস তবুও ভ্রমর তোমার কথায়।
আকাশের নীলে দেখেছি চোখ তোমার,
বৈকালী ব্যথা গোধূলিতে যবে ভায়।
হৃদয়ে শুনেছি তোমার আপন কথা
উন্মনা ক্ষণে কাজের প্রহর কত,
দেখেছি তোমাকে সুদূরে স্বপ্নাহতা,
তোমার আননে স্বপ্ন রয়েছে রত।

তারার দল ছুটেছে নিজবেগে,
পাহাড় ওড়ে নীল যেখানে শাদা,
লক্ষ হাতে প্রাণ ছড়ায় কাদা
এই পৃথিবী, গতির ঢেউ লেগে।

সবুজ বট ছায়া বিলায় বটে,
নীলেই তার হাজার হাতছানি,
শুশুক মাতে নীলসাগরে জানি
—প্রেম আমার পাড়ায় নাকি রটে?

হৃদয় প্রিয়া দিয়েছি দুই হাতে,
প্রাণের লীলা তোমারই, সঙ্গিনী,
তোমাকে আমি আপন বলে চিনি,
তোমাতে প্রাণ ঘূর্ণীস্রোতে মাতে।

চলেছি ছুটে দেশকালের নীলে,

বাইরে ঘরে স্বার্থে ভয়ে মেশা
অগ্নিনাসা ঘোড়ারা ছোঁড়ে হ্রেষা
—তোমাকে বাঁধি সঙ্গতির মিলে।

প্রেম আমার তারা-তারায় লেগে
উল্কা, ভাবে, থমকে' নিজ বেগে ॥

বিদায়, তাহলে ধবলগিরির মৌনে বিদায়
হতাশ বাহুর শেষ পাণ্ডুর অঙ্গীকারে।
রক্তিম চূড়া অস্তরবির শেষমদিরায়
কঠোর প্রমাদে হৃদয় বিঁধায়। অশ্রুধারে
বিদায়! তন্বী! পৃথুল পৃথিবী তোমাকে ডাকে
সভ্য লোভের প্রবল স্বার্থে, হে বন্দিনী!
কারো দোষ নেই, অসহায়, বলো দুষ্‌ব কাকে?
তুমি তো জেনেছ আমাকে, আমিও তোমাকে চিনি
আমাদের পথ দক্ষিণে বামে ত্রিশূল টানে,
তুমি ভেসে যাবে কালের তুচ্ছ সচ্ছলতায়।
তবুও তুষারহ্রদ উচ্ছল তোমার গানে
চিরকাল, জেনো, শ্রেণীস্বার্থের অতীত কথায় ॥

১ ৪১

পার্টির শেষ

(দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে)

গণ্ডেরির মহারাজা পার্টি দেয়, মুঠি মুঠি প্রাচুর্য ছড়ায়,
বাগানবাড়িতে আসে নিমন্ত্রিত ছলে বলে এবং কৌশলে
জমিদার, দারোগা, হাকিম আর কলের মালিক দলে দলে
চর্ব্য চোষ্য পানীয়ের—সুদৃশ্যা ও সুশ্রাব্যার দর্শন-আশায়।
নিচে হ্রদ, এ কে বেঁকে লালজল আঁকা বাঁকা পাহাড়ের গায়
বুদ্বুদ ছড়ায়, পালে সূর্যাস্তের সোনা লাগে, দঙ্গলে দঙ্গলে
হাট থেকে চাষী ফেরে। গাংটার ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত জঙ্গলে
নবাবী সূর্যাস্ত ঝরে। সন্ধ্যা জমে, উৎসবের মুখর সোনায়
তাঁবু সারে সার, ধোঁয়া ওড়ে সদ্যমৃত শিকারের পাচ্যস্বাদে।
মূল্যবান অবসাদে অতিথি সজ্জন 'হলে' অবশ অসাড়,
রাজা শুধু ম্রিয়মাণ, বিলাতী কুকুর তার পড়ে গেছে খাদে,
নর্তকীর সঙ্গীত ও গায়িকার নৃত্যশোভা তাই তোলপাড়
করে না বুঝিবা শুধু বনিয়াদী তারই চিত্ত। বেলোয়ারি ঝাড়
একে একে নিভে যায়। বমনবিধুর সেই ঘরের কোণায়
অন্ধকার ছিঁড়ে যায়। পাহাড়ের সূর্য ওঠে রক্তাক্ত সোনায়॥

১৯৩৯

১৯৩৭—স্পেন

প্রণয় পালাল প্রচণ্ড ভ্রূর ভঙ্গে
ডুবেছে সাগর-মন্থনে দামী মুক্তা।
রক্তে মুছেছে রুচির হাসির শুচিতা।
অঘোরপন্থী শুধু খোঁজে আজ সঙ্গী।

অগ্নিবাণের চাতালফাটানো হাস্তে
বালির পাহাড়ে ধামা চাপা গীতাভাষ্য।
ক্ষ্যাপা শুধু ঘোরে স্পর্শমণিরই খোঁজে কি ?
জীর্ণ দেউলে, বিদীর্ণ গম্বুজে কি ?

ঘর ও বাহির আপন ও পর পন্থা
আজকে শুধুই গোপন থাকুক গ্রন্থে।
বন্ধনহীন পথ বেঁধে দেয় গ্রন্থি।
ছিন্নকন্থা-দলেই ভেড়ে সামন্ত।

চাচা-র আপন প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে
শিং ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্রুমিত্র॥

পদধ্বনি

(হম্‌ফ্রি হাউস্‌-কে)

পদধ্বনি ?
কার পদধ্বনি
শোনা যায় ?
মদিরহাওয়ায় রজনীগন্ধার মতো
কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনী।
ও কে আসে নীল জ্যোৎস্নাতে
অমৃতআধার হাতে ও কে আসে আমার দুয়ারে,
বার্ধক্যবাসরে ?
অসহায় জরাগ্রস্ত পাণ্ডু অসুয়ারে
ছিন্ন করে দিতে আসে সর্পিল উলুপী
তিমিরপঙ্কের স্রোতে, রসাতলসঙ্কুল আঁধারে ?
হে প্রেয়সী, হে সুভদ্রা,
তোমার দাক্ষিণ্যভারে,
হৃদয় আমার
বারবার হয়েছে প্রণত,
প্রেম বহুরূপী
যতবার যত ছদ্মবেশে
প্রসন্ন হয়েছে জানি উদ্ধৃত্ত সে তোমার লীলার।
মন্থিত স্মৃতির রাত্রে শালীন ঐশ্বর্যে স্বপ্নে বিচ্ছুরিত ঘুম—
বিস্তীর্ণ জীবন ভ'রে বুনে' গেছি কত শত আকাশকুসুম—
অভ্যস্ত প্রহরে এই নিয়মের সজ্জিত নিগড়ে
সুরভি নিশীথে,
ক্ষয়িষ্ণু কর্মের প্রান্তে ঘনিষ্ঠ নিভৃতে
হে ভদ্রা, এ কার পদধ্বনি !
ছড়ায় অমনি নক্ষত্রের মণি সে কোন্ অধরা
উন্মত্ত অপ্সরা !

সুরসভাতলে বুঝি নৃত্যরত সুন্দরী রূপসী
বিভ্রান্ত উর্বশী !
আকস্মিক কামনার উদ্বেল আবেগে
পদক্ষেপ মাত্রারিক্ত, বহুভুক্তিতার
মুদ্রা লোল উচ্ছ্বাসের বেগে।
সে আতিশয্যের ভার
বিড়ম্বিত করে দেয় পার্থের যৌবন,
মুহূর্তের আত্মদানে সঙ্কুচিত এ পার্থিব মানবের মন।
সুভদ্রা, এ হৃদয় আমার
তোমাতে ভরেছে তাই কানায় কানায়
প্রেমের একান্ত দানে টলোমলো একাধিকবার
বৈতরণী অলকনন্দায় যমুনাগঙ্গায়
ঘুরে' ফিরে' আদিঅন্ত তোমাকে জানায়
সম্মিলিত জীবনের আদিগন্ত মুক্ত মোহানায়।
মনে পড়ে সেদিনের ঝড়ে সে কী পদধ্বনি হুঙ্কার, টঙ্কার
উৎসবের অবসরে
আমাদের পলায়ন প্রেমের বিহ্বল বেগে, হে ভদ্রা আমার,
যাদবের পঙ্গপাল পিছে তাড়া করে,
পিছু পিছু ছোটে পদধ্বনি,
ক্ষিপ্র কৃষ্ণ ব্যাজরোষে, স্ফীতোদর হলধর ক্ষিপ্ত ধাবমান,
তোমার নিটোল হাতে উল্লসিত সে তুরীয়যান,
দেশকালসন্ততির পারে
অবহেলে করেছি প্রয়াণ।
পদধ্বনি সেই পদধ্বনি
আমাদের স্মৃতির বাসরে
জরিষ্ণু ধমনী ক্ষিপ্র করে,
দেহাতীত এ তীব্র মিলনে কালোত্তর ক্ষণে
সমগ্র সত্তার অঙ্গীকারে
তোমাকে জানাই আজ, হে বীরজননী,
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী বিরাটচৈতন্যে তাকে করেছ স্বীকার।

তবু পদধ্বনি !
হৃদ্‌পিণ্ডে কে স্পন্দমান, রক্তে তার দোল। .
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার রেখেছি তো খোল।
তবু কেন এতই অস্থির !
স্মৃতির ঐশ্বর্যেধনী, বার্ধক্যবাসরে
সঞ্চিত অতীতে জানি গচ্ছিত জীবন,
তবু অভিমানী
কেন অকারণ পক্ষবিধুনন ! আর সেই পদধ্বনি
ও কি আসে নগ্ন অরণ্যের
প্রাক্‌পুরাণিক প্রাণী ? অসভ্য বন্যের পিতৃকুল ?
দানবজন্তুর পাল ?
দন্তুর ভয়াল
প্রাক্তন পৃথিবী ওঠে নিজস্ব স্মৃতির
করাল অতীত নিয়ে আমার অতীতে ?
আমার সত্তার ভিতে বর্বর রীতির
সে পার্থিব স্মৃতি
জাগায় পার্থের-ও ভয়।
মনে হয় এই পদধ্বনি
এই পদধ্বনি শোনা যায়—
বুঝি ধায়
প্রচণ্ড কিরাত !
উন্মথিত হিমশিলা, তুষারপ্রপাত ঝরে, পলাতক কিন্নরীর দল—
ছিন্নভিন্ন দেওদারবন !
শালপ্রাংশু হাতে সব পাশবিক বল,
চোখে জ্বলে প্রচ্ছন্ন অনল ! পাশুপত ছল !
আহা ! সে তো শুভ্র আবির্ভাব, দেবতার উদার প্রসাদ !
মিলে গেল নবশক্তি আত্মদানে উজ্জীবিত ভীত অবসাদ।
তবু আজ এ কি কলরব ! পদধ্বনি ! দুরন্ত মিছিল !
ঘুমন্ত নগর, ঘরে ঘরে খিল,
ঊর্ধ্বশ্বাস উৎসবে কাতর বিলাসী যাদবযুবাদল

অতীতঅর্জিত সুখে এলোমেলো অলসভোগের
স্বার্থপর আবিষ্কারে ক্লান্তিভাবে নিদ্রান্ধ বিকল।
হায় কালের ধারায়
নিয়মে হারায় পার্থসারথির পরাক্রম
বটের ছায়ার মতো, সর্বক্ষম নেতার রক্ষায়
ছত্রধর নেই আজ সম্পূর্ণ মানব।
স্মৃতি তার দ্বারকায়, অবসরবিনোদনে লোটে ;
স্মৃতি তার কদম্বছায়ায়, যমুনার নীলজলে বৃথা মাথা কোটে।
তবু এই শিথিল প্রহরে
নূপুরমঞ্জীরে ঘোর শঙ্খরবে মেতে ওঠে কার ধ্বনি !
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি !   কারা আসে সঙ্কুল আঁধারে
তিমির পঙ্কের স্রোতে প্রান্তর ও অরণ্যকে ছিঁড়ে
উল্কার উন্মত্ত বেগে ভূকম্পের উচ্চ হাহাকারে
বিষায়ে রক্তের স্রোত, আচম্বিতে কাঁপায়ে' ধমনী
কার পদধ্বনি আসে ?   কার ?
এ কি হল যুগান্তর !   নবঅবতার !
এ যে দস্যুদল !
হে ভদ্রা আমার !
লুব্ধ যাযাবর !   নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
দ্বারকার অঙ্গনে অঙ্গনে
চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী,
চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দীঘি ও খামার
চায় সোনাজ্বালা খনি।   চায় স্থিতি, অবসর।
দস্যুদল উদ্ধত বর্বর
আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর
দস্যুদল এল কি দুয়ারে ?
পার্থ যে তোমার
অক্ষম বিকল ভদ্রা, গাণ্ডীবের সে অভ্যস্ত ভার
আজ দেখি অসাধ্য যে তার।

চোখে তার কুরুক্ষেত্র, কানে তার মত্ত পদধ্বনি,
ক্ষমা করো অতিক্রান্ত জীর্ণ অসূয়ারে।
ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ, হে ভদ্রা আমার!
হে সঞ্জয়, ব্যর্থ আজ গাণ্ডীব অক্ষয়॥

১৯৩৮

বঞ্চনা

সূর্যাস্তের ছায়ায় বিরাট
মূর্তি ধরেছে বঞ্চনা।
নিজের ছায়ায় নিজে ভয় পাই,
ভাগ্য কুড়ায় গঞ্জনা।

হঠাৎ জীবন হাতপা ছড়ায়!
এই ভর ক'রে এসেছি আজ
সন্ধ্যার কূলে কালের চূড়ায়,
উলঙ্গ নীলে ভেসেছে সাজ।

তোমাকে দেখেছি হে ভোজরাজের
পুতুল, আমার রঞ্জনা!
গ্রামছাড়া পথে রাঙা মাটি ঝামা,
গোষ্পদ নদী অঞ্জনা।

মৈত্রী সেজেছে পেশোয়াজ ছেড়ে
অহংকারেই কর্মক্ষয়।
স্বর্গখেলনা গড়েছি কজনা,
সে গড়া মরিয়া ভাঙার ভয়।

আত্মম্ভরী হে যশোলিপ্সু
বিশ্বম্ভর বঞ্চনা !
মধুকৈটভে স্বরূপ দেখেছি,
কোথা মেদিনীতে সান্ত্বনা ?

সপ্তপদী

সোনালি লগ্নে দেখা হয়ে গেল
সোনাখচা বাঁকা রঙীন পথে ।
এলোমেলো দিনে আনমনে চলি,
চড়ি নি বিজয়ী মুখর রথে ।
তবুও ছড়ালে আয়ত্ত নয় ,
সোনালি আকাশ ছড়ালে নীলে ।
শালঅরণ্যে ও ঋজু শরীরে
খুঁজে পাই দূর হঠাৎ মিলে ।
কিংশুক বনে যে হাসি ছড়ালে
শুধু অকারণে পুলকময়ী !
সে আকাশে দেখি আপনাকে ছাড়া
সাধনার শেষে, ক্ষণিকা অয়ি ।

পান্থ প্রেমের এই গুরুভার
তুমি ছাড়া বলো বইবে কে ?
তোমার আঙিনা দিয়ে ভিজে যাই
দ্বার খোলো সখী তাই দেখে ।

নদীতে জোয়ার খেয়াপারাপার
বন্ধ হয়েছে, হাট লোপাট।
শুধু আছে মেঘে বজ্রআবেগে
আকাশছড়ানো বিজন বাট।
এই দুর্যোগে ঘর-কে বাহির,
তুমি ছাড়া বলো, বার-কে ঘর
কেই বা করবে? তোমারই হৃদয়
আকাশের নীড়, নদীর চর।
আত্মদানের সে নীল আকাশে
বিরাট শূন্য বাঁধবে কে
তুমি ছাড়া বলো? তোমারই হৃদয়ে
থমকাই শেষে, তাই দেখে॥

৩

শিল্পসুদূর কৈলাসে আজ যাত্রা—
ধ্রুপদী হৃদয় খোঁজে তার ধ্রুব মাত্রা।
পালায় এখানে কঠিন চিত্রগুপ্ত।
চিত্রশালায় স্তম্ভিত সৌন্দর্য
ঘুরি ফিরি দেখি, সঙ্কোচ খোলে ছন্দে,
জেগেছে মুক্তি স্বপ্নের ভয়ে সুপ্ত,
বাঁধন ভেঙেছে, অধরার নির্লজ্জ
শতমূর্তিতে তোমাকেই তাই বন্দে।
অনাহার আর অনাচারে পচা ভাদ্র
হোক্ না, তবুও একাধিক খাঁটি মিত্রে
কেটে যাবে কাল অকালেও জানি সত্য,
সেই সাহসেই তোমাকে ঘিরেছি ভক্ত।
সুরের মাধুরী ছাপায়ে নয়ন আর্দ্র,
হৃদয় স্বতই কৈলাস তব চিত্রে॥

তোমার মনের শুভ্রশিখরে খুঁজেছি বাসা
নীড়-আকাশ।
এ নিরালম্ব জনতাসাগরে চুকেছে ভাসা
রুদ্ধশ্বাস।
ছিন্ন ঢেউয়ের নীলিম ছন্দে চিনেছে মন
আপন সীমা।
স্বয়ম্ভরের আত্মসাধনা হল আপন
ভাঁটায় ঢিমা।
অমারজনীর মদিরায় নেই নীড়আকাশ
জেনেছে মন।
তোমাতেই পাই প্রাণসত্তার নীলিমাভাস,
তাই আপন॥

গোধূলি নামাল তার পরিচ্ছন্ন স্তব্ধতার পাখা।
শহরের পাণ্ডু মুখে দেখা দিল বিবর্ণ আবেগ।
জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে আঁধারের নীল আভা আঁকা।
ঘোমটায় ঢাকা আলো। স্তব্ধতার নিস্তরঙ্গ দোঁহে।
—ভেঙে গেল সে কৈলাস অকস্মাৎ তীব্র মৃদুস্বরে,
ভিয়োলার শব্দস্রোত কেঁপে গেল স্থির মৌন ঘরে।
তোমার চোখের ঢেউ ধুয়ে দিল তীক্ষ্ণ নীরবত
তোমার কথার পাখা এনে দিল ক্লিষ্ট ব্যবধান।
তবু চিত্ত তোমাতেই মুমূর্ষায় করেছে প্রয়াণ।
—না থাকে তো নাই থাক্ জীবনান্তে পদস্থ পেন্‌সান্,
আত্মীয়অভাবে বিশ্ববিদ্যাহীন কেঁদে যাক্ প্রাণ;
জানি জানি রুদ্ধদ্বার সে কারণে করপোরেশান্॥

অপরাজিতা! পাপ্‌ড়ি যদি ঝরেই আজ পড়ে
শহুরে ধোঁয়াওড়ানো ফুলদোলানো হিমঝড়ে
মরণ যদি গলির মোড়ে হাতছানিতে ডাকে,
তোমার চোখ যদিই কভু বাঁকাও আর কাকে,
তবুও আছে উদয়রবি, সন্ধ্যাকাশে রঙ্গ,
নীল নিথর বৈকালী বা মেঘেরই মৃদঙ্গ—
মরুভূমির পাণ্ডুদাহে আছে তমালতাল;
জীবন জানি হোমশিখায়, হৃদয় জেনো তবু
প্রেমের গানে উদ্দীপিত গথিক্ ক্যাথিড্রাল্॥

বর্ষে বর্ষে কাল কাটে, প্রাত্যহিক, নিঃসঙ্গ, করাল!
বৈশাখীর ঝঞ্ঝা জীর্ণ গ্রীষ্ম শেষে হয় ভস্মলীন,
প্লাবিত বর্ষার গান, শরতের সূর্যাস্ত মলিন,
হেমন্তের হাহাকারে পলাতক মানসমরাল!
জমে' ওঠে রক্তবীজ জীবনের অলক্ষ্য অভ্যাস,
থরে থরে গুপ্তচর জলে স্থলে বায়ুহীন মেঘ।
শাণিত বিদ্যুতে চেরে ঘনঘটা, স্বনিত আবেগ,
পুঞ্জে পুঞ্জে ঘেরে ক্ষোভ, মনান্তরে ছিঁড়ে যায় ব্যাস—
ছিন্নভিন্ন হাওয়া ছোটে, বৃষ্টি পড়ে, ডোবায় আকাশ,
ধুয়ে যায় মাঠক্ষেত, গাছপাতা, নদীর জঞ্জাল,
সূর্যালোকে স্বচ্ছস্নাত রেঙে ওঠে দিক্‌চক্রবাল,
ছেয়ে দেয় আদিগন্ত ইন্দ্রধনু বিরাট আকাশ।
সে অতলনীলে স্তব্ধ স্মিতহাস্য কালের রাখাল
পাহাড়ের নীল চূড়া। সে আকাশ তোমারই আকাশ॥

১৯৩৬

জন্মাষ্টমী

(সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কে)

O Freunde, nicht diese Töne—
Beethoven : Symphony No. 9. in D minor

সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুষ্টি উঠে আসে সুচতুর
রুদ্ধ করে নিশ্বাসপ্রশ্বাস
বাষ্পগন্ধ স্পন্‌জ্-হাতে।
পথে পথে দুয়ারে দুয়ারে
ঘরে ঘরে বিবর্ণছায়াতে
পরবশ বিশ্রামের গুল্মবায়ু, কল্মষবিলাস।
লোক যায়,
পথে পথে লোকেদের ভিড়,
পথে লোক ঘরে ফেরে,
নানাবেশে নানাদেশী যায়
নির্বোধের মদগর্বে, স্বার্থপর লজ্জাহীনতায়,
ঘৃতস্ফীত ক্লিন্নমন, ক্ষীণপ্রাণ, জীর্ণ শীর্ণকায়,
এলোমেলো বাঁকা পায়ে, ট্রামে, বাসে, হয়তো বা 'কারে
সারে সারে কাতারে কাতারে।
ঘামে আর নিশ্বাসের
ক্লিন্নস্রাবী উদ্‌গারের উচ্ছিষ্ট হাওয়ায়
নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা
সোনার কবরীখসা
অগণন ভিড়াক্রান্ত এ শহরে, হে শহর স্বপ্নভারাতুর!
লেক আর খালপার, এসপ্লানেড্ আর চিৎপুর।

ছড়াবে করকাধারা
কৈলাসতুষারধারা

অগণন ভিড়াক্রান্ত এ শহরে নিঃসঙ্গ বিধুর
স্বপ্নভারাতুর।

পণ্ডশ্রম দাবদাহ। ঘর্মপাত-ব্যর্থ গেল।
আয়োজন বালুচরে ঝ'রে যাবে সোনা,
অদৃশ্য অস্পৃশ্য ঝরে কৈলাসের হৈমবতী কণা।
পারিজাত কুরুবকশাখা
মৃত্যুপর্ণ হাত নাড়ে সমস্বরে হাজারে হাজারে
পাখা ঝাড়ে শতশত মানসবলাকা।
আনন্দ, আনন্দ বুঝি! আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ।
আনন্দে শিহরে শূন্য
লঘিমায় স্পন্দমান
মর্মভেদী বাতাসের কায়াহীন বেগে।

মালিনীরা বৃথা হাত নাড়ে
সিনেমায় শ্রান্তি যায় কৈ?
ক্লান্তি নামে স্বপ্নের আড়ালে।
ক্লোস্‌অপ্‌ আলিঙ্গনে
মদালস গভীর চুম্বনে
বিদ্যাসুন্দরের যত নব্য হৈচৈ!
কলম্বস্‌-আবিষ্কৃতা,
বিদেশিনী মহাশ্বেতা,
স্নানসজ্জা বাহু আর কদলীদলিত উরু
বৃথাই নাড়ালে!
পল্লবঅঞ্জন চোখে মুক্তাবিন্দু খল শোকে,
বৃথাই দাঁড়ালে!
দন্তুর হাসির ছটা বিম্বাধরে বৃথা, বৃথা কামধনুভুরু
শ্রোণিভারনিলীনবসনা
বৃথাই রূপ ও বাণী প্রসাদ বিতরে

মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ
লেলিহরসনা।

তাহলে, বিদায় বলি।
দাবদাহে জগ্ধতৃণ দগ্ধমরু প্রদীপ্ত বাতাসে
যৌবনের গান ঝরে, সিরোক্কোর একঘেয়ে কলি :
ভঙ্গুর জীবনলোভী শ্বাসে
ব্যর্থতার গ্লানি বয় মৌন মন
অনুতাপে পরিম্লান মৌল নিরাশায়,
অন্ধকারে দিশাহারা জিজীবিষু সগরসন্তান।
নিরন্তর প্রমাজ্ঞান
প্রাক্তন প্রমাদে কোন্ কৌল মুমূর্ষায়
হৃদয় বিষায়।
গুহা ভেঙে রশ্মিহারা পঙ্গপাল কবন্ধের পাল
বুঝি বাহিরায় .
শিরায় শিরায় উন্মাদ আবেগ।
সদসৎ ধর্মাধর্ম নিরালম্ব আকাশকুসুম
পিছু পিছু নিয়ত ছোটায়
সঞ্চয়ের দুরন্ত তৃষায়,
জিজ্ঞাসার দুর্মর নেশায় জাগরণ-ঘুম
নিরানন্দ বুভুৎসায়
কেটে যায় ঈশানঝঞ্ঝায় দুরন্ত সিমুম
কালের খেলায়।
বিষয়ী-বিষয় তবু মরীচিকা, সুদূরে মিলায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টি আর প্রত্যয় প্রতীক সঙ্কল্প-বিকল্প লীলায়
নামে রূপে কর্তা ও ক্রিয়ায়
নিজেদেরে শূন্যেই বিলায়।
পৃথুল পৃথিবী শুধু
বিড়ম্বিত-নীবি
নয়ন ও মন নিয়ত ভোলায়

স্বর্ণমারীচের ডাকে নানাঅছিলায়,
কস্তুরীযূথের পায়ে
ঊর্ধ্বমুখ ক্ষুরে ক্ষুরে ঢেকে দিয়ে দিগন্ত ধূলায়।

হয়তো বা ছুটে আসে মগধের পদাতিক,
হয়তো বা অশ্বারূঢ় রক্তবর্ণ সেনা।
বাড়ি যাই ঊর্ধ্বশ্বাসে,
পিছু পিছু ছুটে' আসে
ক্ষিপ্র উচ্চৈশ্রবা
এ যে দেখি বিষম বাতিক !
দুর্জনবিহার করো
দূরে পরিহার,
রেখে দাও বৈকালিক পার্কব্যাপী সভা।
ঠিক জানো ধনঞ্জয়, তুমিও ছুটবে না ?
তার চেয়ে চালাও সমিতি,
জোটাও কমিটি,
সন্ধ্যাটা কাটবে তবু নিরাপদে, দশের সেবায়।
তেত্রিশকোটির মাঝে অসহায় মনে
ভাবো কি, কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ?
গাড়ী নেই ? ভালো লোক ? হাট ছেড়ে বাট ছেড়ে
ঘরে বসে ঘেমো।

আমি যেন গ্রাম্যজন
বসে আছি বিমূঢ়, উৎসুক,
সংসারের কচঙ্গনে বিকিকিনি বাকি থাকে, কেটে যায় বেলা,
বিস্ফারিত দৃষ্টি, মুখ
শিথিল বৃহৎ আর লোল ওষ্ঠাধর।
পসারিনী তুলে দেয় হাট, আহিরিনী চলে' যায় ঘাট,
ভেঙে যায় মেলা।

ইন্দ্রিয়ের পঞ্চনদে খল কলরবে চলে
মননের মোহানায় ন যযৌ ন তস্থৌ খেলা। কেটে যায় বেলা
রন্ধ্রহীন বিস্ময়ের
উভবলী সংশয়ের ত্রিশঙ্কু ক্ষণের
সঙ্কুল সন্ধ্যায় দেখি দিগন্তের পরিখার পারে
সারে সারে ছত্রধর মেঘ,
রথচক্রে সঞ্চিত আবেগ।
আমারই প্রশ্নের কাছে তারা বুঝি ধার চায়
পাঞ্চজন্য বেগ।
ভাবি শুধু দ্বারকার তথ্য কিসে মথুরার মধুর সঙ্গীতে
সত্য রবে, ভাবি কিসে তত্ত্ব হবে বৃন্দাবনী শ্যামকান্তপীতে!

ফীটনের নেই দরকার।
সূর্যের সারথি নই, অশ্বমেধ বই নাকো,
বাজারসরকার,
বড়ো জোর, পাটকলে পদস্থ কেরানী,
জজকোর্টে উকিলই হয়তো বা,
তেল নেই নিজেরই চরকার।
কিসের দরকার।
তার চেয়ে মাঠচষা ভালো,
ধারালো পায়ের খেলা ভারালো বলের মুখে
আধি কি সারাল ?
সমুদ্রের ধারে সেই রক্তরাঙা সূর্যাস্তের পারে
য়ুলিসিস্ জানে না তো মোহনবাগান
বীরভোগ্য দ্বীপকুঞ্জে কুরুবক পারিজাত বনে
হেকটর না জানি হায় কি মজা হারাল।
আশা করি বেতারের গান
সে দ্বীপেও ভেসে যায়
যেখানে দিগন্তে চিরসন্ধ্যাময় আলো।
আশা করি সুরঙ্গমা ডিয়োটিমা সুন্দরের প্রিয়া

শোনো এই ঐকতান,
রাজার কুমার
যেন গ্যালাহাড খুঁজে ফেরে অমৃতআধার
ভেসে যায় পক্ষীরাজে
যখন জটার বাঁধন পড়ল খুলে।

এই ঝড়ে উর্ধ্বশ্বাস অপচেতা বক্রপেশী আততিবিহীন
কবন্ধ দুঃস্বপ্ন ঘেরে
মোক্ষহীন ভিক্ষুকের বিষণ্ণ আবেগ।
হে বন্ধু, এ নাচিকেত মেঘ
আসন্নমুমূর্ষাক্ষুব্ধ আমার পাতাল
ধুয়ে দিক্‌, বজ্রযোগে বিদ্যুৎঅঙ্গারে
উড়ায়ে পুড়ায়ে দিক্‌ বিষঙ্গের উজ্জীবনে
সঞ্জীবনী প্রতিষেধে, সাবিত্রীকে সম্পূরণে
বেঁধে দিক্‌ হে সুশ্রুত, উদ্‌গতির হিরণ্ময় জালে।

তারপরে চা এবং তাস
ব্রিজ্‌ই ভালো, না হয় তো ফ্লাশ্‌।
ঘোরতর উত্তেজনা, ধূমপান, আর্তনাদ, খিস্তি, অট্টহাসি।
তারপরে বাড়ি
অম্লশূল আর সর্দিকাশি
এলোমেলো, গোলমাল, ঘেঁষাঘেঁষি, ধোঁয়া আর লঙ্কার ঝাল

তবু হায়
প্রচ্ছন্ন করাল
মহাকাল, ধূর্ত মহাকাল!
দিন আর রাত্রি কাটে, রাত্রি আর দিন।
অবিশ্রাম চলে অভিনব
স্বধর্ম অন্বেষা,
পিছু পিছু চলে অবিরাম

স্যন্দন-ঘর্ঘরে তব
উচ্চকিত উচ্চৈঃশ্রব হ্রেষা।
যৌবন সঙ্গীন
নির্বিবাদে গিয়ে পড়ে প্রৌঢ়ত্বের অভ্যাসিক
যৌথজতুঘরে।
প্রারম্ভের পারিজাত ধুতুরায় পরিণতি পায়,
প্রাক্তন-পাশ্চাত্য আর কার্যকারণের
পালিতকুক্কুরবৎ পটু বশ্যতায়
দেখে যাই অকাতরে
অনাচার, অত্যাচার, অপচয়, অকালে, অকালে।
কিংবা সত্ত্বগুণে
আর্যলব্ধ স্বার্থতারণের
সরীসৃপ বিজ্ঞতায় চাঞ্চল্যের মুখে ফেলি নিষ্ঠীবন,
বলি, ধিক্ ধিক্।
তারপরে,
জরিষ্ণু প্রহরে
সন্তানের ফর্দ করি আজীবন বঞ্চনার পাইকারী আত্মত্যাগী
অর্থগৃধ্নুতায়,
কিংবা হায়
দরিদ্র বৃদ্ধের তিক্ত সর্বহারা ভবিতব্যহীন
ব্যর্থতার একান্ত ব্যথায়।
আত্মকামে বিত্ত এই আর্যসত্য উপলব্ধি করে
অবশেষে ভুলে যাই কালের হাওয়ায়
ঈশানের আগমনী গানে, আনন্দউৎসবে,
ধ্বংসের বিষাণে
ভয়াবহ পরধর্ম যৌতুকের অট্টালিকা ভূমিসাৎ ছারখার
কালের হাওয়ায়।
ভুলে যাই রক্ষাকালী শ্মশানই হায়।
ক্ষান্ত করো, ক্ষান্ত করো এই অন্ধ ধৃষ্ট বিদূষণ

খুলে দাও হিরণ্ময় ঢাকা
হে যম, হে সূর্য, হে পূষণ।

শ্মশান।
শ্মশানে আগুন জ্বলে,
হুইস্কি কি তাড়ি চলে।
খালের হাওয়ায় হিম শবগন্ধ প্রখর আঁধারে,
অনাথ রাত্রি আর্তনাদে
বসে আছি উবু হয়ে হৃদয়ে জমাট বাঁধে
পত্নীবিয়োগের পুণ্য কঠিন আঁধার।
ওপারে সারদা কাঁদে, এপারে প্রেমদা বাঁধে।
উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেমের শোকে ডাক শুনি বৈরাগ্যসাধার।
ব্যর্থ করে বৈদ্যের বিধান,
ভেষজনিদান
চলে যবে গেল অষ্টসন্তানের মাতা যমপুরে
অকালে,
বাসুকি বুঝি বৃথা ছাতা ধরে'।
ব্রহ্মচর্য ব্যর্থ ক'রে চলে গেল বৃষ্টিঝড়ে,
গেলে হত রাত্রিশেষে
কিংবা ভোরে, শাদা রোদপোয়ানো সকালে।
স্নান সেরে উঠ্‌বে এবার?
পুন্নামের পথ বেয়ে রৌরবের নিরানন্দ দ্বার।

তোমার সর্বতোভদ্রে অনিকেত আমার কি স্থান
হবে সখা, হে কৌন্তেয়?
শরীরে আমার আজও লাগে নি কো দাহগন্ধ,
সর্ববুদ্ধিমতে হেয়
মরণবৃত্তিক ছলা
আজও মনে জ্বালে নি মশান।
জানি বন্ধু, বুদ্ধিযোগী উপাসনা তব

এ নীরন্ধ্র
ঘন অন্ধকারে
অনন্দ অসূর্যলোকে
অর্গল লাগাবে নাকো দ্বারে।
বিস্মিত তোরণে তব
অতিথি এসেছি আজ, পরপক্ষ অজ্ঞাত অচেনা,
ছিন্নবেশ ভিন্নদেশী ভিক্ষাজীবী রুক্ষ বিভীষণ
শান্তিসেবী যুযুৎসুসমান।
ছিন্ন ক'রে ছায়াতপ, দীর্ণ ক'রে ভেদের আঁধার
জ্বালো পার্থ, পঞ্চাগ্নির প্রদীপ তোমার।

পাঁচটি চাঁপার কলির মুষ্টি তুলেছ বৃথাই,
বৃথা তর্জনী গঞ্জনা।
জানি এ তোমার ছলার মাধুরী,
বিম্বাধরের তড়িৎ চাতুরী, অঞ্জনা!
তোমার হাসির পাণ্ডু আভাসে—
যাই বলো
জীবন হারায় একটি ক্ষণের তীব্রতায়
সব জন্মের সাধনার শেষ একটি মেঘের দীর্ঘশ্বাসে,
ঝ'রে পড়ে আজ জাতিস্মর
অসীম ব্যথায় অসহ পুলকে মরণসাগরে ধন্যতায়
তাই তো শুধাই, হে ঈশ্বর
—তাই বলো।
রাগ করো নিকো সত্যিই তবে!
বলো তো কবে,
ভয়ে দুরুদুরু ভিখারী হৃদয়,
হে বিজয়িনী
—শুধু চা কিন্তু, দুধ নয়, দুইচামচ চিনি—
অকারণে ভোলা তুমি নির্দয়
রাখবে তোমার কোমল হাতের কমলপুটে

—অকারণে নয় ?
জানি জানি দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার
চরণতলে
আমি অভাগ্য মানি,
বোসোই না, ওরা কেউই শুন্‌ছে না, এ দীন বলে
হয়তো আমিও উঠ্‌ব ফুটে, এ দীন বলে
তোমার হাতের বাহুয় চাপে, রঙীন ঠোঁঠের এককথায়,
রেশমী মেঘের একটুকু জলে
যেন কাক্‌টুস্‌ গ্রাণ্ডিফ্লোরা।
কেউই ওরা
শুন্‌ছে না, শোনো, আবার কিন্তু এসো
আর চুপি চুপি বলি, একটুকু ভালো—
বেশ বেশ শুধু হেসো।
(রমার মুখের সরস লালিমা
ঢেকে দিলে প্রায় দিনের কালিমা
কাজের দিন।)
এই যে অলকা, তোমার পাশে
কে পারে থাকতে স্ফূর্তিহীন ?
(স্থরেশ তো রোজ বিকেলে আসে ?)
যা বলেছ তুমি, তোমার কিন্তু শাড়ির রং
আমার চোখে তো নেশাই ঘনায়—
রাজাস্‌ পেগ্‌।
লেনিনের চিঠি পড়েছ, রিমার্ক-
এব্‌ল্‌ ইন্‌-
টারেস্টিং।
বলো ভাববে না পাগল সং ?
কানে কানে বলি, তোমার চোখের হাসির কণায়
অলকা, আমার দিনরজনীর স্বপ্ন ভাসে
নিদ্রাহীন

পাঁচবছর, স্টালিনের মতো
—ওই কি লিলির টেনিসের জুড়ি খস্রু বেগ্ ?
অমাকৃষ্ণ তমিস্রারে দুইহাতে ঠেলে ঠেলে কোথা
ভারাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসের ব্যূহ্ ভেদ ক'রে
চলেছ দুর্জয় একা, পদক্ষেপে ছড়ায়ে রিক্ততা
কি উদ্দেশে, কঠিন যাত্রায় ?
নেই রজনীর ভয়
বিজনের, পৃথিবীর আঁধারের মুষ্টিবদ্ধ ভয়
হৃদয়ে কি নেই আজ, হৃদয় আমার ?
দৃষ্টিতে নেইকো জনপ্রাণী, শুধু আকাশছড়ানো
অস্পষ্ট নিষ্ঠুর ক্রূর অন্ধকার হাসি।
জ্যোৎস্না ডুবেছে রাশি রাশি
মেঘোর্মিল আঁধারের উদ্দাম জোয়ারে।
বেলাভূমি স্তব্ধ মেঘরজনীর দুর্দম শৃঙ্গারে,
শ্বাস রুদ্ধ করে ঘন উত্তেজিত স্বেদাক্ত বাতাস,
তার মাঝে, ব্যগ্রবাহু, প্রিয় মোর, ঊর্ধ্বশ্বাস
চলেছ কোথায় ?
কোন্ নারী, কি ঐশ্বর্যভার
ছিন্ন ক'রে নেবে বলো বলীয়ান্ দুই বীর বাহু ?
কোন্ দেশ লক্ষ্য কোন্ অমৃত আধার
অজ্ঞাতবাসের তব অভিনব এ জয়যাত্রার ?
পৃথিবীর, বিধাতার সমুদ্যত বজ্রের সন্ধান, ক্ষিপ্র-বাহু
তোমারও যাত্রার সাথে সাথে ধায় শাস্ত্রমতে, জানো ?
তুমি বুঝি শোনো নি কো গায়ত্রীর গুহাগুপ্ত গানে
তৃপ্তিহীন সঙ্কটের তীব্র আর্তনাদ
দিবারাত্রি বিশ্বামিত্র ক'রে যায় একা ?
ভুলেছ কি নব নব পথের নির্মাণে
পরিক্রমা হয় না কো শেষ
পড়ে থাকে সেই যক্ষপ্রশ্নকণ্টকিত রুক্ষ দেশ ?
নিরুদ্দেশ যাত্রা তব খরকৃষ্ণ তমিস্রাকে ঠেলে,

দূরে দূরে ফেলে কাংস্যনিনাদে সাগরে
—শ্যেন-কপোতের প্রেম-কূজনে মধুর কোনো
নব অলকায় নয়—
নিয়ে যাবে বলো কোন সঙ্গীহীন নব হতাশ্বাসে!
মিনতি আমার,
যাত্রা করো রোধ।
এক ক্লান্তি হতে যাবে আর ক্লান্তিদেশে, নবপ্রতিভাসে
যাত্রা কভু যাবে না থমকি'।
তুমি তো জেনেছ
যে শরীরে রক্ত চলে, সে শরীরে কেহ
কখনো চমকি'
দেখে নি কো আথেনে বা প্রজ্ঞাপারমিতা।
যাত্রা তব ক্ষান্ত করো, নিভে' যাক্ রাবণের চিতা।
পাবে কি বন্ধুর বাহু কভু ধরিবারে
অন্তহীন কাংস্যরবা মদহিংস্র সাগরের পারে দীর্ঘ এই পাঁকে?
—হে বন্ধু আমার, বলো তো আমাকে।
অন্বেষণ বৃথা বারে বারে
ডিয়োটিমা, বলো তো আমাকে।
তাই বলি, আমার মিনতি,
অসিধারব্রত যাত্রা ক্ষান্ত করো, হৃদয় আমার।

নবঅভিসারে চলেছি রে ভাই,
রাত জেগে পেঁচা ভরেছি খাতাই।
লক্ষ্মী চাই।
ফট্‌কারই শুধু ছেড়েছি তো হাল,
আমি কোন্ ছার,
বাট্‌পাড়েরাও হয়েছে যে ঘাল।
গণ্ডেরিরামই বাজার চালায়,
নিমকহালাল তুখোড় দালাল।
আমাদের সব পুরেছে চতুর পাটের ছালায়।

হাওড়ায় তাই কোণঠাসা হয়ে চেঁচাই কাতরে,
মাথাপোতা।
ত্বয়া হৃষীকেশ! শতেক ঘায়েও নই ভোঁতা।
নবরূপে সেই মাথাই খাটাই, পটুরঙ্গে
গৌড়জনের সুধাকর হই, চতুরঙ্গে
অংশীদাররা হল কুপোকাৎ!
প্রায় চালমাৎ।
রাম হরি শ্যাম আর এ অধম
দীন অভাজন
জুড়েছি গাজন।
ডিভিডেণ্ড চেপে প্যানিক্ ছড়াই,
বাজারে মট আমরা নড়াই,
তারপর ছাড়ি অন্ডর্সেল হাত চেপে
ভাগে ভয়ে কেঁপে অংশীদার
হরি আর রাম, শ্যাম আর আমি রয়েছি
চার ডিরেক্টর্!
কি উল্লাস! কোটালের বান! হই আগুয়ান।
এইবার দাদা ছাড়ব বোনাস্।
পাল তুলে' চলি পাটনীখেয়ায়
পাঁচটিবছর সব বকেয়ায়
বুঝলে না, রাম সরস্বতীরই কর্ণধার,
বীণকার নয় নাই হল, বটে সর্বত্যাগী শিক্ষাব্রত
সে স্বর্ণকার,
কান ধরে ভায়া চালায় বইয়ের মালজাহাজ,
বাহাদুরি দিই খুব জাঁহাবাজ।
শ্যাম হল গিয়ে নবশঙ্কর, রঘুনন্দন আর্যামির,
সে তুফানমেল,
নিখিলভারতে ছড়াচ্ছে খুড়ো মোহমুদ্গর
হিন্দুত্বের ম্লেচ্ছশেল।
হরি আমাদের রথস্‌চাইল্‌ড, দেশের মাথা ও

মুখ উজ্জ্বল।
তেজারতি তার ব্যাঙ্কিঙে গিয়ে কি উচ্ছল!
দুটো মিল্‌ও চলে—ধর্মঘটের উপায় নেই;
জামাই যে তার নিজে ম্যানেজার,
খাদিপ্রচারের মস্ত লীডার,
দেশের লীডার স্বনামধন্য ত্যাগস্মরণীয় তার বেয়াই
বণিকের মানদণ্ডই রাজদণ্ড তাই।

অস্তাচলে অন্ধকার, স্থবির রাত্রির
স্থির বিরাটপাখায়
ঘনায় আবেগ
আকাশ এসেছে নেমে আত্মীয়তায়
অন্তরঙ্গ, নির্বর্ণ, নির্মেঘ;
দ্বারকার দস্যুভয় ইন্দ্রপ্রস্থে নৈকট্যে মধুর।
দীর্ঘ শালতরুসার
মহাবনে স্তব্ধ
স্তব্ধ প্রতীক্ষায় ধীর মৌন স্থির,
বিশ্বরূপ মহিমার স্নিগ্ধ কণা পেয়ে
অন্তরঙ্গ, অথর্ব-বিধুর।
বিহঙ্গ জাগে নি আজও জীবযাত্রাকাকলিমুখর,
অথবা জেগেছে নীড়ে, শিরাস্ফোটে লেগেছে তাদের
এ প্রাকৃত আবির্ভাবে নিরুদ্ধ আবেগ।
পাঁচপাহাড়ের
চূড়ায় নেইকো আজ দিগ্বিজ স্পর্ধার
উদ্ধত গ্রীবার গতি,
শান্তমতি
ক্লান্ত স্থির অবনত নিবৃত্ত উৎসুক
যেন শোনে কান পেতে মিটিমিটি কার পদধ্বনি।
বাতাসের বেগ
চলে গেছে দিগন্তসীমার

বজ্রকোষে পরিখাপ্রাকারে সমুদ্রের পারে
চংক্রমণ স্বতই সম্বরি'।
সামান্ত ঝিল্লীও মৌন, ক্রন্দনশর্বরী
শেষ হল, সেও বুঝি জানে!
এ তীব্র প্রহরে
প্রতিবেশী বিচ্ছিন্ন শহরে
শৈশবের অসহায় ঘুম
না জানি কোটায় কত বার্ধক্যের জাতিস্মর আকাশকুসুম।
এ রাত্রিপ্রয়াণে
সংহত সত্তায় বাস্ত এই গোধূলিতে, ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যায়
মহাকাল প্রশান্ত অম্বরে
স্মিত ওষ্ঠাধরে
কূলপ্লাবী বর্ণহারা আকাশগঙ্গায়
ধ্যানমৌন সান্নিধ্য বিলায়
ছায়াতপহীন।
সারস্বত মুহূর্তের কালাতীত স্তম্ভিত লীলায়
জাগ্রতস্বপ্নের ভেদ বুঝি আর নেই। মর্মভেদী কলের চোঙাও
নীরব স্তম্ভিত ভীত মিলের ধোঁয়াও,
তাই পরিব্রজবাসী সন্ধ্যাভাষী এই অবধূত
আত্মীয় প্রহরে যত ভূত-
বিশেষসঙ্ঘের ক্ষিপ্র পাল
হে দংষ্ট্রাকরাল!
গুহাহিত সমাহিত অন্তরের শূন্যে নীল মহাশূন্যমাঝে।
প্রত্যক্ষ প্রতীক তাই রাত্রি আর দিন
আত্মদানে রোমে রোমে ঐকতানে রোমাঞ্চিত বাজে
নামেরূপে একাকার মহাশূন্য মাঝে।
আসন্নশরৎউষা ঝাড়ে শুধু কুরুবকশাখা
কৈলাসের শীকরবীজনে, শুধু ঝড়ে ঝারি শিশিরসলিল,
হৈমবতী ধৌত করে কুহেলিকা, সম্মোহকলিল।
সর্বংসহা আমাদের বসুন্ধরা সুন্দরী, বারেক

বিলম্বিতগ্রীবা
রাকা মুখ ফিরায় বুঝিবা।
সূর্যের বিরাট তূর্যে হিরণ্যগর্ভের
আলোককাড়ায়-নাকাড়ায়
মুক্তিস্নান লজ্জিত দর্বের
উচ্চৈঃশ্রব, রক্তিমাধারায়
আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ।
আনন্দে শিহরে শূন্য বাতাসের মাতরিশ্বাবেগে।
হে মৈত্রেয়, আত্মসহোদর,
এ সঙ্গীত আমাদের আর নাহি সাজে।
আনন্দের যে ভৈরবী মীড়ে মীড়ে
সুষুম্নার শিরে শিরে
সাযুজ্যসঙ্গীতে,
অণিমাসঞ্চারী তীব্র তাড়িত সম্বিতে
আমাদের নিস্পন্দ আবেগে,
হে মৈত্রেয়, আত্মীয় সোদর,
সেই স্বর মেগে
অঘমর্ষী জনতার উদ্‌গীথ-মুখর
এ কুৎসিত জীবনের ক্লৈব্যগামী স্বার্থপর ব্যর্থতা জানাই,
কুম্ভীরক তাই॥

১৯৩৬